শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীব্রহ্ম-মাধবগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীচৈতন্যাম্নায়ে

নবমাধস্তন আচার্যবর্য শ্রীরূপানুগপ্রবর

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের সংলাপ

শ্রীচৈতন্যমঠ এবং তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রাক্তন সভাপতি ও আচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ

সঙ্কলিত

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ
(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য)
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

দ্বিতীয়-সংস্করণ
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ১৩৬তম আবির্ভাব তিথি

৫ গোবিন্দ ৫২২ শ্রীগৌরাব্দ
২ ফাল্গুন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খৃষ্টাব্দ

※—প্রাপ্তিস্থান—※
গ্রন্থবিভাগ
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ—শ্রীমায়াপুর
জেলা—নদীয়া, পঃ বঃ। পিনঃ—৭৪১৩১৩
☎(০৩৪৭২) ২৪৫২১৬, ২৪৫১৩৭

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট
৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা-২৬
☎(০৩৩) ২৪৬৫৭৪০৯

ভিক্ষাঃ—৫০ টাকা

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে
শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

মদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ অষ্টোত্তরশত-শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত যাঁদের শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হয়েছে, তাঁরা নিঃশ্রেয়সার্থী হয়ে সুনীচতা ও সহিষ্ণুতার সহিত সেই চেতনময়ী বাণীর অনুসরণপূর্বক উপলব্ধি করেছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'---এই চৈতন্যবাণীর মূর্তবিগ্রহ। তাঁর অবিশ্রান্ত ও অদম্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনৈকান্তিকতা-দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। হরিকথাকীর্তনে তিনি এরূপ তন্ময় হতেন যে, স্বীয় আহার-বিশ্রামাদির কথা ত' বিস্মৃত হতেনই, শ্রোতার যে অন্য কোন কার্য থাকতে পারে, তাহাও কখনই তাঁহার চিন্তাস্রোতে আসত না।

ইহ জগতের মনীষিগণ---জনসাধারণের ভাষায় অভিব্যক্ত মহাপুরুষগণ অনেকপ্রকার সাধন, সিদ্ধি, বিভূতি, উপায় ও উপেয়-সম্বন্ধে বহু উপদেশ প্রদান করেন, নিজেরাও বহুবিধ উপায় অবলম্বন করেছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে আমরা বহ্বয়নের পরিবর্তে কৃষ্ণসংকীর্তনরূপ একায়নই নিরন্তর দেখতে পাই।

"বেদা বিভিন্নাঃ শ্রুতয়শ্চ ভিন্না নাসাবৃষি র্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা।।"

---মহাভারতে শ্রীযুধিষ্ঠিরের এই শ্লোকে বর্ণিত মহাজনের একায়ন হরিভক্তির পথই সব-সংশয়-ছেদন ও প্রেমরসাস্বাদনের একমাত্র পথ; তদাশ্রয়ব্যতীত মনুষ্যজীবন সার্থকতা-মণ্ডিত হতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদের আচারে, বিচারে ও প্রচারে আমরা এই শিক্ষাই পাই। 'যত মত তত পথ' হতে পারে, কিন্তু সব পথের প্রাপ্য এক নহে। নির্মৎসর সাধুগণের অবলম্বিত ত্রিতাপবিনাশী নির্মলকৃষ্ণপ্রেমামৃতপ্রদ ভাগবতধর্মই মুক্ত জীবাত্মার একমাত্র ধর্ম, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ তারস্বরে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন।

হরিকথাকীর্তনই শ্রীল প্রভুপাদের 'জীবাতু'। হরিকথাকীর্তনই তাঁর যোগ, যাগ, ব্রত, জপ ও তপঃ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-মন্ত্রে দীক্ষিত করাতেই তাঁর অতিমর্ত্য গুরুত্ব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রূপ আচারেই তাঁর আচার্যত্ব। তাঁর সকল উদ্দেশ্যের মূল-মন্ত্র---শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরাদি---শ্রীকৃষ্ণকীর্তনযজ্ঞবেদী। তাঁর মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন, পারমার্থিক-বার্তাবহসমূহ-প্রবর্তন এবং গ্রন্থসমূহের প্রকাশ ও প্রচার---শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিস্তারের নিমিত্ত। পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, দেশে বিদেশে স্বয়ং পরিভ্রমণ ও স্বীয়

অনুকম্পিত প্রচারকবৃন্দকে প্রেরণদ্বারা তিনি সমগ্র বিশ্বকে শ্রীহরিসঙ্কীর্তনযজ্ঞে আহ্বান করেছেন। তাঁর শ্রীধামসেবা, শ্রীধামের ঔজ্জ্বল্যবিধানের জন্য পরাবিদ্যাপীঠ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ ও অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার প্রতিষ্ঠা, ভক্তিশাস্ত্রসমূহের অধ্যাপন ও পরীক্ষার-প্রবর্তন, লুপ্ততীর্থসমূহের উদ্ধার, দৈববর্ণাশ্রমসঙ্ঘ স্থাপনপূর্বক পরমার্থি-সমাজ-সংগঠন, পারমার্থিক সম্মেলন ও সামাজিক মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান, বিভিন্ন স্থানে বিরাট্ আকারে পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মোচন, সমগ্র ভারতে শ্রীচৈতন্য- পাদপীঠ স্থাপন, নবদ্বীপমণ্ডল-গৌড়মণ্ডল-ক্ষেত্রমণ্ডল-ব্রজমণ্ডল-ভারতমণ্ডল-পরিক্রমণাদি সকল প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য---কীর্তনদুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ত্রিতাপগ্রস্ত অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্তন-সঞ্জীবনসুধা-বিতরণ দ্বারা বিশ্ববাসী জনগণকে নিত্যানন্দ-প্রদান। তিনি তারস্বরে ঘোষণা করেছেন---শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই কলিকালে মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই সত্যযুগের ধ্যানের, ত্রেতার যজ্ঞের ও দ্বাপরের অর্চনের পরিপূর্ণ ফল নিহিত আছে। সদ্‌গুরুপাদপদ্ম হতে সংশ্রবণ হলে এই সঙ্কীর্তন হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, বক্তৃতাবলী, প্রবন্ধাবলী, পদ্যাবলী---সকলই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-প্রস্রবণ। শ্রদ্ধালু ব্যক্তি নিকটে আসলেই তিনি হরিকথামৃত পরিবেশন করতেন। তা 'শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত' সংজ্ঞায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ মনীষিগণের পরিপ্রশ্ন-সমূহের যে সকল সদুত্তর প্রদান করেছেন, তা **'শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ'**-নামে **শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-শতবার্ষিক-সংস্করণরূপে** প্রকাশিত হচ্ছেন। এই খণ্ডে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এগারজন মনীষীর পরিপ্রশ্নসমূহের যে সকল উত্তর তিনি প্রদান করেছেন তাই প্রকাশিত হল। শ্রুতলিপি শ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক সংশোধিত হয়ে সাপ্তাহিক-গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই পুনর্মুদ্রিত হয়ে এই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এই গ্রন্থ পরমার্থ পিপাসুগণের পরমাদরণীয় ও নিত্য অনুশীলনীয় স্বাধ্যায়স্বরূপ। শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রণতঃ সুধীগণ 'শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপের' অনুশীলন ও অনুসরণকে জীবনের একমাত্র ব্রত বলে নির্ধারণপূর্বক ধন্য এবং শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্বাদ পুষ্ট হবেন সন্দেহ নাই।

বিনীত নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ।

শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া।
৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ।

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

['সার্ভেন্ট' ও ইংরাজী 'বসুমতী'র প্রধান সম্পাদক---ভারত-স্বাধীনতা-আন্দোলনের অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা সুবক্তা পরলোকগত **পণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী** মহাশয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৬শে পৌষ, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী বেলা ১টায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে* আগমন করিয়া প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন-সহযোগে প্রভুপাদ **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** শ্রীমুখ-নিঃসৃত যে-সকল হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

আলোচিত বিষয়সমূহ

কর্মভূমিকার অস্থিরতা, নৈমিষারণ্য ও কাশীর বৈদান্তিকগণের মত-বৈশিষ্ট্য, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, ভাগবত-বিরোধী বিচার, ভাগবত-বিচারের প্রতিকূলাচরণ-কারিগণের নাম, কুহকযুক্ত সত্য ও নিরস্তকুহক সত্য, ধ্যানযোগ্য বস্তু 'অচিন্ত্য' কিরূপে? 'মায়া' কি? 'জীবের স্বতন্ত্রতা' ও 'ঈশ্বরের ইচ্ছা', এই দুই বিষয়ের সামঞ্জস্য কিরূপ? জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিল কেন? স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারের প্রেরণাদায়ক কে? জীবের পাপ-প্রবৃত্তিও কি ভগবানের অনুকম্পা? 'অনর্থ' কাহাকে বলে? অনর্থের শান্তি কিরূপে হয়? 'ভক্তি' কি? ভক্তি যদি সর্বসাধারণেরই ধর্ম হয়, তাহা হইলে তাহাতে সকল লোকের রুচি নাই কেন? বৈষ্ণবধর্ম ও জগতের উপকার, বৈষ্ণবধর্ম বহু লোকে যাজন করে না কেন? বৈষ্ণব স্বার্থপর কি পরার্থপর? বৈষ্ণবধর্ম কি সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িক? 'বিষ্ণু-সেবা' কি? বৈষ্ণবের কর্তব্য কি? হরিসেবা কত প্রকারে হয়? 'জীবে দয়া' কাহাকে বলে? রামায়েৎ বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, স্মার্ত-পঞ্চোপাসনা, ঐকান্তিক বিষ্ণুপূজা, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ; বৈষ্ণবগণ কি ব্রাহ্মণ? বর্তমানের বিকৃত বর্ণাশ্রম, মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের আচরণ, শ্রৌতবাণীর সৌন্দর্য।]

---

*এই শ্রীগৌড়ীয় মঠ তৎকালে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডে ছিল।

পণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। আজ আপনার দর্শন পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হ'লাম। অনেকদিন আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু এ' পর্যন্ত দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমি নিতান্ত অকিঞ্চন দীন ব্যক্তি; আপনি দেশের অনেক কাজ কর্‌লেন।

পণ্ডিত। কই কিছুই হ'ল না, এখন মনে হচ্ছে এতদিন নিশ্চয়ই ভুল পথে চলেছি, কোন একটী নিশ্চিত সিদ্ধান্তের উপরেই দাঁড়াতে পাচ্ছি না—সর্বদা Shift (স্থানচ্যুত) করাচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনার ন্যায় প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে এরূপ সরলভাবে কথা শুনে আমাদের বড়ই আনন্দ হচ্ছে।

পণ্ডিত। আমাদের পাঠ্যাবস্থায় কয়েক বার আপনার ঠাকুরের (শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের) বক্তৃতা শুনেছি। তিনি কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সময়ে প্রচার কর্‌তেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন।

পণ্ডিত। সেই সময়েই ত' আপনার ঠাকুর প্রচার কর্‌তেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। তা'র অনেক পূর্ব থেকে।

পণ্ডিত। গৌড়ীয়মঠ কতকাল হ'ল স্থাপিত হ'য়েছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। ন' দশ বৎসর হবে। ইঁহার মূল মঠ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ। শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় ইঁহার শাখাপ্রশাখা কাশী, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানেও প্রকাশিত হয়েছেন।

পণ্ডিত। নৈমিষারণ্যটী কোথায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। সীতাপুর ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে। আউধ্ এণ্ড রোহিলাখণ্ড রেলওয়ে লক্ষ্ণৌ হ'য়ে বালামৌ-জংসন, বালামৌ-জংসন হ'তে সীতাপুর ব্রাঞ্চ লাইনে আর্সেনি, বেণীগঞ্জ, তারপর 'নিমসার'-ষ্টেশন।

পণ্ডিত। সেদিন মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর সঙ্গে কিছু শাস্ত্রীয় কথা হচ্ছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ। নৈমিষারণ্য-স্কুল☆ ও বেনারস-স্কুলের মধ্যে বিচারপ্রণালীর বিশেষ পার্থক্য আছে। নৈমিষারণ্য-স্কুলের লোকেরা অকৃত্রিম বৈদান্তিক, তাঁ'রা ব্রহ্ম-সূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্যকেই স্বীকার করেন। কৃত্রিম বা মনগড়া ভাষ্যকে স্বীকার করেন না।

পণ্ডিত। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। এক সময়ে শ্রীল সূত

☆ এই স্থলে 'স্কুল'-শব্দটী 'বেদান্তানুশীলন-পীঠ'-অর্থে ব্যবহৃত।

গোস্বামী শৌনকাদি ষাট্ হাজার ঋষির নিকটে উত্তরপ্রদেশের প্রসিদ্ধ তীর্থ নৈমিষারণ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেছেন।

পণ্ডিত। বেনারস-স্কুলের পণ্ডিতগণ কি ভাগবত মানেন না?

শ্রীল প্রভুপাদ। তাঁহারা ভাগবতকে অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে একটী পুস্তক-বিশেষ—পুরাণের মধ্যে একটা পুরাণ-বিশেষ জ্ঞান করেন মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন না। আমরা মনে করি, শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যতীত অন্য গ্রন্থের আবশ্যকই নেই। অন্যান্য গ্রন্থ যদি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূলে কিছু বলেন, তা' হ'লেই সে'-গুলি স্বীকার্য। ভাগবতবিরোধী বিচার-প্রণালী 'পারমার্থিক-ধর্ম'-পদবাচ্য নহে।

পণ্ডিত। ভাগবত-বিরোধী বিচার আবার কি আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। জগতে ভাগবত-বিরোধী বিচার ব্যতীত আর কিছুই নেই। অনাদি-বহির্মুখ জীবমাত্রের স্বতন্ত্র-বিচারস্রোত-মাত্রই ভাগবত-বিরোধী বিচার।

পণ্ডিত। সাক্ষাদ্‌ভাবে ভাগবতের বিচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েছে এমন লোক কি আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। সত্যযুগ হ'তে ভাগবত-বিচারের প্রতিকূল-আচরণকারী ব্যক্তির আদর্শ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। হিরণ্যকশিপু একজন ভাগবত-বিচারের বিরোধী। ভাগবত-বিরোধী দ্বিবিধ—প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট। স্পষ্ট বিরোধকারী অপেক্ষা প্রচ্ছন্ন-প্রতিকূলাচরণকারী অধিকতর শত্রু। আর্য-সমাজের প্রবর্তক দয়ানন্দ ও কবিরাজ গঙ্গাধর সেন—ইঁহারা স্পষ্টভাবে ভাগবত-বিরোধী ছিলেন। বেনারস-স্কুলে যে মত প্রবর্তিত, তন্মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ভাগবতের বিরোধী মত দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব নৈমিষারণ্য-স্কুলের কথার সর্বশ্রেষ্ঠতা তদানীন্তন বেনারস-স্কুলের সর্ব-প্রধান ব্যক্তি প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে তাঁ'র ষাট্ হাজার শিষ্যের সহিত জানিয়েছিলেন। প্রকাশানন্দ বেনারস-স্কুলের বিচারপ্রণালীর অসৎসাম্প্রদায়িকতা বুঝ্‌তে পেরেই পরে নৈমিষারণ্য-স্কুলে প্রবেশ করেছিলেন।

পণ্ডিত। নৈমিষারণ্য-স্কুল ছাড়া অন্য স্কুলে কি 'সত্য' নেই?

শ্রীল প্রভুপাদ। অন্য স্কুলে (ভাগবত-বিরোধী মতবাদে) কুহকযুক্ত সত্য আছে, কিন্তু নৈমিষারণ্য-স্কুলের বেদান্তভাষ্যের সর্বপ্রথমেই বলা হয়েছে—"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" নৈমিষারণ্য-স্কুলের লোকেরা সমস্ত কপটতা-নির্মুক্ত পরম সত্যের ধ্যান করেন। 'ধীমহি'-পদটী বহুবচনান্ত; এই বহুবচনের পদের দ্বারা নৈমিষারণ্য-স্কুলের পুরুষগণ বা বৈয়াসকি-সম্প্রদায় নির্দিষ্ট হ'য়েছেন। এখানে ধ্যানকারীর বহুত্ব, পরম-সত্যের অদ্বয়ত্ব এবং মধ্যবর্তী ক্রিয়া ধ্যানরূপ কার্যের নিত্যত্ব সূচিত হ'য়েছে। 'ধ্যান'-শব্দে মানবের স্বতন্ত্র-চিন্তাপ্রণালী নহে। সেই পরম সত্য অচিন্ত্য ও অধোক্ষজ বস্তু।

পণ্ডিত। ধ্যান-যোগ্য বস্তু 'অচিন্ত্য' কিরূপে?

শ্রীল প্রভুপাদ। আমাদের পূর্বগুরু শ্রীরূপ গোস্বামী ব'লেছেন—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।" *

—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু

বিশুদ্ধসত্ত্ব-বৃত্তিদ্বারাই সেই পরম সত্যস্বরূপ বাসুদেবের ধ্যান হয়। রজঃ ও তমের অন্তর্বর্তী অধিষ্ঠানরূপ মিশ্র-সত্ত্ব 'বিশুদ্ধ-সত্ত্ব' নহে। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব ইহ জগতের কোন বস্তু নহেন, (ভাঃ ৪।৩।২৩)—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং 'বসুদেব'-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে।।" †

'অধোক্ষজ'-শব্দে জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত। Godhead is He, Who has reserved the absolute right of not being exposed to present human senses. (তাঁহাকেই 'ভগবান্' বলা যায়, যিনি কখনও মনুষ্য বা প্রাণি-জগতের 'ভোগোন্মুখ' জড়েন্দ্রিয়ের অধীন হন না। তিনি এই অধিকারটী সম্পূর্ণভাবে নিজের করায়ত্ত রাখিয়াছেন।)

পণ্ডিত। ভগবান্ যদি এইরূপ বস্তুই হন্ তা' হ'লে 'মনসা'-পদের প্রয়োগ কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। (ভাঃ ১।৭।৪),—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।" §

---

* ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্বক চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

† (শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন,—) ভগবানের স্বরূপশক্তিগত-সন্ধিনী-প্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ যে নিত্যতত্ত্ব আছে, তাহারই নাম 'বসুদেব'। সেই শুদ্ধসত্ত্বে চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ নিত্য প্রকাশ লাভ করিয়াছেন; তাঁহারই নাম 'বাসুদেব'। তিনি অধোক্ষজ অর্থাৎ জড়ীয় ও মায়িক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত। ভক্তিপূতচিত্তে আমার প্রণাম আমি তাঁহাকে বিধান করি।

§ ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন।

সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক-ধর্মবিশিষ্ট হৃদয়ই প্রাকৃত লোকের মন, আর প্রাকৃত-ভোগবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত চিত্তই পূর্ণপুরুষের বিহারস্থলী শুদ্ধমন। শ্রীগৌরসুন্দর এই জন্য ব'লেছেন,—

"আনের হৃদয়—'মন', মোর মন—'বৃন্দাবন',
'মনে', 'বনে' এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ-কৃপা মানি।"

আমাদের পূর্বগুরু শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও ব'লেছেন,—

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।।"

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের নাম—'বিষয়'। ইহাদের ভোক্তাভিমানকারী মনই বিষয়াবিষ্ট অশুদ্ধ মন। সেই মনে কখনও পূর্ণ পুরুষের উপলব্ধি হয় না। নিত্য ভজনীয় সচ্চিদানন্দবস্তুর সহিত অণু-সম্বিৎ নিত্যানন্দ-বস্তুর নিত্য সেবন-প্রথাই চঞ্চল মনের অনুপাদেয়তা মার্জিত ক'রে ভক্ত-চিত্তে সমাধি আনয়ন করতে পারে। এই সেবোন্মুখতা ইন্দ্রিয়জভোগ বা নিরিন্দ্রিয়-ত্যাগের সাহায্য গ্রহণ না করায় নির্মল আত্মার নিত্য-সেবা-প্রবৃত্তি-ক্রমেই সুদর্শনপ্রভাবে পূর্ণপুরুষের দর্শন করেন। সরস্বতী নদীর তটে শম্যাপ্রাস-নামক বদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাস গুরু শ্রীনারদের শিক্ষানুসারে এইরূপ শুদ্ধ-ভক্তিযোগ সমাহিত নির্মল-চিত্তে স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁ'র পশ্চাদ্‌ভাগে তৎপরাঙ্মুখী বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে দেখিতে পাইলেন। স্বরূপতঃ চিন্ময় কৃষ্ণদাস-জীব আপনাকে জড়ভোক্তা মনে ক'রে যে অনর্থের আবাহন ক'রে থাকে, আর অধোক্ষজে—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ-অবলম্বন দ্বারা কিরূপে তা'র সেই অনর্থের উপশম হ'তে পারে, তা'ও দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। 'পূর্ণ-পুরুষ'-শব্দে সর্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কেই বুঝায়। কর্ম বা জ্ঞান-চেষ্টায় পূর্ণ-পুরুষের দর্শন লাভ হয় না। কর্মদ্বারা কর্মভূমির প্রাপ্যবস্তু পাওয়া যায়, সেই ভূমিকার অতীত বস্তু পাওয়া যায় না। নির্ভেদ-জ্ঞানের দ্বারাও 'পূর্ণপুরুষ' দর্শন হয় না—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন আক্রান্ত হয়। সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তিতে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ থাকে, সাযুজ্যে থাকে না।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।" *

(গীতা ১৮।৫৫)

---

*ভগবদুক্তি—"আমি তত্ত্বতঃ যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব, তাহা নির্গুণা ভক্তি উদিত হইলেই জীব বিশেষভাবে জানিতে পারে।"

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।"*

(ভাঃ ১১।১৪।২১)

পণ্ডিত। মায়া কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া"—যা'কে মেপে নেওয়া যায়, সে'টাই মায়া। ভগবান্—মায়াধীশ, তাঁ'কে মাপা যায় না। যেখানে ভগবান্‌কে মেপে নেওয়ার চেষ্টা দেখান হয়, তাহাই 'মায়া'—'ভগবান্' নহে; মা—যা=মায়া। Christian Theology-তে (খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে) যেমন Godhead (ঈশ্বর-তত্ত্ব) একটা আলাদা, satan (শয়তান) একটী আলাদা, ভাগবতের কথিত 'মায়া' সেরূপ নহে। ভাগবত-স্কুলের মতে 'মায়া' পূর্ণপুরুষ ভগবানে condemned state-এ (গর্হিত ভাবে) আছে—মায়া-বশযোগ্য 'অণুচিৎ'-এর প্রতি বিশেষরূপে দণ্ডবিধান কর্‌বার জন্য। গীতা ৭।৪-৫,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।" †

এই অপরা শক্তিই—মায়াশক্তি। অপরা শক্তি নিরীশ্বর কপিলের "চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব" হ'য়ে, কখনও বা বৈশেষিকের "পরমাণু" হ'য়ে, কখনও জৈমিনির "অভ্যুদয়বাদ" হ'য়ে, কখনও গৌতমের "ষোড়শ পদার্থ" হ'য়ে, কখনও পতঞ্জলির "বিভূতি-কৈবল্যাদি" হ'য়ে কখনও বা "ব্রহ্মানুসন্ধানের ছলনা" নিয়ে অনাদি-বহির্মুখ জীবকুলকে বাহ্য জগতের ক্রিয়ায় মুগ্ধ কর্‌ছে—Misunderstanding (বুঝ্‌তে ভুল) করাচ্ছে।

পণ্ডিত। এরূপ কেন হচ্ছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। জীবের Free will (স্বতন্ত্রতা) রয়েছে ব'লে।

পণ্ডিত। তা' হ'লে—"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি

---

* শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"সাধুদিগের প্রিয় ও আত্মস্বরূপ আমি একমাত্র নির্গুণা ভক্তিদ্বারাই লব্ধ হই।"

† (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—) হে অর্জুন! আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট ভাগে বিভক্ত; এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড় জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।'' *—গীতার (১৮।৬২) এই বাক্যের সার্থকতা কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। গীতার এই বাক্য ত' ঐ কথাই সমর্থন করেন। বিষ্ণুই সর্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম ক'রে থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই দান করেন। পূর্বকর্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বরের প্রেরণা দ্বারা কার্য কর্‌তে থাকে। জীব হেতু-কর্তা, আর ঈশ্বর—প্রযোজক-কর্তা। জীব নিজ কর্মের কর্তা হ'য়ে যে ফলভোগের অধিকারী এবং যে ভাবী কর্মের উপযোগী হচ্ছে, সে সকল ফলভোগে ও কার্য-কারণে প্রযোজক-কর্তারূপে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব র'য়েছে। ঈশ্বর ফল-দাতা, আর জীব ফল-ভোক্তা।

পণ্ডিত। জীবের 'স্বতন্ত্রতা' থাকিল কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। জীব বিভু-চৈতন্য পরমেশ্বরের অণু-অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জলধর্ম অণু পরিমাণে র'য়েছে। বিভু ভগবান্-পরম স্বতন্ত্র; অণুচিৎ জীবেও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা র'য়েছে।

পণ্ডিত। জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার কি ভগবৎপ্রেরণীয়?

শ্রীল প্রভুপাদ। ভগবৎপ্রেরণায় হ'লে ত' তদ্দ্বারা ভগবৎ-সেবাই হ'ত। ভগবদ্বিস্মৃতি হ'ত না।

পণ্ডিত। তা' হ'লে ''ভগবানের ইচ্ছার উপরই সমস্ত নির্ভর করে''—এ সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়? আমি তর্ক কর্‌বার ইচ্ছায় এ' সকল প্রশ্ন করি নাই, আপনি মহাপণ্ডিত ও পরম ভক্ত, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। তিলকের হিন্দি গীতায় তুকারামের একটা অভঙ্গ পড়েছিলাম, তাঁ'র তাৎপর্য এই—হে ভগবন্! আমার কর্মই যদি আমাকে উদ্ধার করল্, তা' হ'লে আর তোমার দরকার কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। ভাগবত (১০।১৪।৮) এর জবাব দিয়েছেন,—

''তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।''

—ইহ জগৎ হইতে যাঁ'র ছুটি পাওয়ার যোগ্যতা হ'য়েছে, তিনি বিচার করেন—পরম মঙ্গলময় ভগবানের উপর যদি দোষগুলি চাপিয়ে দেওয়া যায়, তা' হ'লে সেবাবৃত্তির অভাব হওয়ায় কোন দিনই মুক্তি লাভ করা যেতে পারে না। কিন্তু চেতনময়ী সেবোন্মুখতার সৌভাগ্যে যিনি সমস্ত অসুবিধাকে 'ভগবানের অনুগ্রহ' বা 'দয়া' বিচার ক'রে ভগবানের প্রতি আরও অধিকতর আকৃষ্ট হন, তিনিই অনায়াসে মুক্তিপদের অধিকারী।

---

* হে অর্জুন! সর্ব জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে আমি অবস্থিত। পরমাত্মাই সর্ব জীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্বনিয়ন্তৃত্ব ধর্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হয়।

পণ্ডিত। তা' হ'লে আমরা যে পাপ করি, তাও কি ভগবানের দয়া ?

শ্রীল প্রভুপাদ। না, তা' নয়। পাপের প্রবৃত্তি দিয়েছেন আমাকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য—যেমন শিশুর অন্নপ্রাশনের সময় পিতামাতাকে শিশুর রুচি পরীক্ষা কর্‌বার জন্য শিশুর কাছে পয়সা কড়ি, খই, ধান, ভাগবত পুঁথি প্রভৃতি রেখে থাকেন, শিশু রুচি অনুসারে সেইগুলি গ্রহণ করে; উপনয়নের সময় যেমন আচার্য মানবের বৃত্তি পরীক্ষা ক'রে থাকেন। ভগবানের নির্দয়তা জিনিষটা বহির্মুখ মানবজ্ঞানে এসে উপলব্ধি হচ্ছে; তাঁ'কে 'দণ্ড' বলে গ্রহণ করলে 'Serving temper' (সেবাবৃত্তি) বা attraction for God-এর (ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্তির) অভাব হচ্ছে, বুঝা গেল। তিনি সর্বাশ্রয়; তাঁ'র কাছে আশ্রয় পা'ব ব'লে যে আশা ক'রে যায়, ভগবান্ তা'র ঐকান্তিকতা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য তাঁ'র আশ্রয়প্রার্থীর নিকট অনেক অসুবিধা এনে ফেলেন। যেমন কবিরাজের কাছে গেলাম তিনি পথ্যামরিচ্যাদির ব্যবস্থা কর্‌লেন; ডাক্তার lancet (ছুরি) দিয়ে ফোঁড়ার মুখ খুলে দেন, তা'তে যদি ডাক্তার কবিরাজের প্রতি বিরক্ত—অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁ'দিগকে মার্‌তে যাই, 'তাঁ'রা নির্দয়—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা নহেন', বিচার করি, তা' হ'লে আমার দিক্ থেকে বিচারটা ভুল হ'ল। প্রকৃত মঙ্গলকারীকে—দয়াবান্‌কে অমঙ্গলকারী ও নির্দয় ব'লে ভুল কর্‌লাম। ভগবানের মায়া প্রলোভনের জিনিষগুলি এখানে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন; এত রকম টোপ, বড়শী, যাঁতাকল, জাল, শেকল আমার কাছে সাজান রয়েছে যে, আমি তা'তে ক'রে পৃথিবীর জালে আরও বেশ ক'রে জড়িয়ে পরতে পারি। এ' সকল বড়্‌শীর প্রলোভনে প'ড়ে কখনও আমি যথেচ্ছাচারী 'অসৎ-কর্মী' হচ্ছি, কখনও বা যাঁতাকলের প্রলোভনে প'ড়ে লোকহিতকর কার্য কর্‌বার নামে 'সৎকর্মী' হচ্ছি, কখনও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকেই ভাল মনে করছি, শাক্যসিংহ, কপিল, শঙ্করাচার্য প্রভৃতির মতকে আদর কর্‌ছি। কর্মবাদ ও জ্ঞানবাদ—এই দুই প্রকার অন্যাভিলাষময় বিচারে প্রতারিত হ'য়ে যাঁ'রা ধর্মজগতে অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁ'দের যোগ্যতা বুঝে মায়াদেবী তাঁ'দের প্রলোভনের জন্য সেই রকম বিচিত্র টোপ সাজিয়ে রেখেছেন। ভগবানের কথায় নিযুক্ত হ'লেই জীবের মঙ্গল হ'বে। মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। ভগবান্ কা'রও স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না। তিনি চেতন ধর্মের হন্তারক নহেন; চেতনতার বৈশিষ্ট্যে বাধা দিলে তাঁর নির্দয়তারই পরিচয় হ'ত। তিনি চেতন-বৃত্তির নিকট চেতন-বৃত্তির সৎ ও অসদ্ব্যবহারের কথাগুলি জানাচ্ছেন মাত্র। শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি বল্‌ছেন, জৈমিনি ঋষির অভ্যুদয়বাদের কথায়, দত্তাত্রেয়-শঙ্করাদির নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের কথায় নিরত হ'য়ো না। উহা চেতনতা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যহার নয়। ভগবানের সেবারূপ কর্ম কর—ভগবানের সেবা যা'তে না হয় ঐরূপ কর্ম করো না। শ্রীচৈতন্যরূপে অচিদ্-অনুভূতিযুক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য—চেতনতা উৎপন্ন কর্‌বার জন্য ঐ সকল বল্‌ছেন। কেহই দুঃখেচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে কর্মে প্রবৃত্ত হ'ন না।

পুত্র-শোক-কাতরা জননী বক্ষে করাঘাত কর্‌ছেন, পাষাণে মাথা কুট্‌ছেন—দুঃখ-বিনাশের জন্য। রোগী গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি কর্‌ছে—আশু প্রতিকার পাওয়ার জন্য। ফলাকাঙ্ক্ষা কর্মি-সম্প্রদায় বিভিন্ন ব্যবস্থা দ্বারা আশু প্রতিকারেরই চেষ্টা কর্‌ছেন। আমার instantaneous relief (তাৎকালিক উপশম) পাওয়া দরকার—ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষা কর্মি-সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত অভিলাষ। তাঁ'রা আপাতঃ সুখকর ব্যাপারে duped (প্রলুব্ধ) হ'য়ে মায়া-মরীচিকার প্রতি ধাবিত হ'চ্ছেন। আশু-প্রতিকার-প্রণালী হচ্ছে—'পৃথিবীর বাদশাহ হ'ব'—'স্বর্গের ইন্দ্র হ'ব'—'জগতের বহু সুখের ভোক্তা বা প্রদাতা হ'ব'—এই সকল। ইহা ঈশ্বর-বিমুখতা মাত্র। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানও আশু-প্রতিকার-প্রাপ্তি-চেষ্টারই আর একটা দিক্‌। আমার কিছু Fees (পারিশ্রমিক) দরকার in some shape or other (কোনও না কোনও আকারে)। আমরা যে part and parcel of Godhead (ভগবানের অবিচ্ছিন্ন অংশ), তাঁ'র থেকে আমাদিগকে dissociated (বিচ্যুত) মনে কর্‌লেই ভোগ কর্‌তে ধাবিত হই। তখন মনে করি, আমার canine tooth-এর (কুক্কুরদন্তের) সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক—যুবাধর্মের প্রমত্ত হওয়া আবশ্যক—পাঁচটা লোককে civic order-এ (সামাজিক-সভ্যতায়) আনাই আমার কর্তব্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব চেষ্টা ভগবদ্‌বিস্মৃতির ফলমাত্র; এ সকল প্রবৃত্তি—ভোগপ্রবৃত্তি—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।"

জীবাত্মা—গুণাতীত বস্তু; জীব 'মায়া' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভগবদুপাসনা করেন। কিন্তু মায়ার ক্ষমতা অনেক অধিক। বহির্মুখজীবের aptitude—inclination (চিত্তের প্রবণতা, অভিলাষ) হচ্ছে মায়াতে আবদ্ধ হওয়া—মৎস্য হ'য়ে টোপ খাওয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পৌত্র-প্রপৌত্র-বৃদ্ধপ্রপৌত্র যা'দের সঙ্গে কোনকালে দেখা হ'বে না, তা'দের ভোগের জন্য অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভোগের ইন্ধন যোগাড় ক'রে রেখে যাওয়া! তালগাছ পুতলাম—তার ফল পাবে অন্যে, যা'র সঙ্গে আমার কখনও দেখা হ'বে না—আমার বহু কষ্টের সঞ্চিত ধন-দৌলত যে একদিন উড়িয়ে দিবে, তা'র জন্যই সব চেষ্টা। এ' প্রসঙ্গে শাস্ত্রে একটী শ্লোক আছে—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।।"

হে ভগবান্‌! আমি কামাদি রিপুগণের কত প্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করেছি, তথাপি আমার প্রতি তা'দের করুণা হ'ল না, লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হ'ল না। হে যদুপতে!

সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ ক'রেছি। তা'দিগকে পরিত্যাগ ক'রে আমি তোমার অভয় চরণে শরণাগত হ'য়েছি। তুমি এখন আমাকে তোমার দাস্যে নিযুক্ত কর।

কর্ম-প্রধান ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে গৌণভাবে স্বীকার করেন, জ্ঞানি-সম্প্রদায় ঈশ্বরের সহিত একীভূত হ'য়ে যাবার বাসনা করেন; কিন্তু আমরা সেরূপ কোন দুরাশা পোষণ করি না। আমাদের আশা—যেন আমরা চিরকাল হরিদাসগণের **জুতাবরদার** হ'তে পারি—

"কর্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ।।"

আমাদের নিজেদের কোন বিদ্যা বুদ্ধি নাই; গুরুদাস-সূত্রে আমরা গুরুপাদপদ্মের সত্য বলি। আমরা নূতন কিছু প্রস্তাব করি না। ঐ একমাত্র সত্যকে পাওয়ার জন্য তদনুকূলে যে সকল কথা বল্‌বার আছে, তাই মাত্র বলি।

প্রথমে গুরুর নিকট যা' কিছু শ্রবণ করি, সেগুলি বড় revolting (সম্পূর্ণ বিপ্লবময় বাক্য) মনে হয়। আমার empiricism (অভিজ্ঞান) দ্বারা গুরুর inadequacy-র (অসম্পূর্ণতার) পূর্ণতা সাধন ক'রব—এ'রূপ দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। কিন্তু 'গুরু' বস্তুকে বাহ্য জগতের চিন্তাস্রোত আক্রমণ কর্‌তে পারে না তিনি ঐ সকলকে অনন্ত কোটি যোজন তফাৎ রাখ্‌তে পেরেছেন। তাঁ'র position (ভূমিকা বা অবস্থান) shifting (পরিবর্তনশীল) নয় ব'লেই তিনি 'গুরু' অর্থাৎ সবচেয়ে ভারী জিনিষ। আমরা পূর্বে মনে করি, বাহ্য জগতের বিষয়গুলো না জানার দরুণ বুঝি তিনি (গুরু) তাঁ'র সঙ্কীর্ণ ধারণা পোষণ কর্‌ছেন! সুতরাং empiric রাজ্যের সকল কথা ব'লে তাঁ'র ধারণা ও বিচারগুলিকে প্রসারিত করি; এরূপ বুদ্ধি empiricistic school-এর (অভিজ্ঞতাবাদি-সম্প্রদায়ের) দুর্বুদ্ধি। আমাদের গুরু তা' নয়। আমার গুরু Absolute truth-এর (বাস্তব সত্যের) সেবক—তাহা খণ্ডিত সত্য নহে।

পণ্ডিত। অনর্থ-শব্দের অর্থ কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। অনর্থ-মানে মাঝখানে অর্থের blockade (ব্যবধান) কর্‌ছে যে জিনিষটা। অনর্থ আমাদিগকে তার সেবক 'সম্প্রদায়' ক'রে তুল্‌ছে।

পণ্ডিত। অনর্থের উপশান্তি কোন্ সময় হ'বে?

শ্রীল প্রভুপাদ। যখন আমরা 'অক্ষজের' সেবা ছেড়ে 'অধোক্ষজের' সেবার দিকে মুখ ফিরাব।

পণ্ডিত। 'অক্ষজের' সেবা কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। যেগুলো আমাদের 'অক্ষ' বা ইন্দ্রিয় দিয়ে মেপে নেওয়া যায়—যেগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে 'ভাল' বলে মনে হয়—আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিচারে

'প্রেয়ঃ' বা 'কর্তব্য' প্রভৃতি ব'লে বিচারিত হয়, সেগুলো অক্ষজবস্তু। তামাকের সেবা, গাছের সেবা, পশুর সেবা, তথাকথিত দশের দেশের সেবা—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ব'লে পরিচিত হ'বার আকাঙ্ক্ষা—'সাধু' ব'লে জড়-প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছা—এ' সকল অক্ষজের সেবা। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্যাভিলাষিগণের যাবতীয় চেষ্টা—অক্ষজের সেবা; ইহাই 'কৃষ্ণ-বিমুখতা'।

পণ্ডিত। এ'সকল যে 'কৃষ্ণ-বিমুখতা', তা' কিরূপে জানা যায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। "লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্"* (ভাঃ ১।৭।৬) মনুষ্যজাতি (কৃষ্ণবিমুখতা কি) জান্‌ত না; এ'দিকে কারও মতিগতি হয় নাই। অভক্ত সম্প্রদায় 'কৃষ্ণ নহে যাহা', সেই বিষয়গুলির সেবা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে রয়েছে। যে মনুষ্যজাতি এ সকল কথা জানত না, তা'দের জন্য করুণাবতার ব্যাসদেব সাত্বত-সংহিতা প্রকাশ ক'রেছেন। এই সাত্বত-সংহিতায় যাবতীয় অক্ষজের সেবা পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র অধোক্ষজে অহৈতুকী সেবার কথাই জীবের পরম-ধর্মরূপে কীর্তন করা হ'য়েছে।

পণ্ডিত। 'ভক্তি' জিনিষটা কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। 'ভক্তি'—আত্মার স্বাভাবিকী নিত্যবৃত্তি; ইহাই জীবের স্বরূপের একমাত্র নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম। জীবস্বরূপে অন্য কোন ধর্ম নাই। ইতর-বৃত্তিসমূহ জীব-স্বরূপের ধর্ম নহে, ঐ সকল বিরূপের ধর্ম; তাহা পরিবর্তনশীল ও অনিত্য। এই 'ভক্তি'-'শোক-মোহ-ভয়াপহা'। দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তেই ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ্য ভিন্ন অন্য প্রতীতিই 'দ্বিতীয় অভিনিবেশ'।

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং শোক-স্পৃহা-পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।।"

যে-কাল পর্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সে-কাল পর্যন্ত তা'র অর্থ, দেহ ও আত্মীয়-স্বজন, সুহৃদ্‌বর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে পা'বার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোনপ্রকারে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হ'লে অনাত্মবস্তুতে 'আমি' ও 'আমার'—এ'রূপ জড়াসক্তি বর্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূল কারণ।

এই "মেপে নেওয়ার বুদ্ধি" থেকে যে প্রভুত্বের বাসনার উদয় হয় তাহা ভক্তিবিরোধী ব্যাপার। যেমন কৃমি আশ্রয় ক'র্‌লে যত পুষ্টিকর খাদ্যই খাওয়া যাক্, শরীরের পুষ্টি হ'তে দেয় না, সেরূপ কর্মজ্ঞানের বৃত্তি প্রবল হ'লে আত্মার বৃত্তি বাধা প্রাপ্ত হ'য়ে পড়ে।

*বিদ্বান্ শ্রীব্যাসদেব অজ্ঞান জনগণের কল্যাণের জন্য সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন।

পণ্ডিত। কি উপায়ে কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ। যাঁদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা-কীর্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্ভজন পরায়ণগণের নিকট মনোযোগ সহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ কর্‌লেই পরম পুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্ব-প্রধান বৃত্তিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন ক'র্‌ছেন, তিনিই বিষ্ণু। জগৎকে কৃষ্ণবিষয়ে চেতনবিশিষ্ট ক'র্‌ছেন ব'লে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বিশ্বম্ভর বিশ্ববিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব বা মর্যাদা-বিষয়ে লীলা ক'র্‌ছেন। অচৈতন্য জীবের চৈতন্য-উৎপাদনের জন্যই বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাসলীলা। কিন্তু তবুও আমাদের চেতনা হ'ল না। অহৈতুকী সেবা-চেষ্টা ব্যতীত ইতর চেষ্টা শুদ্ধচেতনের ধর্ম নহে। শুদ্ধ-চেতন-বৃত্তিতে অনর্থের সেবা নাই, সেখানে কেবল অর্থের সেবা। আমাদের কোন গুরুদেব একটি গান ক'রেছেন,—

> "গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
> প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু।
> অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।।
> আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু।
> সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
> তে কারণে লাগিল যে কর্ম-বন্ধ ফাঁস।।
> বিষয়-বিষম বিষ সতত খাইনু।
> গৌরকীর্তনরসে মগন না হৈনু।।
> কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
> নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া।।"

ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি বাহ্য-বিষয়-বিচারে ব্যস্ত থাকেন; ব্রহ্মজ্ঞগণের সে সকল কার্য নহে, হরিসেবাই তাঁদের একমাত্র কৃত্য। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিও ব্রহ্মজ্ঞগণের সেবার অনুকূলেই যাবতীয় চেষ্টা ক'রবেন। ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হওয়াই জীবের একমাত্র কর্তব্য।

পণ্ডিত। এতে ত' লোকের রুচি দেখ্‌ছি না।

শ্রীল প্রভুপাদ। বহুলোক যে আসবে তা'র ত' মানে নাই। Post-graduates-এর সংখ্যা খুব কম।

> "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
> যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।"

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—

"তা'র মধ্যে 'স্থাবর' 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক-জল-স্থলচর-বিভেদ।।
তা'র মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তা'র মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর।।
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে।।
ধর্ম্মাচারি-মধ্যে বহুত 'কর্ম্ম-নিষ্ঠ'।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।।
কোটি জ্ঞানী-মধ্যে একজন মুক্ত।
কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত।।
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।।
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ।।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৯শ পঃ

'কপটতা' বাহ্য জগতের প্রধান জিনিষ। ক্ষাত্রনীতি অপেক্ষা ব্রহ্মনীতি শ্রেষ্ঠ। 'ব্রহ্ম'-মানে—ব্যাপক, সমগ্র।

ক্ষাত্র-নীতি, বৈশ্য-নীতি বা শূদ্রনীতিতে ন্যূনাধিক সঙ্কীর্ণতা র'য়েছে। সুরেন বাবু শেষে ক্ষাত্রনীতি থেকে শূদ্রনীতিতে এসে গেলেন। অবিমিশ্র ব্রহ্মনীতিই বৈষ্ণবধর্ম্ম। কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের বিচার-প্রণালী হ'তে বৈষ্ণবের বিচার-প্রণালী পৃথক্।

পণ্ডিত। বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতের কি উপকার ক'রছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। বৈষ্ণব জগতে যে উপকার কর্‌ছেন, Politics (রাজনীতি) সহস্র সহস্র যুগ-যুগান্তরে তা'র কোটী অংশের এক অংশও ক'রে উঠতে পারবে না। আমরা রাষ্ট্রনীতি-বাদিগণের ন্যায় অত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক হ'তে বল্‌ছি না।

পণ্ডিত। বৈষ্ণবধর্ম্ম কয়জন লোকেই বা জানে?

শ্রীল প্রভুপাদ। Post-graduate কয়জনেই বা হচ্ছে? অনেক মিঃ জে, সি, বসু যখন হচ্ছেন না, তখন বিজ্ঞানের আলোচনা ছেড়ে দেওয়াই ভাল, এরূপ বিচারই কি সমীচীন?

পণ্ডিত। বৈষ্ণবধর্মে কা'রো ব্যক্তিগত কল্যাণ হতে পারে, জগতের তা'তে কি উপকার হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ। তা' নয়; সেরূপ বিচার 'অর্চন' যিনি করেন, তাঁ'র পক্ষের কথা। যাঁরা কীর্তন করেন, তাঁদের পক্ষের কথা নয়। অর্চনকারী নিজের ব্যক্তিগত মঙ্গল-সাধন করেন আর কীর্তনকারী সমগ্র জগতের—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের—সকল প্রাণীর—সকল পশুপক্ষী, দেব-মানবগণের—এমন কি, বৃক্ষলতা-প্রস্তরাদিরও পক্ষে যেটা সব চেয়ে বড় উপকার, সেরূপ উপকার সাধন করেন।

পণ্ডিত। বৈষ্ণবধর্ম কি সকলের পক্ষে গ্রহণীয়?

শ্রীল প্রভুপাদ। বৈষ্ণবধর্মই নিখিল- চেতনার একমাত্র ধর্ম—বৈষ্ণব-ধর্মই জীবের স্বরূপের ধর্ম। 'খৃষ্টান' থেকে কাজ নাই, 'মুসলমান' থেকে কাজ নাই, 'হিঁদু' থেকে কাজ নাই, সব 'বৈষ্ণব' হয়ে যাক। পশু-পক্ষী থেকে কাজ নাই, গাছ-পাথর থেকে কাজ নাই, —দেবতা-দৈত্য-মানব থেকে কাজ নাই, সব 'বৈষ্ণব' হ'য়ে যাও, অর্থাৎ স্বরূপের নিত্যধর্ম গ্রহণ কর। মহাপ্রভু তাই ক'রেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন ক'র্তে ক'র্তে চতুর্দিকে যাকে দেখেছিলেন, সব বৈষ্ণব ক'রে যাচ্ছিলেন—ঝাড়িখণ্ডের পথে তৃণ-গুল্ম-লতা, পশু-পক্ষী, গাছ-পাথর, আর তাদের সেই সেই বিরূপের অভিমান নিয়ে থাকতে পারে নাই, সকলে 'বৈষ্ণব' হ'য়ে গিয়েছিল। শৈব, শাক্ত, 'পাষণ্ডী হিন্দু', পাঠান, বৌদ্ধ, মায়াবাদী, মুমুক্ষু, বুভুক্ষু, যোগী, তপস্বী, পণ্ডিত, মূর্খ, রুগ্ন ও সুস্থ—সবাই 'বৈষ্ণব' হ'য়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর অস্ত্র ছিল—একমাত্র কৃষ্ণকীর্তন। আবার যাঁরা 'বৈষ্ণব' হচ্ছিলেন, তাঁরাও মহাপ্রভুর আদেশে কীর্তনকারী গুরুর কার্য ক'রে পরম্পরায় চতুর্দিকে সকলকে 'বৈষ্ণব' ক'রেছিলেন। প্রভু সকলকে ব'লে যাচ্ছিলেন,—

"যাঁরে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এইদেশ।।
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।।"

* * * *

কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন।।
দুইতে কে বড় ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চসঙ্কীর্তনে।।

পশু-পক্ষী কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে।।
জপিলে সে 'কৃষ্ণনাম' আপনি সে তরে।
উচ্চ সঙ্কীর্তনে পর-উপকার করে।।

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর হয় নাই, হ'বে না। অন্যান্য উপকারের প্রস্তাবও ছলনা, উপকারের নামে 'মহা অপকার', আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সত্যি সত্যি নিত্য পরম উপকার। তাহা দু'দশ দিনের উপকার নয়—তাৎকালিক উপকার নয়; যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার প্রসব ক'রবে, যে উপকারের দ্বারা আর এক পক্ষের অপকার হ'বে—যেমন আমার দেশের উপকারে অন্য দেশের অপকার অনিবার্য, আমি গাড়ী ঘোড়ায় চ'ড়ে উপকৃত হ'লে ঘোড়াগুলির অসুখ অনিবার্য, আমার তাৎকালিক সুখে আর এক জনের দুঃখ, আবার অপরের সুখে আমার ভোগের অভাব—এরূপ উপকারের কথা ব'লে মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও লোক-বঞ্চনা করেন নাই। তাঁ'রা এমন উপকারের কথা ব'লেছেন, এমন জিনিষ দান ক'রেছেন, যে উপকার সকলের পক্ষে—সর্বকালে—সর্বাবস্থায় পরম উপকার।

মহাপ্রভুর উপকার সকল-দেশে সকল-পাত্রে সকল কালে সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার।

এ উপকার কোন দেশ-বিশেষের উপকার, অন্য দেশের অপকার নহে; এ উপকার সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপকার। সুতরাং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক নশ্বর উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও করেন না। মহাপ্রভুর উপকার কোনদিন কাহারও অমন্দ প্রসব করে না। তাই মহাপ্রভুর দয়া—'অমন্দোদয়া', তাই মহাপ্রভু 'মহাবদান্য', তাই মহাপ্রভুর ভক্তগণও 'মহামহাবদান্য'; এ সকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়, সবচেয়ে বড় সত্য কথা।

পণ্ডিত। 'বিষ্ণুসেবা' জিনিষটা কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। বিষ্ণু অধোক্ষজ বস্তু, আমি যাঁকে আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মেপে নিতে বা ভোগ ক'রতে পারি না। কিন্তু আমি যাঁর ভোগ্য, সে'রূপ বাস্তব সত্যের নাম—বিষ্ণু। তাঁ'র ইন্দ্রিয় তর্পণের নামই 'সেবা'। পেট চালাবার জন্য বিষ্ণুসেবার ছলনা 'বিষ্ণু-সেবা' নয়। বর্তমানে বিষ্ণু-সেবার নামে বিষ্ণুকে ভোগ ক'রবার চেষ্টা চ'লছে—বিষ্ণুকে চাকর মনে করা হচ্ছে। 'নদীর জল, গাছের ফল, প্রকৃতির সৌন্দর্য, মুক্ত বায়ুর ভোক্তা আমি—এরূপ বুদ্ধিতে বিষ্ণুকে ভোগ ক'রবার চেষ্টা হয়। বিষ্ণু যেন আমার খানা বাড়ীর রাইয়ত, তাঁকে যে কাতে শোয়াব সে সে' কা'তে শোবে। বিষ্ণু যেন আমার বাগানের মালী, আমি ভাল ভাল শুঁক্‌ব, আমাকে ফুলের তোড়া তৈরী ক'রে আমার কাছে এনে যোগাবে!

'ভক্তি' চা'ন না কা'রা? যাঁ'রা ব'লছেন—আমি দেশের রাজা থাক্‌ব। আমি প্রজা থাক্‌ব—লাঙ্গল দ্বারা চাষ কর্‌ব। আমি রাজনীতি ক'রব—আমি যোদ্ধা হ'ব—আমি সব ক'র্‌ব—তাঁ'রা।

পণ্ডিত। তা' হলে কি সব কাজ-কর্ম ছেড়ে দিতে হবে?

শ্রীল প্রভুপাদ। 'বৈষ্ণব' হ'য়ে সব ক'রব, বৈষ্ণবতা ছেড়ে কর্ম-পন্থা গ্রহণ ক'রব না। আমাদের গুরুদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ইহাই ব'লেছেন,—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।

[যাঁহার—কর্ম, মন ও বাক্যে যাবতীয় চেষ্টা হরিদাস্যে নিয়োজিত, সকল অবস্থাতেই তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া বর্ণিত।]

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।

[কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করিলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে।]

পণ্ডিত। বৈষ্ণবের কর্তব্য কি?

শ্রীল প্রভুপাদ।

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।"

[হে মুনে! মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যাভিলাষি-ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূল হয়, সেইরূপে করিবেন।]

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ।।"

[হে দেবর্ষে, হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাকেই বৈধী ভক্তি বলেন। এই বৈধী ভক্তি ভজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়।]

এর নাম নৈষ্কর্ম্যবাদ। যে কোন কার্যই করি না, হরিসেবার অনুকূলে ক'র্‌তে হবে। Salvationist (মুক্তিবাদী)-দের ইচ্ছা হচ্ছে, এ জগতের কার্য হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া।

পণ্ডিত। কি প্রকারে হরিসেবা করা যায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। তিন প্রকারে হরিসেবা করা যায়। ''কর্মণা মনসা গিরা'।

পণ্ডিত। ''কর্মণা মনসা গিরা'' কিরূপে সেবা?

শ্রীল প্রভুপাদ।

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।"

[যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্বক ব্যবধান (জ্ঞান, কর্ম, যোগ প্রভৃতি) রহিত হইয়া, তদ্বিষয়ক শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি, অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে।]

হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদের মুখে সেবার এইরূপ কথা শুনে আশ্চার্যান্বিত হ'য়ে বলেছিলঃ—

—"তুমি যে একটা নূতন রকমের কথা বলছ—যাহা আমরা বোদ্ধা-সম্প্রদায় জানি না।"

পণ্ডিত। যাঁরা হরির সেবা করেন, তাঁ'রা কি জীবের সেবা কর্‌বেন না?

শ্রীল প্রভুপাদ। হরি অখণ্ড বস্তু, হরির সেবকই যথার্থ জীবের সেবক। যাঁরা জীবের বাহ্য চেহারায় মুগ্ধ হ'য়ে হরির বাহ্য অঙ্গের সেবাকেই হরিসেবা বা জীব-সেবা মনে করেন, তাঁরা বিবর্তবাদী; তাঁ'দের জীব-সেবা হয় না—হরির বাহ্য অঙ্গ মায়ার সেবা হয়। এইরূপ অনন্ত কাল মায়ার সেবা ক'রে নিজের বা পরের মঙ্গল হ'তে পারে না। নারায়ণে দরিদ্র বুদ্ধি হ'লে নারায়ণের সেবা হলো না—নারায়ণদাস জীবের সেবাও হলো না—মায়ার সেবা হয়ে গেল।

বিবর্তের সেবা—মরীচিকার সেবা—ছায়ার সেবা কখনও বস্তুর সেবা নহে। তত্ত্ববস্তু একমাত্র কৃষ্ণ; জীব তাঁরই associated counterpart (অবিচ্ছিন্ন অংশ)। আমরা হরির সেবা কর্‌ব—হরিজনের সেবা কর্‌ব। যাঁরা হরিজনকে বুঝতে পার্‌ছে না, তাঁদেরও সেবা কর্‌ব, যা'তে ক'রে তাঁরা হরিজনকে বুঝতে পারেন। তাঁহাদিগকে intellectually and physically help (মানসিক ও শারীরিক সাহায্য) কর্‌ব। হরিজনের বিদ্বেষী যারা তাদেরও সেবা কর্‌ব—উপেক্ষা দ্বারা। ঈশ্বরের সেবক আমাদের best friend (সর্বোত্তম অকৃত্রিম বন্ধু); তাঁদের সঙ্গেই মিত্রতা কর্‌ব। আমার যে সকল friend (বন্ধু), power of understanding (ধারণা করার শক্তি) কম ব'লে ক্ষাত্র-ধর্ম, বৈশ্য-ধর্ম, শূদ্র-ধর্মাদি গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে বিষ্ণুসেবার কথা বল্‌ব, যদি তাঁ'রা বিদ্বেষী না হন। আর যাঁ'রা বিদ্বেষী অন্ত্যজ হ'য়ে পড়েছেন, যাঁরা agnostic (অজ্ঞেয়তাবাদী) Epicurean (চার্বাক-মতাবলম্বী দৈহিকসুখভোগসর্বস্ববাদী) প্রভৃতি, তাঁ'দের সঙ্গে non-co-operation (অসহযোগিতা) কর্‌ব।

পণ্ডিত। 'জীবে দয়া' কথাটি যে বল্লেন, সে কিরূপ? অন্নবস্ত্রাদি দিয়ে সহায়তা?

শ্রীল প্রভুপাদ। যদি জন্ম-জন্মান্তরে কেহ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, যদি হরিভজন করেন, তবে তাঁ'কে অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়ে সহায়তা ক'র্ব। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাইয়ে পরিয়ে হরিভজন করাতে হ'বে—তা'র কিছু উপকার ক'রে দিতে হ'বে, নতুবা দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষে কাজ কি? ওগুলো ত' দয়া নয়, ওগুলো মানুষকে entrap (মায়ার ফাঁদে ফেলিয়ে) বা tempting (প্রলুব্ধ) করিয়ে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যাওয়া।

শ্রীচৈতন্যদেব জীবগণকে যে দয়া করেছেন, তা'তে জীবকুল চিরতরে অভাব, অসুবিধা, ত্রিতাপের কবল হ'তে নিষ্কৃতি পাবে। সেই দয়া অমন্দোদয়া, অর্থাৎ সেই দয়া লাভ কর্লে জীব আর কখনও মন্দের কবলে পড়বে না, নিত্য নব-নবায়মান প্রেমানন্দে ভাসমান থাক্বে।

শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া অমন্দোদয়া দয়া—

"হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য-মর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।"

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুকে স্তব ক'রে বলেছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।"

আমাদের কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলেছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।"

পণ্ডিত। ঐ শ্লোকটা কি বল্লেন—'চৈতন্যচন্দ্রের দয়া'?

শ্রীল প্রভুপাদ। কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্যচন্দ্রের দয়ার সহিত অন্যান্য যাবতীয় তথা-কথিত দয়া বা অপূর্ণ দয়ার Comparative study (তুলনামূলক বিচার) কর্তে বলেছেন। চিরস্থায়ী দানটা যেখানে হচ্ছে না, সেখানে inadequacy, defect (অসম্পূর্ণতা)—বঞ্চনা রয়েছে। যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে Comparative study করেন, তা' হ'লে দেখতে পাবেন, চৈতন্যচন্দ্রের দয়াটা হচ্ছে পরিপূর্ণ দয়া, আর যত দয়া সব limited (পরিচ্ছিন্ন)—সব বঞ্চনাময়। এজন্য কবিরাজ গোস্বামী সকলকে Comparative study কর্তে আহ্বান কর্ছেন।

মৎস্য-কূর্ম-বরাহদেব—এমনকি কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত তাঁ'র আশ্রিত জনগণের প্রতি মাত্র

দয়া বিতরণ করেছেন, কিন্তু বিরোধিগণকে সংহার করেছেন, কিন্তু মহাপ্রভু বিরোধিগণকেও প্রাণে সংহার না ক'রে দয়া করেছেন—যেমন কাজী ও বৌদ্ধগণকেও তিনি অমন্দোদয়া দয়া বিতরণ কর্‌তে কুণ্ঠিত হন নাই। রামোপাসক মুমুক্ষু রামায়েৎগণকেও তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব করেছেন।

পণ্ডিত। রামায়েৎগণ কি বৈষ্ণব নহেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। রামানন্দি-সম্প্রদায়িগণকে 'রামায়েৎ' বলে। তাঁ'রা ঠিক রামানুজ সম্প্রদায়ে নন্, রামায়েৎগণের মধ্যে অনেক-স্থানে 'মুমুক্ষু' বর্তমান ব'লে তাঁ'দিগকে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বিদ্ধবৈষ্ণবশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু কাব্য-প্রকাশের অধ্যাপক 'রামদাস'-নামক একজন রামায়েৎ বৈষ্ণবকে সঙ্গে ক'রে পুরীতে মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। রামদাসের যথেষ্ট দৈন্যোক্তি, বৈষ্ণব বিপ্রে সেবাবুদ্ধি প্রভৃতি থাক্‌লেও মহাপ্রভু রামদাসের অন্তরে 'মুমুক্ষা' দেখে তাঁ'র প্রতি একটু ঔদাসীন্য প্রকাশ করেছিলেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছে—

> "ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
> তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।"
> "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
> আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

পণ্ডিত। বৌদ্ধগণকে আপনারা কি মনে করেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। বৈষ্ণবের নামান্তরই বৌদ্ধ, কিন্তু বর্তমান বৌদ্ধসংজ্ঞগণের স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব। যেমন—রামের উপাসকগণ রামায়েৎ, নৃসিংহের উপাসকগণ নারসিংহী, বরাহের উপাসকগণ বারাহী, কৃষ্ণের উপাসকগণ কার্ষ্ণ, তদ্রূপ বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের উপাসকগণও বৌদ্ধ। যেমন—আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখী-ভেকী, স্মার্ত, জাতগোস্বাঞি, অতিবাড়ী, চুড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি মুখে গৌরাঙ্গকে স্বীকার ক'রেও গৌরাঙ্গের প্রকৃত শিক্ষা হ'তে বিচ্যুত, অথবা গৌরাঙ্গের মায়ায় মোহিত, তদ্রূপ বৌদ্ধগণও নিজদিগকে মুখে বুদ্ধের উপাসক বল্লেও বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা হ'তে ভ্রষ্ট; তাঁ'রা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত। বৌদ্ধগণ যে-দিন নিজদিগকে 'বৈষ্ণব' ব'লে উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বেন, অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্য কর্‌বেন, সেইদিন তাঁদের যথার্থ স্বরূপ বিকশিত হবে। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হ'য়ে বৌদ্ধগণ তাঁ'দের স্বরূপ উপলব্ধি কর্‌তে পেরেছিলেন; তাঁ'র সাক্ষ্য আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লেখনীতে দেখ্‌তে পাই। আউল, বাউল প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণও যখন তাঁ'দের ঔপাধিক ধর্ম ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্যে গৌরকৃষ্ণের ভজন কর্‌বেন, তখন আমরা তাঁ'দিগকে গৌরভক্ত ব'লে স্বীকার কর্‌ব।

পণ্ডিত। স্মার্তেরা কি বিষ্ণুপূজা করেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। স্মার্তের বিষ্ণুপূজা গণেশ-সূর্য্য-শিব-শক্তি-পূজারই একটা রূপান্তর। তা'তে বিষ্ণুর পরম পূজা হয় না। বিষ্ণুকে পঞ্চদেবতার অন্যতম ক'রে যে পূজা, তা'তে বিষ্ণুর অসমোর্দ্ধ-পদকে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সমান ক'রে ফেলা হয়—বিষ্ণুকে ইতর-দেব-পর্যায়ে গণনা করা হয়। মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্।।"

যিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত নারায়ণকে সমান ক'রে দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা ১৭।২০৩ পয়ারে পাষণ্ডী হিন্দুর কথা বলেছেন—তাঁ'রা কৃষ্ণনামকেই একমাত্র সাধ্য ও সাধন ব'লে বিচার করেন না, কৃষ্ণকে অন্যদেবতার সহিত ও কৃষ্ণনামকে যোগ-তপস্যা-ধ্যান-ব্রতাদি ইতর সাধনের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন,—

"কোটি অশ্বমেধ এক 'কৃষ্ণনাম' সম।
যেই কহে, সে 'পাষণ্ডী', দণ্ডে তা'রে যম।।"

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হ'তে যে অমূল্য বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থটা উদ্ধার ক'রে জগতে প্রদান করেছেন, সেই "ব্রহ্মসংহিতা"-গ্রন্থে এ সকল কথার খুব বিচার আছে। পঞ্চোপাসনায় যে বিষ্ণুপূজা, তা'তে বিষ্ণুর সন্তোষ নেই, সেটা দেবতাপূজা মাত্র, সুতরাং অবৈধ।

পণ্ডিত। 'অবৈধ' বল্‌ছেন কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। গীতায় (৯।২৩ শ্লোকে) স্বয়ং ভগবান্‌ই এ'কে অবৈধ ব'লেছেন,—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।।"

পণ্ডিত। অবৈধ হ'লেও ত' তাতে কৃষ্ণেরই পূজা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ। কৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত দ্বিদল বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট্; সুতরাং তাঁ'র ভোগে কেউ বাধা দিতে পারে না। তাঁ'র পূজা সকলেই কর্‌ছে, কিন্তু অবিধিপূর্বক পূজা হ'লে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁ'রা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা কর্‌ছেন, তাঁ'রাও কৃষ্ণের ছায়াশক্তির পূজা কর্‌ছেন; কারণ কৃষ্ণ হ'তে কারও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নেই। কিন্তু ছায়ার পূজা হ'য়ে যাওয়ায়, তাঁদের স্বরূপজ্ঞান হচ্ছে না—সম্বন্ধজ্ঞান বিকশিত হচ্ছে না। যে দিন সম্বন্ধজ্ঞান হ'বে, সেদিন জান্‌তে পার্‌বে—কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু—জীবমাত্রেই কৃষ্ণের নিত্য দাস—কৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্য-ধর্ম।

পণ্ডিত। 'ব্রহ্মসংহিতা'য় কি বিচার আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। ব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চোপাসনাকে নিরাস করেছেন। সর্বেশ্বর-কৃষ্ণের ভজনই জীবের নিত্য কর্তব্য। অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই বিষ্ণুর কিঙ্কর। গোবিন্দের আদেশ বহনই তাঁ'দের কার্য। যাঁ'রা দেবতাগণকে 'বিষ্ণুর কিঙ্কর' না জেনে বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর ব'লে কল্পনা করেন, তাঁ'রা কোন কালে মুক্ত হ'তে পারেন না, 'ব্রহ্মসংহিতা'য় এই পাঁচটী শ্লোকে পঞ্চদেবতার স্বরূপ বর্ণিত হ'য়েছে,—

"যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং রাজা সমস্ত-সুরমূর্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

[গ্রহসকলের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য জগতের চক্ষুস্বরূপ। তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

"যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-দ্বন্দে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

[গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তৎকার্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্মদ্বয় স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

"সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

[স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপ প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

"ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

[দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়, কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

"দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃত-হেতুসমানধর্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

[একটি প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্যবর্তি বা বর্তিগত হইয়া বিবৃতহেতু সমানধর্মের

সহিত পৃথক্ প্রজ্জ্বলিত হয়, যিনি সেইরূপ বিষ্ণুভাবে প্রকাশ পান, সেই আদিপুরুষ-গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

কৃষ্ণ ও বিষ্ণু

পণ্ডিত। কৃষ্ণে ও বিষ্ণুতে পার্থক্য কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। কৃষ্ণ যে স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই স্বরূপ; উভয়েরই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপতা আছে। বিষ্ণু বিবৃতহেতু অর্থাৎ প্রকটিতহেতুরূপে কৃষ্ণের সহিত সমানধর্মবিশিষ্ট। মূলহেতুরূপ কৃষ্ণের স্বীয় প্রকরণ-রূপই বিষ্ণু। কৃষ্ণের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁ'র বিলাসমূর্তি নারায়ণে ষষ্টিসংখ্যক গুণরূপে পূর্ণভাবে র'য়েছে। বিষ্ণু হ'তেও চারিটী গুণ অধিকরূপে এবং নারায়ণের যাট্‌টী গুণ অত্যদ্ভুতরূপে শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ মূল-দীপস্বরূপ; তাঁহা হ'তেই অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বরূপ দীপ প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছে। মহাদীপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি হ'তে মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী এবং রামাদি স্বাংশাবতারসকল পৃথক্-পৃথগ্-বর্তিগত দীপ-স্বরূপ।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

পণ্ডিত। বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণে পার্থক্য কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। সবিশেষ চিদ্‌বিলাস বিষ্ণুর উপাসকই বৈষ্ণব, আর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও বিষ্ণু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাবত্রয়। ব্রহ্মজ্ঞের নাম 'ব্রাহ্মণ' এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকের নাম 'বৈষ্ণব'। পূর্ণাবির্ভাব-তত্ত্ব ভগবান্ এবং অসম্যগাবির্ভাব-তত্ত্ব—ব্রহ্ম; সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞানময় ব্রাহ্মণই ভজন ক'রে বৈষ্ণব হ'তে পারেন। নির্বিশেষবাদিগণ বিবর্তবাদাবলম্বনে ব্রহ্মের যে পাঁচ প্রকার সগুণ উপাসনা কল্পনা ক'রে থাকেন, সেটা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের নির্দেশক নয়। বিবর্তবাদী নিজেকে 'ব্রাহ্মণ' অভিমান কর্‌তে গিয়ে সকাম অনুভূতিতেই ব্রাহ্মণতা আবদ্ধ স্থির করেন, কিন্তু জীবের স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞ-ধর্মই নিত্য বর্তমান। বিষ্ণুর কৃপায় মায়াবাদের হাত হ'তে নিস্তার পেলেই ব্রাহ্মণ "অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ" বা বৈষ্ণব হ'তে পারেন। শ্রীল জীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীব্যাসদেবের (গরুড়পুরাণোক্ত) বাক্য উদ্ধার ক'রে ব'লেছেন,—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজীসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ।।
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবাণাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।।"

—সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব-বেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ, সর্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

পণ্ডিত। বৈষ্ণবেরাও কি ব্রাহ্মণ?

শ্রীল প্রভুপাদ। বৈষ্ণবেরাও ব্রাহ্মণ, উপরের শ্লোকেই ত' শুন্‌লেন। **ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্ব-নিম্ন সোপান।** 'বৈষ্ণবতা' ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন—এক লক্ষ টাকা যাঁ'র আছে, তাঁ'র সহস্র টাকাও আছে, সেইরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনি 'ব্রাহ্মণ' ত' বটেনই; বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।

পণ্ডিত। বর্তমানে ত' সেরূপ বিচার কেউ করেন না। 'বৈষ্ণব' বল্‌লেই যেন লোকে অন্য কি রকম ভেবে থাকে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের-আবির্ভাব-কারণ

শ্রীল প্রভুপাদ। এ সব বিচার লোকে ভুলে গিয়েছে ব'লেই এবং বৈষ্ণবতার সর্বোচ্চ আসন, আলোচনা ও আচার-প্রচারের অভাবে জগতে 'হেয়' ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়েছে ব'লেই ভগবদিচ্ছায় গৌড়ীয়মঠের আবির্ভাব। ব্রাহ্মণতা বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছে যে সকল মনুষ্য, **"বৈষ্ণবের দাস্যই জীবের ধর্ম"**—ইহা ভুলে যাঁ'রা ক্ষাত্র, বৈশ্য ও অন্ত্যজ-বৃত্তিতে ধাবিত হ'চ্ছে, সেই সকল মনুষ্যকে ব্রাহ্মণ-বৃত্তিতে পুনরায় উদ্বোধন কর্‌বার জন্য—দৈববর্ণাশ্রমধর্ম পুনঃ সংস্থাপন কর্‌বার জন্যই গৌড়ীয়মঠ প্রস্তুত হ'য়েছেন। গৌড়ীয়মঠ true face of (প্রকৃত বা দৈব) বর্ণাশ্রমধর্ম re-establish (পুনঃ সংস্থাপন) কর্‌ছেন। মহাপ্রভু বলেছেন,—

> "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
> যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।।"

'অব্রাহ্মণ' কখনও 'গুরু' হ'তে পারেন না। গুরু মানেই—'ব্রাহ্মণ'। যিনি শোক করেন, কিম্বা যিনি ইতর-চেষ্টায় ধাবিত, তিনি 'গুরু' নহেন। লোকে পরিচিত থাকুন 'শূদ্র' ব'লে, 'সন্ন্যাসী' ব'লে, তথাপি তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হ'লে ব্রাহ্মণ—'গুরু'। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণপ্রতীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁ'তে আনুষঙ্গিকভাবে 'ব্রহ্মজ্ঞতা' আছে, তিনি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ নহেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে (৭।১১।৩৫) এ সব কথার বিচার আছে—

> "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
> যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।"

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলেছেন,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যো ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেন ইত্যর্থঃ।" শমাদি-গুণ-দর্শন ক'রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতিদ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল সেটাই নিয়ম নহে—ইহা প্রতিপাদন করাইবার জন্যই ভাগবত "যস্য যল্লক্ষণম্" শ্লোকের অবতারণা ক'রেছেন। যদি শৌক্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্র ব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাহার 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা নাই এরূপ ব্যক্তিতে শমাদি গুণ দেখা যায়, তা' হ'লে তাঁ'কে জাতিনিমিত্তে বাধ্য না ক'রে লক্ষণদ্বারা অবশ্য তাঁ'র 'বর্ণ' নিরূপণ করতে হ'বে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হ'তে হ'বে।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য যে সময় 'নদীয়ায় বাস ক'র্তেন, সে সময় সেখানে অসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। নবদ্বীপে মিশ্র, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্যের অভাব ছিল না, তা'র সাক্ষ্য আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখ্তে পাই। কিন্তু আচার্যের অগ্রণী অদ্বৈতপ্রভু তাঁ'র পূর্ব পুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান কর্বার মত একটিও প্রকৃত ব্রাহ্মণ খুঁজে পেলেন না। যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান ক'রে পিতৃপুরুষের সম্মান কর্লেন, আর হরিদাসকে বল্লেন—

"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন"।

পণ্ডিত। কিন্তু বর্তমানকালে আপনাদের বৈষ্ণবসমাজে এ'রূপ আচার নাই কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। সবই কালপ্রভাবে লুপ্ত হ'য়ে যায়। মহাপ্রভু যে সকল শিক্ষা দিয়াছিলেন, আজকাল তা' কিরূপ বিকৃত হ'য়ে পড়েছে। আজকাল ধর্মের নামে ব্যবসায়, ব্যভিচার, কপটতা, লোক-ঠকানই "বৈষ্ণবধর্ম" ব'লে বাজারে চল্ছে। এ সকল সত্য কথা বল্তে গিয়ে এককালে শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন, এমন কি ঠাকুর বৃন্দাবনের আরাধ্যদেব স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পর্যন্ত কিরূপ নির্যাতিত হবা'র লীলা প্রকাশ ক'রেছিলেন, তা'র আভাস আমরা ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের লেখনীতেই দেখ্তে পাই। লেখার ভিতরে সব কথা বিস্তৃতরূপে—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে থাকে না, অনেক সময় অনেক ঘটনার ভেতরে কতকগুলার কিছু কিছু আভাসমাত্র থাকে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এ'সব কথা প্রচার করেছিলেন ব'লে তাঁর নিন্দা কর্বার পর্যন্ত লোকের অভাব ছিল না। তাই প্রতি কথায় ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনকে বল্তে হ'য়েছিল,—

"এত পরিহারেও যে পাপী (নিত্যানন্দ-) নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তাঁ'র শিরের উপরে।।"

কতদূর নির্যাতিত হওয়ার পর ঠাকুর বৃন্দাবনকে চৈতন্যচরিত লিখ্তে গিয়ে গ্রন্থমধ্যে উদ্ধার কর্তে হ'য়েছিল,—"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু", "শ্বপাকানেব

নেক্কেত'' ইত্যাদি; এমন কি, ঐ সকল লোক ঠাকুর বৃন্দাবনের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অমূলক গল্প পর্যন্ত রচনা ক'রেছিল। ঠাকুব হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হ'লেও ভগবদ্ ভক্তগণ তাঁকে ব্রাহ্মণের গুরু বিচার ক'রে সম্মান কর্‌তেন; তাই যদুনন্দন আচার্য, রামানন্দ বসু প্রভৃতি অতি সম্ভ্রান্তকুলে উদ্ভূত পুরুষগণও হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হন নাই। অদ্বৈতাচার্যপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান ক'র্‌তে—শান্তিপুরে নিজগৃহে হরিদাসের সঙ্গে একপঙ্‌ক্তিতে মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ ক'র্‌তে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। মহাপ্রভু স্বয়ং হরিদাসের নির্য্যাণের পর তাঁ'র অপ্রাকৃত কলেবর কোলে ক'রে নৃত্য ক'রেছিলেন, সকল ভক্তকে হরিদাসের পাদোদক পান করিয়েছিলেন। যা'দের এ সব আচরণ দেখ্‌বার চোখ নাই, তা'রাই বৈষ্ণবকে অব্রাহ্মণ-জ্ঞানে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ক'রে স্ব স্ব নরকের পথ পরিষ্কার ক'রছে। এই দুরবস্থা হ'তে উদ্ধারকল্পে তাদের শুদ্ধ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করা কর্তব্য।

পণ্ডিত। আপনি যে সকল কথা প্রচার ক'রছেন, এতে অনেক লোকের কুসংস্কার দূর হ'বে—বৈষ্ণব-জগতের অশেষ কল্যাণ হ'বে।

শ্রীল প্রভুপাদ। মহাপ্রভুর কথায় সমস্ত জগতের কল্যাণ হ'তে পারে, কারণ ইহা দোলো কথা নহে—এতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নাই। সকল জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ সুবিধা যা'তে হতে পারে—সব চেয়ে বড় স্বার্থ যা'তে লাভ হ'তে পারে, সেরূপ কথাই মহাপ্রভুর কথা।

পণ্ডিত। আপনার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত ও স্তম্ভিত হ'লাম।

শ্রীল প্রভুপাদ। এ আমার কিছু নয়। আমাদের ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতা নাই—ইহা সব গুরুদেবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ হ'তে ব্রহ্মা-নারদ-ব্যাস-শুকদেব দিয়ে আমার গুরুদেব পর্যন্ত যে সনাতন সত্যের কথা নেমে এসেছে, সেই কথাগুলিরই আমি কীর্তনকারী মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক ডক্টর পি. জোহান্স

[১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় কলিকাতা সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের তদানীন্তন প্রধান অধ্যাপক খৃষ্টধর্মাচার্য ডঃ পি. জোহান্স মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণব দর্শন ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ শ্রবণার্থ (তৎকালে ১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোডস্থিত) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে আচার্যোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তৎকালে উভয়ের মধ্যে ইংরাজীতে যে সংলাপ হইয়াছিল, তাহাই বঙ্গভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। বিশেষ প্রয়োজনে কয়েকটি ইংরাজী কথা প্রদত্ত হইল।

আলোচিত বিষয়সমূহ

বৈষ্ণব আচার্যের নিকটে মূল গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা, শ্রীবলদেব ও শ্রীজীবের মধ্যে কোন ভেদ নাই, শব্দব্রহ্ম, শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা, শিক্ষাদশমূল, আত্মসমর্পণ ও শরণাগতি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভাগবতসার তত্ত্বসূত্র, শ্রীচৈতন্যের মত, রসতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণোপাসনা, খৃষ্টধর্ম বৈষ্ণবধর্মের একটা সোপানের আংশিক পরিচয়, বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব, বিবিধ মতবাদ।]

অধ্যাপক। আমি আপনার সম্পাদিত 'হারমনিষ্ট' পত্র পড়িয়া থাকি। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-দর্শন প্রতীচ্য দার্শনিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমি শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব ও বলদেবের দার্শনিক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছি।

বৈষ্ণব অধ্যাপকের নিকটে মূল-গ্রন্থ-অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি কি বলদেবের মূল গ্রন্থ পড়িয়াছেন?

অধ্যাপক। না, তাঁহার ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াছি।

শ্রীল প্রভুপাদ। মূল না পড়িলে অনেক সময় অনুবাদে ঠিক বিষয়টি পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ বৈষ্ণবাধ্যাপকের নিকট এই সব গ্রন্থ না পড়িলে আমরা আসল জিনিষটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

অধ্যাপক। আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমার শ্রীজীব গোস্বামীর গ্রন্থ অধ্যয়নের বিশেষ ইচ্ছা আছে; তাঁহার দর্শন খুব উচ্চস্তরের। আমি তাহা কিছু কিছু পড়িবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হয়। 'হারমনিষ্টের'

বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, আপনারা শ্রীজীব গোস্বামীর "ভক্তি-সন্দর্ভ" প্রকাশ করিতেছেন; আমার সেই গ্রন্থটি লইবার একান্ত ইচ্ছা।

শ্রীবলদেবের ও শ্রীজীবের মধ্যে কোন ভেদ নাই

শ্রীল প্রভুপাদ। বলদেব ও শ্রীজীবের মধ্যে কোন ভেদ নাই। বলদেব শ্রীজীবেরই অনুগত; উভয়েই শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অধ্যাপক। শ্রীজীবের দার্শনিক গ্রন্থ বড়ই দুরূহ; তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ বুঝা যায়—এরূপ সরল ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ হইলে ভাল হইত।

শ্রীল প্রভুপাদ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—যিনি সজ্জনতোষণী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার গ্রন্থরাজি শ্রীজীব গোস্বামীর দার্শনিক সিদ্ধান্তের সরল ও সহজ বিশ্লেষণ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থসমূহ পড়িলে আপনি শ্রীজীব গোস্বামীর যাবতীয় সিদ্ধান্তে অতি সহজেই প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন। তবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থগুলি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে Living Source (তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত-ভাগবত) হইতে কথা শোনা চাই।

অধ্যাপক। এ'কথা ঠিক। Living Source ছাড়া কেবল পুস্তক পড়িয়া সব কিছু বুঝা যায় না।

শ্রীল প্রভুপাদ। সব বুঝা দূরের কথা, Living Source হইতে না শুনিলে গ্রন্থের তাৎপর্য উল্টা বুঝা হইয়া যায়।

[এই কথা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ধর্মাচার্য অধ্যাপক জোহান্সকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত "Life and Precepts of Chaitanya Mahaprabhu", "Nambhajan" প্রভৃতি কয়েকখানা ইংরাজী গ্রন্থ উপহার দিলেন।]

অধ্যাপক। আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ। আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার এ সকল বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ আছে। আমি সময় সময় এজন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনার অনুমতি হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ। হরিকথা-কীর্তনই আমাদের কৃত্য। যাঁহারা এ'সব বিষয়ে আগ্রহান্বিত, তাঁহারা আমাদের বিশেষ বান্ধব।

অধ্যাপক। চৈতন্যদেবের রচিত কোন গ্রন্থ আছে কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। না, তিনি কোন গ্রন্থ লিখেন নাই; তবে তিনি কতকগুলি শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান ৮টি শ্লোক 'শিক্ষাষ্টক' নামে পরিচিত।

অধ্যাপক। হাঁ, আমি 'হারমনিষ্টে' 'শিক্ষাষ্টক' ও তাহার ব্যাখ্যা পড়িয়াছি।

শব্দব্রহ্ম-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীল প্রভুপাদ। এই শিক্ষাষ্টকে অপ্রাকৃত শব্দের পরম মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে অপ্রাকৃত শব্দের কথা বলিয়াছেন, তাহা ইতরব্যোমজাত শব্দ নহে; উহা পরব্যোম হইতে অবতীর্ণ। কাজেই তাহা আমাদিগকে পরব্যোমের সন্ধান দিতে পারে। উহা সাক্ষাৎ চিদ্‌বিলাসময় পরব্যোম।

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে একবার শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল পুরুষ ও 'সজ্জনতোষণী'-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের সহিত আমি ট্রেণে রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর যাইতেছিলাম; সেই সময়ে আমাদের প্রকোষ্ঠে খৃষ্টধর্মাচার্য রেভারেণ্ড বাট্‌লার সাহেবও আসিয়া উঠিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর যাইবেন। আমাদের হাতে তখন শ্রীহরিনামের মালিকা ছিল। রেভারেণ্ড বাট্‌লার সাহেব আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কে?" আমি উত্তরে বলিলাম—"আপনারা যেমন ধর্মপ্রচারক, আমরাও তাহাই। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচার করি।" রেভারেণ্ড বাট্‌লার সাহেব বলিলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মে বৃথা শ্রীভগবানের নাম লইবার প্রথা আছে কেন? আমাদের প্রতি আদেশ আছে—বৃথা ভগবানের নাম গ্রহণ করিও না। আর চৈতন্যদেবের মতে পৌত্তলিকতারই বা প্রশ্রয় দেওয়া হয় কেন?" আমি রেভারেণ্ড বাট্‌লারকে বলিলাম,—-এই প্রাকৃত জগতে ভগবানের representation (প্রতিরূপ) কেবল মাত্র দুইটি আছে, তাহা অপ্রাকৃত শব্দ বা শ্রীনাম, আর ভগবানের নিত্য চিদ্‌বিলাস—সবিশেষ রূপের অর্চাবতার। আমরা যে বস্তু হইতে বহুদূরে অথবা যে বস্তুর নিকট পর্যন্ত বর্তমানে পৌঁছাইতে পারি না, সে বস্তুকে চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন, নাসিকা-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘ্রাণ, রসনা-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আস্বাদন বা ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না, যেমন লণ্ডন নগরটি এখানে বসিয়া আমরা দেখিতে পাই না—ঘ্রাণ লইতে পারি না—আস্বাদন করিতে পারি না বা স্পর্শ করিতে পারি না—চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই চারি ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়ের কাজই দূরস্থিত বস্তুর উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না; কেবল মাত্র কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায়। লণ্ডনের বিষয় আমরা এখানে বসিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানিতে পারি। 'টেরে টেক্কা' টেলিগ্রামের শব্দ লণ্ডন হইতে আমাদের কর্ণে লণ্ডনের বিষয় আমাদিগকে জানাইতে পারে। টেলিফোনে আমরা দূরের সংবাদ সব পাইতে পারি। পুস্তকে লণ্ডনের যে সকল কথা পড়ি, তাহা visualised sound (অভিজ্ঞাত বিষয়ের শব্দ) মাত্র। Scriptures are but the visualised revealed transcendental sounds (শাস্ত্রসমূহ অপ্রাকৃত শব্দের অর্চা)। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে বা যুগ-যুগান্তর পূর্বে সাধুগণ যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা আমরা লেখনীর মধ্য দিয়া শুনিতে পাই, সুতরাং গ্রন্থ বা লেখনী সমূহ শব্দের অর্চা। তবে ইতরব্যোমজাত শব্দ

শব্দী হইতে পৃথক্, যেমন 'লণ্ডন' শব্দটি লণ্ডন নগর হইতে পৃথক্। 'লণ্ডন' শব্দে ও তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়ে ব্যবধান আছে। 'লণ্ডন' শব্দটি উচ্চারণমাত্রেই কিছু আমাদের লণ্ডন-প্রাপ্তি ঘটে না; কারণ এটি মায়িক জগতে উৎপন্ন শব্দ, সুতরাং এখানে মায়ার ব্যবধান আছে। কিন্তু ঈশ্বরের নাম মায়িক জগতে উৎপন্ন শব্দ নহে, উহা পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ। সেই অবতীর্ণ অপ্রাকৃত শব্দের মধ্যে মায়ার ব্যবধান নাই। সেই শব্দই—সাক্ষাৎ পরব্যোম। সেই অপ্রাকৃত শব্দ যাঁহারা অনুক্ষণ উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের অনুক্ষণ পরব্যোমের সহিত communion (সঙ্গ) হয়। যাহারা বস্তুর নিকট হইতে দূরে, তাহারা যেরূপ শব্দের সাহায্যে দূরস্থিত বস্তু অভিজ্ঞান লাভ করে, আবার সম্মুখস্থ হইলেও শব্দের সাহায্যেই বস্তুর স্তুতি, প্রশংসা ও মহত্ত্ব প্রকাশ করে এবং তদ্দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ ফললাভে-চেষ্টা (সাধন) ও ফলপ্রাপ্তি (সাধ্য) উভয় বিষয়েই অপ্রাকৃত শব্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। শব্দ ব্রহ্মের উচ্চারণ বা নাম-সঙ্কীর্তনকেই সর্বাচার্যশিরোমণি জগদ্‌গুরু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব 'সাধন' ও 'সাধ্য' বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।" আমি রেভারেণ্ড বাট্‌লারকে আরও বলিলাম, 'in vain' (ভগবানের নাম বৃথা গ্রহণ) কাহাকে বলে? যাহাতে ভগবানের কোন 'interest' (প্রয়োজন স্বার্থ) নাই, কাহারও ব্যক্তিগত তাৎকালিক স্বার্থ বা কামনা আছে, তাহাকেই 'in vain'(বৃথা) বলে। যেমন আপনার খাওয়ার জন্য আপনার ভৃত্য যদি আপনাকে ডাকে, আপনার সুখের জন্য আপনার স্ত্রী-পুত্রাদি যদি আপনাকে ডাকেন, তাহা কি বৃথা? এরূপ না ডাকাই বরং বৃথা। ভগবানের ভক্তগণ ভগবান্‌কে নামসংকীর্তন-সহযোগে ডাকে—ভগবানের সুখের জন্য—ভগবানের সেবার জন্য; তাঁহাদের নিজের কোন কামনা পরিতৃপ্তির জন্য নহে।

শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা

যাহাদের thought idiolised (চিন্তা ব্যুৎপরস্তবৎ জড়ে আসক্ত) হইয়া গিয়াছে, তাহারাই শ্রীমূর্তিকে 'idol' (পুত্তলিকা) দেখে, আমাদের তা'তে কোন অসুবিধা হয় না। শ্রীবিগ্রহ বৈকুণ্ঠস্থ চিদ্‌বিলাস ভগবানের নিত্য রূপেরই প্রাপঞ্চিক জগতে করুণাময় অবতার। তাহা ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন। বৈষ্ণবগণ জড়ের আকার বা জড়নিরাকারান্তর্গত ঈশস্বরূপ কল্পনাকারী—পৌত্তলিক নহেন। আর যাহারা প্রাকৃত-বুদ্ধি লইয়া বিচার করে, তাহাদের চিত্তে প্রতিফলিত যাবতীয় জড়াবস্থিত মূর্তিই পুত্তলিকা। যাহারা নির্বিশেষবাদী বা বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে, তাহারা কাল্পনিক নিরাকারাশ্রিত পৌত্তলিক। আমরা চেতনময় শ্রীমূর্তিকে 'জড়পিণ্ড' না জানিয়া মন্ত্রের দ্বারা—চেতনদ্বারা উপাসনা করি। চেতনের বৃত্তি দ্বারা ভগবানের সঙ্গে Com-

munication (কথাবার্তা, সংযোগ) হয়। যাহাদের চিন্তাস্রোত ও বুদ্ধি অচেতনের দ্বারা বিজড়িত হইয়াছে, যাহারা অচিদ্দর্শন ব্যতীত চেতনের অন্য কোন ব্যবহার জানে না তাহারাই অর্চাবতারকে idol (পুতুল) মনে করে। শ্রীনামদ্বারা শ্রীমূর্তির সেবা হয়, চেতনের দ্বারা চেতনের সেবা হয়।

রেভারেণ্ড বাট্‌লার আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, আপনাদের নবদ্বীপের অনেক বড় বড় লোকের সহিত—বাংলার অনেক পণ্ডিতের সহিত—অনেক প্রাচীন ব্যক্তির সহিত আমি এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা কেহই এ'রূপ intelligently (বুদ্ধিমত্তার সহিত) উত্তর দিতে পারেন নাই। রেভারেণ্ড বাট্‌লার উত্তর শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক। আমিও আপনার কথা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলাম।

শিক্ষাদশকমূলম্

শ্রীল প্রভুপাদ। (অধ্যাপক জোহান্স সাহেবকে দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত "শিক্ষাদশকমূলম্" নামক গ্রন্থটি প্রদান করিয়া) আপনি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন। ইহাতে চৈতন্যদেবের শিক্ষা সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল জীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ শ্রীল জীব ও শ্রীবলদেবের পরিশিষ্টস্বরূপ। আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টাও শ্রীল জীবের পদাঙ্কানুসরণ।

আত্মসমর্পণ ও শরণাগতি

অধ্যাপক। আপনাদের দর্শনশাস্ত্রে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও শরণাগতির কথা অতি দৃঢ়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এরূপ শরণাগতির কথা অন্যত্র কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি "হারমনিষ্টে" শরণাগতির ইংরাজী তর্জমা পড়িয়া খুব আনন্দিত হই।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীল রূপ গোস্বামী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের একজন প্রিয়তম পার্ষদ; তাঁহাতে মহাপ্রভু তাঁহার সর্বশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ষড়্‌বিধা শরণাগতির কথা লিখিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থখানা ভক্তির বিজ্ঞান; তাহাতে ভক্তির যেরূপ সুষ্ঠু বিশ্লেষণ আছে তাহা অদ্বিতীয়।

ভাগবতসার তত্ত্বসূত্র

শ্রীল প্রভুপাদ। (অধ্যাপক জোহান্স মহোদয়কে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'তত্ত্বসূত্র'

গ্রন্থখানা উপহার প্রদান করিয়া) এই গ্রন্থখানিতে বৈষ্ণব-দর্শনের যাবতীয় কথা সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে; ব্রহ্মসূত্রে যেরূপ সংক্ষেপে শ্রুতির তাৎপর্য গ্রথিত করিয়াছে, তত্ত্বসূত্রেও সেইরূপ বেদান্তভাষ্য ভাগবতের সিদ্ধান্ত ও তাৎপর্য স্বল্পাক্ষরে অতি সুষ্ঠুভাবে গ্রথিত হইয়াছে। আচারবান্ বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন না করিলে কখনও ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভাগবত—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য। শ্রীজীব গোস্বামীর যাবতীয় গ্রন্থ ভাগবত অবলম্বনেই রচিত। গোস্বামিগণের যাবতীয় গ্রন্থও তাহাই। ভাগবতই বেদান্তসূত্রের মূল ভাষ্য—এই কথা শ্রীজীব গোস্বামী বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। শঙ্করের ভাষ্য—বিজাতীয় (Foreign) ভাষ্য, আর ভাগবত স্বয়ং সূত্রকর্তার সূত্রের ভাষ্য বলিয়া তাহাই একমাত্র প্রকৃত ভাষ্য। বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য একমাত্র ভাগবতেই পাওয়া যায়। যদিও ভাগবতে নানা প্রকার ইতিহাস ও আখ্যায়িকা রহিয়াছে, তথাপি ইহাই একমাত্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক-গ্রন্থ।

অধ্যাপক। চৈতন্যভাগবতের কথা বলিতেছেন কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। চৈতন্যভাগবত ভিন্ন পুস্তক, শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা বলিতেছি। উহা ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় অসম্পূর্ণ অনুবাদ আছে মাত্র।

অধ্যাপক। শ্রীমদ্ভাগবতের ফরাসী ভাষায় অনুবাদের কিয়দংশ আমি পড়িয়াছি।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি যে চৈতন্যভাগবতের কথা বলিলেন, তাহা ইংরাজীতে অনূদিত হইতেছে এবং 'হারমনিষ্ট' সাময়িক পত্রে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক। হাঁ আমি দেখিয়াছি, অতি সুন্দর অনুবাদ হইতেছে। আমি তাহা খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করি। আমার একখানা চৈতন্যভাগবত আবশ্যক।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমাদের চৈতন্যভাগবতের মূল সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। এক্ষণে নূতন সংস্করণ বিস্তৃত ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইতেছে, তাহা প্রকাশিত হইলে আপনি পাইতে পারিবেন।

অধ্যাপক। আপনি কৃপাপূর্বক চৈতন্যদেবের মত সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীচৈতন্যের মত

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীচৈতন্যদেবের মত আমরা প্রাচীন শ্লোকে এইরূপ শুনিতে পাই—

"আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।"

—ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যেভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতই নির্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ, ইহাই চৈতন্য মহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরমাদর, অন্য মতের আদর নাই।

শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পূর্ণ-বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ প্রতীতিতে তত্তদ্ অধিকারী ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হয়। সেই ত্রিবিধ প্রতীতি সকলেই পূর্ণ-প্রতীতি। উহা শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মা বা ব্রহ্ম-প্রতীতির ন্যায় আংশিক বা অসম্যক্ প্রতীতি নহে। ঐ ত্রিবিধ পূর্ণ-প্রতীতি পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত। ভগবানের এই ত্রিবিধ পূর্ণ প্রতীতি—দ্বারকা-মথুরা ও বৃন্দাবনে প্রকাশিত। দ্বারকায় কৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ, মথুরায় পূর্ণতর প্রকাশ ও ব্রজে পূর্ণতম প্রকাশ।

আমরা চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূলোকে বাস করি, এই চতুর্দশ-ব্রহ্মাণ্ড অধঃসপ্তলোক ও উর্দ্ধ্বসপ্তলোক লইয়া গণিত হয়। উর্দ্ধ্বসপ্তলোক-মধ্যে ভূলোকই প্রথম। ভূ, ভুবঃ ও স্বর্—এই ত্রিবিধ লোক সকাম পুণ্যকারী গৃহমেধিগণের ভোগস্থান; আর তদূর্দ্ধ্ববর্তী মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই লোকচতুষ্টয় অগৃহস্থ-ব্যক্তিগণের প্রাপ্য স্থান। তন্মধ্যে উপকুর্বাণ অর্থাৎ যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্বক সমাবর্তন করেন, সমাবর্তনের পূর্বে তাঁহাদিগের প্রাপ্যস্থান মহর্লোক; নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাঁহারা আজীবন গুরুগৃহে অবস্থানপূর্বক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্যস্থান জনলোক, বানপ্রস্থাশ্রমিগণের প্রাপ্যস্থান—তপোলোক এবং যতিগণের প্রাপ্যস্থান সত্যলোক। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, অর্থাৎ যাঁহাদের ইহ জগতে ভোগ বা ব্রহ্মে বিলীন হইবার দুষ্টাশা নাই, সেই সকল পুরুষ দুর্লভ বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। সেই বৈকুণ্ঠেরও উপরে দ্বারকা, তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন। এই সকল ধাম ভগবানেরই অন্তর-অঙ্গে যে সত্তা-বিস্তারিণী শক্তি আছে, সেই শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। পরব্যোমে যে যে ধাম আছে, সেই সেই ধামই এই প্রপেঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। অপ্রপঞ্চে যাহা নাই, তাহা প্রপঞ্চেও থাকিতে পারে না। বৃন্দাবনের অপ্রকটলীলানুগতপ্রকাশই—গোলোক। জলসম্পর্কশূন্য হইয়া সরোবরে যেমন পদ্ম অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রপঞ্চসম্পর্কশূন্য হইয়া গোলোক পৃথিবীতে অবস্থান করেন। যাঁহাদের চিত্ত সেবোন্মুখ নহে তাঁহারা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ধামের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করিতে পারে না। অযোধ্যা, দ্বারকা, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাদি বৈকুণ্ঠেরই প্রদেশবিশেষ। বৈকুণ্ঠসুখ হইতে অযোধ্যা সুখ মহৎ, অযোধ্যা-সুখ হইতে দ্বারকা-সুখ মহত্তর; গোলোকবাসিগণের যে সুখ, তাহা সকল সুখের শিরোমণি। রসবিশেষের তারতম্যই এই সুখতারতম্যের কারণ। গোলোকে যে দুঃখ বর্তমান আছে, সেই দুঃখ-সকলও সমস্ত সুখের মস্তকোপরি নৃত্য করে। আর তথায় যে শোক বর্তমান আছে, সেই

শোকও সমগ্র আনন্দরাশির উপর পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়া থাকে; সেখানকার দুঃখ, শোক প্রভৃতি পরমানন্দেরই পুষ্টিকারক। শ্রীচৈতন্যদেব এই বৃন্দাবনেশ বা গোকুলেশের সেবানুসন্ধানেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সমগ্র বিষ্ণুর অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ দ্বারকেশ, মথুরেশ বা গোকুলেশরূপে প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যদেব গোকুলেশ কৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণে পঞ্চ মুখ্যরস বর্তমান; তিনি স্বয়ং রসসাগর।

রসতত্ত্ব

অধ্যাপক। রস কাহাকে বলে?

শ্রীল প্রভুপাদ। আমাদের বক্তব্য রস জড়রস নহে। জড়রস এই অপ্রাকৃত রসেরই হেয়, বিকৃত, খণ্ড প্রতিফলন মাত্র। শ্রীরূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে রসের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।"

—ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্বক চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জিত উজ্জ্বলহৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত হয়। এই রসের দ্বিবিধ আলম্বন—আশ্রয় আলম্বন ও বিষয়-আলম্বন। যাঁহার উদ্দেশ্যে রতির প্রবৃত্তি হয়, তিনি বিষয়-আলম্বন এবং যিনি ঐ রতির আধার, তিনি—'আশ্রয়-আলম্বন'। জগতে বিষয় ও আশ্রয়ের বহুত্ব কিন্তু মূল আদর্শে বিষয় একমাত্র অদ্বয়তত্ত্ব; তিনিই কৃষ্ণ; তাঁহারই সমস্ত আশ্রিতবর্গ। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতবর্গের কাহারও নিকটে নিরপেক্ষ কাহারও প্রভু, কাহারও সখা, কাহারও পুত্র, কাহারও কান্ত। বৃন্দাবন, যমুনা, কদম্ববৃক্ষ, পুলিন, বংশী, গাভী, বেত্র, বিষাণ প্রভৃতি অচেতনপ্রায় চিন্ময় বস্তু শান্তরসের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুগতগণের প্রভু। রক্তক, পত্রক, মধুকণ্ঠ প্রভৃতি তাঁহার অনুগামী ভৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সখা। ব্রজে সুবল, শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় সখা। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে ভগবত্তার প্রকাশ দ্বিবিধ। নরলীলার অপেক্ষা না করিয়াই যে পরমৈশ্বর্য্যের আবির্ভাব, তাহাকেই 'ঐশ্বর্য্য' বলে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব ও জননী দেবকীর নিকট চতুর্ভূজরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্জুনকে যৌগৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রকাশ ভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ; আর পরমৈশ্বর্য্যের প্রকাশ বা অপ্রকাশে যদি নরলীলার অতিক্রম না হয়, তাহাকে "মাধুর্য্য" বলে। যেমন পূতনার প্রাণহরণকালে শ্রীকৃষ্ণ স্তনচুম্বনরূপ নরবালক-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজ্জুদ্বারা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে না পারিলেও শ্রীকৃষ্ণ জননীর ভয়ে ভীত হইবার লীলা দেখাইয়াছিলেন। বাল্য লীলায় কোমল চরণের আঘাতে অতীব কঠিন শকট পাতিত করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য

প্রকাশিত হইলেও উহা নরলীলাকে অতিক্রম করে নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণে পরমৈশ্বর্য্য থাকিলেও কোথাও তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া সামান্য নর-বালকের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন; যেমন দধি-দুগ্ধ-চৌর্য প্রভৃতি। সমস্ত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিলেও যশোমতী তাঁহাকে তাঁহার সামান্য পুত্রমাত্রই বিচার করিয়াছেন। যিনি নিখিল বিশ্বের পালকগণেরও পালক, সেই কৃষ্ণকে নন্দ যশোদা তাঁহাদের পাল্য জ্ঞান করিয়াছেন। সখাগণ অতিশয় বিশ্রম্ভসহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধের উপর আরোহণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিয়াছেন। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবগণের দ্বারা বন্দিত দর্শন করিয়াও তাঁহাকে কান্ত জ্ঞান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রেই একমাত্র পরিপূর্ণতা রহিয়াছে। ইহাই মূল আদর্শ। এই পরম উপাদেয় মূল আদর্শের বিকৃত প্রতিফলনই মায়িক জগতের অনিত্য, হেয়, খণ্ড রসসমূহ। শ্রীকৃষ্ণে কোনও প্রকার হেয়তা আরোপিত হইতে পারে না। ব্রজগোপীগণের সহিত যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, তাহা প্রাকৃত রাজ্যের অন্তর্গত নহে। প্রাকৃত রাজ্যের বিন্দুমাত্রও অভিনিবেশ থাকিলে তাহা আমাদের বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না।

অধ্যাপক। —অতীব কঠিন বিষয়। বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীল প্রভুপাদ। কোন কোন পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যক্তি কৃষ্ণলীলার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে 'অশ্লীল' মনে করেন, কেহ বা রূপক-ব্যাখ্যাদি করিয়া সেই 'অশ্লীলতাকে শ্লীলতায় পর্য্যবসিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু উভয় চেষ্টারই কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণ-চরিত্র is deathblow to অক্ষজ জ্ঞান (অক্ষজ জ্ঞানের পক্ষে নিদারুণ লগুড়াঘাত-সদৃশ)। So-called morality is rather standing block to কৃষ্ণপাদপদ্ম (বরং তথাকথিত নীতি কৃষ্ণপাদপদ্মের পক্ষে বুদ্ধিভ্রংশের হেতু)। কৃষ্ণ স্বরাট্ পুরুষ, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়, পরম স্বতন্ত্র। সুতরাং তাঁহাতে 'অশ্লীলতা' বলিয়া কোন প্রকার জিনিষ থাকিতে পারে না। তাঁহার সমস্তই 'শ্লীল'-অর্থাৎ পরম শোভাযুক্ত। বশ্য-জীবের পক্ষেই 'শ্লীল'-'অশ্লীল'-বিচার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ All-powerful, Absolute (সর্বশক্তিমান্ নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়) অধোক্ষজ।

শ্রীকৃষ্ণোপাসনা

অধ্যাপক। কৃষ্ণ ও বৃন্দাবন সম্বন্ধে আপনি যে ভাবে বর্ণনা করিলেন, সেই ধারণা অতি সুন্দর।

শ্রীল প্রভুপাদ। ইহা কেবল 'আইডিয়া' বা ধারণামাত্র নহে, ইহা বাস্তব সত্য। এই জগতের কাব্যের বা সাহিত্যের কথার মত ইহা কেবল কথামাত্র নহে; যাবতীয় সাহিত্য ও কাব্য শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে প্রসূত। বৃন্দাবন সমস্ত অপ্রাকৃত সাহিত্য ও কাব্যের পীঠ। জগতের সাহিত্য ও কাব্যসমূহে—যাহার এক একটি ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা আলোচনা

করিতে করিতেই প্রাকৃত লোক মুগ্ধ, বিস্মিত ও মোহিত হইয়া পড়েন; তাহা সেই অপ্রাকৃত, অখণ্ড, অনন্ত সাহিত্য-বৈচিত্র্যের হেয়, সান্ত ও খণ্ড বিকৃত প্রতিফলন মাত্র।

অধ্যাপক। কৃপাপূর্বক কৃষ্ণের উপাসনার কথা বলুন।

শ্রীল প্রভুপাদ। ব্রজবনিতাগণের রচিত উপাসনাই কৃষ্ণের উপাসনা। পূর্বে শুনিয়াছেন, কৃষ্ণ—পূর্ণ শক্তিমান্ নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়। পূর্ণ শক্তিমানের একটি পূর্ণশক্তি আছে। সেই একই শক্তির তিন প্রকার কার্য,—১। আনন্দ বা রসাস্বাদনদান, ২। কর্তৃত্ব-পরিচালন বা ভোক্তৃত্ব-সম্পাদন, ৩। সত্তা-প্রকাশন বা অস্তিত্ব-বিধান। প্রথমোক্ত-শক্তির নাম হ্লাদিনী, দ্বিতীয় প্রভাবের নাম সম্বিৎ, তৃতীয় প্রকাশের নাম সন্ধিনী। কৃষ্ণের যাবতীয় ভোগ্য বস্তুই সন্ধিনীর পরিণতি। কৃষ্ণের ধাম, কৃষ্ণ-অবয়ব, কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ প্রভৃতি যাবতীয় চিদ্‌বৈভব এই সন্ধিনী শক্তি প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। সম্বিৎশক্তি ভগবানের অনুভব-কর্তৃত্ব, আনন্দের ভোক্তৃত্ব-উপলব্ধি এবং অদ্বয়জ্ঞানে ভগবজ্‌জ্ঞানের অনুভব করাইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। হ্লাদিনী শক্তি রসের বিবর্দ্ধন ও নবনবায়মান রসচমৎকারিতার জন্য আপনাকে বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারাই ব্রজবনিতা; ব্রজবধূগণ মূর্তিমতী কৃষ্ণ-প্রীতি-পরাকাষ্ঠা, কৃষ্ণাকর্ষিণী শ্রীরাধারই কায়-বিস্তার। শ্রীরাধা-—কৃষ্ণের যাবতীয় ঐশ্বরী শক্তির মূল আশ্রয়স্বরূপা। এই চিল্লীলা-মিথুন (Divine couple) একস্বরূপ হইয়াও আস্বাদক ও আস্বাদিত-রূপে দুই দেহ। Mahaprabhu comes to establish service through subordination to Srimati Radhika. (শ্রীরাধিকার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা শিক্ষা-প্রদানের জন্যই মহাপ্রভুর আবির্ভাব।)

অধ্যাপক। ইহা অতীব উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব।

শ্রীল প্রভুপাদ। ইহা জগতের অন্যান্য দশটা দর্শনের অন্যতম বা উহাদের তুলনায় উচ্চ দর্শন নহে—ইহা অধোক্ষজ অসমোর্দ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব। শ্রীল জীবগোস্বামী তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভে অধোক্ষজের সংজ্ঞা এরূপ লিখিয়াছেন, Godhead or Krishna is He who has reseved the absolute right of not being exposed to modern human senses. (তিনিই পরমেশ্বর বা কৃষ্ণ, যিনি আধুনিক অর্থাৎ মায়াবদ্ধ মানবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন) যাহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান মাপিয়া লইতে পারে না, তাহাই-—অধোক্ষজ। সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান কেবল সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন, তাহাতেই তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, নতুবা কৃষ্ণতত্ত্ব জাগতিক সর্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা, বিচার-শক্তি কিছুর দ্বারাই আংশিক ভাবেও জানা যায় না। অথচ অনেকে তাঁহাকে প্রাকৃত-সাহিত্য বা দর্শনের মত মনে করিয়া ভোগ্য বুদ্ধিতে তাহা আলোচনা করিতে যায়। তাহার কাছে অধোক্ষজ বস্তু কখনও প্রকাশিত হন না। আমরা

বর্তমানে সৃষ্টিকর্তার দ্বারা যে সকল ইন্দ্রিয়-সরঞ্জামে ভূষিত হইয়াছি, তাহার দ্বারা কখনও চতুর্থ বা পঞ্চম আয়তন মাপিয়া লইতে পারি না—না পারিয়া অনেক সময়ই "To the infinity" (অসীমের দিকে) বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। বৈকুণ্ঠ বা অধোক্ষজ বস্তু 'তুরীয়' (চতুর্থ), কাজেই তাঁহাকে ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা নির্বিশেষ বলিয়া গোঁজামিল দিতে চাই। কিন্তু অধোক্ষজ তুরীয় পূর্ণবস্তু কখনও নির্বিশেষ নহেন।

অধ্যাপক। হাঁ হাঁ (অত্যন্ত আনন্দ সহকারে), অতীব সুন্দর বিচার।

শ্রীল প্রভুপাদ। অধোক্ষজ অদ্বয়তত্ত্ব যতই তাঁহার অপ্রাকৃত গুণসমূহকে অপসারিত করিয়া প্রকাশিত হন, ততই তিনি 'নির্বিশেষ', 'নিরাকার' প্রভৃতি বলিয়া বিবেচিত হন, ইহাও এক প্রকার পৌত্তলিকতা। অধোক্ষজতত্ত্ব পরম স্বতন্ত্র, তাহা জীবের বিচার বুদ্ধিদ্বারা উদ্ভাবিত কোন বস্তু নহে। উদ্ভাবিত বা কল্পিত বস্তুই পৌত্তলিকতা। জীব তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তিদ্বারা যে বস্তুকে 'সবিশেষ' বা 'নির্বিশেষ' বলিয়া ধারণা বা কল্পনা করে, কিম্বা গড়িয়া তোলে, যাঁহাকে 'সাকার' বা 'নিরাকার' বলিয়া থাকে, সে সকলই পৌত্তলিকতা। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম সেইরূপ 'সবিশেষ' 'নির্বিশেষ' 'সাকার' বা নিরাকার পুত্তলিকতা নহেন। আমরা অধোক্ষজ তত্ত্বের নিকট Challenging (স্পর্দ্ধার প্রবৃত্তি) লইয়া কখনও উপস্থিত হইতে পারিব না, উহার নাম তর্কপন্থা। আমাদিগকে বিনীতভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। Godhead can Himself take initiative. Thousands of our exertions can never lead to him (পরমেশ্বরই মাত্র স্বতঃ কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে না আমাদের সহস্র সহস্র প্রয়াসও আমাদিগকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতে পারে না।) আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা মাপিয়া লইতে পারি—বিচার করিতে পারি—'হয়' 'নয়' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি—যাহার সীমা নির্দেশ করিতে পারি, তাহা খণ্ডবস্তু। কেহ বলেন, ভগবান্ সাকার', কেহ বলেন, ভগবান্ 'নিরাকার' কেহ বলেন, ভগবান্ প্রথমে 'সাকার' চরমে নিরাকার, —এইরূপ তথাকথিত সাকার ও নিরাকারবাদী সকলেই বৈকুণ্ঠবস্তুকে জাগতিক স্থান কাল ও পাত্রের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলেন। অধোক্ষজ ভগবান্ কখনই আমাদের কোন প্রকার আধিপত্য বা কবলের অন্তর্গত হন না। পরিদৃশ্যমান দেশ, কাল, পাত্র কখনও বৈকুণ্ঠ পরমেশ্বরে আরোপিত হইতে পারে না। এই অক্ষজ জ্ঞানই আমাদের ভগবদ্-দর্শনের পক্ষে পরম অন্তরায়; এই জন্যই শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, যাঁহা হইতে অক্ষজ জ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবদ্‌বস্তু। চৈতন্যের প্রকৃত অনুগত ভক্তগণ কখনও কোন প্রকার ব্যক্ত বা অব্যক্ত, স্থূল বা সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন না; তাঁহারা কখনও মানুষের কল্পনার ছাঁচে গড়া দর্শন প্রবৃত্তি লইয়া বৈকুণ্ঠবস্তু দর্শনের প্রয়াস করেন না।

অধ্যাপক। চৈতন্যের অনুগতগণ কিরূপ দার্শনিক প্রণালী স্বীকার করেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। দার্শনিক চিন্ত্য-প্রণালী জগতে অসংখ্য প্রকার হইলেও উহাদিগকে দুইটী বিশেষ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—একটী শ্রৌত-প্রণালী, আর একটী অভিজ্ঞতার প্রণালী। অনেকে আবার মুখে শ্রৌত-প্রণালীর বিজ্ঞাপন দিয়া কার্যতঃ অভিজ্ঞতার প্রণালীকেই বরণ করেন, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে শ্রৌতব্রুব অশ্রৌত-পন্থী বলিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে যখন বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিচার হইয়াছিল, তখন তিনি মায়াবাদিগণকে শ্রৌতব্রুব প্রচ্ছন্ন নাস্তিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিলেন—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক।।"

বাস্তব জ্ঞান কখনও অভিজ্ঞতার প্রণালী হইতে লাভ করা যায় না, গোমুখী দিয়া যেরূপ হিমালয় হইতে গঙ্গা নির্গত হয়, আচার্যের মুখ হইতেও সেইরূপ বৈকুণ্ঠ-বিষয়ক বাস্তব-জ্ঞান-ধারা বিগলিত হইয়া থাকে। আচার্য, ভগবানের সংবাদ বাহক; তিনি অতীন্দ্রিয় দেশের সংবাদ আমাদের কাছে আনিয়া দেন। তাঁহার কথাগুলি জাগতিক অন্যান্য শব্দ-সমষ্টির অন্যতম মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা জাগতিক শব্দসমষ্টির ন্যায় অভিজ্ঞতাবাদীর চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই চারি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমর্থিত হয় না। কেবল মাত্র গুরু-মুখ-বিগলিত বৈকুণ্ঠের সংবাদ কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় দ্বারা তাহা বর্তমান যোগ্যতায় সমর্থিত হইতে পারে না। যিনি কলিকাতা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কলিকাতার সংবাদ শুনিতে হইবে, তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুদ্ধে আহ্বান না করিয়া বিনীত হইয়া তাঁহার কথা কর্ণে গ্রহণ করিব, সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ করিব। আমরা ঘোড়া, গাধার দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে প্রবর্তিত করিবার বা তথাকথিত বিচারের দ্বারা সমন্বিত করিবার চেষ্টা করিব না। ঐরূপ আরোহ-প্রণালী গ্রহণ করিলে কখনই অবিমিশ্র চৈতন্যের দার্শনিক-তত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তি লাভ করিবে না। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রচারকালে তথাকথিত বিভিন্ন দার্শনিকগণের সহিত বিচার করিয়া অভিজ্ঞতা-প্রণালীর ভিত্তিতে অবস্থিত যাবতীয় কুদর্শনকে নিজ সুদর্শনদ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছেন। যদি আমরা মনোযোগ ও সহিষ্ণুতার সহিত চৈতন্যানুরাগী ভক্তগণের নিকট চৈতন্যের চরিত্র বিচারপূর্বক শ্রবণ করি, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রে পরিপূর্ণ মহা-চিৎ-সমন্বয় ও নিখিল সমস্যার অপূর্ব সমাধান দর্শন করিয়া বিস্মিত ও পরম লাভবান্ হইতে পারিব।

অধ্যাপক। চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে আপনার নিকট শুনিবার আমার প্রবল আগ্রহ আছে, আপনার অবসর মত আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ করিলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত ও বাধিত হইব।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমাদের ইহা ছাড়া আর কোন কাজ নাই। আমরা আপনাদের সেবার জন্যই সর্বদা উপস্থিত আছি। আপনি দর্শনের অধ্যাপক; সুতরাং আপনার সুদর্শনের কথাও শোনা আবশ্যক। জগতের দর্শনসমূহ কুদর্শন, তাহা ভগবদ্দর্শনের অন্তরায়-স্বরূপ। সুদর্শনের দ্বারা কুদর্শন খণ্ডিত না হইলে কেহ ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না।

অধ্যাপক। হাঁ, আপনি যে কথা বলিতেছেন, তাহা খুবই ঠিক।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমি আপনার নিকট ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি, আপনি মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন। ইহাতে বৈষ্ণবদর্শনের কথা অতি সুন্দররূপে গ্রথিত হইয়াছে।

[এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ "To Love God"-নামক প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন। উক্ত প্রবন্ধ পরবর্তীকালে হারমনিষ্ট-পত্রিকার এপ্রিল-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।]

অধ্যাপক। অতীব সুন্দর। কৃপা করিয়া এই প্রবন্ধটী "হারমনিষ্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন।

খৃষ্টধর্ম বৈষ্ণবধর্মের একটা সোপানের আংশিক পরিচয়

শ্রীল প্রভুপাদ। রেঃ রিড্‌লে ডে সাহেবের সঙ্গে আমার একবার দেখা হইয়াছিল, তিনি নীরবে প্রায় ২।৩ ঘণ্টা কাল আমার কথা শ্রবণ করিয়া আমাকে বলিলেন,—আপনি যখন আমাদের খৃষ্টধর্মের অনুরূপ কথাই বলিতেছেন তখন কেনই বা আপনি আপনাকে খৃষ্টধর্মাবলম্বী বলিয়া ঘোষণা করেন না? তাহাতে আমি বলিলাম যে, খৃষ্টধর্ম বৈষ্ণবধর্মের একটী সোপানের আংশিক পরিচয়; তদ্ব্যতীত We have more supplements. অধিকারবিচারে খৃষ্টধর্মে যাহা কথিত হয় নাই, বৈষ্ণবধর্মের এরূপ অনেক অধিক কথা আছে। বৈষ্ণবধর্ম একমাত্র চরমধর্ম বা সর্বজীবের একমাত্র ধর্ম। অন্যান্য ধর্মগুলি কেহ বা উহার সোপান, কেহ বা বিকৃতি। সোপান-স্থলে কোন কোন অধিকারীর জন্য আদরণীয়, বিকৃতিস্থলে পরিত্যাজ্য। খৃষ্ট—অবতারী কৃষ্ণচন্দ্রের অংশকলাস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্ত্যাবেশ-অবতার; কোন দেশ বা সমাজবিশেষের বিশেষ উপযোগিতা ও যোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের ততটুকু মঙ্গলবিধানের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু কোন মহত্তম জীবে তাঁহার কিঞ্চিৎ শক্তি আবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরপুত্র যীশুরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং পরিপূর্ণতত্ত্ব স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের চিদ্বিলাসের পূর্ণ মাধুর্য্য—যাহা একমাত্র অখিলরসামৃতসিন্ধু স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রই জগতে প্রকাশিত করিতে পারেন, সেই উন্নতোজ্জ্বল রস প্রকাশ করিবার অধিকারসম্পন্ন তিনি (যীশু) ছিলেন না। দ্বিদল-বৈকুণ্ঠের প্রথম ভাগের অর্থাৎ ঐশ্বর্যধাম বৈকুণ্ঠরাজ্যের অধিকারিগণও কৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্যের কথা উপলব্ধি করিতে পারেন না। বৈকুণ্ঠরাজ্যে সার্ধ দ্বিতয় রস বিরাজিত।

"কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ"—এরূপ বিশ্রম্ভ সখ্য বৈকুণ্ঠেও নাই। সেখানে সঙ্কোচ, গৌরব ও সম্ভ্রমের সহিত ভগবানের কাছে দাঁড়াইতে হয়। রামানুজ বিশ্রম্ভ-সখ্য, বিশ্রম্ভ-বাৎসল্য বা মধুর রসের মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ঐশ্বর্যগত দাস্য-রস, সখ্য-রস ও বাৎসল্য-রস কিঞ্চিৎ পরিমাণে খৃষ্টের প্রকৃত ভক্তগণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল বটে, কিন্তু গৌরবসম্ভ্রমহীন বিশ্রম্ভ-প্রধান রস বা মধুর-রস একমাত্র ব্রজধামেই জাজ্জ্বল্যমান। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশচীনন্দন ঐ নিগূঢ় রস বিতরণ করেন। শ্রীরামানুজাচার্য বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসকে সুষ্ঠু ভগবৎসেবার হানিকর মনে করিলেও আমরা বলি,—প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরব ও সম্ভ্রমাদি কণ্টক বিদূরিত না হইলে সুষ্ঠুভাবে সেবা হইতে পারে না। কারণ, এই জগৎ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-ধামের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। বৈকুণ্ঠে যাহা অনন্ত বিচিত্রতায় নির্দোষ স্ব-স্বরূপে নিত্য বিরাজিত, এখানে তাহাই সান্ত-বিচিত্রতায় দোষযুক্ত, অনিত্য ও বিকৃতরূপে প্রতিফলিত। আমরা এই প্রতিফলিত জগতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রসের 'আশ্রয়'-আলম্বন ও 'বিষয়'-আলম্বনসমূহ দেখিতে পাই। যদি দ্বিদল-বৈকুণ্ঠে এই পঞ্চবিধ রসের বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন না থাকিবেন, তাহা হইতে ইহ জগতে উক্ত পঞ্চরসের আলম্বনগণ থাকিত না; তবে বিভেদ এই যে, সেখানে সমস্ত বস্তুই নির্দোষ, পরিপূর্ণ, নিত্য ও স্বরূপে অবস্থিত। প্রতিফলিত জগতে তাহার বিপরীত অর্থাৎ এখানে সকল বস্তুই দোষযুক্ত, খণ্ডিত, অনিত্য ও বিকৃত; আর এখানে বিষয়ালম্বনের দৃশ্য অনেক, কিন্তু অবিকৃতধামে বাস্তববিষয়ালম্বন অদ্বিতীয় হইয়াও অচিন্ত্য অপ্রাকৃত শক্তিবলে সেবকের সেবাবৃত্তি-অনুসারে অনন্ত সেবাপ্রকাশে প্রকাশিত। এই জগতে যাহা অতীব হেয়, তাহা সেখানে পরমোপাদেয়। শ্রীচৈতন্যদেব এই পরমোপাদেয় উন্নতোজ্জ্বল রস সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিয়াছেন। এই অপ্রাকৃত উন্নতোজ্জ্বলরসের কথা চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই বা পারেন না। কারণ ইহা কৃষ্ণের নিজস্ব সম্পত্তি, তজ্জন্য অপরের ইহা বিতরণের অধিকার নাই। শ্রীকৃষ্ণই ঔদার্যলীলায় শ্রীচৈতন্য।

খৃষ্টধর্ম ও সনাতন-ধর্মের মধ্যে আমরা আরও একটী বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করি। পাশ্চাত্ত্যধর্মে একজন্মবাদ স্বীকৃত হয়; তাঁহারা বলেন একজন্মবাদ স্বীকার না করিলে মানব ইহ জন্মেই ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইবে না। কিন্তু আমাদের প্রাচ্য-ভূমিতে এক নাস্তিক চার্বাক ব্যতীত আর সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন; বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়েও জনান্তরবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সদৃশ একটী 'নির্বাণবাদ'-ধর্ম বা 'পেসিমিজম্' (Pessimism) পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচারিত হইয়াছে। কেবল একটী বিষয়ে খৃষ্টধর্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা এই জন্মান্তরবাদ। পাশ্চাত্ত্য দেশীয় পেসিমিজম্ এবং ভারতীয় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম—উভয়েই

জড়নির্বাণবাদ হইলেও পেসিমিজম্‌কে একজন্মগত জড় নির্বাণবাদ, আর বৌদ্ধ ও জৈনধর্মকে বহুজন্মগত জড় নির্বাণবাদ বলা যাইতে পারে। সপেনহুয়ার, হার্টম্যান প্রভৃতি একজন্মগত জড় নির্বাণবাদী; কিন্তু বৌদ্ধগণ বলেন, বহু জন্মে দয়াবৈরাগ্যাদি-গুণ অভ্যাস করিয়া শাক্যসিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব প্রাপ্ত ও অবশেষে 'বুদ্ধ' হইয়াছিলেন। জৈনগণ বলেন—সদ্‌গুণ-দয়া-বৈরাগ্যাদি অভ্যাস করিতে করিতে বহু জন্মে জীবের ক্রমগতি-অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে পূর্ণ নির্বাণ লাভ হয়। যাঁহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে "গোজামিল" দিতে হয়। গীতায় (২।২২) ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যনানি সংযাতি নবানি দেহী।।"

[জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নববসন পরিধান করেন, দেহীও তেমনি জীর্ণশরীর পরিত্যাগে অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।]

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।। (গীতা ৪।৫)

[শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পরন্তপ অর্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে। পরমেশ্বরত্ব-হেতু আমি সে সমুদায় স্মরণ করিতে পারি। তুমি অণুচৈতন্য জীব; সে সমুদায় স্মরণ করিতে পার না। আমি যখন তখন জগতে অবতীর্ণ হই, সিদ্ধভক্ত তোমরা আমার লীলা-পুষ্টির জন্য আমার সহিত জন্মলাভ কর, কিন্তু আমি একমাত্র সর্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়া সমস্ত অবগত আছি।]

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।" (গীতা ৪।৬)

[যদিও আমরা সকলেই পুনঃ পুনঃ জগতে আগত হই, তথাপি আমার আগমন ও তোমাদের আগমনে বিশেষ ভেদ আছে। আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ। স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয়পূর্বক তদ্দ্বারা সম্ভূত হই; কিন্তু জীবসকল আমার মায়াশক্তি-প্রভাবে বশীভূত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাতে তাহাদের পূর্বজন্ম-স্মৃতি থাকে না। জীবের কর্মবশতঃ লিঙ্গশরীর বলিয়া যে শরীর আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া পুনঃ জন্ম লাভ করে। আমার যে দেবতির্য্যগাদি-রূপে আবির্ভাব, সে কেবল আমার স্বাধীন ইচ্ছাবশতই হইয়া থাকে। জীবের ন্যায় আমার বিশুদ্ধ চিৎশরীর লিঙ্গ ও স্থূল শরীর দ্বারা আবৃত হয় না। বৈকুণ্ঠাবস্থায়ও আমার যে নিত্য শরীর, তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করি। যদি বল প্রপঞ্চে চিত্তত্ত্বের কিরূপে প্রকাশ

হইতে পারে? তবে শ্রবণ কর,—আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত। অতএব তদ্দ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে, তাহা তোমরা যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না। সহজ জ্ঞানদ্বারা এইমাত্র তোমাদের জানা কর্তব্য যে, অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হন না। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে জড়জগতে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। সেই স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ যে সমস্ত প্রপঞ্চবিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও যে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি? যে মায়ার দ্বারা জীব চালিত হয়, তাহাও আমার প্রকৃতি বলিলে চিৎশক্তিকেই বুঝিতে হইবে। আমার শক্তি এক, কিন্তু তাহা আমার নিকট চিৎশক্তি এবং কর্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়াশক্তির— এবম্প্রকার নানাবিধ প্রভাবযুক্ত।]

বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব

অধ্যাপক। আপনারা কাহাকে বৈকুণ্ঠ বলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। যে স্থানে কোন প্রকার কুণ্ঠা বা মাপিয়া লইবার ধর্ম নাই। এই বৈকুণ্ঠ —দ্বিদল, প্রথম দলে ভগবান্ পরমৈশ্বর্যশালিরূপে বিরাজিত, আর তদূর্দ্ধভাগস্থ দ্বিতীয় দলে তিনি পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যশালী হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে মাধুর্য-প্রভাবদ্বারা ঐশ্বর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া অখিলরসামৃতসিন্ধু পরম-মাধুর্য্যময় বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজিত। স্বর্গ, বেহেস্ত্ বা Heaven প্রভৃতি স্থানের ন্যায় বৈকুণ্ঠ কোনপ্রকার সীমাবদ্ধ স্থান নহে বা কুণ্ঠাধর্মযুক্ত দেবতাগণের ভোগভূমিকা নহে; ইহজগতে পুণ্যকর্মফলে স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় দৈহিকসম্বন্ধযুক্ত স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া তথায় এখানকার মতই "ধান ভাঙ্গিব" অর্থাৎ ভোগে প্রমত্ত থাকিব,—বৈষ্ণবগণের বৈকুণ্ঠের ধারণা সেরূপ নহে। সেখানে কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু, আর সকলে নিত্যকাল তাঁহারই বিবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। বৈষ্ণবধর্মের বিচারে স্বর্গ, বেহেস্ত্ প্রভৃতি আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক—"ত্রিদশ-পুরাকাশপুষ্পায়তে"। আমরা সকলেই ভগবানের সেবক, ভগবান্ই একমাত্র সেব্য; আমরা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া আমাদের চেতনের অস্তিত্ব লোপ করিব— চেতনের স্বাভাবিকী নিত্যাবৃত্তিতে বাধা প্রদান করিব অর্থাৎ আত্মঘাতী হইব, কিংবা জড়ভোগে প্রমত্ত হইবার জন্য ইহজগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বর্গাদিতে পরিবার-পরিজন-সম্মিলিত হইয়া ভোগাদির কামনা,—যাহা চেতনের বিরুদ্ধধর্ম, সেইরূপ কোন অভিলাষ আমাদের নাই। আমরা ভগবানের associated counterpart. বর্তমানের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শ্রৌতবাক্য-শ্রবণে বিমুখ; তাঁহারা তর্কপন্থাকেই অধিক মূল্যবান্ মনে করেন। তাঁহারা ঐ তর্কপন্থাদ্বারাই তাঁহাদের উপযুক্ত দণ্ডরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কিন্তু আমরা অবতারবাদ স্বীকার করি। ভগবান্ ও ভগবানের ভক্তগণ কৃপাপূর্বক জগতে অবতরণ করিয়া আমাদিগকে বৈকুণ্ঠের সংবাদ প্রদান করেন; বৈষ্ণবগণ কর্মকাণ্ডী অর্থাৎ অভ্যুদয়বাদী (Elevationist) বা জ্ঞানকাণ্ডী অর্থাৎ মুক্তিবাদী (Salvationist) নহেন। বৈষ্ণবগণ অচিদ্বাদী, অচিন্মাত্রবাদী বা চিন্মাত্রবাদী নহেন, তাঁহারা—চিদ্বিলাসবাদী।

বিভিন্ন মতবাদ

অধ্যাপক। 'অচিদ্বাদ', 'অচিন্মাত্রবাদ', 'চিন্মাত্রবাদ' ও 'চিদ্বিলাসবাদ' কাহাকে বলে?

শ্রীল প্রভুপাদ। 'অচিদ্বাদ' ও 'জড়বাদ',—স্বর্গের ইন্দ্র হইব, জগতে সুখ ভোগ করিব, চার্বাকের ন্যায় ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিব, পরে আর ঋণ শোধ করিবার আবশ্যকতা নাই; ইহজগতে থাকিবার সুযোগ-সুবিধা করিয়া লইব, অধিক মাত্রায় ভোগী হইবার জন্য স্বাস্থ্য-সম্পত্তি অর্জন ও সংরক্ষশ করিব, মৎস্য, মাংস ভোজন করিয়া কুকুর-দন্তের সদ্ব্যবহার করিব, যুবা-ধর্মে প্রমত্ত হইব ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই 'অচিদ্বাদ' বা 'জড়বাদে'র ক্ষণ-ভঙ্গুরতা এবং চেতনতা বা অস্তিত্বের জন্যই নানাবিধ ক্লেশের অবশ্যম্ভাবিত্ব দর্শন করিয়া চেতনতার চির-বিলুপ্তিসাধনের চেষ্টার নাম 'অচিন্মাত্রবাদ'। জগতে যখন অস্তিত্বই ক্লেশের নিদান, তখন অস্তিত্ব বা চেতনতার চির-বিলুপ্তিই শ্লাঘ্য। শাক্যসিংহ ও কপিলাদি এই মতের প্রবর্তক, আর ব্রহ্মে একীভূত হইয়া অণুচেতনত্ব বা জীবত্বকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা 'চিন্মাত্রবাদ' নামে প্রচারিত। শঙ্করাচার্য এবং তৎপূর্ববর্তী কালে দত্তাত্রেয় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই মতবাদের প্রচারক। আর পরিপূর্ণ চেতনের বিভিন্ন অণুচেতনাংশ বিভুচেতনে নিত্যকাল আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের চেতন-বৃত্তির বিচিত্রতাদ্বারা পূর্ণচেতনকে যেভাবে আকৃষ্টি বা অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহাই চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য। এইস্থানে আত্মা পূর্ণভাবে পরমাত্মার সহিত নিত্যকাল ক্রীড়া করিয়া থাকেন, ইহাতে অচিদ্বাদের ন্যায় আত্মার আবৃতাবস্থা, অচিন্মাত্রবাদের ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার লোপচেষ্টা, চিন্মাত্রবাদের ন্যায় আত্মহত্যা প্রভৃতি পাপ ও অপরাধ নাই। এখানে পরমাত্মা ও আত্মার পূর্ণবিকাশ—পূর্ণসৌন্দর্য—পূর্ণ-মিলন।

অধ্যাপক। আপনি অতীব উচ্চ দার্শনিক-তত্ত্বসমূহ বলিলেন, আমাকে এসকল বিষয়ের ধারণা করিতে অনেক সময় লইতে হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ। শুধু সময় লইতে হইবে না, এ সকল কথা খাঁটি লোকের মুখ হইতে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হইবে। কিছুদিন পূর্বে Mr. Chapman (কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান্) গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন, তিনি ২।৩ ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত দার্শনিক-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, এই দার্শনিকতত্ত্ব এতদূর দুরূহ যে, তাঁহার মত বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও প্রবীণ লোকও তাহাতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। কাজেই একান্ত সেবোন্মুখ হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণ না করিলে এ

সকল কথা ধারণা করা অসম্ভব; কারণ, ইহা সাধারণ প্রচলিত কথার অন্যতম নহে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব "তৃণাপেক্ষা সুনীচ" ও "তরুর ন্যায় সহিষ্ণু" হইয়া ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার কিছু কথা পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচারে ইচ্ছুক হইয়াছি; জানি না, সেখানে ইহা কতদূর সমাদৃত হইবে।

অধ্যাপক। আপনাদের কথা চিন্তাশীল পাশ্চাত্ত্যজগতের ভাল লোক সকলেই সমাদরে গ্রহণ করিবেন, আশা করি। আমি আপনার নিকটে শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। আপনি এসিয়াটিক্ সোসাইটির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভ্যান্মানন্ মহাশয়কে জানেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজের সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ আছে। তিনি ইঁহার (বন মহারাজের) মুখে অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং গৌড়ীয়মঠে আসিবেন, বলিয়াছেন।

অধ্যাপক। তিনি বিশেষ পণ্ডিত, অনেকগুলি ভাষা জানেন, সংস্কৃতেও তাঁহার অধিকার আছে, তিনি আমার আত্মীয়।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি কখনও রোমে গিয়াছেন কি? আমরা সে স্থানেও একবার যাইব।

অধ্যাপক। না, আমি স্বয়ং কখনও রোমে যাই নাই, তবে সেটি আমাদের গুরুস্থান; আপনারা সেখানে গেলে নিশ্চয়ই সুন্দরভাবে অভ্যর্থিত হইবেন। আমার পরিচিত লোক সেখানে আছেন। ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে গমন করিয়া আমাদের রোম্যান্ ক্যাথোলিক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অধিক মিশেন নাই মনে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ। রবিবাবুর সহিত আমার সেদিন আলাপ হইয়াছিল; আমি রবিবাবুকে বলিলাম,—'শ্রীচৈতন্যদেব এমন দর্শন-সম্পত্তি দান করিয়াছেন, যাহার কিয়দংশ পাশ্চাত্ত্যদেশে বিতরণ করিলে তাঁহাদের ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সেই সকল কথা পরম-আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতে থাকিবেন। এত বড় অবিমিশ্র কথা এখনও পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচারিত হয় নাই।' রবিবাবু প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে, 'বৌদ্ধ-প্রাকৃত সহজিয়াগণের সাহিত্য—যাহা বর্তমানকালে অনেক স্থানে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির নাম দিয়া 'বৈষ্ণব-সাহিত্য'-নামে প্রচারিত, সেই সকল বিকৃত ভাবকেলির কথাগুলিই বুঝি বৈষ্ণব-ধর্মের চূড়ান্ত কথা।' আমি বলিলাম যে, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত অপ্রাকৃত প্রেমময় উচ্চ দার্শনিক-তত্ত্বের কথা সেখানে প্রচার করিব।

অধ্যাপক। আপনারা বিলাতে এই সকল আস্তিক্যপূর্ণ উচ্চ দার্শনিক-তত্ত্ব প্রচার করুন।

শ্রীল প্রভুপাদ। ভগবদিচ্ছা হইলে ইহা অবশ্যই সাধিত হইবে। চৈতন্যদেব ও তাঁহার চেতন ভক্ত-সম্প্রদায় সমগ্র জগৎকে চেতন করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার ধর্মে ইন্দ্রিয়তর্পণ-

মুখে জড়ভোগরূপ কোন অচৈতন্যের ক্রিয়া নাই। তাঁহার ধর্মের দোহাই দিয়া যে সকল অচৈতন্যের ক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে চৈতন্যদেবের কোন সম্পর্ক নাই। সমগ্র বিশ্ব তাঁহাদের চেতন-বৃত্তির দ্বারা চৈতন্যদেবের আরাধনা করুন, তাহাতেই তাঁহাদের পরম মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ অনেক কথোপকথন হইবার পর ব্রহ্মচারী সম্বিদানন্দ অধ্যাপক জোহান্স ও তাঁহার সঙ্গী একটী ছাত্রকে কিছু প্রসাদ আনিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী সম্বিদানন্দ অধ্যাপক মহাশয়কে তাঁহার বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। অধ্যাপক মহাশয় পথে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া বহু হিন্দু, সাধু, সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিয়াছেন, কিন্তু সকলেই ন্যূনাধিক অন্যাভিলাষ প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সাধুত্ব ও পাণ্ডিত্য অনেকটা ধার-করা—পুঁথিগত বিদ্যা বা লোককে দেখাইবার জন্য, কিন্তু আজ তিনি সত্য সত্য একজন Practical Pandit ও সাধুর সঙ্গে আলাপ করিলেন। তাঁহার কথাগুলি সম্পূর্ণ অন্তরের কথা, আর তিনি তাঁহার কথাগুলি এতদূর বিশ্বাস করেন যে, সম্পূর্ণ আত্মদর্শন ব্যতীত ঐরূপ আত্মপ্রত্যয় কখনই হইতে পারে না। তাঁহার উপলব্ধ সত্যে অপরের বিশ্বাস-উৎপাদন করাইবার প্রবৃত্তি তাঁহাতে অতুলনীয় দেখিতে পাইলাম। ইহা কেবল ঐশ্বরিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষেই সম্ভব।

শ্রীল প্রভুপাদ ও ঠাকুর সাহেব কুশল সিং

[গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অসম্প্রদায়ী, এই মিথ্যা উক্তির বলে তাঁহাদিগকে জয়পুরের মন্দিরসমূহের সেবা হইতে চ্যুত করিবার প্রচেষ্টা হইলে বৃদ্ধ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের আদেশে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমৎ কৃষ্ণদেব সার্বভৌমসহ তথায় গমন করিয়া বেদান্তের 'গোবিন্দভাষ্য' প্রণয়নপূর্বক জয়পুর-নগরের সন্নিকটবর্তী গল্‌তায় বিচার-সভায় প্রতিপক্ষগণকে পরাজিত করিয়া তথায় 'শ্রীবিজয়-গোপাল'-বিগ্রহ স্থাপন করেন। পূজ্যপাদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের এই অন্যতম গৌরবের স্থান সপার্ষদ দর্শনান্তে শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ ১০৮-শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৯শে আশ্বিন (১৬-১০-২৭) অপরাহ্ন কালে জয়পুর-নগরে স্বীয় বাসস্থানে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে গীজ্‌গড়ের জায়গীরদার শ্রীমান্ ঠাকুর সাহেব কুশল সিংজী শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শন ও তদীয় উপদেশামৃত-গ্রহণের নিমিত্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে কুশল-সিংজীর ইংরাজী ভাষায় নিবেদিত পরিপ্রশ্নের ইংরাজী ভাষায়ই যে উত্তর শ্রীল প্রভুপাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল শ্রীল প্রভুপাদের এই হরিকথা হইয়াছিল। কুশল সিংজী শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের অনুগত বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আলোচ্য বিষয়সমূহ

গোস্বামিবংশ শৌক্র-পারম্পর্যে প্রকাশিত হয় কি না; মহাপ্রভু গৈরিক বসন ধারণ করিয়াছিলেন কি না; শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস; সন্ধ্যাবন্দনা ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনের বৈশিষ্ট্য; অর্চন ও ভজনের বৈশিষ্ট্য; ভোগপ্রমত্ত ব্যক্তির লীলা-স্মরণ কর্তব্য কিনা; শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত ও আচরণ।]

গোস্বামিবংশ শৌক্র-পারম্পর্যে প্রকাশিত হয় না

কুশল সিংজী। পরমহংসজী, আপনার কথা-প্রসঙ্গে জানিলাম, গোস্বামিবংশ শৌক্রপারম্পর্যে প্রকাশিত হয় নাই—এই সত্য কি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত?

শ্রীল প্রভুপাদ। গৌরপার্ষদ ষড়্‌গোস্বামী, যাঁহারা সমগ্র গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের আচার্য, তাঁহাদের 'গোস্বামী'-নাম লৌকিক বংশ বা জাতিগত নহে। তাঁহাদের লৌকিক পূর্বপুরুষ 'গোস্বামী'-নামে পরিচিত ছিলেন না বা তাঁহারা কোন লৌকিক বংশধারা জগতে প্রকাশিত রাখেন নাই। আম্নায়ানুগত নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণৈকশরণ ত্যাগিকুলই তাঁহাদের বংশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছিলেন কিনা ?

কুশল সিংজী। শ্রীমন্মহাপ্রভু কি গৈরিক বসন ধারণ করিয়াছিলেন ?

শ্রীল প্রভুপাদ। হ্যাঁ, তিনি গৈরিক-বসন-ধারণের লীলা—সন্ন্যাসগ্রহণের লীলা-আবিষ্কারের পর প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-গ্রন্থ-পাঠে অবগত হইতে পারিবেন।

কুশল সিংজী। বঙ্গভাষায় আমার অধিকার না থাকায় ঐ গ্রন্থের দ্বার আমার নিকটে রুদ্ধ। আমার যতদূর স্মরণ হয়, বৃন্দাবনে আমি যে সমস্ত বৈষ্ণব দেখিয়াছি, তাঁহারা শ্বেতবস্ত্রই পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাঁহারও হস্তে দণ্ড দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। আমার ধারণা ছিল, মহাপ্রভু শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি এ সম্বন্ধে কিছু সময় কটক রেভেন্সা কলেজের অধ্যাপক সান্যাল মহাশয়ের নিকট শ্রবণ করুন্।

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল কিছু সময় শ্রীমান্ কুশল সিংজীর নিকটে অনেক কথা বলিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ কুশল সিংজীর নিকটে নিম্নোদ্ধৃত উপদেশাবলী কীর্তন করেন।]

মহাপ্রভুর পার্ষগণের মধ্যে গৈরিক-বসন-ধারণের উদাহরণ

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ভক্তিকল্পবৃক্ষের মধ্যমূল শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এবং তাঁহার নয়জন শিষ্য, সকলেই গৈরিক বসন ধারণ করিতেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রমুখ ত্রিদণ্ডি-সম্প্রদায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে গৈরিকবসন ও ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষড়্‌গোস্বামিগণ 'পরমহংস' বলিয়া কেহ কেহ গৈরিকবসন বা দণ্ড প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন কিনা, তাহার প্রমাণ নাই। তাঁহাদের অনুবর্তী পরমহংস বৈষ্ণবগণ বৈধমার্গীয় বৈদিক-সন্ন্যাস-গ্রহণের মর্যাদা রক্ষা করিবার কোন আবশ্যকতা বোধ করেন নাই, কারণ তাঁহারা রাগমার্গীয় পরমহংস।

কুশল সিংজী। শুনিয়াছি, বৈষ্ণবগণের রক্তবস্ত্র পরা নিষিদ্ধ; তবে আপনারা গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন কেন ?

শ্রীল প্রভুপাদ। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র রাগমার্গীয় পরমহংস বৈষ্ণবগণের মর্যাদামার্গোচিত কাষায়বস্ত্র পরিধানের বাধ্য-বাধকতা নাই; এই জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সহজ-রাগমার্গীয়কুলের আদর্শ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়,—"রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।" কিন্তু পরবর্তীকালে অবিদ্বৎ বিবিদিষা-সন্ন্যাসের অনুপযোগী অনধিকারী ও অকালপক্ক কয়েকব্যক্তি সহজ পরমহংসের আচরণের অনুকরণপ্রবৃত্তি লইয়া

ডিঙ্গাইয়া বড় হইবার চেষ্টা করায়, এই সম্প্রদায়মধ্যে সকলেই অনুরাগের আবরণে বেদ-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। উহা কখনই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বিহিত অনুষ্ঠান হইতে পারে না? বিশেষতঃ পরমহংস গুরুবর্গের পদবী তাঁহাদের দাসগণ কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। এই দোষদুষ্ট গৌড়ীয়-ব্রুব-সম্প্রদায়ের বিচার-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য যাঁহারা দাম্ভিক নহেন, তাদৃশ স্নিগ্ধ শিষ্যের শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-বিধি ও বেদানুশাসনের মধ্যে অবস্থিত হইয়া ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিশুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ বিদ্ধ বৈষ্ণবগণের অর্বাচীনতার প্রতিকূলে শাস্ত্রসঙ্গত বিচারের প্রবর্তন করিয়াছেন।

বৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে ত্রিদণ্ডগ্রহণ-প্রথা ছিল কিনা

কুশল সিংজী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্তবৃন্দের মধ্যে কি ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী, অথবা পূর্ব বৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে ত্রিদণ্ড-প্রথা প্রবর্তিত ছিল?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে দুইবার পার্ষদভক্ত প্রকটিত করিয়া জগতের মঙ্গল-বিধান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে একপ্রকার বৈষ্ণব—গৃহস্থ, আর একপ্রকার—কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ত্যাগিপুরুষ। এই বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ 'গৃহস্থ-সাধক-ভক্ত' হইতে পৃথক্; বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ—পরমহংস, তাঁহাদের গৃহে বা বনে থাকায় কোন পার্থক্য নাই। তাঁহারা সকলেই জগদ্গুরু। 'গৃহস্থ-সাধক' কখনও জগদ্গুরু বা আচার্য হইতে পারে না, তবে যে কোনও স্থলে গৌণভাবে গৃহস্থ ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অত্যন্ত কর্মজড় অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উন্নত করিবার জন্য। মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে তিন প্রকার ত্যাগিকুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই জগদ্গুরু। উপরিউক্ত বৈষ্ণব-গৃহস্থ বা পরমহংসগণ যেরূপ কায়-বাক্য-মন দণ্ডিত করিয়া সর্বদা হরিসেবা-তৎপর, তদ্রূপ বৈষ্ণব-ত্যাগিকুলও কায়মনোবাক্য দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। সেইরূপ বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীবাসাদি মহাপ্রভুর ভক্তগণ এবং ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে শ্রীল রূপপাদ প্রভৃতি সকলেই ত্রিদণ্ডীর আদর্শ। তাঁহারা সকলেই ভাগবতীয় অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি-কীর্তনকারী। ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে রূপানুগীয়-পন্থার মূলপুরুষ শ্রীল রূপপাদ তদ্রচিত উপদেশামৃতের সর্বপ্রথম-শ্লোকে ত্রিদণ্ডিগোস্বামীর স্বরূপ উপদেশ করিয়াছেন।* ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা' প্রভৃতি বহু শ্লোকে আদর্শ

* উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থের বেগ ধারণপূর্বক ভজনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; এই ছয়টী বেগ বস্তুতঃ কায়, বাক্য ও মনোবেগের অন্তর্গত; কারণ ক্রোধ—মনোবেগের এবং জিহ্বা, উদর ও উপস্থের বেগ—কায়বেগের অন্তর্গত। কায়, বাক্য ও মনোবেগ-দমনই বস্তুতঃ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস।

ত্রিদণ্ডীর কথাই কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে প্রবোধানন্দী পন্থায় মূলপুরুষ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বৈষ্ণব স্মৃত্যাচার্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব; তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে "দন্তে নিধায় তৃণকং" শ্লোকে চৈতন্যবিমুখ গৃহব্রত বা একদণ্ড-গ্রহণকারী চৈতন্য-বিগ্রহ হইবার জন্য দুরাশা পরিত্যাগপূর্বক শ্রীচৈতন্যচরণে প্রণত হইবার জন্য সকলকে 'ত্রিদণ্ড' গ্রহণের উপদেশ করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তৃতীয় প্রকার ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে গাদাধরী-শাখার মূলপুরুষ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু বৃহদ্ব্রতীর লীলা করিয়াও ক্ষেত্র-সন্ন্যাসরূপ ত্রিদণ্ডগ্রহণপূর্বক কৃষ্ণসেবার আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছেন। ত্রিহুতবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া 'মাধবাচার্য'-নামে খ্যাত হ'ন। শ্রীবল্লভ ভট্ট গদাধর গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়া স্বীয় অপ্রকটের ৩৯ দিবস পূর্বে নিজ গুরুভ্রাতা মাধবাচার্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর দ্বারা পরমসম্মানিত 'জগদ্‌গুরু' ও 'ভক্ত্যেকরক্ষক' আখ্যায় বিভূষিত শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বৈষ্ণবত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ছিলেন। সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম 'বিষ্ণুস্বামি'-প্রবর্তিত শুদ্ধাদ্বৈত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাতশত ত্রিদণ্ডি-আচার্য্যের নাম ও অষ্টোত্তরশত ত্রিদণ্ডীর উপাধি পাওয়া যায়। সৎসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীরামানুজীয় শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডবিধানের কথা সকলেই জানেন।

কুশল সিংজী। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা কি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কোন প্রামাণিক গ্রন্থে আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের একমাত্র অমল-প্রমাণ-গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে যে ত্রিদণ্ডের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই ত্রিদণ্ডগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বৈষ্ণব-সন্ন্যাসাশ্রম-বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীরূপানুগ- গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে অনুরাগ-পথে দণ্ড-সংরক্ষণ ও বেষ-পরিবর্তন করিয়া উচ্চপদবী একমাত্র সিদ্ধ রাগাত্মিকের অনুগজনেই অবস্থিত। বৈধ-শাস্ত্র-পদ্ধতি-অনুসারে শ্রীরূপানুগ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডিপাদের শিষ্যসূত্রে যে বিধির প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহা 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-নামক বৈষ্ণব-স্মৃতিতে ও 'সংস্কারদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীধ্যানচন্দ্রের 'সংস্কারচন্দ্রিকা-পদ্ধতি'তে ত্রিদণ্ড-গ্রহণকে সন্ন্যাসীর প্রধান সংস্কার বলিয়া তদনুকূলে বৈদিক প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'ভাগবত-চন্দ্রিকা', 'প্রমেয়মালা', 'শতদূষণ' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ত্রিদণ্ডগ্রহণের অত্যাবশ্যকতা বহু বিচার ও শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডগ্রহণের শাস্ত্রপ্রমাণ বেদশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্যশাখায়, জাবালোপনিষদে, বিংশতি ধর্মশাস্ত্রের অনেকের মধ্যে, শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন-স্থানে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সকল পদ্ধতিগুলিতে, শ্রীধর-স্বামীর ভাবার্থদীপিকায়, স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণে, সাত্বত-সংহিতায়, মনুসংহিতায় ও একাদশীতত্ত্ব প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থে অতিস্পষ্টভাবে প্রচুর পরিমাণে লিপিবদ্ধ

রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন যে, উত্তম অধিকার বা বৈষ্ণব-পরমহংসাবস্থা লাভ না করা পর্যন্ত প্রত্যেকেরই ত্রিদণ্ডগ্রহণ-ব্যতীত উপায়ান্তর নাই; প্রত্যেকের ত্রিদণ্ডগ্রহণ করিতেই হইবে—

"যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ।।
অয়ং হি সর্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ।।"

(ভাঃ ১১।২৯।১৭, ১৯)

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যে-কাল পর্যন্ত সর্বভূতে আমার ভাব না জন্মে অর্থাৎ সর্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্তিরূপ মহাভাগবত-পরমহংস-বৈষ্ণব-লক্ষণ উপস্থিত না হয়, তৎকাল পর্যন্ত বাক্য, মন ও কায়বৃত্তিদ্বারা উপাসনা করিবে। ('দণ্ড'-শব্দের অর্থ 'দমন'; বাক্য, মন ও কায়—এই ত্রিবৃত্তি ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া উহাদিগকে দণ্ডিত বা দমন করার নামই—ত্রিদণ্ডগ্রহণ; ইহাই শাস্ত্রের সর্বত্র উক্ত হইয়াছে।)

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—এইরূপ মন, বাক্য ও কায়বৃত্তিদ্বারা যে সর্বভূতে মদ্ভাব-দর্শন, তাহাকেই সকল উপায়ের মধ্যে সমীচীন উপায় বলিয়া আমি বিবেচনা করি।

কেবল একমাত্র রাগমার্গীয় সহজ পরমহংসেরই যে বিধিযোগ্য সন্ন্যাসাদি আশ্রমের চিহ্নস্বরূপ গৈরিক বসন বা ত্রিদণ্ডাদির কোন আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় নাই, তাহা ভাগবতে দৃষ্ট হয়,—'সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।।" (ভাঃ ১১।১৮।২৮)

স্বামিটীকা যথা,—"মোক্ষেঽপ্যনপেক্ষো মদ্ভক্তো বা স সলিঙ্গান্ ত্রিদণ্ডাদিসহিতান্ আশ্রমাংস্তদ্ধর্মাংস্ত্যক্ত্বা তদাসক্তিং ত্যক্ত্বা যথোচিতং ধর্মং চরেৎ।।"

অর্চন ও ভজন

কুশল সিংজী। আপনার বাণী শুনিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। আমার এখন কিছু সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি কৃত্য আছে। অন্য সময়ে আসিয়া আপনার উপদেশ শ্রবণ করিব।

শ্রীল প্রভুপাদ। "তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।"

(ভাঃ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত জীবের বিষয়ভোগে নির্বেদ-প্রাপ্তি না ঘটে, অথবা যতদিন পর্যন্ত আমার (ভগবানের) কথা-শ্রবণ-কীর্তনাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন পর্যন্ত সাধক স্বধর্ম-অনুষ্ঠান করিবেন।

"ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।।"

(ভাঃ ১।২।৮)

যদি মানবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ-স্বধর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও, তাহা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতের মহিমা-শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তিরূপা রুচি উৎপাদন না করেন, তবে ঐরূপ ধর্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই বৃথাশ্রম মাত্র।

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ।।"

(ভাঃ ১০।১।৪)

নিবৃত্ততৃষ্ণ (বাসনাবর্জিত) মুক্তকুল সতত শ্রীকৃষ্ণগুণাবলী কীর্তন করিয়া থাকেন, মুমুক্ষুগণের পক্ষে তাহা ভবরোগের ঔষধ-স্বরূপ; তাহা অখিল ভুবনে শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকর। এমন কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইতে আত্মঘাতী (ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মার অধঃপাত-সাধন-কারী) বা পশুঘাতী (পশুহননকারী ব্যাধবৃত্তজন) ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি বিরক্ত হইতে পারে?

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এই সকল শ্লোক শ্রবণ করিয়া কুশল সিংজী বলিলেন,—নববিধা ভক্তির প্রত্যেকটিই সমপর্যায়ে গণিত; সুতরাং স্ব-স্ব-রুচি-অনুসারে কেহ অর্চন-তৎপর, কেহ বা কীর্তনাদি-তৎপর। কেবল কীর্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

শ্রীল প্রভুপাদ তখন শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—

"অর্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।"

(ভাঃ ১১।২।৪৭)

যিনি লৌকিক-শ্রদ্ধানুসারে অর্চামূর্তিতে হরিপূজার চেষ্টা-প্রদর্শন করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি 'প্রাকৃত-ভক্ত'—শুদ্ধভক্ত নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।"

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃণ্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গো-তৃণবাহী গর্দভ অর্থাৎ অতিশয় নির্বোধ।

কুশল সিংজী। তাহা হইলে কি আপনারা শ্রীমূর্তির অর্চন স্বীকার করেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ। প্রাকৃত ভক্ত কেবল লৌকিক রীতিতে ভগবানের অর্চার পূজার চেষ্টা-প্রদর্শন করেন মাত্র। তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে না। প্রাকৃত ভক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম অস্মিতায় বিচরণ করেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান-কর্ম-মিশ্রভাব বর্তমান থাকে; দিব্যজ্ঞান-লাভের অভাবে তাহা দূরীভূত হয় না। তজ্জন্যই শুদ্ধ অর্চন হয় না। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সংস্কৃত হইয়া অবশ্য অর্চন করিবেন; বিশেষতঃ যে-সকল গৃহস্থ—সম্পত্তিশালী, তাঁহাদের পক্ষে অর্চনমার্গই মুখ্যভাবে বিহিত। তাঁহারা যদি নিষ্কিঞ্চন ভাগবতগণের ন্যায় কেবলমাত্র স্মরণাদি-বিষয়েই আসক্ত থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ সম্পত্তিশালী গৃহস্থের পক্ষে বিত্তশাঠ্যরূপ-দোষ প্রতিপন্ন হইবে। তবে যাঁহারা পরের দ্বারা অর্থাৎ দেবল বা পূজারি প্রভৃতি রাখিয়া শ্রীমূর্তির অর্চন করাইবার চেষ্টাদি প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের বিষয়াসক্তি, অলসতা ও ভগবানে অশ্রদ্ধাই প্রমাণিত হয়। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলেন, অর্চনাদি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গই কীর্তন-সহযোগে সাধিত হওয়া কর্তব্য। "তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত"—এই শ্লোক হইতেও শুদ্ধার্চনকারী (শুদ্ধভাবে অর্চন করিতে গিয়া) অর্চ্য বিগ্রহকে পরিত্যাগ করিবেন না—ইহাই বলা হইয়াছে। কনিষ্ঠাধিকারগত নিষ্ঠায় ভক্তিরাজ্যে অর্চনের ব্যবস্থা আছে।

কুশল সিংজী। শ্রীরূপ-সনাতনাদিও ত' অর্চ্চন করিয়াছেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীরূপ-সনাতনাদি 'অর্চন' করেন নাই। শ্রীল সনাতন প্রভু বলেন,—

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত-নিজধর্ম-ধ্যান-পূজাদি-যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।"

—শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।৯

[যাহা হইতে নিজ ধর্ম, ধ্যান ও পূজাদির চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারি শ্রীকৃষ্ণের নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন, এই নাম যে কোনরূপে গৃহীত হইলেই অর্থাৎ নামাভাসমাত্রেই প্রাণিগণকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং ইহাই অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণনামই অমৃতস্বরূপ; একমাত্র ইহাই আমার জীবন ও ভূষণ।]

শ্রীল রূপপ্রভু বলেন,—

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-দ্যুতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।"

নিখিল বেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভানিকরদ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।

কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চন ও মহাভাগবতের ভাবসেবা

শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদির শুদ্ধসাত্ত্বিক পূজা বা মহাভাগবতগণের অর্চনের অভিনয় প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চন নহে, তাহা প্রেমরূপা ভাবসেবা বা সাক্ষাৎ সেবা। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর মহাপ্রভু-প্রদত্ত গুঞ্জামালা ও গোবর্ধন-শিলা পূজা 'সম্ভ্রমজ্ঞানযুক্ত অর্চন' নহে, তাহা সাক্ষাৎ গান্ধর্বাগিরিধরের পরম-রাগময়ী অন্তরঙ্গা সেবা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অর্চাপূজক শ্রীগুণার্ণব মিশ্র বিপ্র (আঃ ৫।১৬৮) এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত গোবর্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা-সেবক নিখিল ব্রহ্মজ্ঞকুলের গুরুদেব শ্রীস্বরূপ-রূপ-প্রিয়তম গৌর-পরম-প্রেষ্ঠ শ্রীল রঘুনাথ প্রভু—এই দুই জনের পূজা-নিষ্ঠা-মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিপ্র গুণার্ণব মিশ্রের শ্রীমূর্তির পূজা-চেষ্টা-প্রদর্শন কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চন; আর মহাভাগবতবর, স্বরূপানুগবর, গৌরপ্রেষ্ঠবর, ব্রহ্মজ্ঞকুলগুরুবর শ্রীল রঘুনাথের গিরিধারি-বিগ্রহ ও গান্ধর্বারূপিণী গুঞ্জামালার শুদ্ধ-সাত্ত্বিক-পূজা সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণের প্রেমময়ী অন্তরঙ্গ-সেবা।

অর্চন ও ভজনে বৈশিষ্ট্য

কুশল সিংজী। অর্চন ও ভজন, পূজা ও সেবা—ইহার মধ্যে পার্থক্য কি আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। 'অর্চন' ও 'ভজন', 'পূজা' ও 'সেবা'-শব্দদ্বয়ের-মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বিরাজমান, তাহা অনুধাবন না করিয়া অনেকে 'অর্চন'-শব্দে 'ভজন', 'পূজা'-শব্দে 'সেবা'কেই নির্দেশ করেন। নববিধা ভক্তির মূলে ভজন সম্ভাবিত হইলেও 'অর্চন' তদন্তর্গত হওয়ায় উহাও 'ভজনাঙ্গ' বলিয়া গৃহীত হয়। 'সমগ্রভজন' ও 'ভজনাঙ্গ' এক তাৎপর্যপর নহে। সম্ভ্রম-জ্ঞানসহ অর্চ্যের উপাসনায় 'অর্চন' সংশ্লিষ্ট। উপচারসহ প্রপঞ্চাগত বিচারে মর্যাদামূলে ভগবৎসেবা 'অর্চন'-নামে অভিহিত। বিশ্রম্ভ-সেবায় গৌরব-জ্ঞানের প্রখররশ্মি ক্ষীণপ্রভ প্রতীত হইলেও স্নিগ্ধ কমনীয় চন্দ্রিকালোকের মাধুর্যোৎকর্ষ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অর্চনে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরগত সম্বন্ধ ন্যূনাধিক বিজড়িত; ভজনরাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্মাতীত শরীরী ভগবানে সাক্ষাদ্ভাব-সেবারত। সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত ভজনশীলের

ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতীতিগতভাব প্রাপঞ্চিকমাত্র নহে। তাহা ভাবনা-পথের অতীত অদ্বয়জ্ঞানের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য-বশে কালাতীত হইয়া অতীন্দ্রিয়-সেবাপর। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনপরায়ণ পুরুষ সংসারমুক্ত হইয়া যখন কৃষ্ণেতর বাসনাবদ্ধ জনসঙ্গ হইতে মুক্ত হন, তখনই তাঁহার অষ্টকাল বা সর্বকাল-সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। সকল সময়েই সর্বতোভাবে ঐকান্তিক-নিষ্ঠাসহ কৃষ্ণভজন বৈষ্ণবেরই সম্ভব। ইতরাস্মিতায় সার্বকালিক ভজন সম্ভবপর হয় না। লব্ধস্বরূপ ভজনপর বৈষ্ণবগণই অষ্টকাল বা নিরন্তর কৃষ্ণসেবনপর।

লীলা-স্মরণের অধিকার কাহার?

কুশল সিংজী। তাহা হইলে কি আমাদের দেহাসক্ত ব্যক্তির লীলাদি-স্মরণ কর্তব্য নহে?

শ্রীল প্রভুপাদ। অপ্রাকৃত-লীলা অধোক্ষজ-সেবাময়ী, তাহা দেহাসক্ত বা অনর্থযুক্ত ব্যক্তির বিচরণ-ভূমিকা নহে। সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত উপস্থিত হইলেই জীব 'প্রাকৃত সহজিয়া' হইয়া পড়ে। রাগানুগ মুক্তপুরুষেরই অপ্রাকৃত-রাসাদিলীলা-শ্রবণে অধিকার; অনর্থমুক্ত ব্যক্তিই লীলা-স্মরণের অধিকারী। ভাবনার পথ অতিক্রান্ত হইলে শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-চিত্তে যে অধোক্ষজ-লীলা-কল্লোল প্রবাহিত হয়, তাহা কখনও প্রাকৃত কৃত্রিম ভাবনা বা চিন্তার বিষয় নহে। আত্মার শুদ্ধসহজভাবকে কৃত্রিমতায় পরিণত করিলে বা আরোহবাদীর ধারণামূলে কৃত্রিমতার দ্বারা সহজ ভাব প্রাপ্তির আশা করিলে ফলকালে বিপরীত ফলই লাভ হয়। যাহারা এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে লীলা-স্মরণাদির পক্ষপাতী, তাহারাই অপ্রাকৃত সহজ বৈষ্ণবগণের নিকট আনুকরণিক 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলিয়া গণ্য। ইহারা অধোক্ষজ-সেবাময়ী কৃষ্ণলীলাকে ভোগান্তর্গত ব্যাপার মনে করে—"তৎপরত্বেন নির্মলম্" ও "তৎপরো ভবেৎ" পদের বিকৃতার্থ করিয়া অপ্রাকৃতত্বে প্রাকৃতত্বের আবর্জনা নিক্ষেপ করে; "তাদৃশী ক্রীড়া"-শব্দের অর্থভ্রমে ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিমগ্ন হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অপ্রাকৃত রতিই "তাদৃশী"-শব্দের মুখ্যার্থ। যাহারা বিধিলিঙ্গের 'ভবেৎ'-পদ দেখিয়া এই রুচিলক্ষ্য রাগানুগ পথকে অধিকার-নির্বিশেষে অনর্থযুক্ত ভোগীরও বৈধপথ মনে করে, সেই প্রাকৃত কামলুব্ধ জীবের সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার পরিবর্তে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিজ ভোগময়-রাজ্যে অবস্থানপূর্বক সাধনভক্তি-পরিত্যাগে কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজ-সদৃশ প্রাকৃত-ভোগের আদর্শ জানিয়া কিংবা নিজেকে নিজেই বঞ্চনা করিয়া তাঁহার শ্রবণ-কীর্তনাদি করিলেই জড়কাম বিনষ্ট হইবে, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এইরূপ বিপ্রলিপ্সাযুক্ত বা আত্মবঞ্চনামূলক বিচারকে নিষেধ করিবার জন্যই ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব 'শ্রদ্ধা'-শব্দ এবং মহাপ্রভু 'বিশ্বাস'-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব মহারাজ বলিয়াছেন,—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্।।
(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

—সামর্থ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি মনের দ্বারাও কদাচ এরূপ আচরণ করিবেন না। রুদ্র সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মূঢ়তাপ্রযুক্ত যদি কেহ সেরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন।

কুশল সিংজী। শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ প্রভৃতি গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত ও আচরণ কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। "পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজ-সদাসঙ্গত্যপেক্ষয়া।
নামসংকীর্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর।।
(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৪৪)

তুমি যদি শ্রীমৎকৃষ্ণপদকমলের অপেক্ষা কর, তবে নামসংকীর্তন-বহুলা, কর্ম-জ্ঞানাদি-বিনির্মুক্তা, বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর।

"যে সর্বনৈরপেক্ষ্যেণ রাধাদাস্যেচ্ছবঃ পরম্।
সংকীর্তয়ন্তি তন্নাম তাদৃশপ্রিয়তাময়াঃ।।
(বৃঃ ভাঃ ২।১।২১)

যাঁহারা সমস্ত সাধন ও সাধ্যে অপেক্ষা-রহিত, কেবলমাত্র শ্রীমন্ মদনগোপালদেবের পরম-মহা-প্রিয়তমা শ্রীবার্ষভাবনীর দাস্যের অভিলাষী, তাঁহারাই সর্বতোহসাধারণী পরমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তা অনির্বচনীয়া স্বাভাবিকী প্রীতির বশবর্তী হইয়া শ্রীরাস-রসিকের নাম উচ্চৈঃস্বরে সম্যক্ অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা রাধাপদাম্ভোজ-সেবা-দাস্যাভিলাষিগণের লক্ষণ বলিলেন অর্থাৎ তাঁহারা নিরন্তর নাম-সংকীর্তনপর।

শ্রীল প্রভুপাদ ও আমেরিকার অধ্যাপক সাদার্স

[১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রস্থ ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রসমূহের তুলনামূলক-বিচার ও বিশ্বধর্ম-ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ এলবার্ট ই সাদার্স ভারতের বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মমত-সম্বন্ধীয় ঐতিহ্য অবগত হইবার জন্য ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বোম্বে মহানগরীতে অবতরণ করিলে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকটে তিনি ঐ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞান ও তুলনামূলক বিচার পাইবেন। অধ্যাপক সাদার্স বোলপুরে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়াও সেই অভিমতই পাইলেন। তদনুসারে অধ্যাপক মহোদয় (পূর্বে তড়িদ্‌বার্তা প্রেরণ করিয়া) ১৪ই জানুয়ারী (১৯২৯) কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তখন ছিলেন কৃষ্ণনগরস্থ সরস্বতী (খড়িয়া) নদীর নিকটবর্তী একায়নমঠে। (মঠটী তখন একটী ভাড়া-করা আলয়ে ছিল; এখন হাঁসখালি গোবিন্দপুরে নিজস্ব আলয়ে।) অধ্যাপক সাদার্স ঐ দিন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া পরদিন ১৫ই জানুয়ারী (১৯২৯) বেলা ১১ ঘটিকার সময়ে উক্ত একায়নমঠে শ্রীল-প্রভুপাদ-সমীপে উপস্থিত হন। তৎকালে শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ভাষায় তাঁহার প্রশ্নসমূহের যে সকল উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম সাপ্তাহিক গৌড়ীয় অষ্টম খণ্ডে (বর্ষে) প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকে তাহা পাইবার অভিলাষ করায় এবং সেই গৌড়ীয় দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তাহা মাসিক গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াচিল। সেই গৌড়ীয় ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছেন।]

আলোচ্য বিষয়সমূহ

ভারতীয় বেদান্তমতে নির্বিশেষ ও সবিশেষ বিচার, বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, খৃষ্টধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের তুলনামূলক বিচার।

অধ্যাপক সাদার্স। আমি আমার কতিপয় বন্ধুর নিকটে আপনার নাম ও অলৌকিক আচার-প্রচারময় জীবনের কথা শ্রবণ করিয়া দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। আমার জিজ্ঞাস্য—ভারতীয় দর্শনে বা ভারতীয় বেদান্ত-বিচারের মধ্যে বৈষ্ণব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য কি? আর বিশ্বদর্শন, বিশেষতঃ জগদ্বিখ্যাত খৃষ্টধর্মের সহিত বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণবধর্মের মূল বিচারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কোথায়? ভারতীয় বেদান্তমত বলিতে কি অদ্বৈতবাদকেই লক্ষ্য করে? তাহার সহিতই বা বৈষ্ণব-দর্শনের পার্থক্য কোথায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করিলেন। আশা করি, এ কথাগুলি শ্রবণ করিবার জন্য আপনার ন্যায় বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাকে আপনার মূল্যবান্ সময় ও স্বভাব-সুলভ সহিষ্ণুতা ভিক্ষা দিবেন। একদেশীয় বিচারকারিগণ 'ভারতীয় বেদান্তমত' বলিতে অদ্বৈতবাদকে লক্ষ্য করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা তুলনামূলক দর্শন-শাস্ত্রের সর্বদেশীয় বিচারক, তাঁহারা বেদান্তের সিদ্ধান্তে পরমপুরুষের অপ্রাকৃত সবিশেষত্বই (Transcendental Personality of Godhead) প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান। ভারতীয় বেদান্তের অথবা বিশ্ব-বাস্তব-সত্যের অসম্যক্ ও একদেশীয় বিচার বিকৃত হইয়া প্রচ্ছন্নভগবদ্বিমুখ বিশ্বের নিকটে নির্বিশেষবাদই বেদান্তের প্রতিপাদ্য অদ্বৈতমত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সবিশেষ সিদ্ধান্তই বৈদান্তিক-সিদ্ধান্ত, তাহাই বেদান্তের বিদ্বদ্রূঢ়ি। 'শ্রীমদ্ভাগবত'-নামক যে বেদান্তের অপূর্ব ও অকৃত্রিম-ব্যাখ্যা রহিয়াছে, তাহাই বেদান্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্দেশ করিয়া দেয়। বিভিন্ন অভিজ্ঞতাবাদী তাঁহাদের বিভিন্ন যোগ্যতায় বেদান্তকে স্ব-স্ব মনোধর্ম্মীয় মতের কারখানায় গড়িতে গিয়া যে সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ সৃষ্টি করেন, সেই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদের অতীত, সর্ববিবাদ-সাম্যকারী এবং সর্বসমন্বয়-বিধানকারী যে সিদ্ধান্ত, তাহা বেদান্ত-সূত্রকর্তা শ্রীব্যাসদেব স্বয়ংই ব্যাখ্যাকর্তৃরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত করিয়া নিজরচিত সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ হইতে যাঁহারা ভারতীয় বেদান্তের সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেন, তাঁহারাই বিভিন্ন স্বকপোলকল্পিত মতবাদ ও অসৎসাম্প্রদায়িকতায় প্রবিষ্ট হইবার বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। অল্প কথায় বলিতে গেলে কেবলাদ্বৈতবাদীর সহিত বৈষ্ণব-বৈদান্তিকের পার্থক্য এই যে, অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী নির্বিশেষবাদের পক্ষপাতী, আর বৈষ্ণব-বৈদান্তিক—নিত্য-সবিশেষবাদ-স্বীকারকারী। অদ্বৈতবাদী—প্রচ্ছন্ন নাস্তিক (Atheist in disguise), আর বৈষ্ণব-বৈদান্তিক—নিষ্কপট আস্তিক। অদ্বৈতবাদী—আরোহবাদী; আর বৈষ্ণব-বৈদান্তিক—অবরোহবাদী; অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী—শরণাগতির বিরোধী, আর বৈষ্ণব-বৈদান্তিকগণ—নিত্য ঐকান্তিকী শরণাগতির পক্ষপাতী। বর্তমান ভারতবর্ষের অধিকাংশ অক্ষজ-মণীষাসম্পন্ন ব্যক্তিই ন্যূনাধিক এই মায়াবাদের পক্ষসমর্থনকারী। আচার্য-শঙ্কর স্বীয় লোকবুদ্ধিবিমোহনকারিণী মণীষাদ্বারা ভারতে এই মায়াবাদ অধিকতরভাবে বিস্তার করিয়াছেন।

অধ্যাপক সাদার্স। যাঁহারা সবিশেষবাদের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আপনারা কোন্ আখ্যায় অভিহিত করেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। সবিশেষবাদীকে আমরা 'বৈষ্ণব' বা আস্তিক বলি। যে কোনও দেশ বা কালের যে কোনও পাত্রে এই সবিশেষবাদ যতটা অবিকৃতভাবে লক্ষ্য করা যাইবে, আমরা তাঁহাদিগকে সেই পরিমাণে 'আস্তিক' বা 'বৈষ্ণব' বলিব। আমাদের ধারণা,

মহাত্মা যীশু সবিশেষবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এই ভারতে আচার্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্যগণ সবিশেষবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতীয় বিভিন্ন আচার্যের প্রচার—বিশ্বের সকল আচার্যের প্রচারিত সবিশেষবাদ ন্যূনাধিক সম্পূর্ণতা ও সর্বচিৎসমন্বয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এই নদীয়া-বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অতিমর্ত্য অধ্যাপক শিরোমণির লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সবিশেষ সিদ্ধান্ত।

অধ্যাপক সাদার্স। আমি শঙ্করাচার্য, রামানুজ ও মধ্বের নাম শুনিয়াছি। তাঁহাদের জন্মস্থান ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থানে ?

শ্রীল প্রভুপাদ। কেবলাদ্বৈতমতবাদ-প্রচারকারী শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের কেরলদেশের 'কালাডি' নামক গ্রামে। গৌড়ীয়মঠ হইতে আপনার সঙ্গিরূপে এই যে ব্রহ্মচারীটী (ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরগুণানন্দজী) আসিয়াছেন ইঁহার জন্মস্থান এই কালাডির নিকটে। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় আকৃষ্ট হইয়া স্বদেশীয় মতবিচার পরিহারপূর্বক বিশুদ্ধ সার্বজনীন সিদ্ধান্ত ও আত্মধর্ম আচার-প্রচার করিতেছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য মাদ্রাজের শ্রীপেরেম্‌বেদুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণুকাঞ্চিতে আপনি রামানুজাচার্যের প্রচার-প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখিতে পাইবেন। উডুপীর নিকটে পাজকাক্ষেত্রে শ্রীমধ্বাচার্যের জন্মস্থান। আপনি কি এই সকল স্থান দর্শন করিয়াছেন ?

অধ্যাপক সাদার্স। আমি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিলেও দক্ষিণদেশের মাদুরার মীনাক্ষিমন্দির ব্যতীত অন্য কোন হিন্দুমন্দির দর্শন করিতে যাই নাই। কারণ শুনিয়াছি, সে সকল মন্দিরগাত্রে অনেক অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত আছে। কৃষ্ণের উপাসকগণই কি এইরূপ অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিয়াছেন ?

শ্রীল প্রভুপাদ। যাঁহারা কৃষ্ণের প্রকৃত উপাসক, তাঁহারা কখনই অশ্লীলতার পক্ষপাতী নহেন। নিখিল শ্লীলতা ও নিখিল সুনীতি একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মেই পূর্ণতমরূপে আবদ্ধ। জীবাত্মার (unadulterated soul) সর্বোচ্চ নীতিবিজ্ঞানই পরমাত্মার (Oversoul-এর) প্রতি অনুরাগ। এই শুদ্ধ অনুরাগের শেষসীমা একমাত্র কৃষ্ণ-ভক্তগণেই আছে। মহাত্মা খৃষ্টপ্রচারিত উত্তম নীতিসমূহ অনন্তকোটি গুণে পরিবর্ধিত ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তগণের প্রেমনীতির সেবার প্রতীক্ষা করিতেছে।

অধ্যাপক সাদার্স। ("মহাত্মা-খৃষ্ট-প্রচারিত উত্তম নীতিসমূহ অনন্তকোটি গুণে পরিবর্ধিত ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তগণের প্রেমনীতির সেবা প্রতীক্ষা করিতেছেন" শ্রীল প্রভুপাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া) আমি মনে করি, আপনি এবিষয়ে পক্ষপাতযুক্ত বিচার করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। নিশ্চয়ই না। আমরা আরও ব্যাপক খৃষ্টমতানুসরণকারী (We claim to be greater and wider christians)। আমাদের বিচার কেবল লৌকিকনীতিতে আবদ্ধ নহে। লৌকিক-নীতি অতিক্রম করিয়া যে অলৌকিক-নীতি এবং তাহাও অতিক্রম করিয়া যে পারমার্থিক প্রেম-প্রয়োজননীতি, সেই নীতিতে খৃষ্টীয় নীতি পরিপূর্ণতারূপে পুষ্ট হইয়াছে। যখন সেই অতিমর্ত্য প্রেমনীতিতে কোন শুদ্ধ জীবাত্মা অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন লৌকিকী নীতিসমূহ অত্যন্ত ছোট মনে হয়। কিন্তু লৌকিকী নীতির প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ থাকে না বা অনুরাগও দৃষ্ট হয় না; অথচ সকল নীতিই সেই প্রেমিক পুরুষের সেবা করিয়া ধন্য হইবার জন্য পরমার্থ-নীতির পশ্চাতে দাসীর ন্যায় অপেক্ষা করে। পারমার্থিকের চরিত্র কখনই নীতি হীন নহে। নীতিবিদ্বেষী বা নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ কখনই 'পারমার্থিক'-পদবাচ্য নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ জ্বলন্ত শিক্ষায় ইহাই প্রচারিত হইয়াছে যে, ব্যভিচার ভক্তি নহে। শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার চরণানুচরগণের চরিত্র অনুধাবন করিলে এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপালভট্ট প্রভৃতি জিতেন্দ্রিয়কুল চূড়ামণি শ্রীচৈতন্যভক্তগণ যে কৃষ্ণলীলার আলোচনা করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণলীলা—কত সর্বোত্তম-নীতি-পরিপুষ্ট, নিখিল নীতির কত আরাধ্যতম, তাহা জগতের ভোগ ও ত্যাগময়ী লৌকিক-নীতির রাজ্যের লোক তাহার ক্ষুদ্রতম মস্তিষ্কে ধারণা করিয়াই উঠিতে পারিবে না।

অধ্যাপক সাদার্স। কৃষ্ণের প্রেমলীলায় যে-সকল বর্ণন আছে, তাহার সহিত আপনার উক্তির সঙ্গতি কিরূপে হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ। কৃষ্ণের প্রেমলীলা রোমিয়-জুলিয়েটের ন্যায় নায়ক-নায়িকা বা আদর্শ স্ত্রী-পুরুষের কামলীলার ন্যায় প্রাকৃত নহে। এখানকার কাম—বৃত্তিমাত্র, কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-রাজ্যের কাম বিগ্রহবিশিষ্ট। রিপু এখানকার কামকে অবিরত তাড়না করে, কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-রাজ্যে কৃষ্ণের চিন্ময়বিগ্রহ-মাধুর্য-কৃষ্ণেন্দ্রিয়পূর্ত্তিবাঞ্ছারূপ বিগ্রহ-বিশিষ্ট কৃষ্ণ-কামকে সর্বদা তাড়না করিয়া থাকে। জগতের কামের চালক—রিপু, আর প্রেমের চালক—কৃষ্ণ। কৃষ্ণের প্রেমলীলারই সঙ্গতি আছে, জীবের দেহ ও মনসিজ কামের সঙ্গতি নাই। কৃষ্ণলীলাকে অশ্লীলতা বলা যাইবে না, কারণ কৃষ্ণই অদ্বিতীয় ভোক্তা, পরম বাস্তব-সত্য, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় স্বরাট্ (Spiritual Despot)।

অধ্যাপক সাদার্স। আমি এ কথাটী ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছি না, আমাকে আর একটুকু পরিষ্কারভাবে বুঝিতে দিন।

শ্রীল প্রভুপাদ। মনে করুন, এখানে কতকগুলি angles (কোণ) অঙ্কিত আছে,—acute angle (সূক্ষ্ম কোণ), obtuse angle (স্থূল কোণ), right angle (সমকোণ), four right angles প্রভৃতি। কি acute, কি obtuse, কি right

angles সর্বত্রই কোণজ সঙ্কীর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু two right angles (সরলকোণ) কে angles (কোণ) বলিলেও সেখানে কোণজ অঋজুতা-জনিত কোন অভাব বা সঙ্কীর্ণতা নাই। স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণসম্বন্ধেও সেইরূপ। স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ-ইচ্ছা-প্রসূত কামকে জগতের দুর্নীতিবাদী ও সুনীতিবাদী ভোগী বা ত্যাগী সম্প্রদায় বুদ্ধির খর্বতা-নিবন্ধন সাধারণ মানব বা পশু-পক্ষীর য়ে ব্যাপারের ন্যায় 'অশ্লীলতা' মনে করিয়া ভ্রান্ত হইলেও পূর্ণতম পুরুষ কৃষ্ণে ৩৬০-ডিগ্রিতে গোলোকের ন্যায় কোন প্রকার অভাব বা সঙ্কীর্ণতা অর্থাৎ হেয়তা বা অশ্লীলতা নাই। জীব অপূর্ণ, ক্ষুদ্র, নিঃশক্তিক, অস্বতন্ত্র, পরতন্ত্র বলিয়া তাহার পক্ষে যাহা দুর্নীতি বা অশ্লীলতা, স্বরাট্ পুরুষ মায়ার অন্তর্গত নহেন বলিয়া তাঁহাতে সেরূপ কোন অশ্লীলতা আরোপিতই হইতে পারে না। যেখানে পূর্ণতম স্বরাট্ পুরুষের পূর্ণতম স্বাধীনতা বা নিরঙ্কুশ ইচ্ছার বিন্দুমাত্রও খর্ব করিবার প্রয়াস হইয়াছে, সেখানে পূর্ণতম ভগবত্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নাই; সেখানে সেই পরিমাণে পূর্ণতম ভগবত্তা ও পরম বাস্তব সত্যের ধারণা খর্বীকৃত, আর সেই পরিমাণে বাস্তব-সত্যে অনুরাগও কম। যাঁহারা বাস্তব-সত্যে পূর্ণমাত্রায় অনুরাগী, তাঁহারাই স্বরাট্ পুরুষের সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা মুক্ত-প্রগ্রহবৃত্তিক্রমে অর্থাৎ পরিপূর্ণতমরূপে নিত্য স্বীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্যদেশের কথা দূরে থাকুক, এই ভারতবর্ষেও লৌকিক-মনীষা-সম্পন্ন, জগতের নিকটে প্রথিতনামা আধ্যক্ষিক-ব্যক্তিগণ কৃষ্ণের স্বরাট্ত্ব বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন। মনীষী রামমোহন রায়, মনীষী ভাণ্ডারকার প্রভৃতির লোক-প্রশংসিত মনীষাও লোকাতীত অধোক্ষজ কৃষ্ণতত্ত্বের বিন্দুমাত্র ধারণা করিতে পারেন নাই; বরং এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আধ্যক্ষিক মনীষী ভাণ্ডারকার প্রভৃতির মতের প্রতিধ্বনি বিভিন্ন আকারে মেক্‌নিকল, কেনেডি প্রভৃতির বিচারে প্রবেশ করিয়াছে।

ধর্মজগতে দুই শ্রেণীর ক্রমবিকাশ পন্থা লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীতে ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা আধ্যক্ষিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশ, আর এক শ্রেণীতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বা অধোক্ষজ জ্ঞানের ক্রমবিকাশ। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আধ্যক্ষিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশ যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই নাস্তিকতার মাত্রা বৃদ্ধি হয়। আবার ভগবদিন্দ্রিয়তর্পণের ক্রমবিকাশ যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই আস্তিকতা অপূর্ণ হইতে পূর্ণ এবং ক্রমে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে পরিস্ফুট হয়। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আধ্যক্ষিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশে প্রথমে বিশুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ, দ্বিতীয় স্তরে সন্দেহবাদ, তৃতীয়স্তরে অজ্ঞেয়তাবাদ, চতুর্থস্তরে মায়াবাদ এবং অবশেষে শূন্যবাদে পর্যবসিত হয়। আবার অন্য দিকে ভগবদিন্দ্রিয়তর্পণ বা অধোক্ষজ জ্ঞানের ক্রমবিকাশে অর্থাৎ চিদ্বিলাসের বিচারে নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও একল বাসুদেবের বিচার পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, রুক্মিণীশ এবং রাধাগোবিন্দের উপাসনার ক্রমতারতম্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে। মানবেন্দ্রিয়তর্পণের ক্রমবিকাশ শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত-লীলাকে

'অশ্লীল' মনে করিয়া রাধানাথের ধারণা হইতে রুক্মিণীশের ধারণা কিঞ্চিৎ ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন। আবার বহুবল্লভ দ্বারকেশের ধারণা অপেক্ষা একপত্নীব্রতধর জানকীবল্লভের ধারণা অধিকতর নৈতিক-বিচারপুষ্ট মনে করেন। প্রপঞ্চাবতীর্ণ দশরথাত্মজ রাম অপেক্ষা বৈকুণ্ঠস্থ লক্ষ্মীনারায়ণের ধারণা অধিকতর শুদ্ধভাবযুক্ত বিচার করেন। আবার পুং-স্ত্রী-মিশ্র উপাস্য-বিচার অপেক্ষা একল বাসুদেবের কল্পিত ধারণা অধিকতর নীতিপুষ্ট বিচার করেন। কিন্তু একল-বাসুদেব অর্থাৎ চিচ্ছক্তিহীন শক্তিমান্ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-কল্পনা —নাস্তিকতা বা নির্বিশেষবাদেরই প্রথম সোপানে পাদবিক্ষেপ। এইরূপে ইন্দ্রিয়তর্পণময়ী নীতি বা আধ্যক্ষিকজ্ঞান ক্রমশঃ উন্মার্গে আরোহণ করিতে করিতে নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচারে আসিয়া পড়ে অর্থাৎ পরমচেতনকে (Over-soul) তাঁহার নিত্য-চিদ্-বিলাস-ধর্ম হইতে চিরবর্জিত করিতে চায়, তাঁহার ব্যক্তিত্ব (Transcendental Personality) ধ্বংস (?) করিবার প্রয়াস দেখায়। ক্রমে ইন্দ্রিয়তর্পণময়ী নীতি আরও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিয়া অতি আধ্যক্ষিকজ্ঞানে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের আবাহন করেন। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অতিনীতিবাদ চিন্মাত্র হইতে অচিন্মাত্রে, অস্তিত্ব হইতে কেবল নাস্তিত্বে বা শূন্যত্বে পরিণত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রমবিকাশ মানব-মনীষাকে এইরূপে ভগবদিন্দ্রিয়তর্পণের বিচার হইতে পাতিত করিয়া একেবারে নাস্তিকতার অতল জলধিতে অচিন্মাত্র-সমাধি প্রদান করেন। জীব যতই ভগবদিন্দ্রিয়তর্পণের বিচার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের বিচারের পথে আরোহণ করিতে থাকিবে, ততই এইরূপ ক্রম-নাস্তিকতার দিকে অগ্রসর হইবে। আপনি যে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরসমূহে অশ্লীলতা-সূচক মূর্তিসমূহ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা কোনও কোনও ঐতিহাসিকের বিচারে বৌদ্ধমহাযান-সম্প্রদায়ের কল্পিত মূর্তি। বুদ্ধ-বিষ্ণুর বঞ্চিত উপাসকগণ বিষ্ণুর চিদ্‌বিলাস অর্থাৎ বিষ্ণুর ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণ ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া যখন বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই অপরাধফলে যখন সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র অদ্বিতীয় ভোগ-পুরন্দর বিষ্ণুর বিক্রীড়ার অনুকরণ করিতে গিয়া মহাযানাদি প্রাকৃত সাহজিক-বাদের আবাহন করিয়াছিল, তখনই ঐরূপ শ্লীলতাবিহীন রুচি তাহাদের বরণীয় বিষয় হইল। বৌদ্ধগণের কবল হইতে সনাতনধর্মাবলম্বিগণ তাঁহাদের বিষ্ণুর মন্দিরসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাঁহারা বহির্দেশস্থ আধ্যক্ষিক জ্ঞানে বঞ্চিত না হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বিষ্ণুর সেবাকাঙ্ক্ষা, তাঁহারা বিষ্ণুর অপাশ্রিত অংশে বিষ্ণুমায়ার প্রভাব দেখিয়া যেন বিষ্ণু-সেবা হইতে বঞ্চিত না হ'ন, ইহা নির্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে বৌদ্ধযুগীয় মূর্তিসমূহ দাক্ষিণাত্যের কোন কোন মন্দিরের বহির্দেশের অংশ হইতে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা না হইতেও পারে। আবার আমরা ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র-পাঠে জানিতে পারি যে, জ্যোতিষ-বিজ্ঞানে বজ্রপতনাদি নিবারণের সহিত স্ত্রী-পুরুষের বন্ধ্যাবস্থাসূচক মূর্তির সম্বন্ধ আছে। হয় ত' ঐ কারণেও মন্দিরগাত্রে ঐ

সকল মূর্তি খোদিত থাকিতে পারে। যথা—

"বজ্রপাতশঙ্কয়া ইন্দ্রাণ্যাদ্যা বন্ধ্যা দেয়াঃ।"

(জ্যোতিষচন্দ্রিকা-টীকায়)

বজ্রপাতের আশঙ্কায় ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী প্রভৃতি স্ত্রী-পুরুষের বন্ধ্যাবস্থাসূচক মূর্তি (প্রাসাদাদির গাত্রে) প্রদান করা কর্তব্য।

মৎস্য-কূর্মাদি বিষ্ণুবিগ্রহগণের অবতার-রহস্য

অধ্যাপক সাদার্স। আপনাদের দেশীয় ধর্মগ্রন্থে উপাস্যবস্তুকে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি পশুর ন্যায় বর্ণন করা হইয়াছে, ইহা কি সভ্য-মানব-রুচির অনুমোদিত? কেহ কেহ এই সকল বর্ণনকে রূপক বলিয়া সমর্থন করিতে চাহেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। বৈষ্ণব-দর্শনে কোন প্রকার কল্পনার অবসর নাই। বর্তমান জগতের পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতা কেন, লক্ষ লক্ষ যুগ-যুগান্তরের সভ্যতার চরম সীমায় সর্বশ্রেষ্ঠ সুসভ্য মানবজাতি যাহা কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারিবেন না, তাহা অপেক্ষাও অনন্তকোটি গুণে অসমোর্ধ ভগবজ্‌বিজ্ঞানের কথা বৈষ্ণবদর্শন বা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সার্বজনীন ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। সভ্যতার চরমসীমায় মানব প্রকৃত বাস্তব সত্যের উপাসক হইলে তাঁহার দেহ-মনের অতিরিক্ত আত্মার সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশানুযায়ী ভগবানের যে যে নিত্য অপ্রাকৃত মূর্তির স্ফুরণ বা অবতরণ হয়, সেই সকল নিত্যমূর্তি কোন প্রকার অবাস্তব-বস্তু, মানব-জাতির মনোধর্মে গঠিত কাল্পনিক প্রতিমা, অসভ্যজাতির কল্পিত ব্যুৎপরস্ত যেমন ব্যাঘ্রদেবতা, সর্পদেবতা, ঘোটক-দেবতা প্রভৃতির ন্যায় কাল্পনিক পুত্তলী বা কোন প্রকার রূপক বস্তু নহে। যাঁহারা Henotheist (পঞ্চোপাস্যের অন্যতম দেবতার উপাসক), তাঁহাদের মধ্যে যে পঞ্চ-দেবতার অন্যতম কোন দেবতার প্রাধান্য স্বীকারপূর্বক 'ব্রহ্মের রূপকল্পনা' প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেইরূপ কল্পনাযোগে যে সকল দেবতাপূজার বিধি প্রচলিত হইয়াছে, মৎস্য-কূর্মাদি বিষ্ণু-তত্ত্বের উপাসনা সেরূপ কল্পনা-প্রসূত ব্যাপার নহে। Henotheist (পঞ্চোপাসক) সম্প্রদায় ভগবানের সবিশেষত্ব বা অপ্রাকৃত নিত্যব্যক্তিত্ব (Transcendental Personality of Godhead) স্বীকার করেন না। থিওসফিষ্ট প্রভৃতি রূপকবাদি-সম্প্রদায়ও ভগবানের সবিশেষত্বে সন্দিহান বলিয়া অর্থাৎ বাস্তব-সত্যে আস্থাবান্ না থাকিয়া প্রকৃত আস্তিক নহেন বলিয়াই রূপক-কল্পনার দ্বারা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা ও অচিন্ত্যশক্তিপ্রসূত নাম-রূপ-গুণ-লীলাবলীকে খর্ব করিতে চাহেন। বৈষ্ণব-দর্শন বা ভারতীয় সনাতন-দর্শন কখনই এইরূপ ব্রহ্মের

রূপকল্পনাবাদী কিম্বা রূপকবাদী প্রভৃতির নাস্তিক্য-মতের সমর্থন করেন নাই। ভারতীয় সনাতন-দর্শন বিশুদ্ধ বাস্তব অবতারবাদের কথাই বর্ণন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-দর্শনের মৎস্য-কূর্মাদি অবতার-সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন অসভ্য মানবগণের রুচি-অনুযায়ী কল্পনা-বিশেষ নহে, কিম্বা "ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা"-ন্যায়াবলম্বনে মায়াবাদীর পৌত্তলিকতা বা আধ্যাত্মিকবাদীর রূপক নহে, তেমনি তথাকথিত সভ্য মানবগণের উদ্ভাবিত Anthropomorphism অর্থাৎ ঈশ্বরকে মানবীয় আকারে কল্পনাবাদ, কিম্বা Therianthropism (পশু-মানবমিশ্রমূর্তিতে ইষ্টদেবতা কল্পনাবাদ) বা Apotheosis ('মনুষ্যকে ঈশ্বর সাজাইয়া তোলা'-বাদ অর্থাৎ মানবে ইষ্টদেব কল্পনায় ঈশ্বরত্বের আরোপবাদও) নহে। Anthropomorphism (মানব-ঈশ্বর-কল্পনাবাদ) এবং Therianthropism (পশু এবং মানবের মিশ্রিত মূর্তিতে ইষ্টদেবতা-কল্পনাবাদ) মনোধর্মী আরোহবাদিগণের পৌত্তলিকবাদেরই এক একটী প্রকারবিশেষ।

ভারতীয় সভ্যতার কুফলস্বরূপ মায়াবাদের অনুকরণে গ্রীস ও রোমে Anthropomorphism এবং মিশর দেশ প্রভৃতিতে Therianthropism-নামক মতবাদসমূহ উদ্ভাবিত হইয়াছে।

ভারতীয় মায়াবাদি-সম্প্রদায় জীবে 'নারায়ণ'-বুদ্ধি, দরিদ্রে 'নারায়ণ'-বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা কল্পনার প্রশ্রয়ে মানুষ বা পশুকে ঈশ্বরত্বে আরোপ এবং "ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা" প্রভৃতি ন্যায় অবলম্বন করিয়া যে "মানব-দেহ-বাদ' প্রভৃতির কল্পনা করিয়াছিলেন, ভারতীয় সভ্যতার পণ্যদ্রব্যের সহিত যখন গ্রীস, রোম, মিশরাদি দেশে এই সকল নবীন মতবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তখন তদ্দেশীয় মনোধর্মি-লোকসমূহ ভারতীয় সেই সুলভ বিকৃত মতবাদসমূহ আত্মসাৎ করিয়া উহাদের উপর নূতন নূতন নামের লেবেল লাগাইয়া মতবাদ-ধর্মের বাজারে ঐ সকল মতবাদপণ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পরন্তু ভারতীয় বাস্তব-বৈষ্ণব-দর্শন কোন দিনই ঐরূপ কোন কাল্পনিক মতবাদের প্রশ্রয় দেন নাই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই সমস্ত কাল্পনিক মতবাদ বা পৌত্তলিকতা নিরাস করিয়াছেন। তিনি জন্তু-মানবে ঈশ্বরত্বের আরোপবাদ বা ঈশ্বরের মানব-রূপ-কল্পনাবাদ উভয়ই নিরাস করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্।।"

ঈশ্বরে মানব-রূপ-কল্পনা'বাদ কতকটা বাউল মতবাদের মত। এই সকল মতবাদ বুদ্ধ বিষ্ণুর উপদেশবঞ্চিত বৌদ্ধ এবং শ্রীচৈতন্য-বিষ্ণুর উপদেশ-বঞ্চিত বাউলগণের বা নাস্তিক সম্প্রদায়ে মানসিক কল্পনা। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাগবতীয় বাস্তব-বৈজ্ঞানিক-দর্শন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারে নর বপুকেই* ভগবৎ-স্বরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই নরবপু মানব-দেহ-কল্পনাবাদ বা বাউলবাদ নহে, তাহা নিত্য অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সর্বকারণকারণ, লীলাপুরুষোত্তমের কথা। মানবাত্মায় সর্ববিজ্ঞান-সম্পত্তির পরিপূর্ণতা লাভ হইলে ঐরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানরহস্য উদ্ঘাটিত হয়। বৈষ্ণব-দর্শন বলেন—ভগবানের বিলাস দুই প্রকার। চিদচিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি ও অলঙ্ঘ্য নিয়মসকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থা-করণই ঈশ্বরের এক প্রকার বিলাস। সাধারণ আধ্যক্ষিক জ্ঞানিসম্প্রদায়ও ঈশ্বরের এই প্রকার বিলাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে অপ্রাকৃত লীলার অবতরণ, তাহাই দ্বিতীয় প্রকার বিলাস। জীবই ভগবানের লীলার সহচর। জীব ভোগেচ্ছাপূর্বক নিজ স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়সঙ্গে অভিনিবিষ্ট হয়। কিন্তু যখন আবার কোন ভগবৎপ্রতিনিধির নিকটে ভগবদ্রাজ্যের দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে করিতে তাহার আত্মা শুদ্ধস্বরূপে বিকশিত হইতে থাকে, আত্মার সেই ক্রমবিকাশ অর্থাৎ শরণাগতি, প্রপত্তি বা আস্তিকতার ক্রমবিকাশে তত্তৎসেবাধারের যোগ্যতানুসারে ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত মূর্তি-সমূহ সেই সেই শুদ্ধ জীবাত্মার উপাস্যবস্তুরূপে লক্ষিত হয়; সুতরাং সেখানে কল্পিত মানব-দেব-মতবাদী, পঞ্চদেবতাব্যদী বা আধ্যাত্মিকবাদী, কিম্বা ভূত, প্রেত, পশুদেবতাকল্পনাবাদী তথাকথিত সভ্য বা অসভ্য-মানব-মনের কোন প্রকার কল্পনাবাদেরই লেশমাত্র অবকাশ নাই। বাস্তব, নিত্য, অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহসমূহ মানবাত্মার সেবোন্মুখতার ক্রমবিকাশের যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁহাদের নিত্যমূর্তিসমূহ তত্তৎশুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। **জীবের প্রতি অপারকারুণ্যই এই সকল ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ।** লেমার্ক বা ডারউইনের জড়ীয় দেহগত ক্রমবিকাশবাদের কথা পাশ্চাত্ত্য-দেশে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু আত্মার সেবোন্মুখতার ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিকাশমান মুক্ত আত্মার সেব্য এক একটী নিত্য অপ্রাকৃত ভগবৎস্বরূপের বাস্তব ধারণা একমাত্র বৈষ্ণব-দর্শনেই পরিপূর্ণ-বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দৃষ্ট হয়। আমরা প্রাণি-দেহের ক্রমবিকাশে অদণ্ডাবস্থা, হইতে মনুয্যের পূর্ণাবস্থা

---

*যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম।।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২।১২

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ-বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।। —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

পর্য্যন্ত স্তরগুলি লক্ষ্য করিতে পারি। এই স্তরগুলি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ঋষিগণ দশটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথমে অদণ্ডাবস্থা, দ্বিতীয়ে বজ্রদণ্ডাবস্থা, তৃতীয়ে মেরুদণ্ডাবস্থা, চতুর্থে উত্থিত মেরুদণ্ডাবস্থা অর্থাৎ নর-পশু-অবস্থা, পঞ্চমে ক্ষুদ্রনরাবস্থা, ষষ্ঠে অসভ্যনরাবস্থা, সপ্তমে সভ্যনরাবস্থা, অষ্টমে জ্ঞানাবস্থা, নবমে অতিজ্ঞানাবস্থা এবং দশমে প্রলয়াবস্থা। জীবের ঐ প্রকার ঐতিহাসিক অবস্থা। জীবাত্মার সেবোন্মুখতার ক্রমবিকাশের নির্দ্দেশস্বরূপ এই সকল অবস্থার ক্রম-অনুযায়ী মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী—এই দশটী অবতার নিত্য অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা বিশিষ্ট উপাস্যতত্ত্বরূপে লক্ষিত হ'ন। যাঁহারা বিশেষ আলোচনার দ্বারা এই অবতার-বিজ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় শিক্ষিত দার্শনিকগণের অনুগ্রহে কৃষ্ণতত্ত্ব, বিশেষতঃ ব্রজবিলাসের একান্ত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অধ্যাপক সাদার্স—আপনার নিকটে অনেক নূতন সূক্ষ্ম ধর্মবিজ্ঞান ও দর্শনের কথা শুনিতে পাইলাম। এই সব জটিল বিষয় আমাকে একটু ধারণা করিতে দিন্।

শ্রীল প্রভুপাদ—বৈষ্ণব-দর্শনের মূল কথা এই যে, মানুষ যত বড়ই পণ্ডিত, মনীষী হউন্ না কেন, যাঁহার চরিত্র মূর্ত-বৈষ্ণবদর্শন-স্বরূপ, সেইরূপ আচার্য্যের নিকটে সর্বতোভাবে শরণাপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-দর্শনের সহজ কথাগুলিও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। ভারতীয় গীতাশাস্ত্রের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, যে গীতাশাস্ত্র জগতে সভ্য সমাজের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ও হইতেছে। সেই গীতা-শাস্ত্রে একটি শ্লোক আছে,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

(গীতা ৪।৩৪)

অর্থাৎ, Unconditional surrender, honest enquiry and serving temper—এই তিনটি বিষয় থাকিলে বৈষ্ণব-দর্শনের কথা বুঝা যায়। যাঁহারা এই তিন প্রকার আচার্য্য-দক্ষিণা লইয়া উপস্থিত হন, বৈষ্ণব-দর্শনের অধ্যাপকগণ তাঁহাদের নিকটেই দর্শনের সুদার্শনিক তত্ত্বসমূহ উপদেশ করিয়া থাকেন। সেই সকল অধ্যাপকগণ কোন প্রকার জাগতিক দক্ষিণার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন না।

জন্মান্তরবাদ-সম্বন্ধে আলোচনা

অধ্যাপক সাদার্স। গীতাশাস্ত্রে 'জন্মান্তরবাদ' স্বীকৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনাদের বৈষ্ণব-দর্শন কি বলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। গীতাশাস্ত্র বৈষ্ণব-দর্শন হইতে পৃথক্ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে জন্মান্তর-বাদের যথার্থ তাৎপর্য্যের পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছে। জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইলে লোকে

পর পর জন্মের অস্তিত্বের আশায় বর্তমান জন্মে পাপপ্রবৃত্তির সঙ্কোচ করিবে না অর্থাৎ বর্তমান জন্মে যথেচ্ছ পাপাচরণ করা যাউক, পরবর্ত্তী জন্মসমূহে সেই সকল অসুবিধা ও অন্যায় পরিপূরণ করিয়া লইতে পারিব,—এইরূপ বিচার গৃহীত হইয়া যে খৃষ্টীয় ধর্মে জন্মান্তর অস্বীকার করা হয়, তাহা ভাগবতের "এই মানবজন্মেই জীবন থাকিতে থাকিতে ঐকান্তিকভাবে ভগবদনুরক্তির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা"র উপদেশের দ্বারা* আরও পরিপূর্ণতম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক-প্রণালীতে স্বার্থকতা-মণ্ডিত হইয়াছে। জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করায় যে, জড় সর্বস্বৈকবাদরূপ সর্বগ্রাসী বিপদ্ মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে তাহা ভাগবতের বিচার অবলম্বন না করিলে কখনও অতিক্রম করা যায় না। খৃষ্টধর্মাবলম্বিগণের অনেকে জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করিলেও মনীষিগণ খৃষ্টধর্ম জগতেই জন্মান্তরবাদ স্বীকারের বহু উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 'বাইবেল'-ধর্মগ্রন্থেই সেণ্ট জনের সুসমাচারে উক্ত হইয়াছে—"And as Jesus passed by, he saw man who was blind from his birth. And his disciples asked him saying,—Master, who did sin ? This man or his parents? That he was born blind?" (St. John 9; 1-2)

অর্থাৎ যখন যীশুখৃষ্ট চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি একটী জন্মান্ধ মানুষকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো, কে পাপ করিয়াছিল? এ ব্যক্তি না, ইঁহার মাতা-পিতা? যাহার ফলে এ ব্যক্তি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে?" খৃষ্টীয় উপদেশকগণ যাঁহারা, 'Christian fathers' আখ্যায় অভিহিত হইতেন, তাঁহারাও স্পষ্টভাবে জন্মান্তরবাদের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। Origen বলিয়াছেন, "Is it not more in conformity with reason that every soul for certain mysterious reasons is introduced into a body and introduced according to its deserts and former actions?" (Origen contra celscea, I, XXXII)

"I am sure that I, such as you, see me here, have lived a thousand times and I have to come again another thousand times"—Goethe. প্রত্যেক আত্মা যে প্রাক্তন কর্মবশে এবং নিজ উপযুক্ততা-অনুসারে কোন রহস্যময় কারণাধীনতায় শরীরবিশেষে প্রবিষ্ট হয়,

*শ্রীমদ্ভাগবতের 'লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং (১১।৯।২৯) 'নৃদেহমাদ্য' (১১।২০।১৭) প্রভৃতি শ্লোক এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য।

একথা কি বিবেক অধিকতর দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে না? আপনারা আমাকে দেখিতেছেন; কিন্তু আমি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতেছি যে, এই আমারই সহস্র জীবন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং আমাকে আরও সহস্রবার আসিতে হইবে।

গ্রীকগণ যাহাকে 'Metempsychosis' বলিতেন বা ইংরাজী ভাষায় যাহাকে Transmigration প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়, সেই জন্মান্তরবাদ এক কালে প্রাচীন গ্রীস, মিশর এবং পাশ্চাত্য-দেশের অনেক স্থানেই ন্যূনাধিক স্বীকৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, মহাত্মা যীশুখৃষ্টের প্রচারকগণ জন্মান্তরবাদের সহিত তাঁহাদের অনেক পূর্বাপর সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারায় জন্মান্তরবাদকে অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু তথাপি খৃষ্টধর্মের কোনও যুক্তিবাদী কোন সুযুক্তিদ্বারা জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু অনেকে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। হেরোডোটাস্, পিণ্ডার, প্লেটো প্রভৃতি সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের প্রধান বৈজ্ঞানিক হাক্সলী তাঁহার "Evolution and Ethics"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"None but very hasty thinkers will reject it on the ground of inherent absurdity like the doctrine of evolution itself, that of transmigration has its root in the world of reality and it may claim such support as the great argument of 'Analogy' is capable of supplying."

অর্থাৎ চঞ্চল বিবেচকগণ ব্যতীত অন্য কেহই জন্মান্তরবাদকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবে না। বিবর্তনবাদ বা ক্রমবিকাশবাদের ন্যায় জন্মান্তরবাদেরও বাস্তব জগতে দৃঢ় মূল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং ইহা উপমান-প্রমাণের দৃঢ় যুক্তিদ্বারাও সমর্থিত হইতে পারে। অধ্যাপক লুটোলস্কি (Lutolawski), গেটে (Goethe) প্রভৃতি মনীষীগণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। লুটোলস্কি বলিয়াছেন,—"I cannot give up my conviction of a previous existence on earth before my birth and that I have the certainty to be born again after my death, until I have assimilated all human experience, having been many times male and female, wealthy and poor, free and enslaved generally having experienced all conditions of human condition."

অর্থাৎ আমার জন্মের পূর্বে এই পৃথিবীতে আমার পূর্ব অস্তিত্ব ছিল এবং আমাকে যে নিশ্চয়ই মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং যে পর্যন্ত নিখিল মানবীয়

অভিজ্ঞতা আমার দ্বারা পরিপক্কভাবে সংগৃহীত না হইবে এবং সেই সকল অভিজ্ঞতায় বহুবার পুরুষ, স্ত্রী, ধনী, দরিদ্র, মুক্ত, বদ্ধরূপ সর্ববিধ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য আমার দ্বারা সঞ্চিত না হইবে, সেই পর্যন্ত আমার জন্মের বিরাম হইবে না—এই সুসঙ্গত বিশ্বাস আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না। পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাবাদিগণের এইরূপ জন্মবাদ বা Franciscus Mercurius Helmont (1618-1699), Leichtenburg (1742-1799), Lessing (1780), Herder (1791), Schopenhauner (1760-1788) প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণের জন্মান্তরবাদ, কিংবা পারস্যদেশের জালালুদ্দিন রুমী নামক সুফী সম্প্রদায়ের লেখক, কিম্বা থিয়সফি-সম্প্রদায়ের জন্মান্তরবাদ বা ভারতীয়-'ন্যায়'-দর্শনের "প্রেত্যাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ" সূত্রানুযায়ী জন্মান্তরবাদ কিম্বা বৌদ্ধগণের জড় নির্বাণবাদে বহু জন্মান্তরবাদ নানাপ্রকার বিরুদ্ধ যুক্তির দ্বারা আক্রমণযোগ্য এবং অধিরোহ-বিচার-জাত হওয়ায় অসম্যক্ ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত এতদ্‌বিষয়ে সর্বতোভাবে নির্দোষ ও স্বার্থকতামণ্ডিত। বৈষ্ণব-দর্শনে ইহ জন্মে নিঃশ্রেয়ো লাভের রাজকীয় 'বর্ত্ম' আবিষ্কৃত হওয়ায় জন্মান্তরের অপেক্ষাই করে না। সুতরাং জন্মান্তরবাদের বৃথা সমস্যাপূর্ণ বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে বৈষ্ণব-দর্শন সম্পূর্ণ নির্মুক্ত।

আবার খৃষ্টীয় দর্শন—'ইহ জন্মেই জীবের পাপ-প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার চেষ্টায় জন্মান্তরবাদ স্বীকারে যে ব্যাঘাত আশঙ্কা করেন, সেই সমস্যাও ইহ জন্মেই অনর্থ-নির্মুক্তিতে ভগবৎ-সেবালাভরূপ নিঃশ্রেয়োলাভে আনুসঙ্গিকভাবে জন্মান্তররহিত হইতে পারা যায়" —এই বাস্তব বিচার মধ্যে অতি সুন্দর ও সম্পূর্ণভাবে সমাধান লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব-দার্শনিক শিরোমণি শ্রীল জীব গোস্বামীর লেখনীর দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ভগবৎসেবায় দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের দ্বারাই জীবের সমস্ত পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হয়; ইহজন্মেই শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই ত্রিজন্মান্তর লাভ করিয়া জীব কর্মমার্গীয় জন্মান্তরবাদের বিভীষিকা হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। ভগবৎসেবায় দীক্ষিত ব্যক্তির কর্মমার্গীয় জন্মান্তরবাদিগণের ন্যায় জন্মান্তরাপেক্ষা থাকে না, ইহজন্মেই তাঁহাদের ভগবৎ-সেবায় জন্মলাভ হয়, সেই জন্ম অন্য কোন জন্মান্তর-পরম্পরা সৃষ্টি করিতে পারে না। বৈষ্ণবদর্শনে এইরূপ জন্মান্তরবাদের সুষ্ঠু মীমাংসা আছে।

পৌত্তলিকতা-সম্বন্ধে আলোচনা

অধ্যাপক সাদার্স। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বৈষ্ণব-দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠতা আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি; কিন্তু বৈষ্ণব-দর্শনে ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের ন্যায় পৌত্তলিকতা স্বীকৃত হওয়ায় ইহা বৈষ্ণব-দর্শনের একটী কলঙ্কের বিষয় হইয়াছে, মনে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ। বৈষ্ণব-দর্শনে কখনই পৌত্তলিকতা স্বীকৃত হয় নাই, বরং বৈষ্ণবেতর-দর্শনে মুখে না হউক, মনে ন্যূনাধিক পৌত্তলিকতাই স্বীকৃত আছে। 'ভগবান্'—এই শব্দে মানব-চিন্তায় এবং মানবাতীত চিন্তায় যতপ্রকার চমৎকারিতা আছে, সে সমুদয়ই একত্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র ঐশ্বর্য অর্থাৎ বৃহত্ব ও সূক্ষ্মত্ব এই উভয়ের সীমা ভগবানের একটী লক্ষণ। সর্বশক্তিমত্তা—তাঁহার দ্বিতীয় লক্ষণ। 'সর্বশক্তিমত্তা' বলিতে মানব-বুদ্ধিতে যাহা ধারণাযোগ্য, কিংবা মানবে যাহা সম্ভব, যদি কেবল তাহাই হয়, তাহা হইলে উহাকে 'সর্বশক্তিমত্তা' বলা যায় না। মানব-বুদ্ধিতে যাহা অঘটনীয়, তাহা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির অধীন বলিয়া ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা। ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। ''ভগবান্ সাকার হইতে পারেন না, কিম্বা তিনি নিত্য সাকার নহেন, সাময়িক সাকার মাত্র, পরিণামে তিনি নিরাকার''—এইরূপ বলিলে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি অস্বীকার করা হইল। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি তাঁহার শক্তি বিজ্ঞানজ্ঞ মুক্তজীবের নিকটে নিত্যলীলামূর্তিময়। কেবল নিরাকার চিন্তা অস্বাভাবিক ও বিশেষ চমৎকারিতাশূন্য। ভগবান্ সর্বদা মঙ্গলময় ও যশোপূর্ণ, তিনি সৌন্দর্যপূর্ণ। অপ্রাকৃত নয়নে সেই সৌন্দর্য দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বিশুদ্ধ, পূর্ণ ও চিৎস্বরূপ জড়াতীত বস্তু, তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্তি। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই সত্য, কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নির্মল-চক্ষে গ্রাহ্য। প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে তিনি চিদাকার বা সাকার। যাঁহারা প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নিত্য বাস্তব-চক্ষে পরমেশ্বরের চিদাকার দর্শন করেন নাই, তাঁহারা যে-মূর্তি প্রস্তুত করেন বা পূজা করেন, তাহা অবশ্যই পুত্তল এবং সেই পুত্তল-পূজকমাত্রেই পৌত্তলিক। ভগবানের কল্পিত মূর্তি-পূজাকে পৌত্তলিকতা বলা যাইতে পারে। যেমন, আমি জ্যাকবকে দেখি নাই, মনে মনে জ্যাকবের একটী মূর্তি কল্পনা করিয়া অঙ্কন করিলাম। এই অঙ্কিত-মূর্তি ঠিক জ্যাকবের মূর্তি হইল না। তারপর জ্যাকব যদি ইহ জগতের জীব-বিশেষ হ'ন—যে জ্যাকবের দেহ, মন ও আত্মা পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ জ্যাকবের ফটোগ্রাফ জ্যাকবের জড়শরীরের প্রতিচ্ছায়াবিশেষ হওয়ায় তাহাও জ্যাকবের নিত্যস্বরূপ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। কিন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-ভগবান্ এইরূপ বস্তু নহেন, তাঁহার দেহ ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার নাম ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার রূপ ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার গুণ ও রূপ পৃথক্ নহে, তাঁহার গুণ ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার লীলা ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার লীলা ও রূপ পৃথক্ নহে, তাঁহার লীলা ও গুণ পৃথক নহে। বিশুদ্ধসত্ত্ব বা নির্মল আত্মায় সেই ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবানের যে নিত্য-মূর্তি বিশুদ্ধসত্ত্ব নিজ নির্মল আধারে প্রাপ্ত হ'ন, সেই অপ্রাকৃত শ্রীমূর্তি ভগবৎ-স্বরূপের উদ্দীপক-তত্ত্বরূপে হৃদয় হইতে জগতে স্থাপন করিলে তাহা কখনই 'পুত্তল' পদবাচ্য হইল না, যেমন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও

অচিন্ত্যশক্তিবলে ভগবান্ প্রপঞ্চাতীত থাকেন, তেমনি ভক্তগণের বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রকাশিত ভগবৎ-স্বরূপ ভক্তগণের দ্বারা জগতে অবতারিত হইয়াও প্রপঞ্চ ধর্মের অতীতই থাকেন। এইজন্য বৈষ্ণব-দর্শনে শ্রীমূর্তিকে 'অর্চ্চাবতার' বলা হইয়াছে। ভগবৎ-স্বরূপ দর্শনাধিকারীর পক্ষে ভগবানের মিথ্যা কল্পিত-মূর্তি যেমন অমঙ্গলজনক, স্বরূপাভাবরূপ নিরাকারভাবও তদ্রূপ অনর্থকর। এই সকল ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া বাস্তব বস্তু লাভ হইবার পূর্বেই ঘটিয়া থাকে, ইহাকে 'বস্তু হাতড়ান' বলে। বৈষ্ণব-দর্শনের শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন ব্যতীত অন্য বস্তু হইতে পারেন না; আংশিক উপমা দ্বারা বলা যাইতে পারে, শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎস্বরূপের প্রতিভূ-স্বরূপ। ভক্তগণের ভগবৎস্বরূপ-প্রতিভূ যে যথার্থ, তাহা বাস্তব বৈজ্ঞানিকভগবদ্ভক্তগণ বিশুদ্ধ প্রেমবিজ্ঞানরূপ ফলের দ্বারাই অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ-পদার্থের সহিত বিদ্যুৎ-যন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎফলকোৎপত্তিরূপ ফলের দ্বারাই লক্ষিত হয়। যাহারা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুৎ-যন্ত্র দেখিয়া কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে বাস্তববিজ্ঞানরূপ আত্মধর্ম প্রেমভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা ছাড়া আর কি বলিতে পারে? বৈষ্ণব-দর্শনের বিচার অতি সূক্ষ্মতম। তাঁহারা অতীব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জগতে যাঁহারা আপনাদিগকে 'নিরাকারবাদী' বা 'জড়সাকারবাদী' বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা সকলেই ন্যূনাধিক পৌত্তলিক। বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে, সেই সকল অসভ্য জাতিগণের অন্তর্গত অগ্নিপূজকগণ, জোভ, সেঠর্ণ প্রভৃতি গ্রীকদেশীয় গ্রহপূজক ব্যক্তিগণ যেমন স্থূল পৌত্তলিক, জড়কে তুচ্ছজ্ঞানপূর্বক জড়বিপরীতভাবকে 'নিরাকার' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করিয়া যাঁহারা নির্বিশেষবাদী হ'ন, তাঁহারা তেমনি বা তদপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম পৌত্তলিক। যাঁহারা বিচার করেন, ঈশ্বরের নিত্য চিদানন্দস্বরূপ নাই, কিন্তু স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, সুতরাং উপাসনা সুলভ করিবার জন্য ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করা আবশ্যক,—এইরূপ বিচারপরায়ণ Henotheist অথবা বেদোক্ত দেবগণের অন্যতমের উপাসক বা পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় কল্পিত মূর্তির সেবক বলিয়া পৌত্তলিক-শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহারা চিত্তশুদ্ধির বা চিত্তবৃত্তির উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহার কোন কল্পিত-মূর্তির ধ্যানাদি সাধনা করেন, সেই সকল যোগী প্রভৃতির আচরণ পৌত্তলিকতার অন্তর্গত। যাহারা জীবকে 'ঈশ্বর' মনে করে, তাহারা সর্বাপেক্ষা অপরাধী (Blasphemous) পৌত্তলিক, কারণ মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া কল্পনাই—পৌত্তলিকতা। সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিরাকার-চিন্তা—অত্যন্ত জড়কুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা। বৈষ্ণব-দর্শনের শ্রীমূর্তি সেবা ও অন্যান্য মানবচিন্তার সাকার-নিরাকারবাদে বিস্তর ভেদ আছে। বৈষ্ণব-দর্শনে পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপের

অর্চাবতারের পূজা বিহিত হইয়াছে, আর অন্যান্য মানব-চিন্তাস্রোতে কল্পিত জড়াকাশ-সদৃশ সর্বব্যাপী ও নিরাকারের কল্পনা বা প্রকৃতির কোন চাকচিক্যময় পদার্থের সাকার কল্পনা, কখনও জড় বিপরীত-ভাবকে পরমেশ্বর কল্পনা, কখনও ঈশ্বরের বাস্তবস্বরূপ অস্বীকার করিয়া জড়ীয়-রূপ-কল্পনা, জীবের পরমেশ্বর-বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পনা-রূপ পৌত্তলিকতার তাণ্ডব-নৃত্য রহিয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ সকল পৌত্তলিকতা নিরাস করিয়া ভগবানের অবিচিন্ত্যশক্তি ও পরমকরুণাময় অর্চাবতারের কথা জানাইয়াছেন।

অধ্যাপক সাদার্স। আমি সত্য সত্যই আপনার নিকটে বৈষ্ণব-দর্শনের এই সকল গূঢ়তত্ত্ব এবং তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও যুক্তিপূর্ণ বিচার শ্রবণ করিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইতেছি। বৈষ্ণব-দর্শনে ভারতীয় দর্শনের সমস্যাসমূহের এরূপ সুন্দর সমাধান, সমর্থন ও ব্যাখ্যা রহিয়াছে ইহা আমি পূর্বে ভাবিতেই পারি নাই।

অভিজ্ঞতাবাদ ও বৈষ্ণবদর্শন

শ্রীল প্রভুপাদ। বৈষ্ণব-দর্শন বাস্তব-জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। বাস্তব-জ্ঞান অভিজ্ঞতাবাদীর পরিবর্তন-যোগ্য জ্ঞানের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণের বিষয় নহে, ইহাই বৈষ্ণব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। অভিজ্ঞতাবাদের ভিত্তিতে যে-সকল দর্শন সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা অভিজ্ঞতার আধিক্য ও ন্যূনতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত হইবে। পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতার দর্শনের নিকটে তিন হাজার বৎসরের সভ্যতার দর্শন অসম্পূর্ণ; সাত হাজার বৎসরের সভ্যতার দর্শন তদপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত; দশ হাজার বৎসরে আরও পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। বাস্তব পরিপূর্ণ জ্ঞানের অপরিবর্তনীয় সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবদর্শন এইরূপ পরিবর্তনের ক্রীড়াকন্দুক নহে। সর্ব-শ্রুতিসার, সর্ববেদান্তসার ভাগবত-শাস্ত্র বাস্তব-সত্যের কথা কীর্তন করেন। এই শাস্ত্র মানব-সভ্যতা এবং সর্বপ্রকার সামাজিক নিয়ম-কানুনের অতীত কিছু কথা কীর্তন করেন, আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তির কথা বলেন। আরোহবাদিগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি স্বীকার করেন না। কেহ বা নানাপ্রকার লৌকিক যুক্তিদ্বারা দেহান্তর-প্রাপ্তির বিষয় সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন; যেমন কেহ কেহ বলেন,—সদ্যপ্রসূত শাখামৃগের (বানরের) শাখা আক্রমণ ও সদ্যপ্রসূত গণ্ডার-শিশুর পলায়ন-বৃত্তির বিচার করিলে প্রত্যেকেই পূর্ব জন্ম স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। অনেকে বলেন, খড়্গী পশুর স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে কেহই জন্মান্তরের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। অনেক পশুতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতও বলেন যে, গণ্ডার-শাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহার মাতার নিকট হইতে পলায়ন করে, পাছে উহার মাতা উহার গাত্র লেহন করে। ঐ গণ্ডার-শাবকের গাত্র-চর্ম পাঁচ সাত দিনে কঠিনতা প্রাপ্ত হইলে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজিয়া লয়। গণ্ডারীর জিহ্বা এত ধারাল যে, বৃক্ষ লেহন করিলে বৃক্ষের কঠিন ত্বক্ পর্যন্ত

উঠিয়া যায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতাবাদিগণ বিচার করেন, গণ্ডার-পশুর ঐরূপ স্বভাব উহার পূর্ব-জন্মের অস্তিত্বের পরিচায়ক। যাহা হউক, শ্রৌতশাস্ত্র আত্মা, মন ও দেহ—চিৎকণ, চিদাভাস ও জড়—এই তিনটী বিষয়ের পরস্পর ভেদ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আত্মা—দেহ এবং মনোরূপ সত্ত্বের সত্ত্বাধিকারী। দেহ এবং মন আত্মার সম্পত্তি, আত্মা আবার পরমাত্মার সম্পত্তি। পরমাত্মাই—কারণ-চেতন। জীবাত্মা-—কার্য্য চেতন। আত্মার দুইটী দেহ বা উপাধি। একটী সূক্ষ্ম উপাধিরূপ মন, আর একটী স্থূল উপাধিরূপ দেহ। বহির্দ্দেহ পঞ্চভূত বা পরমাণুর সমষ্টি, অন্তর্দ্দেহ বা মানসিক দেহ বহির্দ্দেহের চালক। আত্মা বদ্ধাবস্থায় মনের দ্বারা বিজাতীয় সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। আত্মা সুপ্ত, অধুনা পরমাত্মার সেবায় অনভিজ্ঞ। মালিককে সুপ্ত দেখিয়া অধীনস্থ কর্মচারিদ্বয় (দেহ ও মন) মালিকের স্বার্থ দেখিবার পরিবর্তে তাহাদের নিজ নিজ অপস্বার্থ দেখিতেছে। পরমাত্মার মধ্যে সমস্ত চেতনাচেতন জগৎ অন্তর্ভুক্ত; বস্তুতঃ সমস্তই চেতন। ইহা আমাদের শাস্ত্র অনাদিকাল হইতে প্রমাণ করিয়াছে। তথাপি আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের নিকটে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু আরোহবাদাবলম্বনে তৃণ-গুল্ম-লতা প্রভৃতির মধ্যেও যে চেতনতা রহিয়াছে, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক সাদার্স। আমি ডাঃ বসুর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব। পরমাত্মার সহিত আমাদের ভেদ বা পার্থক্য কি অনভিজ্ঞতা-প্রসূত?

শ্রীল প্রভুপাদ। আমাদের বিচার করা উচিত, কি প্রকারে আমরা বদ্ধাবস্থায় উপাধিদ্বয়ে আবৃত এবং কি প্রকারেই বা তাহা হইতে মুক্ত হইব। ঐ উপাধিদ্বয়—অনাত্ম, আত্মা নহে। আমাদের এখন বদ্ধাবস্থা হইলেও আমরা চেতন, অচেতন নহি। তবে অনাত্ম দেহ ও মন—বহির্জগৎ এবং মানসিক জগতে সংশ্লিষ্ট। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে হইবে। 'জীব' বলিতে তিনটি ব্যাপার—আত্মা, মন ও দেহ। রামানুজ-মতে পরমাত্মা স্বরূপতঃ একটী চেতন-দেহ-ধৃক্। তাঁহার দুইটী দেহ; মানসিক শরীর জীবসমষ্টি, বহির্দ্দেহ—জড়জগৎ। পরমাত্মার বা বৃহচ্চেতনের মনোগত বিভিন্নাংশই অণুচেতন জীবাত্মা। জীবাত্মা বা অণুচেতন যখন বৃহচ্চেতন পরমাত্মার নিত্য আশ্রয়ে আশ্রিত বলিয়া উপলব্ধি করেন এবং তাঁহার নিত্য সেবাতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তখনই অজ্ঞান বা অনভিজ্ঞতা সুপ্ত বা বিলুপ্ত হয়। বৃহচ্চেতন বা অণুচেতনের আশ্রয় ও আশ্রিতভাবে এইরূপ সেবা-সম্বন্ধে সম্মেলনেই উভয়ের মধ্যে জড়ীয় ভেদজ্ঞান-রাহিত্য।

ভগবানের পুত্রত্ব ও পিতৃত্বের তারতম্য-বিচার

বৈষ্ণব-দর্শনে পূর্ণ ভগবত্তার নন্দ-নন্দনত্বের (Son-hood of God-head) বিচার নিখিল দার্শনিক-বিশ্বে সম্পূর্ণ অভিনব কথা। ভগবত্তা-বিষয়ে এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর

সুষ্ঠু বিচার অন্য কোন দর্শনে নাই। অন্যান্য দার্শনিক-জগৎ ভগবত্তার পিতৃত্ব (Father-hood of God-head) মাত্র বুঝিতে পারেন, কিন্তু ভগবত্তার পুত্রত্বের (Son-hood of God-head) চমৎকারিতা—যাহাতে ভগবৎপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত, সেরূপ বিচার অন্য কোন দার্শনিকগণেরই মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় নাই।

অধ্যাপক সাদার্স। ঈশ্বরের পিতৃত্বের বিচার অপেক্ষা সুন্দর বিচার আর কি হইতে পারে? ঈশ্বরকে 'পিতা' বলিয়া ডাকিতে একমাত্র যীশুই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। ঈশ্বরের এই অভিনব প্রাণারাম আখ্যার ভিতর দিয়া ধর্মের বহুমূল্য সত্য প্রকাশিত রহিয়াছে। পরমপিতা পরমেশ্বরের সহিত মানবের এই প্রেম-সম্বন্ধ খৃষ্টীয় ধর্মের এক মৌলিক সত্য। ঈশ্বরে পিতৃত্বের আরোপ খৃষ্টীয়-ধর্মের একটি বিশেষ লক্ষণ। ঈশ্বরকে 'পরমপিতা পরমেশ্বর' বলিয়া ডাকিতে হৃদয়ে যে প্রেমের উৎপত্তি হয়, তাহা অপেক্ষা সুন্দরভাব ধর্মজগতে আর কিছুই হইতে পারে না। পরম-পিতা পরমেশ্বরই সমস্ত জঙ্গমকে জীবন প্রদান করেন। এমন দয়াময় ভগবানকে 'পিতা' বলিয়া ডাকিতে হৃদয়ে যে সুখ ও প্রেমের উদয় হয়, তাহা আর অন্য কোন ডাকে হইতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদ। ঈশ্বরের পিতৃত্ববাদ খৃষ্টধর্মের একটা প্রধান লক্ষণ, একথা সত্য। খৃষ্টধর্ম কেন, এই ভারতীয় ধর্মের বিভিন্ন মতবাদেও ভগবানের পিতৃত্ব মাতৃত্বের বিচার রহিয়াছে। কিন্তু এতটুকু সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত বিচার করিলে দেখা যায়, ঈশ্বরে পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের আরোপ আরোহবাদমূলেই স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ এই জগৎ হইতে বা জগৎ সম্পর্কে ঈশ্বর স্বীকার করিতে গিয়া কৃতজ্ঞতামূলে, অথবা ঈশ্বর হইতে জাগতিক কোন বস্তুর কামনামূলে ঈশ্বরে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের আরোপ হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন ধর্মেও যে প্রকৃতি-সম্বন্ধে ভগবান্‌কে দর্শন করিতে গিয়া তাঁহাকে 'সৃষ্টিকর্তা', 'জগৎপাতা', 'বিশ্বনিয়ন্তা', 'বিশ্বপালক', 'পরমাত্মা', 'পরমপিতা' প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হয় বা প্রকৃতির গুণের ব্যতিরেক-সম্বন্ধে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়, তাহাতে ভগবানের সহিত জীবের কৃতজ্ঞতা বা নিরপেক্ষভাব মাত্র রহিয়াছে। তজ্জন্য ঐ ধারণাকে মুখ্যাধিষ্ঠানের পরিবর্তে গৌণ বিগ্রহ বলা হয়; কিন্তু গৌণে সহজ অনুরাগ বা প্রীতি নাই। এই কথাটী একটুকু তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

বৈষ্ণবদর্শনে যে 'নারায়ণ', 'বাসুদেব', 'জনার্দ্দন', 'হৃষীকেশ' প্রভৃতি ভগবানের নাম আছে, তাহাতে প্রকৃতিসম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা ভগবানের ঐশ্বর্যভাবমূলক। ইহাতে একটী সম্ভ্রম-বুদ্ধি আছে। কিন্তু যেখানে এই সম্ভ্রমরূপ কোন বাধা নাই, বরং যে স্থলে পারমৈশ্বর্যের অনুসন্ধান হইলেও তাদৃশ সম্ভ্রমের অনুদয়বশতঃ স্বভাবে শৈথিল্য না হইয়া বরং স্থৈর্য্যই হয়, সেইরূপ পরম-প্রীতিময় মাধুর্য-জ্ঞান হইতেই ভগবানের পুত্রত্ব বিচার।

বসুদেব ও দেবকীকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"আমি তোমাদিগের নিকটে ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলাম—আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিবার জন্য; অন্যথা তোমরা আমাকে মনুষ্য বলিয়াই জ্ঞান করিতে।" অর্জুনকেও ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—"আমার ঐশ্বর্যরূপ দর্শন কর।" বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা (কৃষ্ণ-বলরাম) আমাদিগের পুত্র নও, কিন্তু প্রধান-পুরুষেশ্বর।" অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পূর্বে 'সখা' প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করায় তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন (গীঃ ১১।৪১), বলিয়াছিলেন,—"সখা বিবেচনা করিয়া আপনাকে 'হে কৃষ্ণ', 'হে যাদব, 'হে সখে' বলিয়া যে সকল সম্বোধন করিয়াছি, তাহা আপনার মহিমা না জানিয়া জড়জ্ঞানের সম্বন্ধে সংশ্লিষ্টবোধে প্রমাদবশতঃ করিয়াছি; অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।" এই উভয় প্রকার দৃষ্টান্তেই ভগবানের ঐশ্বর্যভাব সূচিত হইতেছে। কিন্তু মহারাজ নন্দ বা ব্রজদেবীগণের বিচার এরূপ ছিল না। নিখিল শাস্ত্র এবং নিখিল দেব, মানব, গন্ধর্ব, চারণ, শিব, ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছেন; সেইরূপ ভগবান্‌কেও তাঁহারা পুত্রবুদ্ধি ও কান্তবুদ্ধি করিতেন। নন্দ-যশোদা কৃষ্ণকে 'পরমপিতা', 'পরমেশ্বর' জ্ঞান করেন নাই, তাঁদের পক্ষে ঐরূপ জ্ঞান রসাভাস-দোষযুক্ত। যদি কোন মাতা বা পিতার পুত্র, কোন বন্ধুর সখা কিম্বা স্ত্রীর কান্ত পৃথিবীর সম্রাট্ হন, কিম্বা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি হন, তাহা হইলেও যেমন তাঁহার মাতা পিতা তাহাকে 'পুত্র' বলিয়াই সম্বোধন করেন—পুত্ররূপেই দর্শন করেন—পুত্রের পদযুগলের নিকটে দাঁড়াইয়া সাধারণ বহিরঙ্গ লোকের ন্যায় ভীত, সন্ত্রস্তচিত্তে সম্ভ্রমে কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রার্থনা বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন না, কিম্বা সখা নিঃসঙ্কোচে তাঁহার ঐশ্বর্যশালী প্রিয়তম সখার সহিত হাস্যরস বিবিধ নর্মক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হন না। কান্তাগণও সর্বাঙ্গে কান্তের সেবা ব্যতীত বহিরঙ্গ লোকের ন্যায় কৃতজ্ঞতামাত্র স্বীকার করিয়া দূরে থাকেন না, বরং পুত্রের, সখার বা কান্তের পৃথিবীশ্বরত্ব হইলে মাতা-পিতা, সখা বা কান্তাগণের স্ব-স্ব রসের পুষ্টিই হইয়া থাকে। কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে তাঁহার সখা গোপবালকগণ ঐ কথা মাতা যশোদার নিকটে বলেন, যশোদা তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভর্ৎসনা করেন। পরমপিতা পরমেশ্বর আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন, এইরূপ বুদ্ধি থাকিলে যশোদা ভর্ৎসনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু ভগবানের প্রতি তাঁহার প্রীতি কেবল বহির্দ্দেশস্থ কৃতজ্ঞতারূপ ব্যাপার নহে। পরম-তত্ত্বকে এত আপনার প্রীতির জিনিষ করিয়া লইয়াছেন যে, সেই প্রীতি গাঢ়তা-হেতু তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে পারেন, প্রহার করিতে পারেন, সর্বপালকগণের একমাত্র পালককে নিজ পাল্যবুদ্ধি করিতে পারেন। প্রাকৃত দৃষ্টান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, মাতা-পিতার পুত্রের প্রতি ভর্ৎসনা শাসন প্রভৃতি পুত্রের প্রতি অত্যাসক্তিরই পরিচায়ক। কেবল কৃতজ্ঞতাবাদী বাহিরের লোক, ইহা বুঝিতে পারেন না। ভগবান্‌কে 'পরমপিতা', 'পরমেশ্বর', 'পরমাত্মা', 'সৃষ্টিকর্তা' প্রভৃতি আখ্যায়

অভিধানকারী, ঈশ্বরে কৃতজ্ঞতাবাদী সম্প্রদায়ও পরমেশ্বরের পুত্রত্ব-বিচারে কত গাঢ় আত্ম-প্রীতির নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন না। প্রাকৃত জগৎ অপ্রাকৃতেরই হেয় বিকৃত প্রতিফলন। অপ্রাকৃত জগতে যাহা পূর্ণরূপে, সর্বাঙ্গসুন্দররূপে নিত্যরূপে অনন্তকোটিগুণে বিরাজমান রহিয়াছেন, তাহারই অপূর্ণ, হেয়, খণ্ড প্রতিফলন এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে কথা বলিতেছিলাম, পুনরায় তাহার অনুসরণ করি। শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা ভর্ৎসনা করিলে কৃষ্ণ মাতার ভয়ে ভীতপ্রায় হইয়া নিজের নির্দ্দোষত্ব প্রমাণ করিবার জন্য মুখব্যাদান করিলেন, তখন যশোদার কৃষ্ণের প্রতি পুত্র-বুদ্ধি অপগত হইল না—তাঁহার ভগবৎপ্রীতির এমনই প্রগাঢ়তা। তিনি বিচার করিলেন,—"আমার পুত্রের বুঝি এরূপ কোন স্বাভাবিক অচিন্ত্য ঐশ্বর্য হইবে।"

অধ্যাপক সাদার্স—ইহা ত' আপনাদের ভাব-প্রবণতার কথা বলিলেন। আমাকে যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিন, কিরূপে ঈশ্বরের পিতৃত্ব-বিচার অপেক্ষা ঈশ্বরের পুত্রত্বের বিচার আরও সুন্দর এবং চমৎকার।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি বোধ হয়, একটুকু অন্যমনস্ক ছিলেন; কিম্বা আমার কথা ধরিতে পারেন নাই। আমি এতক্ষণ আপনাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারাই বুঝাইতেছিলাম। বৈষ্ণব-দর্শনে কোন প্রকার জড়পর-ভাব-প্রবণতা নাই; নশ্বর-জড়ভাবপ্রবণতা ভক্তি নহে, উহা মনোধর্ম। আমাদের বিচার—আত্মধর্মের বিচার। ভগবানে আত্মার যে স্বাভাবিক-প্রীতি, সেই প্রীতি পরম ঈশ্বরের পুত্রত্ব-বিচারে বা নন্দনন্দনত্বে কিরূপ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাই যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দেখিয়াই আপনি জড়ভাব-প্রবণতা মনে করিবেন না। বহু বহু যুক্তিদ্বারা আপনাকে দেখাইয়া দিব যে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব-বিচার কেবল কৃতজ্ঞতামূলক। যেহেতু ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন—যেহেতু তিনি আমাকে প্রকৃতির নানা সম্ভারদ্বারা পালন করিতেছেন, সেই হেতু তিনি পিতা এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত, ন্যূনাধিক এই প্রকার বিচার হইতেই ঈশ্বরে পিতৃত্ব আরোপ হইয়াছে।

অধ্যাপক সাদার্স—আমাদের যীশুখৃষ্ট ভগবান্‌কে ঠিক এরূপভাবে পিতা বলেন নাই। যীশু যে আপনাকে ভগবানের পুত্র বলিয়াছেন তাহা আর একটুকু স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ, আপনারা মহাত্মা যীশুর পুত্রত্ব সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন,—"The Son is the complete revelation of the Father whose nature he shares and of whose powers he is the sole heir, the only begotten son and he is in absolute dependance on the Father. 'I and my Father are one. My Father worketh hither-to and I work. The son can do nothing some what he seeth the Father do.' As none

he knows the Father. As God he can speak for God. As wholly dependant on the Father, and wholly obedient to His will, his message is true."

[পুত্র পিতার সম্পূর্ণ প্রকাশ। পুত্র পিতার স্বভাবের অংশের অধিকারী। পুত্র পিতার শক্তিসমূহের একমাত্র উত্তরাধিকারী—একমাত্র তদীয় (পিতার) স্বীয় বীর্যসম্ভূত এবং পিতার সম্পূর্ণ আশ্রিত। 'আমি এবং আমার পিতা—এক। আমার পিতা এতাবৎ ক্রিয়াশীল এবং আমি কার্য করি। পিতাকে যে কার্য করিতে প্রত্যক্ষ করেন, তাহা ব্যতীত অন্য কার্য করিবার শক্তি পুত্রের নাই।' পুত্র বলিয়াই তিনি পিতাকে জানেন। ঈশ্বর বলিয়াই তিনি ঈশ্বরের সহিত কথাবার্তা বলেন। তিনি পিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং সম্পূর্ণরূপে পিতার আজ্ঞা-পালনকারী বলিয়াই তাঁহার সংবাদ সত্য।]

মহাত্মা যীশু পরমপিতার স্বভাব, শক্তি ও গুণের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঈশ্বরের পুত্র—এই বিচারে পরমপিতার প্রতি পুত্রের কৃতজ্ঞতা-ভাবমূলক শ্রদ্ধার আদর্শ তিরোহিত হয় নাই। আমার মনে হয়, আপনারা পরমেশ্বরকে ঈশ্বর-পুত্র খৃষ্টের অনুসরণে পরমপিতা বলিয়াই বিচার করেন এবং তাঁহাকে নানাপ্রকার-কৃতজ্ঞতাসূচক প্রশংসাদ্বারা স্তবাদি করিয়া থাকেন। আমাদের গৌড়ীয়-দর্শনে ভগবানের প্রতি প্রীতি বা অনুরক্তির মূলে কৃতজ্ঞতা বা অন্য কোনরূপে হেতু নাই। যেখানে কোন প্রকার হেতু আছে, তাহাকে গৌড়ীয়-দর্শন অহৈতুকী প্রীতি বলেন না। ঈশ্বরে পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব আরোপ কোনও না কোন হেতুমূলক। যাঁহাকে আমরা 'মাতা' বা 'পিতা' বলিয়া পূজা করি, সেই পূজ্যবস্তুতে আমরা ঈশ্বর-বিমুখ হইয়া মাতৃকুক্ষিতে অবস্থানকালে সেবা করিতে পারি না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর অতি শিশুকালে বা বাল্যকালেও তাঁহাদিগকে পূজা করিতে পারি না। আমরাই তখন 'আলালের ঘরের দুলাল' হই এবং পিতামাতা আমাদের দাস-দাসী হ'ন। ইহাতে ভক্তিধর্ম থাকে না, তখন পূজা করিবার পরিবর্তে তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিয়া থাকি। এরূপ পূজ্য পিতামাতাকে ভৃত্যত্বে পরিণত করা কম দৌরাত্ম্যের কথা নহে। ইহা আমাদের বাসনার ফল। কাজেই মানব বা প্রাণী প্রথম হইতেই জনক-জননীর সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করে না। জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাতা-পিতাকে সেবা করিবার একটা চেষ্টা দেখাই বটে, কিন্তু অনেক সময়ই এই সেবা-চেষ্টা মাতাপিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত উপকারের প্রতিদানমূলা কৃতজ্ঞতা বা কর্তব্যবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত হয়। কখনও বা মাতাপিতার পরিশ্রমলব্ধ পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবার জন্য ঐরূপ সেবা-চেষ্টা দেখাই। সুতরাং এইরূপ মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব-বিচারের মূলে হৈতুকী কৃতজ্ঞতা বা বিধি-বাধ্যতাই রহিয়াছে, উহাতে অহৈতুকী প্রীতির কথার অভাব। যেহেতু মনিব কিছু পয়সা দেন, সেইজন্য বা তাহা পরিশোধ না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে—এইরূপ বিচারে যে মানবের

সেবা, তাহা বণিগ্‌বৃত্তির বিচারে প্রতিষ্ঠিত। ভয়, আশা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা কৃতজ্ঞতামূলে যে ঈশ্বর-ভজন বা ঈশ্বরে মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, ঈশ্বর পাতা, রক্ষাকর্তা, জগত্রাতা, স্নেহময়, দয়াময় প্রভৃতি বিচার, সে সকলই হেতুমূলক বলিয়া আত্মার সহজ অনুরাগমূলক ভজন হইতে বহু দূরে অবস্থিত।

জীব ও ঈশ্বরে একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। জীবের নির্মলাত্মায় রাগের উদয় হইলেই সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। ভয় ও কামনামূলক ঈশ্বর-ভজন নিতান্ত হেয়। কর্তব্য-বুদ্ধি হইতে বিধির সম্মান এবং অবিধির পরিত্যাগ-রূপ দুইটী বিচার উদ্ভূত হয়। কর্তব্য-বুদ্ধির বিচার হইতেই শাস্ত্রের শাসন ও বিধির আদর হইয়া থাকে। শাস্ত্রের শাসনে, পাপের ভয়ে, কর্তব্য-বুদ্ধিতে, কৃতজ্ঞতামূলে যে-সকল ঈশ্বর-ভজন কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে আত্মার স্বাভাবিক, নির্মল, অহৈতুক অনুরাগের কথা নাই। পরম-তত্ত্বের পুত্রত্বের বিচার বা নন্দ-নন্দনত্বের বিচার এরূপ কৃতজ্ঞতা-বিধি-বাধ্যতা বা ঐশ্বর্য-ভাবরূপ কোন হেতুমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে। গৌড়ীয়-দর্শন বলেন,—পরমতত্ত্ব মাতাপিতা মাত্র নহেন, পরমতত্ত্ব পুত্রত্বের বিচারে প্রতিষ্ঠিত। মাতা-পিতা পুত্রের সেবক। মাতা-পিতা ও পুত্র পরস্পর সাম্বন্ধিক শব্দ। 'মাতা ও পুত্র' শব্দোচ্চারণেই দেওয়া-লওয়া সম্বন্ধ (give and take relation) সূচিত হয়। পরমতত্ত্ব অপ্রাকৃত নন্দ-যশোদার নিত্য অপ্রাকৃত পুত্র। সেই নন্দনন্দনের নিত্য অপ্রাকৃত অনুরাগী সেবক-সম্প্রদায়ের সহজ অনুরাগমূলা সেবায় স্বাভাবিক লোভ-বিশিষ্ট হইলেই নন্দনন্দনের বা পরমতত্ত্বের পুত্রত্বের বিচার উপলব্ধির বিষয় হয়। অপ্রাকৃত মাতাপিতা নন্দনন্দনের নিত্য কামের পরিপূরণ করেন। এখানে ভগবানের কাম জীবের কাম নহে। এই নন্দনন্দন কোন প্রকার ঐতিহাসিক, আধ্যক্ষিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নহেন। তিনি অপ্রাকৃত-লীলা-পুরুষোত্তম—জীবের নির্মল বা অহৈতুক অনুরাগের দ্বারা নিত্য সেব্য। এ সকল কথা বিশেষভাবে জানাইবার জন্যই জগতে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন হইয়াছিল। সকল শাস্ত্র, সকল দর্শন, সকল ধর্ম, সকল নীতি, সকল দেশের প্রচারকবৃন্দ তাঁহার কথাই ন্যূনাধিক বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াও সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে পারেন নাই। তথাপি সেই অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শক্ত্যাবেশ অবতারগণ বিভিন্ন দেশে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে তত্তদ্দেশে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের অধিকার-উপযোগী অর্থাৎ তাঁহারা যতটুকু ধর্ম বা নীতিকে স্বধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন, সেইরূপ স্তরের বিচারই শুদ্ধভাবে প্রবর্তন করিয়া থাকেন। ভারতভূমিতে 'বর্ণাশ্রম'-ধর্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম সুষ্ঠু আচরিত হয় বলিয়াই পরমেশ্বর এই স্থানের অধিক যোগ্যতানুযায়ী ধর্ম-সংস্থাপন করিয়া থাকেন। সুতরাং যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যাবতীয় রমণীয় অবতারসমূহ ভারতভূমিতেই দৃষ্ট হন। আবার ভক্তি-বিজ্ঞানের পরম উন্নতিতে জীব যখন বর্ণাশ্রমাতীত কোন অহৈতুক-অনুরাগময় নির্মল ভজনের সর্বোত্তম-

কথা-গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেন, তখন পরম-তত্ত্বে ঔদার্যময়-অবতার-রূপে নন্দনন্দনের অর্থাৎ পরমতত্ত্বের পুত্রত্বের বিচার সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকটে আবিষ্কার করেন।

'জাতিবিচার'-সম্বন্ধে আলোচনা

অধ্যাপক সাদার্স। আপনারা জাতি-বিচার করেন কি? হিন্দু-অভিজাত-সম্প্রদায় যেরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করেন, আপনাদের মধ্যেও কি সেইরূপ বিচার আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। বৈষ্ণব-দর্শনের বিচার ভগবৎসেবানুকূল হওয়ায় সেই-বিচার-ব্যঞ্জক পরিভাষাগুলিও সাধারণ নীতিবাদী বা কুনীতিবাদী সম্প্রদায় হইতে পৃথক্। পূর্বেই শুনিয়াছেন যে, বৈষ্ণবগণ নিরীশ্বর-নীতিকে আদর করেন না, সেশ্বর নীতিমূলক বিচারেও যে ভগবদুপাসনার গৌণত্ব রহিয়াছে, তাহাকেও অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন,—ভগবৎ-সেবা ভগবৎ-প্রীতিই মুখ্য ব্যাপার। সেই মুখ্য ব্যাপারের আনুকূল্যকারী এবং অনুগত সকল ব্যাপার। মানুষের স্বভাব এবং অবস্থানরূপ দুইটী ব্যাপার যখন মুখ্য ভগবৎসেবারূপ ব্যাপারের আনুকূল্য করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন **দৈববর্ণাশ্রমরূপে** একটী সামাজিক সুশৃঙ্খল-বিধান প্রকাশিত হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ পূর্ণভাবে প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ বিধান স্বীকার না করিলে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত নানাপ্রকার উৎপাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই বর্ণধর্ম মানুষের স্বভাব ও রুচিগত। **স্বভাবানুসারে বর্ণ-নির্ণয়ই বিজ্ঞান-সম্মত** এবং আমাদের সুপ্রাচীন অভিজ্ঞ ঋষিগণের দ্বারা আচরিত ও প্রচারিত স্বভাবগত বিচার গ্রহণ না করিয়া কেবল শৌক্রগত বিচার গ্রহণ করিলে বিজ্ঞানের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম ভঙ্গ করার দরুণ ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত উৎপাতের উৎপত্তি হয়। এই বর্ণবিধান ভারতবর্ষে এককালে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর ছিল বলিয়াই আজও ভারতবাসী অতীতের গৌরব-ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া থাকিবার স্পর্ধা করিতেছে। ইউরোপের জাতিদিগের বর্তমান সমাজ-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, ঐ সমাজে যতটুকু সৌন্দর্য আছে, তাহাও স্বভাব-জনিত বর্ণ-ধর্মকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আমরা ইউরোপের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই,— যে ব্যক্তির ক্ষাত্র-স্বভাব, তিনি সৈনিক বিভাগে যোগদান করেন। যে ব্যক্তির বৈশ্য-স্বভাব, তিনি বাণিজ্যের বিবিধ উন্নতি-সাধনে যত্ন করেন। যাঁহাদের শূদ্র-স্বভাব প্রবল, তাঁহারা অপরের কর্মাদি করিয়া থাকেন। যে-রূপেই হউক, স্বভাবগত বর্ণধর্ম ন্যূনাধিক অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলিতে পারে না। ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যেও বিবাহাদি-ক্রিয়া ও বিভিন্ন ভোজাদিতে উচ্চ-নীচ অবস্থা ও স্বভাবের বিচার করা হয়। ইউরোপীয় জাতিসমূহের সমাজের মধ্যে বর্ণধর্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত দেখা

গেলেও তাহা এখনও বৈজ্ঞানিকভাবে সম্পূর্ণ আকার ধারণ করে নাই। সভ্যতা ও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণধর্ম সম্পূর্ণ হইতে থাকে। বর্ণবিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই ইউরোপে—শুধু ইউরোপে কেন, ভারতবর্ষ ব্যতীত সকল দেশেই সমাজের চালক হইয়া আছে। ভারতবর্ষে এই বর্ণধর্মগত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল স্বভাব-বর্ণ-বিচারে। ভারতের মহান্ ইতিহাস 'মহাভারত' ইহার সহস্র সহস্র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতবর্ষে এইরূপ বর্ণধর্ম এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই সর্বজাতি ভারতবাসীদিগকে গুরু বলিয়া পূজা করিয়াছেন। ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের লোকগণও ভারতবাসীর নিকটে অবনত মস্তকে সর্ববিধ উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাই,—পূর্বে একটীমাত্র বর্ণ ছিল; ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তির তারতম্যানুসারে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতির তারতম্যমূলক বৈজ্ঞানিক বিভাগ হইয়াছে। ভগবৎসেবা হইতে যিনি যত বিচ্যুত—ভগবৎ-সেবোন্মুখতার পরিমাণ যাঁহার রুচি বা স্বভাবে যতটা কম, আর ভগবৎসেবোন্মুখতার পরিমাণ যাঁহার যতটা উন্নত, তিনি আচার্যের দ্বারা সেই পরিমাণ নিম্ন ও উচ্চ বর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যাঁহারা ভগবানের ঐকান্তিক সেবাবুদ্ধি-যোগে সংলগ্ন ছিলেন, সেই সকল সর্বোত্তম-বুদ্ধিশালী সম্প্রদায়ই ব্রাহ্মণ। তাঁহারাই বিরাট্ সমাজদেহের মস্তকস্বরূপ। এই মস্তকের নিয়ামকত্বে হস্ত, উরু, পদ—সকলই চালিত হইত। দেখুন, এই মস্তকই আমাদের সর্বোন্নত ভাগে অবস্থিত এবং আমাদের সর্বেন্দ্রিয়ের চালক। অধিক কি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের একত্র সমাবেশ এই মানবমুণ্ডে। ইহাতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার সকলগুলিই সমাবিষ্ট রহিয়াছে। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ বিকল হইলে বরং অন্য কোন উপায়ে কাজ চলিতে পারে; কোন একটী হস্ত বিচ্ছিন্ন হইলে কৃত্রিম হস্ত সংলগ্ন করিয়াও অনেক সময় কাজ চলে, কিন্তু মস্তিষ্ক বিকল বা ছিন্ন হইলে হস্ত-পদাদি কেহই কাজ করিতে পারে না, সুতরাং সমাজ-পুরুষের যে সর্বোন্নত-ভাগ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালক, তাহাই ব্রাহ্মণত্বের নির্দেশক। এইজন্য ব্রাহ্মণগণের নিত্যারাধ্য গায়ত্রী-মন্ত্রে ভগবৎসেবাবুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত হইবার প্রার্থনা আছে। ব্রাহ্মণগণের ঐকান্তিকী ভগবৎসেবাবুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন ইতর বুদ্ধি নাই। যিনি যে পরিমাণে ঐকান্তিক-সেবাবুদ্ধিযোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্য বাসনাদ্বারা চালিত হইলেন, তিনি তত্তৎপরিমাণে ক্রমানুসারে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি নিম্নবর্ণে পতিত হইতে থাকিলেন। ব্রাহ্মণগণই মস্তিষ্ক ও মুখ। মস্তিষ্কের কার্য—ভগবদ্‌বুদ্ধিদ্বারা সকলকে নিয়মিত করা, মুখের কার্য—ভগবৎ-কথা প্রচার করা। এই ব্রাহ্মণগণই সকল বস্তুর মালিক; কেন না, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী বা ভগবৎসেবক। তাঁহারা কোন বস্তু আত্মসাৎ করেন না, সকল বস্তুকেই ভগবৎসাৎ করিয়া থাকেন। এই জন্য সমাজের সকলেই তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদিগকে 'গুরু' পদে বরণ করেন। যাঁহারা এইরূপ ব্রাহ্মণকে স্বীকার না করিয়া তাঁহাকে বিদ্বেষ

করেন, তাঁহারা সর্বমঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যা'ন। এই মস্তিষ্ক ও মুখের পর বাহুর বিচারে—ক্ষত্রিয়, উরুর বিচারে—বৈশ্য এবং কদর্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্তত্ব-হেতু পদদেশের বিচারে—শূদ্র; আর যাহাদের জীবন সম্পূর্ণ অনিয়মিত, সেইরূপ ব্যক্তিগণ চতুর্বর্ণবহির্ভূত অন্ত্যজ বলিয়া খ্যাত। বৈষ্ণবদর্শনে দৈববর্ণাশ্রম-ধর্মের বিচার আছে, উহারই বিকৃতভাব প্রচলিত-সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। **মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে বর্ণাশ্রমের বিচার ও বর্ণাশ্রমাতীত ভগবদ্ভজনের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কাহাকেও ঘৃণা বা অবজ্ঞা করিবার কথা নাই। প্রত্যেক জীবকে ভগবানের সম্বন্ধে সম্মান দিবার উপদেশই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় রহিয়াছে।** বর্তমান সমাজান্দোলনকারিগণের মধ্যে যে রূপ নীচ জাতিকে সামান্যভাবে উন্নত করিবার কথা অথবা গীতাশাস্ত্রে সমদর্শনের কথা আলোচিত হইয়াছে, মহাপ্রভুর বিচার তদপেক্ষাও কোটিগুণে উন্নত। প্রাকৃতনীতিবাদিগণের নীচজাতিকে সামান্যভাবে উন্নত করার বিধান—হেতুমূলক; উহাতে নানাপ্রকার অবান্তর উদ্দেশ্য রহিয়াছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, স্ব-স্ব-স্বার্থপোষণের উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের উদ্দেশ্য প্রভৃতি অবান্তর হেতু হইতে যে নীচজাতিকে উন্নত করিবার প্রয়াস, তাহা অত্যন্ত প্রাকৃত ও কপটতাব্যঞ্জক। শ্রীগীতার উপদিষ্ট সর্বভূতে আত্মদর্শনে সমদর্শন—তদপেক্ষা বহুগুণে উন্নত ও প্রাকৃতমলরহিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার কেবল প্রাকৃত-নিষেধক নিরপেক্ষ বিচারমাত্র নহে, পরন্তু বাস্তব অপ্রাকৃত পক্ষীয় বিচার। শ্রীচৈতন্যদেব সকল জীবকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া সর্বোন্নত পদবীতে স্থাপন করিতে চাহেন—তিনি কাককে গরুড় করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম কেবল বাঙ্গালার জন্য নহে, পৃথিবীর সকল দেশ, সকল গ্রাম, সকল জীবের জন্য তাঁহার সার্বভৌম ধর্ম। তিনি বলিয়াছেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।"

তাঁহার সার্বজনীন প্রেমধর্ম পশু, পক্ষী, তৃণ, গুল্ম, লতা, হিংস্র-ব্যাঘ্রাদিতেও সঞ্চারিত হইয়া তাহাদিগের বাহ্য পরিচয় হইতে স্বরূপের পরিচয়ে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম—আত্মার ধর্ম; দেহ ও মনের সামাজিক, নৈতিক কিম্বা সাধারণ 'প্রভু-দাস' সম্বন্ধ-সম্বলিত ঐশ্বর্যগত দাস্য-ভক্তি মাত্র নহে। তাঁহার প্রচারিত ধর্মে জীবমাত্রের অধিকার আছে। কারণ তাহা জীবমাত্রের নিজস্ব সম্পত্তি। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম—জীবাত্মার সহজ স্বভাবের আবিষ্কারক, উহা ভগবানের প্রতি পরিপূর্ণ-প্রীতির মধ্যে প্রকাশিত। তাঁহার প্রচারিত প্রেমের বার্তা কৃতজ্ঞতামূলক তথাকথিত প্রেমের উপদেশ মাত্র নহে। তাঁহার বিচারে কৃষ্ণ, Absolute Personality, Spiritual Despot (একমাত্র নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ পুরুষ), তাঁহার পূর্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই—প্রেমধর্ম। জীব সেই নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়ের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন হইবেন। যাঁহারা সেই অখিলরসামৃতমূর্তির নিত্য ইন্দ্রিয়তর্পণসেবায়

অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের আনুগত্যে সেই নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়ের সেবাই জীবের সাধ্য ও সাধন। বিশ্বদর্শন হইতে বৈষ্ণবদর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, বৈষ্ণবদর্শনে সাধ্য ও সাধনে ভেদ নাই। সাধনই নির্মল ও পরিপক্কাবস্থায় সাধ্যরূপে প্রকাশিত। গৌড়ীয়দর্শনে ভগবানের মাধুর্যময় নামের কীর্তনই সাধ্য এবং সাধন। এই ভগবন্নাম-বিচার, গৌড়ীয়দর্শনের একটী সর্বপ্রথম কথা।

নামসাধন-সম্বন্ধে আলোচনা

অধ্যাপক সাদার্স। নাম-সাধন-সম্বন্ধে আপনি আমাকে কিছু বলুন। যাহার যাহা অভিরুচি, সেইরূপ নামে ভগবান্‌কে ডাকিলেই ত' তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করেন। আমাদের সুসমাচারে আছে;—

And this is His commandment, that we should believe on the name of His son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment'—। John A ; 23.

শ্রীল প্রভুপাদ। মানুষের কল্পিত বা মানুষের ভোগোন্মুখ রুচির অনুরূপ নামের দ্বারা ভগবদ্বস্তু লক্ষিত হইবেন না। 'ছাতা' 'ছাতা' বলিয়া ডাকিলে ভগবানের সাড়া পাওয়া যাইবে না। স্বেচ্ছাময় ভগবান্ স্বয়ং যে নামে আহূত হইতে ইচ্ছা করেন—তাঁহার নিজস্ব যে নাম, সেই নামেই তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। কিন্তু অন্যমনস্ক হইয়া ভগবানের নিজস্ব নামে (?) ডাকিবার অভিনয় করিলেও ভগবানের সাড়া পাওয়া যাইবে না। ভগবানের নামটী ইট, পাথর, কাঠ, ছাতা, লাঠি, মানবের সখের জিনিস কিম্বা প্রকৃতির অন্তর্গত কোন পরিভাষা বা আভিধানিক শব্দ নহে। আপনাদের সুসমাচারে আছে—

For there are three that bear record in heaven, The Father, the word, and the Holy ghost; and these three are one (I John 5:7) But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the Gospel is preached unto you.

ভগবন্নাম ভগবদ্‌রাজ্য হইতে কৃপাপূর্বক জগতে অবতীর্ণ হন। এই জগতে ভগবানের কথা শ্রীঅর্চাবতার, শ্রীনামাবতার এবং নামভজনকারী গুরুদেবাবতার বহন করেন। ইঁহারা তিন জনই অভিন্ন। শ্রীঅর্চাবতার ও শ্রীনামাবতার—বিষয়জাতীয় ভগবান্। আর গুরুদেবাবতার আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব বা আচার্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা বিষয়তত্ত্ব বা আমাদের কারণচেতনের সন্ধান পাই। ভগবন্নাম ও ভগবানে কোন

ভেদ নাই, কিন্তু জড়ের নামে ও জড়ের বস্তুতে ভেদ আছে। যেমন 'আমেরিকা'-শব্দ হইতে আমেরিকা-মহাদেশটী পৃথক্। 'আমেরিকা'-শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে উচ্চারণকারী তাঁহার জিহ্বার মধ্যে আমেরিকা-নামক মহাদেশটী প্রাপ্ত হন না। কেন না সেখানে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ আছে। কিন্তু ভগবন্নামে 'শব্দ' ও 'শব্দীতে ভেদ নাই। শব্দই—শব্দী, শব্দীই—শব্দ। শব্দই একমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর অভিজ্ঞান প্রদান করিতে পারে। যিনি আমেরিকা যান নাই, তিনি ভারতবর্ষে বসিয়া চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা বা ত্বক্ কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই আমেরিকার অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। যদি সেই ব্যক্তি আমেরিকাবাসী আপনার নিকট আমেরিকার বর্ণনা শ্রবণ করেন, অথবা আমেরিকার প্রত্যক্ষদর্শী বা অধিবাসী আপনার বিরচিত কোন গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহা হইলে একমাত্র তাহাতেই তাঁহার আমেরিকা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান হইতে পারে। পুস্তক পড়িয়া তিনি যে অভিজ্ঞান লাভ করেন, তাহাও শব্দেরই অভিজ্ঞান। পুস্তকে লিখিত অক্ষরগুলি শব্দেরই প্রতিমূর্ত্তি। Scriptures সেই ভগবদ্‌রাজ্যের ও ভগবানের অর্চাবতারস্বরূপ—And this is the word which by the Gospel is preached unto you. একসময়ে আমেরিকান কোন কৃষক তাঁহার একটী নিরক্ষর ক্রীতদাসকে সঙ্গে লইয়া মাঠে হল কর্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। কর্ষণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি ভুলক্রমে তাঁহার লাঙ্গলের একটী অংশ গৃহে ফেলিয়া আসিয়াছেন। কৃষক তাঁহার কৃতদাসকে বলিলেন—"তোমাকে এক খণ্ড কাগজ লিখিয়া দিতেছি, এই কাগজখণ্ড গৃহকর্ত্রীকে দেখাইলেই তিনি লাঙ্গলের প্রয়োজনীয় অংশটী তোমার হস্তে প্রদান করিবেন।" এই কথা শুনিয়া নিরক্ষর ক্রীতদাস অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল। ক্রীতদাস বলিল,—"প্রভো, একটী বাস্তবপদার্থ কতগুলি সঙ্কেতের সাহায্যে কিরূপেই বা পাওয়া যাইবে? আপনি যে জিনিষটী চাহিতেছেন, সেইটী লৌহনির্ম্মিত একটী কঠিন জিনিষ, আর এই কাগজখণ্ডে কেবল কতকগুলি দাগ মাত্র রহিয়াছে।" কৃষক তখন তাঁহার নিরক্ষর ক্রীতদাসটিকে অক্ষরের সার্থকতা বুঝাইয়া দিলেন। ঐ ক্রীতদাসেরই মত অজ্ঞতাক্রমে আমরা ভগবদ্-রাজ্যের শব্দকে অবাস্তব কাল্পনিক কিছু মনে করিয়া অপ্রাকৃত শব্দের প্রতি সন্দিহান হইয়া পড়ি। জড়ের শব্দ বা মানুষের কল্পিত শব্দের দ্বারা ভগবদ্‌বস্তু উদ্দিষ্ট হইবেন না। যদি ঐ কৃষক কতকগুলি অর্থহীন হিজিবিজি লিখিয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার ঈপ্সিত-বস্তু লাভ করিতে পারিতেন না। হিজিবিজি লেখা ও অর্থযুক্ত লেখা নিরক্ষর ক্রীতদাসের নিকটে একপ্রকার মনে হইলেও উভয়ের ভেদ আছে। একটীর দ্বারা ঈপ্সিত বস্তু লাভ হয়, আর একটীর দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট হয়।

অজ্ঞ যাহারা—মায়ার ক্রীতদাস যাহারা, তাহাদের নিকট ভগবানের নাম অন্যান্য শব্দের মত মনে হইলেও ভগবন্নামই প্রকৃত অর্থযুক্ত; অন্যান্য শব্দ জাগতিক ভোগ-

রাজ্যের কার্যের সাধক হইলেও তাহা প্রকৃত-অর্থসমন্বিত নহে। ভগবদ্‌রাজ্যের শব্দেই প্রকৃত অর্থ পরিপূর্ণ ভাবে অন্বিত রহিয়াছে এবং তাহাই ঈপ্সিত ফল বা পরম প্রয়োজন-প্রদানে সমর্থ। আপনারা যে পাপনিবারণের জন্য ভগবানের নাম গ্রহণের কথা বলিয়াছেন, সেরূপ অনন্ত কোটী পাপ উহাদের মূলের সহিত উৎপাটিত হইতে পারে ভগবন্নামের আভাসমাত্রে। গৌড়ীয়দর্শন পাপ-পুণ্যের বিচারকে—স্বর্গ-নরকের বিচারকে বেশী বুদ্ধিমত্তার বিচার বলেন না। অত্যন্ত ভোগী বা পাপিগণই পুণ্যকে প্রয়োজন মনে করে, নরকযাত্রিগণ স্বর্গকে ঈপ্সিত বস্তু জ্ঞান করে, কিন্তু যাঁহাদের ভগবানে যথার্থ প্রেম আছে, তাঁহারা ঐ পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরককে সমান দর্শন করিয়া অর্থাৎ উভয়কেই তুচ্ছ করিয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য ব্যস্ত হন। গৌড়ীয় দার্শনিকগণের বিচার এইরূপ নহে যে, তাঁহারা মৃত্যুর পরে ইহকালের স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধবের সহিত পুনরায় এই জগতের ন্যায় সম্মিলিত হইবেন এবং সেখানে পুনরায় পরিজন-পরিবেষ্টিত হইয়া সামাজিক প্রীতিতে বাস করিবেন। এইরূপ মায়িক কোন চিন্তাস্রোত তাঁহাদের নাই। ভগবান্ তাঁহার নিয়ম্য ও ভোগোপকরণ জীবকে যেখানে রাখিয়া—যেরূপভাবে বিচ্ছিন্ন বা সংলগ্ন করিয়া সুখ পান, জীবের সেবাগ্রহণ করেন, জীবের তাহাই কাম্য হইলে ভগবৎ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়; ইহাই গৌড়ীয় দার্শনিকের বিচার। কোন গৌড়ীয় দার্শনিক পাপনিবারণ, পুণ্যসংগ্রহ কিম্বা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অথবা জগতের দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অশান্তি, রাষ্ট্রবিপ্লব, রোগনিবারণ, ধনকামনা, স্বরাজ্য-প্রাপ্তি প্রভৃতি ভোগের বস্তুর জন্য ভগবন্নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন না। ভগবন্নাম যখন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর তখন সেই পরমেশ্বরের দ্বারা নিজের কোন প্রকার ভোগের কার্য করাইতে চাহিলে ভগবান্‌কে—পরম পূজ্য বস্তুকে ভৃত্যরূপে পরিগণিত করা হইল। ভগবানের সেবার জন্য ভগবান্‌কে না ডাকিলে উহাকে বৃথা নাম বলা হয়। মহাত্মা যীশু আদেশ করিয়াছেন—"Don't take God's Name invain" (বৃথা ভগবানের নাম লইও না)। ইহাদ্বারা যে অনুক্ষণ ভগবানের নাম লইতে হইবে না—শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে সকল সময়ে সর্বস্থানে সকলেরই ভগবানের নাম লইতে হইবে না, তাহা উদ্দিষ্ট হয় নাই; কারণ ভগবানের সেবার জন্য ভগবান্‌কে ডাকা বৃথা নহে, তাহাই একমাত্র কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্যবিশিষ্ট না হইয়া অন্য উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নিজের কোন কামনা পরিপূরণের জন্য ভগবান্‌কে ডাকার অভিনয়ই বৃথা কার্য। ভগবানের নাম কখনও বৃথা অর্থাৎ নিজের ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কামনায় গ্রহণ করিতে হইবে না, কিন্তু অনুক্ষণ ভগবানের সেবার জন্যই ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে। বৈষ্ণবদর্শনে বলা হইয়াছে—ভগবন্নাম স্বয়ং নামী ও চৈতন্য-রসবিগ্রহ। প্রেমযোগে নিরন্তর নামকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎসেবা।

জগদ্‌গুরুবাদ ও মহান্তগুরুবাদ

অধ্যাপক সাদার্স। উপদেশক-সম্বন্ধে আপনাদের মত কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। আমরা জগদ্‌গুরু ও মহান্তগুরু উভয়কেই স্বীকার করি। কেবল জগদ্‌গুরুবাদ স্বীকার করিলে তাহাতে অনেক প্রকার অনর্থ উপস্থিত হয়। মহাত্মা যীশুকে যদি জগদ্‌গুরু স্বীকার করিয়া বর্তমানে কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহেন এবং মহান্তগুরুর অনাবশ্যকতা বিচার করেন, তাহা হইলে তিনি খৃষ্টের বিচার কতটা ঠিকভাবে অনুসরণ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। মহান্তগুরুপারম্পর্যই ভগবান্ বা জগদ্‌গুরু আচার্যগণের বার্তা পরমকৃপাপূর্বক আমার নিকটে পৌঁছাইয়া দেন। হিমালয় হইতে যে মূলজলধারা নির্গত হইয়াছে, তাহা যেমন বহুদূরে এই নবদ্বীপের তটে উপবিষ্ট আমার নিকটে গঙ্গার খাদ আনয়ন করিয়া দিতেছে এবং আমি এতদূরে বসিয়াও হিমালয়ের জলধারা স্পর্শ করিতে পারিতেছি, সেইরূপ মহান্তগুরু ভগবৎ-পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃতা শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীধারা আমার নিকট পর্যন্ত আনয়নপূর্বক আমার হস্তে ও শিরে প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি এইরূপ গঙ্গার খাদ না থাকিত, তাহা হইলে আমার মত সাধারণ লোক—বলহীন অর্থহীন লোক হিমালয়ে আরোহণ করিয়া সেই জলধারা স্পর্শ করিতে পারিত না, আর হিমালয়ের সহিত সেইরূপ স্রোত-সম্মেলন ছিন্ন হইয়া পড়িলে অনেক সময় দূষিত জলধারাকেও 'হিমালয়ের পবিত্র জলধারা' বলিয়া বরণ করিবার বিপদে পতিত হইত। মহাত্মা যীশু প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে যে সকল কথা প্রচার করিয়াছেন তাহা যদি গুরুপারম্পর্যের মধ্য দিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট প্রবাহিত না হইয়া আসে, কেবল তাহা পুস্তক ও উপদেশের মধ্য হইতে খুঁজিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে হয় ত' মহাত্মা যীশুর প্রচারিত সত্যের বিকৃতিকেই, এমন কি, তাঁহার বিরুদ্ধবাদকেই তাঁহার মত বলিয়া গ্রহণ করিবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে। মহান্তগুরু—জগদ্‌গুরু। তিনি জগদ্‌গুরুরই প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি জগদ্‌গুরুরই কথা গুরুপারম্পর্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকটে পরম কৃপাপূর্বক পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। তিনি কোন প্রকার বঞ্চক নহেন—আমার তোষামোদকারী নহেন—আমার নিকট হইতে কোন জাগতিক বস্তুর প্রার্থী নহেন। তিনি নিরপেক্ষ-সত্যের বার্তাবহনকারী।

অধ্যাপক সাদার্স। বিভিন্ন বিষয়ে আমার প্রশ্নসমূহের দার্শনিক-বিচারপূর্ণ সদুত্তর লাভ করিয়া পরম তৃপ্ত হইলাম। যে সকল নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমার ডায়েরীতে নোট করিয়া লইয়াছি। আমি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কতিপয় শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিব। সুদূর আমেরিকা হইতে আমার ভারতে আগমন সার্থক হইয়াছে। বৈষ্ণবদর্শনে এই প্রকার চমৎকার বিচার আছে, তাহা পূর্বে স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারি

নাই। আপনার নিকট না আসিলে হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে আমার ভুল ধারণাগুলি অপনোদিত হইত না। আজ (১৬-১-১৯২৯) বেলা ১১ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্যন্ত পূর্ণ ৫ ঘন্টাকাল আপনার ন্যায় একজন অলৌকিক-প্রতিভা-সম্পন্ন মহাপুরুষের নিকটে উচ্চদার্শনিক তথ্য ও বিচারপূর্ণ অবদানপ্রাপ্ত হইয়া পরম লাভবান্ হইলাম। আমি অধ্যাপন-ব্যপদেশে বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। কিন্তু এরূপ উচ্চ দার্শনিকতত্ত্ব কোন গ্রন্থে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই অবদানের জন্য আপনাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ জানাইতেছি। মিঃ কেনেডি তাঁহার গ্রন্থে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এখন বুঝিতেছি, তাহা ভ্রমপূর্ণ। আপনাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীধাম মায়াপুরে অধ্যাপক সাদার্স

ঐ দিন কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিয়া বিদ্যোৎসাহী অধ্যাপক সাদার্স তাহার পর দিন (১৭-১-১৯২৯) প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত কতিপয় সৌম্যমূর্তি বৈষ্ণবসহ গৌড়ীয়গণের পরম উপাস্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরহরির আবির্ভাব-ধাম শ্রীমায়াপুর-দর্শনে আসিয়াছিলেন। তখন খেয়াঘাট হইতে আসিতে পাকা রাস্তা ত' ছিলই না, কাঁচা রাস্তাও প্রশস্ত ছিল না। কৃষ্ণনগর হইতে ট্রেনে মহেশগঞ্জ এবং তথা হইতে সরস্বতীর (খড়িয়ার) খেয়া-পারান্তে তাঁহাকে মহিষ-যানে শ্রীচৈতন্যমঠে আনয়ন করা হয়।

অধ্যাপক সাদার্স তাঁহার জুতা, টুপী প্রভৃতি রাখিয়া সশ্রদ্ধনয়নে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর বিগ্রহ এবং সাত্বত আচার্য চতুষ্টয়ের শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। কারণ ইতঃপূর্বে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে যেসকল কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সাধারণ তথাকথিত হিন্দু-সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রতীক-পূজা ও শুদ্ধ সনাতন-ধর্মাবলম্বী শ্রৌতপন্থী বৈষ্ণবগণের, নিত্য ভগবদর্চাবতারের পূজা এক নহে। তাই তিনি শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, সম্মান এবং শ্রীমন্দিরের চতুর্দিক্ শ্রদ্ধাভরে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের জনৈক সেবক শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে তৎকালে অধ্যাপক সাদার্সের নিকটে সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের আচার্য-চতুষ্টয়ের জীবনী ও তাঁহাদের দার্শনিক মত এবং শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্বচিৎসমন্বয়কারী অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছিলেন। অতঃপর নাট্যমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রজলীলাভিনয়ের কথা বলা হয়। তৎপরে তাঁহাকে শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীশ্রীবাসাঙ্গন ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবালয় শ্রীযোগপীঠ দর্শন করানো হয়। শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"এই স্থান আমার নিকটে জেরুজালেমের ন্যায়ই পবিত্র।" শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-ব্যপদেশে

সহস্র সহস্র যাত্রীর শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন, সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রাসহ ১৬-ক্রোশ নবদ্বীপের স্থানসমূহ দর্শন এবং মহোল্লাসে শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরহরির জন্মযাত্রা ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব অবগত হইয়া অধ্যাপক সাদার্স পরম প্রীত হন। অতঃপর তাঁহাকে বল্লালদীঘি, বল্লালঢিপি ও ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধি দর্শন করাইয়া ঐসকল স্থানের ইতিবৃত্ত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক কাজী উদ্ধার-লীলা তাঁহার নিকটে বর্ণন করা হইয়াছিল। কাজী উদ্ধার-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া অধ্যাপক সাদার্স বলিয়াছিলেন—"আমি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, ভারতবর্ষে নৈষ্ঠিক (orthodox) বৈষ্ণবগণের ধর্মের মধ্যে বিধর্মকুলোদ্ভুত ব্যক্তিগণও প্রবেশ করিবার অবসর পান। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম বাস্তবিকই পরমোদার ও সার্বজনীন।"

অধ্যাপক সাদার্স আরও বলিলেন,—"আমি তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্র ও বিশ্বধর্মের ইতিহাসের অধ্যাপকসূত্রে ভারতের যে সকল ধর্মমত অধ্যয়ন, আলোচনা ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তন্মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্মই আমার নিকটে সর্বাপেক্ষা সুবৈজ্ঞানিক ও সুদার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং উদার ও সার্বজনীন বলিয়া মনে হইল।"

কথা প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশে বিজলীখাঁ-প্রমুখ কতিপয় পাঠানও যে মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত ও সন্ন্যাসাশ্রম-স্বীকারকারী মহাপ্রভু যে মুসলমানকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে নামাচার্যপদে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত শ্রীল অদ্বৈত আচার্য যে ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও বলা হইল। তাহাতে অধ্যাপক সাদার্স খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, খৃষ্টধর্মাবলম্বী কতিপয় মনীষী শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য পাইয়া বৈষ্ণব-সদ্‌বেষে ভূষিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের সম্মুখস্থ আম্রকানন দর্শন করিয়া অধ্যাপক সাদার্স বলিলেন,—"আমাদের 'ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এইরূপ উদ্যানের মধ্যেই তাহাদের পাঠ অধ্যয়ন ও নানাপ্রকার গবেষণাদি করিয়া থাকে।" অধ্যাপক সাদার্সের এই কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে আমাদের দেশে প্রাচীন ঋষিকুলের অধ্যাপন-পদ্ধতি ও ভারতের সুপ্রাচীন শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় বর্ণন করা হইল। হরিকথা-প্রসঙ্গে শরণাগতির কথা শুনিতে পাইয়া তিনি 'Old Testament' (প্রাচীন সুসমাচার) হইতে হিব্রুভাষায় রচিত কতকগুলি বাক্য আবৃত্তি করিয়া খৃষ্টীয় ধর্মের শরণাগতির কথা ব্যাখ্যা করিলেন। বৈষ্ণবদর্শন-চতুষ্টয় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বিচারসমূহ তিনি যত্নের সহিত তাঁহার নোটবুকে লিখিয়া লইয়াছিলেন।

অধ্যাপক সাদার্স শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে চলিয়া যাইবার সময়ে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বলিয়াছেন—"এই পুণ্য স্থানে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সুপবিত্র প্রভাব অনুভব

করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। যে কয় ঘণ্টা অবস্থান করিলাম, তাহাতে ঐ প্রভাব হৃদয়ে আরও গাঢ় হইল। আমি আপনাদের (শ্রীচৈতন্যমঠবাসিগণের) সঙ্গের সুখময়স্মৃতি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি।

অধ্যাপক মহাশয়ের ভারতবর্ষ হইতে দেশে প্রত্যাগমনকালে তাঁহার কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ভ্রমণের ফলস্বরূপ কোন্ জিনিষটী তাঁহার হৃদয়ে সর্বোপরি স্থান লাভ করিয়াছে। উত্তরে তিনি তাঁহার বন্ধুগণের নিকটে তাঁহার জামার পকেট হইতে **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** চিত্রসম্বলিত একখানি বিবরণ-পুস্তিকা উপস্থাপিত করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"এই অলৌকিক মহাপুরুষের বাণী আমার হৃদয়ে সর্বোপরি স্থানলাভ করিয়াছে; আমার দেশে গমনের পরও এই মহাপুরুষের বাণী আমার কর্ণে ও হৃদয়ে ঝঙ্কৃত ও স্পন্দিত হইতে থাকিবে।" অধ্যাপক সাদার্স মহোদয়ের এই উক্তি আমরা অধ্যাপক মহোদয়েরই কোন বন্ধুর নিকট হইতে পরবর্তিকালে শুনিতে পাইয়াছিলাম।

খৃষ্টধর্মের কতিপয় উক্তি

ঈশ্বরের সহিত মহাত্মা যীশুর সম্বন্ধ

সাপ্তাহিক গৌড়ীয়-১১ বর্ষ ১১শ সংখ্যায় ৩২২ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভস্থ "মহাত্মা যীশু পরম পিতার স্বভাব, শক্তি ও গুণের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঈশ্বরের পুত্র"—এই উক্তির সহিত ইহার প্রমাণ-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—

27. All things are delivered unto me of my Father and no man knoweth the son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the son and he to whomsoever the son will reveal him. St. Matthew 11.

18. No man hath seen God at any time; the only begotten son which is the bosom of the Father, he hath declared him. St. John.

16. For God so loved the world, that he gave his only begotten son, that whomsoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. St. John 3.

30. I and my Father are one.

37. If I do not the works of my Father, believe me not.

38. But if I do, though ye believe not me, belive the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him. St. John 10.

14. For as many as are led by the spirit of God, they are the sons of God.

15. For ye haved not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the spirit of adopion, whereby we cry, Abba, Father.

16. The spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God.

17. And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Romans 8.

খৃষ্টধর্মে ঈশ্বরস্তব কৃতজ্ঞতামূলকমাত্র, অহৈতুক নহে

উক্ত ৩২২ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভেই, "(আপনারা) তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) নানাপ্রকার কৃতজ্ঞতাসূচক প্রশংসাদ্বারা স্তবাদি করিয়া থাকেন।"—এই উক্তির প্রমাণ-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—

1. O Lord, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure, Psealm 6.

3. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and stars, which thou hast ordained.

4. What is man, that thou art mindful of him ? and the son of man, that thou visitest him ?

5. For thou hast made him a little lower than the angles, and hast crowned him with glory and honour.

6. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet.

7. All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field.

8. The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.

9. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth! Psalm 8.

1. I will praise thee, O Lord, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellour works.

4. For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.

13. Have mercy upon me, O Lord; consider my

trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death: Psalm 9.

1. I will love thee, O Lord, my strength.

3. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.

48. He delivereth me from mine enemies; yea, thou liftest me up above those that rise up against me; thou hast delivered me from the violent man.

49. Therefore will I give thanks unto thee, O Lord, among the healthen, and sing praises unto thy name.

Psalm 18.

19. Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men!

Psalm 31.

6. Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.

9. O worship the Lord in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.

10. Say among heathen that the Lord reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved; he shall judge the people righteously.

11. Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fullness thereof.

12. Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice. Psalm 96.

12. Give us help from trouble: for vain is the help of man. Psalm 108.
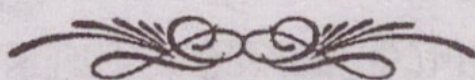
শ্রীল প্রভুপাদ ও কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায়

[প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শিলং-শৈলে অবস্থান-কালে কতিপয় পার্ষদসহ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৩১শে আশ্বিন (১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) বুধবার দিনাজপুরের স্বনামপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ প্রাজ্ঞ মহোদয়ের 'এজহিল'স্থ ভবনে শুভ পদার্পণ করিয়া তাঁহার কতিপয় পরিপ্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন। সেই প্রশ্নসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদকে স্বীয় আলয়ে প্রাপ্ত হইয়া কুমার বাহাদুর অতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করেন এবং হরিকথা-শ্রবণে নিজেকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কুমার বাহাদুর পরবর্তীকালে 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থ সঙ্কলন করেন এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা হইতে 'রাজর্ষি' উপাধি প্রাপ্ত হন।

আলোচিত বিষয়সমূহ

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়, পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা, গোস্বামিসন্তানগণের উপর স্মার্তগণের প্রভাব, দৈববর্ণাশ্রম, কলিকালে সন্ন্যাস, শুদ্ধ বৈষ্ণবের পরিচয়, বিষ্ণুপূজা ও দেব-দেবী-পূজা, শব্দের নিত্যত্ব, মনোধর্মীর মতবাদ ও অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তিতে পার্থক্য, শ্রীমূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতা, অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও অবতারতত্ত্ব, শ্রুতিতে বৈষ্ণব-ধর্মের কথা, পুরাণসমূহের ভাষা আধুনিক বলিয়া মনে হইবার কারণ, পুরাণসমূহে বিভিন্ন মতবাদের কারণ, গ্রন্থ-ভাগবত ও মহান্ত-ভাগবতের কথা শ্রবণের ফল, গৌরনাগরীবাদ, সংস্কার ও পুনঃস্থাপনের পার্থক্য, প্রকৃত গোস্বামীর লক্ষণ, ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস, শ্রীল প্রভুপাদের একটী ভবিষ্যদ্বাণী, 'শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্বে'---উক্তির প্রকৃত অর্থ, শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে ভাগবত-বিরোধী মতবাদসমূহের খণ্ডন ও বিমল প্রেমধর্মের রশ্মি-প্রদর্শন।]

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়

কুমার বাহাদুর। মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে 'মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়' বলা হয় কেন? মধ্বাচার্য কি শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্রহ্ম-ব্যাস-মাধ্ব-আম্নায়ের আশ্রিত বলিয়া তাঁহারা 'মাধ্ব-গৌড়ীয়'-নামে অভিহিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বিষ্ণুপরতত্ত্ব হইয়াও আচার্যের লীলাভিনয়-কালে শ্রৌতপথ বা আম্নায়গত প্রণালী অনুসরণ করিবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর-পুরীপাদকে গুরুরূপে বরণ করিবার লীলা এবং জগদ্‌গুরু

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দ্বারা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের আনুগত্য-লীলা প্রদর্শন করাইয়া শ্রৌতপারম্পর্যের বা আম্নায়-স্বীকারের সনাতনী রীতি সংস্থাপন করিয়াছেন। সাত্বত শাস্ত্রে কলিতে চারিটি সৎসম্প্রদায়ের কথা বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ গৌরসুন্দর সেই সৎসম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জগতে শাস্ত্রমর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। সাধু, শাস্ত্র ও আচার্যের আচরণ—পরস্পর প্রতিকূল নহে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ, শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ প্রমুখ গুরুবর্গ ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। মহাপ্রভু (শ্রীচৈতন্যদেব) ও প্রভুদ্বয় (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু) তাঁহাদিগকে গুরুরূপে বরণ করিয়া গৌড়ীয়গণকে ব্রহ্ম-মাধ্বরূপে পরিচিত করাইয়াছেন। শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য ছিলেন। গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমন্মধ্বাচার্যকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

“আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্তয়ন্তি বুধাঃ।।”

সুখময়ধামস্বরূপ শ্রীল আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে “সংসারসাগরোত্তরণের নৌকা-স্বরূপ” বলিয়া থাকেন।

শুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে, তত্ত্ববাদিগণের কর্মাগ্রহই নিন্দনীয়

কুমার বাহাদুর। তাহা হইলে উডু পীতে মহাপ্রভু মধ্ব-মতের নিন্দা করিলেন কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। মহাপ্রভু তদানীন্তন তত্ত্ববাদিগণের মতের নিন্দা করিয়াছিলেন; বৈষ্ণবগণ “মাধ্ব” হইলেও ‘তত্ত্ববাদী’ মাত্র নহেন। মাধ্ব-বৈষ্ণবগণকে শাঙ্কর-মায়াবাদিগণ হইতে পৃথক্ করিবার উদ্দেশ্যেই ‘তত্ত্ববাদী’ বলা হয়। কেবলাদ্বৈতবাদের কু-যুক্তিপুষ্ট নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ নিরসনপূর্বক তত্ত্ববাদাচার্যগণ ভগবত্তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবের অন্যতম হইয়াও তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য ‘প্রেমভক্তি’ প্রচার করেন। এই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকেই গৌরগণোদ্দেশদীপিকাকার কবিকর্ণপুর এবং শ্রীচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী “প্রেমামর-তরুর মধ্যমূল” বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। মধ্যমূলকে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করিলে শ্রৌতপথ-বিরোধী পাষণ্ডোচিত চেষ্টাই হয়। মহাপ্রভু মধ্বাচার্যকে কখনই উল্লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের কর্মাগ্রহকেই নিন্দা করিয়াছেন।

পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা

কুমার বাহাদুর। পঞ্চম পুরুষার্থের কথাই কি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিশেষত্ব?

শ্রীল প্রভুপাদ। মহাপ্রভুই পঞ্চম পুরুষার্থের কথা পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাদি আচার্যগণ ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু

ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার পর যে-সকল চরম ভগবৎপ্রীতির কথা আছে, তাহা বলেন নাই। মধ্যযুগীয় আচার্যগণ নাস্তিক্যবাদ নিরাস করিয়া আস্তিক্যবাদ স্থাপন করিয়াছেন। মহাপ্রভু আচার্যগণের সে-সকল কথা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পরিপূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। খৃষ্টের উপদেশে অনেক ভাল কথা আছে, কিন্তু তাহা বহুগুণে গুণিত হইয়া মহাপ্রভুর উপদেশে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। নৈতিক উপদেশ বা আস্তিকতা-স্থাপনমাত্রই মহাপ্রভুর প্রচারের শেষ কথা নহে, পরন্তু সহজ ভগবৎপ্রীতির চরম কথা মহাপ্রভুই জানাইয়াছেন, সমস্ত আচার্যের শ্রেষ্ঠ কথাগুলি মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যেই আশ্রিতভাবে ক্রোড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। কেনেডি সাহেব নিরপেক্ষ-বিচারের অভাবে ও প্রকৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভের অভাবেই ভ্রমপথে চালিত হইয়াছেন।

কুমার বাহাদুর। কেনেডি সাহেব যদি আপনার নিকট মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ভ্রমপথে ধাবিত হইতেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীযুক্ত কেনেডি তাঁহার গ্রন্থ লিখিবার পূর্বে আমার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গ করিলে নির্মল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের কোনপ্রকার Flaw (খুঁৎ) পাইবেন না,—এই বিচার করিয়াই তিনি তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না। তথা-কথিত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবধর্মকেই 'বৈষ্ণব' ও বৈষ্ণবধর্মের প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া দাঁড় করাইয়া তাহাদের defects (দোষগুলি) expose (বাহির) করাই তাঁহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল কিনা, তাহা বিচার্য বিষয়। যেমন তর্করত্ন মহাশয় স্মার্তের মতবাদগুলি মহাপ্রভুর স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া মহাপ্রভুর স্বরূপ কল্পনা করিতে বসিয়াছেন এবং অন্তরালে থাকিয়া মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের দোষ প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন।

গোস্বামিসন্তানগণের উপর স্মার্তমতের প্রভাব

কুমার বাহাদুর। গোস্বামীদেরও এইরূপ স্মার্তমতের সহিত মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ। বৈষ্ণবাচার্যসন্তানগণও foreign camp-এ (বিদেশী তাঁবুতে) প্রবিষ্ট হইয়া ন্যূনাধিক স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারাও তর্করত্নীয় মতবাদের দ্বারা ন্যূনাধিক গ্রস্ত।

কুমার বাহাদুর। আজ্ঞে হাঁ। তাঁহাদিগকে 'আচার্য' না বলিয়া 'আচার্যব্রুব' বলিতে হইবে। তাঁহারাও স্মার্ত পঞ্চোপাসকগণের ন্যায় নানা দেবদেবীর পূজা করিতেছেন; একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিতেছেন। আমি আমার কৌলিক আচার্যদেবকে বলিয়াছিলাম,— আপনারা স্মার্তের ন্যায় একাদশীতে প্রেতশ্রাদ্ধাদি করেন কেন? তিনি বলিলেন—সমাজে

থাকিতে হয়, কাজেই সেই সকল না করিয়া উপায় নাই। আমি দেখিয়াছি, শান্তিপুরের গোস্বামিগণের বিধবা মা-ঠাকরুণগণ গোস্বামিমতে একাদশীর উপবাসের পূর্বদিন (অর্থাৎ স্মার্তমতে) একাদশীব্রত পালন করেন, আর তাহার পরদিন গোসাইজীরা একাদশী করেন। আমার সহিত এইজন্য তাঁহাদের তর্ক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। এইজন্য বোধ হয়, তাঁহারা আপনাদিগের সহিত আমাদিগকে মিশিতে দেন না। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি—'আপনাদের মত—Pope (পোপ)-এর মত। কেন আপনারা সত্যানুসন্ধানের জন্য সাধুর সঙ্গ করিতে দিবেন না ? তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাদের ভিতরে গলদ্ আছে। পাছে সেই সকল উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে, এইজন্যই আপনারা সৎসঙ্গ করিতে বাধা দেন।' (প্রভুপাদের প্রতি)—কলিকাতার মত স্থানে বসিয়া আপনারা প্রকাশ্যভাবে যে সকল নিরপেক্ষ সত্যকথা সমগ্র জগতের নিকট Challange করিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহাতে যে কোনও সত্যানুসন্ধিৎসু আপনাদের সত্যকথাগুলি বাজাইয়া লইতে পারেন। গোস্বামীদের (?) বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিচার স্মার্তমতেরই পরিপোষক বলিয়া মনে হয়।

দৈববর্ণাশ্রম

শ্রীল প্রভুপাদ। আমরা বলি,—আমাদের (শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজের) বর্ণাশ্রম-ধর্মের যেরূপ সুষ্ঠু বিচার আছে, তাহা অন্যত্র নাই। 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'শ্রীমহাভারত' ও 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' প্রভৃতি মহাগ্রন্থ প্রকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। আচার্যসন্তানগণ সিংহ হইয়াও মেষের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়ায়, তাঁহারা স্ব-স্ব বিক্রম ভুলিয়া গিয়াছেন।

কুমার বাহাদুর। আজ্ঞে হাঁ। আজ তাঁহারা foreign camp-এর (অপর বিধর্মের) আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের এইরূপ দুর্দশা হইয়াছে। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি,—আপনারা যদি স্মার্তের বিচারের অনুগত হন, তাহা হইলে আপনাদের 'বীরভদ্রী বাক্' foreign camp-নীচে পড়িয়া যায়। আপনারা যে আভিজাত্যটুকু লইয়া বড়াই করেন, তাহার কোন মূল্যই থাকে না। অনেক স্মার্ত অন্তরে গোস্বামিগণকে আদরের সহিত দেখেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ। বৈষ্ণবের বিচারের বর্ণাশ্রম-ধর্মই দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য বিচার—আসুর বিচার; ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ।।"

[এই লোকে দৈব ও আসুর-ভেদে দুই প্রকার ভূত-সৃষ্টি। বিষ্ণু-ভক্তগণ দৈব এবং

যাহারা বিষ্ণুবিরোধী, তাহারা তদ্বিপরীত, অর্থাৎ আসুর স্বভাব।] যে সকল আচার্যসন্তান ন্যূনাধিক স্মার্তবিচারের অনুগত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা দুঃসঙ্গ-প্রভাবে অবৈষ্ণবের বিচারকেই বৈষ্ণবের বিচার বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহাদের চতুর্থাশ্রমীর বেষে পর্যন্ত আপত্তি হইয়াছে। তাঁহারা তর্করত্নীয় মতবাদের আনুগত্য করিয়া বলিতেছেন—কলিকালে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ।

কলিকালে কর্মসন্ন্যাস নিষিদ্ধ, ভক্তিমার্গীয় সন্ন্যাস নিষিদ্ধ নহে

কুমার বাহাদুর। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ।।"

[অশ্বমেধ-যজ্ঞ, গোমেধ-যজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরদ্বারা সুতোৎপত্তি —কলিকালে কর্মকাণ্ডে এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে।]—শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। 'মলমাস'-তত্ত্বের ঐ বচন কর্ম-সন্ন্যাস-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। শাস্ত্র ও মহাজনের আচার পরস্পর ভিন্ন হইতে পারে না। মহাজনগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য স্ব-স্ব আচরণের দ্বারা সাধারণের নিকট ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়া থাকেন। সাত্বত-সম্প্রদায়ের চারিজন আচার্য প্রত্যেকেই স্বয়ং কলিকালে সন্ন্যাসগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাদিগকে গুরুবর্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীকেশব ভারতী প্রভৃতি সকলেই কলিকালে সন্ন্যাস-গ্রহণের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। অধিক কি, কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং মহাপ্রভুও কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণের লীলা দেখাইয়াছেন।

কুমার বাহাদুর। তাহা হইলে মহাপ্রভুর ভক্তগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। মহাপ্রভুর ভক্তগণ অধিকাংশ পরমহংসবেষ-গ্রহণের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা রাগমার্গীয় ভজনপদ্ধতিতে নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তাঁহাদিগের বাহ্য অপেক্ষা নাই। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে শ্রীবেঙ্কট ভট্টের ভ্রাতা কাম্যবনবাসী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই তুরীয়াশ্রমগ্রহণের লীলা দেখাইয়াছেন।

কুমার বাহাদুর। শ্রীচরিতামৃতের 'রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়'—বাক্যের সার্থকতা কি?

শুদ্ধ বৈষ্ণবের পরিচয়

শ্রীল প্রভুপাদ। বৈষ্ণবের পক্ষে রক্তবস্ত্র পরিধানের আবশ্যকতা নাই। কারণ, 'বৈষ্ণব' কোন আশ্রমের অন্তর্গত নহেন। বর্ণ ও আশ্রমের অতীত পুরুষই বৈষ্ণব বা পরমহংস। রাগমার্গীয় পরমহংসদেরই কাষায় বস্ত্র পরিধান-বিষয়ে বাধ্যবাধকতা নাই। কারণ, তাঁহার বিচার—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি-র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি-র্নো বনস্থো যতি-র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়ো-র্দাস-দাসানুদাসঃ।।"

[আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান) নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ-অমৃতসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস-দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি।]

যাঁহারা আপনাদিগকে বর্ণ ও আশ্রমের অন্তর্গত মনে করেন, তাঁহারা দৈন্যক্রমেই গুরুবর্গের বেষের অনুকরণ করেন না। তাঁহারা বিচার করেন,—আমরা কি 'বৈষ্ণব' অর্থাৎ 'গুরু' হইয়াছি? আমরা ত' 'বৈষ্ণব' হইতে পারি নাই। আমরা বৈষ্ণবের দাসাভাস। পরমহংসের দাসই বর্ণাশ্রমী; মহাভাগবতের দাসই 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ'; ইহাই তাঁহাদের 'তৃণাদপি সুনীচতা'। কোন মহাজন বলিয়াছেন,—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয় গামী।।"

কুমার বাহাদুর। এই পদটি কাঁহার?

শ্রীল প্রভুপাদ। এই পদটি শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থের।

কুমার বাহাদুর। অতীব সুন্দর পদ। আমি এখনও, 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থ পাই নাই।

বিষ্ণুপূজা ও দেবদেবীর পূজা

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি শীঘ্রই এই গ্রন্থ পাইতে পারিবেন। বৈষ্ণবেরা কখনও বলেন না—'আমি বৈষ্ণব, আমি ব্রাহ্মণ।' এই জন্য যাঁহারা অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মনে করেন,—ইঁহারা 'ব্রাহ্মণ' নহেন।' যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে 'ব্রাহ্মণ' নহেন, তাঁহারাই আপনাদিগকে

'ব্রাহ্মণ' বলিবার জন্য ব্যস্ত। শাস্ত্র ইঁহাদিগকেই 'ব্রাহ্মণব্রুব' বলেন, স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবদেবীর উপাসনায় ব্রাহ্মণতা থাকে না। শোকে মুহ্যমান্ হইলে হৃদয়ে কামনা প্রবেশ করে এবং সেই কামনাপূর্বক কল্পিত দেবতার পূজায় চিত্ত প্রধাবিত হয়। যথা গীতা (৭।২০-২৩)—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।।
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।।"

[(আর্তিবিনাশাদি-বিষয়ক) সেই সেই কামনাসমূহদ্বারা নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সেই সেই নিয়ম আশ্রয়পূর্বক স্ব-স্বভাব-বশীভূত হইয়া অন্য দেবতাদিগকে ভজন করিয়া থাকে। যে যে ভক্ত মদ্-বিভূতিরূপা যে যে দেবমূর্তিকে অর্চন করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্যামিরূপে আমি সেই সেই ভক্তের, তাহাতেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি। সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবমূর্তির আরাধনা করে এবং অন্তর্যামী আমাকর্তৃক বিহিত সেই কামসমূহকে তাহা হইতে অবশ্য লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু অল্পবুদ্ধি জনগণের সেই ফল নশ্বর। দেবপূজকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।]

ব্রাহ্মণগণ হৃতজ্ঞান বা অল্পমেধা নহেন। তাঁহারা সূরি। সূরিগণ নিত্যকাল বিষ্ণুর পরমপদের উপাসনা করেন। তাহাই বৈদিক পন্থা। "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

কুমার বাহাদুর। বিষ্ণুপূজা ব্যতীত দেবতান্তরের পূজায় ব্রাহ্মণতা থাকে না,—এতদ্বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কোথায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। প্রমাণচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।২৩) বলিতেছেন,—

"মুখবাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।"

[বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সত্ত্বাদি-গুণ ও ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রমের

সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।]

কুমার বাহাদুর। তাঁহারা বলিলেন,—'আমরাও বিষ্ণুকে অবমাননা করি না, বিষ্ণুকে পূজা করি এবং বিষ্ণুর অন্যরূপকেও পূজা করিয়া থাকি।'

শ্রীল প্রভুপাদ। ইহার মত আর প্রচ্ছন্ন বিষ্ণুবিরোধ নাই। বিষ্ণুই একমাত্র সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। বিষ্ণুর সহিত তদাধীন দেবতাবৃন্দের সাম্যবুদ্ধি বিষ্ণুবিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নয়,—

"বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।"

সর্বেশ্বর বিষ্ণুর সহিত তদিতর দেববৃন্দকে যে সম-বুদ্ধি করে, সে নারকী।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্।।"

যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণ-দেবকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেববৃন্দের সহিত সমান দেখে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

কুমার বাহাদুর। তাহা হইলে—

"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।।"—এই বাক্যের সমাধান কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। এই বাক্যে Polytheism (বহুদেব-বাদ) নিরস্ত হইয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধির দ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করেন—অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—বিষ্ণুনাম, বিষ্ণু বিগ্রহ বা স্বরূপ হইতে ভিন্ন—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকেন—অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার বিষ্ণুনাম গ্রহণের ছলনা—নামাপরাধ মাত্র,—ইহা নিশ্চিত অহিতকর। যাঁহারা বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে কাল্পনিক ও অনিত্য বিচার করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মের কল্পনা করেন, তাঁহারাই পঞ্চদেবতা বা কল্পিত বহু দেবতার আশ্রয়ে বিষ্ণুকেও তদন্তর্গত করিতে চান। ইহা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ বা নাস্তিকতা। ইহা বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিরোধ-চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা কখনও বিষ্ণুপূজা নহে। এইরূপ বিষ্ণুবিরোধ-চেষ্টায় ব্রাহ্মণতা অবস্থিত থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর নিত্যনাম, রূপ, গুণ ও লীলা এবং তাঁহার নিত্য উপাসনা স্বীকার করেন,—ইহাই ঋঙ্মন্ত্রের তাৎপর্য। অন্যান্য বহু দেবতার নামগুলি কল্পিত। ঐ সকল নামের সহিত নামীর ভেদ আছে। তাঁহাদের রূপ, গুণ ও লীলার পরস্পর ভেদ আছে। কিন্তু কৃষ্ণনাম ও নামী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও রূপী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও গুণী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও লীলাময় কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই।

শব্দের নিত্যত্ব

কুমার বাহাদুর। শব্দের ত' নিত্যত্ব নাই?

শ্রীল প্রভুপাদ। অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের নিশ্চয়ই নিত্যত্ব আছে।

কুমার বাহাদুর। পূর্বমীমাংসক কিন্তু শব্দের অনিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। উত্তরমীমাংসা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন,—"তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি" (ছান্দোগ্য ৮।৩।৪)।

কুমার বাহাদুর। Rationalistic point of view (যুক্তিমূলক বিচার) হইতে এই তত্ত্ব আমাকে বুঝাইয়া দিন।

শ্রীল প্রভুপাদ। নিরপেক্ষ-বিচার-শ্রবণে ঐকান্তিকতা ও সহিষ্ণুতা থাকিলে Symbol (চিহ্ন) ও শব্দের নিত্যত্ব ধারণা করিতে পারিবেন। দ্বৈতজগতে নাম ও নামী পৃথক্ বলিয়া দ্বৈতরাজ্য হইতে অদ্বয়জ্ঞানেও সেইরূপ পার্থক্য অনুমিত হয়। বৈকুণ্ঠ ও মায়া—এই দুইটির স্বরূপ বিচার করিলে জানা যায় যে, একটি কুণ্ঠাধর্ম-রহিত; উহাতে কোন প্রকার অভাব নাই। আর একটি কুণ্ঠাধর্মযুক্ত, তাহা অভাবময়। কুণ্ঠরাজ্যে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ আছে, সুতরাং ইতর-ব্যোমে শব্দ অনিত্যত্ব সম্ভব হইলেও বৈকুণ্ঠ অদ্বয়জগতে নাম ও নামী এক, শব্দ বা শব্দীতে কোন ভেদ নাই। বৈকুণ্ঠকে four walls-এর (চার দেওয়ালের) অন্তর্গত করিতে চাহিলে 'যে ডালে বসিয়াছি, সেই ডালই কাটা'-ন্যায় অবলম্বিত হইবে। বৈকুণ্ঠজগতের শব্দ ও শব্দ তাৎপর্য কুণ্ঠজগতের সহিত diametrically opposite (সম্পূর্ণ বিপরীত)।

কুমার বাহাদুর। তাহা হইলে যে কোন শব্দ—'কালী', 'দুর্গা', 'গণেশ', 'সূর্যাদি' যে কোন নাম কি বৈকুণ্ঠ-শব্দ নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ। কালী, দুর্গা, গণেশাদি শব্দের সহিত যেস্থলে শব্দীর ভেদ অর্থাৎ যেস্থলে সেই সকল শব্দ ও শব্দীর অনিত্যত্ব কল্পিত হয়, সেই স্থলে তাহা কিরূপে 'বৈকুণ্ঠ'-—পদবাচ্য হইবে? বৈকুণ্ঠ শব্দ ও বৈকুণ্ঠ—শব্দী ত' অনিত্য হইতে পারে না। যাঁহারা 'কালী', 'দুর্গা', 'গণেশ', 'সূর্য', 'শিব' এবং 'বিষ্ণু'র নাম ও নামীকে অনিত্য মনে করেন, তাঁহারা আর সেই সকল নাম-নামীর বৈকুণ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন কোথায়? এই সকল কাল্পনিক মতবাদ pantheism ও blasphemy-র (মায়াবাদ অপরাধের) নামান্তর মাত্র।

মনোধর্মীয় মতবাদ ও অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তিতে পার্থক্য

কুমার বাহাদুর। আমি পূর্বে মনে করিতাম, যত মত, তত পথ।

শ্রীল প্রভুপাদ। 'মত'-জিনিষটা মনোধর্ম। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"—অসংখ্য লোকের

অসংখ্য মনের খেয়াল বা রুচি। রোগি-সম্প্রদায়ের রুচি-কুপথ্যর প্রতি, অনর্থযুক্ত মানব-সঙ্ঘের রুচিগুলি প্রেয়োধর্মের অনুকূল; সেই সকল মতের পরিপূরণের জন্য যে-সকল পথ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহা কখনও আত্মধর্ম বা সনাতন-ধর্ম মত নহে। জগতে মনোধর্মপর অসংখ্য মত সৃষ্ট হইয়াছে ও হইবে। কিন্তু অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১।২।৬) বলেন,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।"

যাহা হইতে ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা শ্রবণাদি-লক্ষণা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই ভক্তি বলে অনর্থ উপশান্ত হয় এবং আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে।

জগতের "যত মত, তত পথ" অর্থাৎ সমস্তই অক্ষজ-জ্ঞান-প্রসূত মত ও তদনুকূল পথ; কিন্তু অধোক্ষজে যে অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী ভক্তি তাহাই সকল জীবের পরমধর্ম, তাহাই 'সনাতন ধর্ম।' আত্মা একমাত্র তদ্দ্বারাই সুপ্রসন্ন হন। অন্যান্য ধর্ম-মত ও পথের দ্বারা দেহ ও মনের প্রসন্নতা হয় বলিয়া দেহ ও মনোধর্মী মানবগণ ঐ সকল প্রেয়োমত ও পথকেই 'মত' ও 'পথ' বলিয়া বরণ করেন। গৌড়ীয়ে এই সকল কথার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। সত্য সত্য (প্রাণবান্ উৎস মহাভাগবত) হইতে পরম সত্যের কথা শ্রবণ করিতে হয়। তবেই জীবের নিত্য বাস্তব চরম মঙ্গল হইতে পারে, নতুবা মানুষ প্রতি মুহূর্তে বিপথগামী হইতে পারে।

কুমার বাহাদুর। Living source-এ একটী Personal Magnetism (ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি) আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ। কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি শ্রীমূর্তির উপাসনা প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারেন না। শ্রীমূর্তিতে তাঁহার প্রাকৃত বুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না, তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্যাদা অবগত নহেন। এইজন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ-ব্যতীত কখনও মানবের নিত্য বাস্তব চরম-মঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্তির যথার্থ পূজা হয় না।

শ্রীমূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতা

কুমার বাহাদুর। আমাদের গুরুবর্গ বলেন যে—শ্রীমূর্তিপূজা একটী (কোনও উপেয়-লাভের উপায়মাত্র)

শ্রীল প্রভুপাদ। ইহাও একটী প্রকাণ্ড Blasphemy (অপরাধ)। মহাপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আ ৭।১১৫, ম ৬।১৬৬-১৬৭),—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।।"
"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ—'সত্ত্বগুণের বিকার'।।"
"শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই, হয় যমদণ্ড্য।।"

বিষ্ণুমূর্তি—চিন্ময়ী, বিষ্ণুদেবতা অপর দেবতার ন্যায় মানব-কল্পিত নহেন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" প্রভৃতি বাক্যে যেসকল কল্পিত মূর্তি বা পুতুল সৃষ্ট হয়, তাহার সহিত শ্রীমূর্তি এক নহেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ Henotheist (পঞ্চোপাসক) নহেন। Henotheist-গণ—পৌত্তলিক। পৌত্তলিকগণ উপায় ও উপেয়ে ভেদ স্থাপন করেন। তাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাঁহারা পুতুলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। নির্বিশেষবাদিমাত্রেই জগন্মিথ্যাত্ববাদ কল্পনা করেন, কিন্তু প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্যের সিদ্ধান্তে জগৎ পারমার্থিক সত্য। যে জিনিষ আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা 'বিষ্ণু' বা 'কৃষ্ণ' হইতে পারে না। বিষ্ণু ও কৃষ্ণে কোনও বাস্তব ভেদ নাই।

অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও অবতারতত্ত্ব

কুমার বাহাদুর। শাস্ত্রে ত' কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতে ভেদ স্থাপন করিয়াছেন? নারায়ণ, রামচন্দ্র, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ এবং শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহারা কি সব এক তত্ত্ব?

শ্রীল প্রভুপাদ। ইঁহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বা তত্ত্বগত ভেদ নাই; কিন্তু লীলাগত বিচিত্রতামাত্র আছে। বিষ্ণুতত্ত্বে জীববৎ ভেদ কখনও পরিকল্পিত হইতে পারে না—

"দেহ-দেহি-ভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ?।"

☆ ☆ ☆ ☆

"সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ?।।
পরমানন্দ-সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ।
সর্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষবিবর্জিতাঃ।।
মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ।।"

পরাত্মা শ্রীহরির সর্ববিধ দেহ বা শ্রীমূর্তিই নিত্য। তাহা হীনোপাদান-রহিত, প্রকৃতিজাত নহে। তাঁহার সকল দেহই ঘণীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, নির্দোষ, সর্বগুণপূর্ণ এবং

সর্বদোষ-পরিবর্জিত। এক বৈদুর্যমণি যেরূপ স্থানভেদে নীলপীতাদি ছবি প্রকাশ করে, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুতও নির্মল জীবাত্মার সেবা-প্রবৃত্তির প্রকার-ভেদে তাঁহার নিত্য বিচিত্রস্বরূপকে বিচিত্ররূপে প্রকটিত করিয়া থাকেন।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।।"

শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ—স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোনও ভেদ নাই; তথাপি শৃঙ্গার-রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন,—ইহাই রসতত্ত্বের সংস্থান। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু কৃষ্ণে ও নারায়ণে বাস্তবভেদ-বিচাররূপ পাষণ্ডতা নিরাস করিয়া কৃষ্ণ ও নারায়ণের লীলা-বৈচিত্র্য জানাইয়াছেন—

"তস্মাৎ কথং তারতম্যং তেষাং ব্যাখ্যায়তে ত্বয়া।
অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ।।
অংশত্বং নামশক্তীনাং সদাল্পাংশ-প্রকাশিতা।
পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তি-প্রকাশিতা।।
শক্তিরৈশ্বর্য-মাধুর্য-কৃপা-তেজোমুখা গুণাঃ।
শক্তিব্যক্তিস্তথাঽব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্।।"

বিষ্ণুতত্ত্বমাত্রই—পরমেশ্বর; অতএব পরিপূর্ণ, কেহই অপূর্ণ নহেন। তবে যাঁহাতে সর্বদা শক্তির অল্প-পরিমাণ প্রকাশ, তাঁহাকে 'অংশ'; আর যাঁহাতে তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাক্রমেই নানাবিধ শক্তির প্রকাশ, তাঁহাকে পূর্ণতম বা 'অংশী' বলে। ঐশ্বর্য, মাধুর্য, কৃপা ও প্রভাব প্রভৃতি গুণকে 'শক্তি' কহে। শক্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিই পূর্ণ বিগ্রহের তারতম্যের কারণ।

আমরা **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে দুইটি বড় জিনিষ পাইয়াছি**—যাহা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ধারণা করিতে পারে না। (১) তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন—**রাম-নৃসিংহাদি** অবতারকে যে **"অংশ"** বলা হয়, তাহাতে তাঁহারা দ্বৈত জগতের জড়ীয় বস্তু-বিশেষের অংশের ন্যায় **খণ্ড বা অপূর্ণ বস্তু নহেন;** পরিপূর্ণ কৃষ্ণের সহিত সেই স্বাংশগণের বস্তুগত কোন ভেদ নাই। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবরাহ কৃষ্ণেতর বস্তু নহেন। শ্রীরাম বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই। লীলাগত বা রসগত বৈচিত্র্য—'ভেদ' নহে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের কথা, পুরীতে যখন আমি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতাম, তখন এই সকল কথা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; আর (২) **ঋক্সংহিতা, মহাভারত, গীতা প্রভৃতিকে কখনও অসম্মান করিতে হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাঁহাদের বস্তুতঃ ভেদ নাই।** অসুর-মোহনের জন্য এবং কর্মী, জ্ঞানী ও বিদ্ধ ভক্তের অধিকারের

উপযোগী মহাভারতাদি শাস্ত্রে যে-সকল কথা আছে, তাহাতে বৈষ্ণবের মতি বিমোহিত হয় না। ঋক্‌সংহিতাদির মন্ত্রসমূহের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি বৃত্তিই অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

শ্রুতিতে কি বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা নাই?

কুমার বাহাদুর। বৈষ্ণব ধর্মকে অনেকে 'পৌরাণিক' বলেন; কেননা, শ্রুতিতে বৈষ্ণব-ধর্মের কথা নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রুতিতে—বেদে একমাত্র বৈষ্ণব-ধর্মের কথাই আছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া যাহা একবাক্যে স্বীকৃত, সেই ঋক্‌সংহিতা বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-ধর্মের কথাই আদি, মধ্য ও অন্তে কীর্তন করিয়াছেন। শ্রুতিতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কথা কীর্তিত হইয়াছে; ঈশ, কেন ও কঠ ও প্রশ্নাদি দশোপনিষদে এবং শ্বেতাশ্বতরে বৈষ্ণব-ধর্মের কথাই কীর্তিত রহিয়াছেন; ইহা যে কোন নিরপেক্ষ পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"

(শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৬।২৩)

[যাঁহার শ্রীভগবানে পরা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি বিদ্যমান এবং যেমন শ্রীভগবানে, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবেও পরা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মায় এই সকল (শ্রুতির) অর্থ (উপদিষ্ট হইয়া) প্রকাশ পায়।]

বিষ্ণুর ন্যায় বৈষ্ণব-গুরুতে পরা-ভক্তির অভাব হইলে উপনিষদ্ বা বেদের অর্থ কাহারও নিকট প্রকাশিত হন না,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, দেবাদিদেব মহাদেব, নারদাদি ঋষিগণ সর্বভূবনপূজিতা পার্বতীদেবী সকলেই বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম যাজন করিয়াছেন—(ভাঃ ১।২।২৫—২৮)

"ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ।।
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ।
রজঃস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্যপ্রজেপ্সবঃ।।
বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরা ক্রিয়াঃ।।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ।।"

[এই কারণে সত্ত্বগুণযুক্ত ঋষিগণ পুরাকালে কেবল সত্ত্বময়মূর্তি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাধীশ্বর বিষ্ণুর সেবা করিয়াছিলেন। অতএব এই সংসারে যে-সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সেই ভজনপর মুনিগণকে অনুবর্তন করেন, তাঁহাদেরও অনুষ্ঠান চরম কল্যাণের নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব ভয়ঙ্করাকৃতি পিতৃ-ভূত-প্রজাপতি প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া অনর্থনিবৃত্তীচ্ছু অনিন্দক, অসত্তৃষ্ণাহীন শান্ত সাধুগণ নারায়ণের অবতারগণের আরাধনা করেন। রজস্তমঃ স্বভাবযুক্ত, সুতরাং পিতৃ-ভূত-প্রজাপতি প্রভৃতি স্ব-স্ব ইষ্টদেবগণের সমস্বভাববিশিষ্ট জনগণ লক্ষ্মী-বিত্ত-পুত্রকামী হইয়াই ঐসকল ফলদাতা পিতৃ প্রভৃতি ইতর দেবতাগণকে যজন করেন। কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগাত্মক বেদচতুষ্টয় বাসুদেব তাৎপর্যবিশিষ্ট; বেদোক্ত নিখিল যজ্ঞসমূহ যজ্ঞেশ্বর-বিষ্ণু তাৎপর্যবিশিষ্ট, যোগশাস্ত্রসমূহ যোগেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতাৎপর্যময় এবং যোগশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানসমূহও বিষ্ণুভক্তি-তাৎপর্যবিশিষ্ট। জ্ঞানশাস্ত্র বাসুদেব পর অর্থাৎ হরিভক্তিতাৎপর্যবিশিষ্ট, (জ্ঞান-বৈরাগ্যাত্মক) তপস্যা বাসুদেবপর, (দানব্রতাদি-বিষয়ক) ধর্মশাস্ত্র বাসুদেবপর, সর্ববিষয়ে গতি বাসুদেবপরা অর্থাৎ হরিভক্তিতাৎপর্যবিশিষ্ট।]

'পুরাণ' অর্থে প্রাচীনতম। প্রাগ্‌বন্ধযুগে যাহা বর্তমান ছিল, তাহাই 'পুরাণ'। বেদবিভাগের পূর্বেও যাহা বর্তমান ছিল—যুগপ্রারম্ভের পূর্বেও বর্তমান ছিল, তাহাই 'পুরাণ'; তাহা বেদেতর নহে। এই জন্য পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে; অথবা বেদের পূরণকারী বলিয়াও 'পুরাণ'।

পুরাণসমূহে ভাষা আধুনিক বলিয়া মনে হইবার কারণ

কুমার বাহাদুর। পুরাণগুলির ভাষা আধুনিকই বলিয়া আমার মনে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ। প্রাচীনতম বাণী লুপ্ত হইলে বর্তমানের উপযোগী করিয়া বর্তমান ভাষায় 'পুরাণ' শাস্ত্র গ্রথিত হইয়াছে। ভাষা—পোষাকমাত্র, ভাব বা তাৎপর্যই শরীর। সেই শরীরের অর্থাৎ প্রাচীনতম তাৎপর্য বা সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হয় নাই। বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতার পোষাক পরিধান করিয়া যদি কেহ ভগবৎকথা কীর্তন করেন বা বিংশ-শতাব্দীর কলম, কালী, কাগজে যদি বেদের মন্ত্র লিখিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বৈদিক মন্ত্র বলিবে না,—এরূপ গোঁড়ামী নিতান্ত ঘৃণ্য অনভিজ্ঞতাপ্রসূত। পোষাকের আধুনিকত্ব বা পুরাতনত্ব-দ্বারা দেহের নবীনত্ব বা পুরাণত্ব সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। "ত্রেধা নিদধে পদম্" প্রভৃতি ঋঙ্-মন্ত্রের আকর আখ্যায়িকা প্রাচীনতম ঐতিহ্য বা পুরাণে প্রাগ্‌বন্ধযুগেও বর্তমান ছিল। তবে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ অপ্রচলিত ও ক্রমে বিলুপ্ত হইলে আধুনিক বোধগম্য ভাষায় তাহা লিখিত হইয়াছে মাত্র। আজ অরুণোদয়-কালে আমরা যে সূর্য দেখিয়াছি, আমাদের প্রপিতামহ যে সূর্য দেখিতেন, সেই সূর্য তাহা নহে; পরন্তু

সূর্যের আজই জন্ম হইয়াছে এবং উহা নিতান্ত নবীন,—এরূপ মনে করা, বালসুলভ বিচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। পুরাণ-শাস্ত্র—প্রাচীনতম-শাস্ত্র; তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। আবির্ভাবকে যাঁহারা 'জন্ম'-জ্ঞানে বিচার করিয়া শাস্ত্রের আধুনিকত্ব কল্পনা করেন, তাঁহারা বঞ্চিত। (কুমারের প্রতি) আপনার আরামাবাসের নীচে ঘোড়দৌড়ের ময়দান রহিয়াছে; আপনি আপনার ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র জানালাটির মধ্য হইতে দেখিলেন, —একটা jockey (সওয়ার) ও ঘোড়া হঠাৎ আপনার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া দৌড়াইয়া গেল। আপনি কি বিচার করিবেন যে, যে মুহর্তে আপনি ঐ সওয়ার ও ঘোড়াটি দেখিতে পাইলেন, সে মুহূর্তেই উহাদের জন্ম হইয়াছে, আর যে মুহূর্তে আপনার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, সেই মুহূর্তেই উহাদের মৃত্যু হইল? বুদ্ধিমান লোক যেমন তাহা মনে করেন না, তিনি যেমন জানেন যে, ঐ সওয়ার ও ঘোড়া বহু পূর্ব হইতেই দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াও অবিরাম গতিতে দৌড়াইতেছে, ক্ষুদ্র জানালার মধ্য দিয়া সমগ্রভাবে উহাদের দর্শন হয় না, তদ্রূপ করণাপাটব- দোষ-দুষ্ট বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করিতে গেলে ভ্রমপথে চালিত হন—'পুরাণ' বস্তুকে 'আধুনিক' মনে করিয়া আত্মবঞ্চিত হইয়া থাকেন।

পুরাণসমূহে বিভিন্ন মতভেদ কেন?

কুমার বাহাদুর। এখন বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু পুরাণাদি—শাস্ত্রে বিভিন্ন মতভেদ ও নানা দেব-দেবীর আরাধনার কথা দেখা যায় কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। পুরাণ ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। তামসিকপুরাণে তমঃপ্রধান সঙ্কীর্ণ দেবতার পূজাবিধি তত্তধিকারিগণের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে; রাজসিক-পুরাণে—রজোগুণ-প্রধান দেববৃন্দের কথা তত্তদধিকারিগণের জন্য এবং সাত্ত্বিক-পুরাণের বিষ্ণুর আরাধনার কথা কথিত ও বর্ণিত হইয়াছে—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ।।
পার্থিববাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্।।"

(ভাঃ ১।২।২৩-২৪)

[সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। তাহাদের অধীশ্বররূপে এক পরম পুরুষ তুরীয় নারায়ণ এই বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও ধ্বংসের নিমিত্ত যথাক্রমে বিষ্ণু,

ব্রহ্মা ও শিব এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ বিষ্ণু হইতেই শুভ ফলসমূহের উদয় হইয়া থাকে (কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র হইতে তাহা হয় না)। প্রবৃত্তি-প্রকাশ-রহিত অর্থাৎ চেতনতাহীন জড় কাষ্ঠ হইতে (প্রবৃত্তিস্বভাবহেতু বস্তুর ঈষৎ প্রকাশক) ধূম শ্রেষ্ঠ। (আভাসরূপ) সেই ধূম হইতে বেদত্রয়োক্ত ক্রিয়াসাধক ও বস্তুর প্রকাশক বলিয়া অগ্নি শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ (প্রকাশরহিত ও লয়াত্মক) তমোগুণ হইতে (সত্ত্বগুণের সান্নিধ্যবশতঃ) রজোগুণ শ্রেষ্ঠ। (সত্ত্বাভাস) রজোগুণ হইতে যদ্দ্বারা ব্রহ্মদর্শন হয় সেই শুদ্ধসত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ।]

কুমার বাহাদুর। সাত্ত্বিক পুরাণেও ত' দেবতান্তরের পূজার কথা দৃষ্ট হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ। সাত্ত্বিকপুরাণে স্বতন্ত্র দেবতার পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরম-স্বতন্ত্রত্ব এবং দেবতান্তরের তদধীনবৃত্তিত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। দেবতাগণ সকলেই পরমেশ্বর বিষ্ণুর কর্মসচিব, বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন অধিকার প্রাপ্ত। বিষ্ণুর অধীন বুদ্ধিতে তাঁহাদের পূজাই বৈধী পূজা। যথা (গীতা ৯।২৩)—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।।"

[হে অর্জুন, যে সকল ব্যক্তি অন্যদেবতাভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আরাধনা করে, তাহারাও আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা অবিধিপূর্বক অর্থাৎ মৎ-প্রাপক-বিধি-রহিত-ভাবে।]

কুমার বাহাদুর। সাত্বতপুরাণ মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। আপাত-বিরোধ অক্ষজ-দৃষ্টিতে বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু বিদ্বৎ প্রতীতিতে সেই সকল বিরোধের সুন্দর সামঞ্জস্য সুমীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। বিমুখমোহনার্থ ও অনধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সুগোপ্য নিধিকে সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরের দিকে ঐরূপ আপাত-বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; ইহা গ্রন্থকর্তারই নিগূঢ় উদ্দেশ্য (চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৩৬)—

"যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে।।"

অন্যান্য পুরাণে কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ মিশ্র-সত্ত্বের কথা আছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত অমলপুরাণ; তাহা গুণাতীত। কেননা, তাহাতে সত্ত্বনিধি নির্গুণ বিষ্ণুর কথা এবং বিষ্ণুর পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কথা বর্ণিত আছে বলিয়া তাহা শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ—স্বয়ং ভগবদবতার।

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ।
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।।

তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরম্।
সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।।
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্।

(ভাগবত ১।৩।৪০-৪২)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।।

(ভাগবত ১।৭।৬-৭)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

[ভগবান্ ঋষি (শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস) জনগণের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতের জন্য অতি বিস্তীর্ণ মঙ্গলসাধক ভগবল্লীলাত্মক সর্ববেদতুল্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। অতঃপর সর্ববেদ ও ইতিহাসসমূহের সংগৃহীত সারাত্মক এই শ্রীমদ্ভাগবত তিনি ধীরগণের শ্রেষ্ঠ স্বপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব তাহা মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

শ্রীব্যাসদেব ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসারভোগ-দুঃখ নিবৃত্ত হয়, দর্শন করিলেন। এই সকল দর্শন করিয়া সর্বজ্ঞ শ্রীব্যাসদেব এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতনামক সাত্বতসংহিতা রচনা করিলেন। তৎ-শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।]

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।।

(ভাগবত ১২।১৩।১৫)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যাবিমুচ্যেন্নরঃ।।"

(ভাগবত ১২।১৩।১৮)

[শ্রীমদ্ভাগবত সকল-বেদান্তসার। এই অমৃত রসে যিনি তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার অন্য কিছুতে রতি হয় না।

এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নির্মল। ইহা বৈষ্ণবমাত্রের প্রিয়। ইহাতে এক অমল পারমহংস্য-জ্ঞান বর্ণিত আছে। বিরাগসহিত নৈষ্কর্ম্য-জ্ঞান ইহাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতে উদিত ভক্তিদ্বারা জীবের মায়াবন্ধ দূর হয়।]

কুমার বাহাদুর। এখন দেখিতেছি—সমস্ত জীবন ধরিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছি সব উল্টাইয়া দিতে হইবে—সব unlearn করিতে (ভুলিতে) হইবে।

গ্রন্থ-ভাগবত ও মহান্ত-ভাগবতের কথা শ্রবণের ফল

শ্রীল প্রভুপাদ। গ্রন্থ-ভাগবত ও মহান্ত-ভাগবতের কথা শ্রবণ করিলে জীবনে একটি মহা Revolution (বিপ্লব) উপস্থিত হয়—পূর্ব ইতিহাস, পূর্ব অতিজ্ঞান, পূর্ব সিদ্ধান্ত সব dismantled হইয়া যায়। তখন সেইস্থলে বাস্তব জগতের অনুশীলনের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। ইহারই নাম—'দিব্য জ্ঞান'।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।"

[যেহেতু এই অনুষ্ঠান দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যার) সমূহ বিনাশ করিয়া থাকে, তজ্জন্য ভগবত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে দীক্ষা-নামে অভিহিত করেন।]

কুমার বাহাদুর। অ—বাবু কি ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। অ—বাবুকে একটা কার্যের ভার দেওয়া গিয়াছে। অপর ধর্মাবলম্বীর ভিতরের যত কিছু কথা সব জানা আবশ্যক। তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের ধর্মান্তরগ্রহণকারী বলিয়া একটা সাজ লইতে হইয়াছে। Peter the great না হইলে রাশিয়াতে জাহাজের কার্য-শিক্ষার উন্নতি হইত না। তাই পাশ্চাত্যদেশের রাজপুত্রগণও জাহাজের খালাসি সাজিয়া নৌ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন। ইউরোপে কি রকম করিয়া মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতে হইবে, তাহা জানিবার জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষ সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে * * গোস্বামী প্রভৃতির মনে ধোঁকা লাগিয়াছে। গত রথযাত্রার সময় পুরীতে কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয় আমার সহিত দয়া করিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন—একাকী, তাঁহার শরীর-রক্ষক মাত্র সঙ্গে। তাঁহাকেও আমি এই উত্তর দিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া তিনিও বলিলেন,—আপনি শ্রীমহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য নানাপ্রকারে সর্বতোভাবেই যত্ন করিতেছেন।

কুমার বাহাদুর। কাশীমবাজারের মহারাজের গুরুবংশ গৌরনাগরী মত পোষণ করেন। গৌরনাগরী-মতটা আধুনিক, তাহা গোস্বামীদের মত নহে।

গৌর নাগরীবাদ

শ্রীল প্রভুপাদ। গৌরনাগরীবাদ—অনভিজ্ঞতা ও গৌরে ভোগবুদ্ধি হইতে প্রসূত। 'গৌড়ীয়'-পত্রে স্বধামগত সার্বভৌম মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ-মুখে গৌরনাগরী-মতবাদ কিরূপ খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে, দেখিবেন। আমি সেইদিন কাশিমবাজারের মহারাজকে বলিয়াছিলাম যে, বুদ্ধিমান্ লোকসকল খুব ভাল করিয়া Bible (বাইবেল) পড়ুন। চৈতন্যদেবের কথা এত বড় যে, তাঁহার নিকট জগতের যত বড় লোকের যথা কথা, সমস্তই ম্লান হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িবে, সন্দেহ নাই জগতের যত শাস্ত্র, যত বড়লোক, যত আচার্য, যত প্রচারক, সকলেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কথাই ন্যূনাধিক বলিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াও সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে পারেন নাই। কোন কোন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি যদি এই পরম সত্যহৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া মাধ্যাহ্নিক ভাস্করের পূর্ণতম প্রভার ঔজ্জ্বল্য দেখিতে না পাইবার ন্যায় চৈতন্যদেবের কথাকে 'ছোট' মনে করে, তাহা হইলে তাহারাই ঠকিবে। তাহাদিগকে নির্বুদ্ধিতার মাশুলরূপ অধোগতি লাভ করিতে দেওয়াই ভাল।

সংস্কার ও পুনঃ স্থাপনের পার্থক্য

কুমার বাহাদুর। খুব ভাল কথা। আপনার কথা শুনিয়া উত্তরোত্তর আশ্চর্যান্বিত হইতেছি। নেড়ানেড়ীর কলঙ্ক হইতে বৈষ্ণব-সমাজকে উদ্ধার করিয়া আপনিই সত্য সত্য মহাপ্রভুর বিমল ধর্ম শিক্ষিত-সমাজের নিকটে প্রচার করিতেছেন। আপনিই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মকে reform (সংস্কৃত) করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমাদের কার্য reformation (সংস্কার) নহে, re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতনধর্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহেন—লুপ্ত ধর্মকে পুনঃ স্থাপন করাই মহাপ্রভুর দাসগণের 'জুতাবরদার'-সূত্রে আমাদের সেবা-কার্য। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মকে মূর্খগণের আরোপিত অবৈধ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার করা নিশ্চয়ই কর্তব্য। আমি----ছোট, অপণ্ডিত, নির্ঘৃণ্য, জগাই-মাধাই হইতেও পাপিষ্ঠ, ঘৃণিত, অধম-চণ্ডাল বটে, কিন্তু আমার গুরুবর্গ—বৈষ্ণবগণ ছোট, অপণ্ডিত, অধম, চণ্ডাল বা পাপিষ্ঠ নহেন; তাঁহারা সর্বোত্তমোত্তম। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় এই সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। **বাহিরে কপট 'তৃণাদপি সুনীচতা'র ভাণ; কিন্তু অন্তরে পরম দাম্ভিকতা দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতে গিয়া উহারা গুরুবর্গকে 'অধম', 'চণ্ডাল', 'নীচজাতি', 'নীচসঙ্গী' করাইতে চাহিতেছেন।** সুতরাং

বিদ্বেষিগণের বিদ্বেষের প্রতিবাদ করিবার শক্তি তাহাদের নাই। আমার গুরুদেব আশ্চর্য বস্তু ছিলেন। তাঁহার বিচার আমাদের মস্তিষ্কে তাঁহার কৃপায় কিছু-কিছু প্রবেশ করিয়াছে। তিনি সহর নবদ্বীপের ধর্মশালার Public Latrine-এ (সাধারণের পায়খানায়)—যেখানে সকলের পুরীষ পরিত্যক্ত হয়, সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন—"ভোগী মনুষ্যজাতি আমার উপর পুরীষ পরিত্যাগ করুক"—এই বিচারে। **তিনি আমাকে বহুবার বলিয়াছেন,—লোককে ভোগা দিয়া আপনি হরিভজন করুন।** আমাদের এই রকম মহান্ গুরু-দেবের পাদপদ্মের নিকটে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

কুমার বাহাদুর। তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীসজ্জনতোষণী ও গৌড়ীয়-পত্রে আংশিকভাবে তাঁহার চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বর্তমানের কৌপীন-আঁটা ব্যভিচারী সম্প্রদায়ের মত বাবাজীর চেহারা করেন নাই * * গোস্বামী প্রভৃতি তাঁহার নিকটে পাত্তা পান নাই। একবার উক্ত ভৃতক পাঠক গোস্বামী অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া তাঁহার কুটীরে গিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে চলিয়া গেলে আমাদের গুরুদেব সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করাইয়া পরে গোময় দ্বারা ঐ স্থান শোধন করাইয়াছিলেন।

প্রকৃত গোস্বামী কাহারা?

কুমার বাহাদুর। আমরা এতদিন শৌক্রধারায় "গোস্বামী" বুঝিয়া আসিতেছিলাম, আপনি শাস্ত্র বিচার-দ্বারা জানাইয়াছেন,—"গোস্বামী"-শব্দের অর্থ—বিজিতেন্দ্রিয় মহাভাগবত।

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাহাই বলিয়াছেন,—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।"

[যে ধীর ব্যক্তি বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টী বিশেষরূপে সহ্য করিতে পারেন, তিনিই এই পৃথিবী শাসন করিতে পারেন, অর্থাৎ তিনিই ষড়্‌বেগ-জয়ী গোস্বামী।]

যাঁহারা কায়, মন ও বাক্য দণ্ডিত করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই অর্থাৎ তাদৃশ প্রকৃত ত্রিদণ্ডিগণই 'জগদ্‌গুরু' বা 'গোস্বামী'।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

কুমার বাহাদুর। ত্রিদণ্ডের কথা কোথায় আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। জাবালোপনিষৎ, হারীতসংহিতা, মনুসংহিতা, সাত্বতসংহিতা,

স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, চরিতামৃত, উপদেশামৃত, একাদশীতত্ত্ব, ভাবার্থদীপিকা প্রভৃতি শাস্ত্রের সর্বত্র ত্রিদণ্ড-বিধানের কথা আছে। ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসই ভক্তিমার্গে বিধেয়। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীশ্রীধরস্বামী, শ্রীসম্প্রদায়ের রামানুজাদি প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্যগণ সকলেই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের কথা কীর্তন করিয়াছেন। অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের অন্তর্গতই দশনামী সন্ন্যাস।

কুমার বাহাদুর। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের উল্লেখ আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ, শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ে অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি রহিয়াছে। আমরা অবন্তীতে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছি। সেইস্থানে আমাদের 'ত্রিদণ্ডিমঠ' স্থাপনের প্রস্তাব আছে।

কুমার বাহাদুর। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কোথায় ত্রিদণ্ডের উল্লেখ আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণাভিনয়ের অব্যবহিত পরে আপনাকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া অভিমান করিবার আদর্শ প্রদর্শন পূর্বক তিন দিবস ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-গীতি-গান করিতে করিতে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ ম ৩।৭-৯)—

"প্রভু কহে,--সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্ধারণ।।
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ।।
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া।।"

যাঁহারা কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবার্থ নিজদিগকে দণ্ডিত করিয়াছেন, তাঁহারাই ত্রিদণ্ডী ও গোস্বামী।

"বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে।।" (মনু ১২।১০)

[যাঁহার বুদ্ধিতে বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড নিহিত তিনিই 'ত্রিদণ্ডী' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।]

ত্রিদণ্ডিভৃদ্‌যো হি পৃথক্ সমাচরেচ্ছনৈঃ শনৈর্যস্তু বহির্মুখাক্ষঃ।
সম্মুচ্য সংসার-সমস্ত-বন্ধনাৎ স যাতি বিষ্ণোরমৃতাত্মনঃ পদম্।।
(হারীতসংহিতা-৬।২৩)

[যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের সম্বন্ধ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্তভাবে এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অমৃতাত্মা বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।]

একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীতবান্।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডো যাতি তৎপরম্।।

(পদ্ম পুঃ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অঃ)

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা।।

(স্কন্দপুরাণ, সূতসংহিতা)

[এক বস্ত্র বা দ্বিবস্ত্রপরিধারী, শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীতধৃক্ এবং হস্তে কমণ্ডলুযুক্ত বিদ্বান্ ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। ত্রিদণ্ডী যতি শিখা রাখিবেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন।]

একাদশীতত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য স্মৃতিবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"দেবতাপ্রতিমাং দৃষ্টা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্যাচ্চেদুপবাসেন শুধ্যতি।।"

[দেবতার প্রতিমা এবং ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কেহ নমস্কার না করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির উপবাসদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।]

কুমার বাহাদুর। জাবালোপনিষৎ প্রভৃতি শঙ্করাচার্যের আদৃত গ্রন্থ।

শ্রীল প্রভুপাদ। শঙ্করাচার্য বেদের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া কি বেদও শাঙ্করিক হইয়া গেল? আজকাল বেদের ব্যাখ্যা মেক্সমূলার, পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতি করিয়াছেন বলিয়া কি বেদ ম্লেচ্ছ ও শূদ্রের বলিতে হইবে? নর্দমার জল ও গঙ্গার জল পরস্পর পৃথক্ বটে; একটি অপবিত্র, অস্পৃশ্য, আর একটি পরম পবিত্র ও পরম পাবন। নর্দমার জল গঙ্গায় পড়িলে তখন ত' আর কেহ ভেদ দর্শন করেন না। যদি হৃদয়ে নিষ্কপট ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তুর দ্বারাই হরি-সেবা করা যায়, আর কপটতা থাকিলে শালগ্রামের ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া শালগ্রাম-সেবার পরিবর্তে তাঁহার পৈতা চুরি বা শালগ্রাম-দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাইবার প্রবৃত্তি হয়। কামস্কাট্‌কা, ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের লোক হউন না কেন, যদি তাঁহার নাস্তিকতাবুদ্ধি বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে ভগবৎসেবাপারয়ণ করা যায়, তাহা হইলে কি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে? আমরা মহাপ্রভুর সেবকসূত্রে সর্বত্র মহাপ্রভুর নাম প্রচার করিব। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"পৃথিবী পর্যন্ত যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।"

শ্রীল প্রভুপাদের একটি ভবিষ্যদ্বাণী

এখন মনে করুন, যদি মহামহোপাধ্যায় ** মহাশয় বা তাঁহার অনুগত সম্প্রদায় সমুদ্র পার হইবার ব্যবস্থা না দেন বা সমুদ্র পার হইলে জাতি যাইবে বলেন, তাহা হইলে কি আর ভগবদ্ভক্তির প্রচারকগণ মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিবেন না? মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিয়া মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-পালন-সেবা করিবেন না? বৈষ্ণবগণ ত' এইরূপ কর্মজড় স্মার্তগণের বিচারের অধীন নহেন; তাঁহারা কাজীর কাছে হিন্দুর পর্ব জিজ্ঞাসা করিতে কখনই প্রস্তুত নহেন। বৈষ্ণবের বিচার স্বতন্ত্র। মহাপ্রভু সকলকে বৈষ্ণব করিয়াছেন—অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ, পাঠান, মোগল, স্মার্ত সকলকেই তাহাদের বিরূপের ধর্ম পরিত্যাগ করাইয়া নিত্য ভাগবধর্মে দীক্ষা প্রদানপূর্বক তাহাদের পারমার্থিক পরিবর্তন করিয়াছেন। Godhead per excellence শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম—ইহা জগতের লোক জানে না। ক্রমে-ক্রমে শ্রীচৈতন্যের কথা যাহাতে জগতের সমস্ত লোক জানিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিব। **অচিরেই ৫০ লক্ষ লোক আসিতেছেন, যাঁহারা মহাপ্রভুর কথা জগতের সর্বত্র প্রচার করিবেন।** শ্রীচৈতন্য অসংখ্য মতবাদীর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া ভাগবত-ধর্ম স্থাপন করিয়াছেন, আবার শ্রীচৈতন্য-বিরোধকল্পে বর্তমানে যে সকল নূতন নূতন অচৈতন্য-মতবাদ সৃষ্ট হইতেছে, সেই মতবাদীদের সকল প্রশ্নের সমাধানও আমাদিগকে করিতে হইতেছে—শ্রীচৈতন্যদেবের কথার অনুকূলে ও অনুগমনে। একদিন কতকগুলি স্মার্তকুলের লোক যামুনাচার্যকে আক্রমণ করিয়াছিল।

যামুনাচার্য আগম-প্রামাণ্যে সেই সকল স্মার্তবাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। যেদিন শ্রীগৌড়ীয়মঠে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পীযূষবাবু ও মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম্-এ) আসিয়াছিলেন, সেই দিন তাঁহাদিগকে আগম-প্রামাণ্যের বিচার শুনাইয়াছিলাম।

'শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্বে'-উক্তির প্রকৃত অর্থ

কুমার বাহাদুর। মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন এক দিন বলিয়াছিলেন,—"শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্বে",—একমাত্র শাক্তগণই ব্রাহ্মণ। আর এক দিন কাশীতে আমি একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহারা ক্ষত্রিয়, সুতরাং ইঁহারা কখনও ব্রাহ্মণের উপাস্য হইতে পারেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ। "শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্বে"—এ কথাই ত' ঠিক, তবে সে শাক্ত—কলা, মূলা, থোড়ের বিচারওয়ালা শাক্ত বা দেবীপ্রসাদ-বোধে ছাগভোজী বিদ্ধ শাক্ত নয়; গোপীর অনুগত শাক্ত, চিচ্ছক্তির সেবক শুদ্ধ শাক্তগণই ব্রাহ্মণ। সে ত' আমাদের পক্ষের

কথা। কাম-গায়ত্রীর উপাসক শুদ্ধ শাক্তগণ ব্রাহ্মণব্রুব নহেন, তাঁহারা বৈষ্ণব; বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণতা। শুদ্ধ পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা তাঁহাদেরই। আর স্মৃতির বিচারে দেখিতে পাই----

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধি র্ন শ্রৌতবর্ত্মনা।।"

[কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্র ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই। তাঁহারা শূদ্রসদৃশ মাত্র। তাঁহাদের বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে নির্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।]

শ্রুতিও বলেন----

'এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।'

(বৃহদারণ্যক ৩।৯।১০)

[হে গার্গি! যিনি এই অচ্যুত-তত্ত্বকে অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।]

এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।

[এই অচ্যুত-তত্ত্বকে না জানিয়া যে ইহলোক পরিত্যাগ করে, সে কৃপণ।]

ন শূদ্রাঃ ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে।। (পদ্মপুরাণ)

[(শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও) ভগবদ্ভক্তগণ কখনও শূদ্র নহেন, তাঁহারা 'ভাগবত' বলিয়াই কীর্তিত হন। যাহারা জনার্দনে ভক্তিপরায়ণ নহে, তাহারা যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করুক, তাহারা শূদ্র।]

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ।।
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।।

—শ্রীগরুড়পুরাণ।

[সহস্র ব্রাহ্মণ হইতে একজন সাবিত্র-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র সাবিত্র-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। কোটী বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। সহস্র বিষ্ণুভক্ত হইতে একজন ঐকান্তিক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।]

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত যে ইতর দেব ও মনুষ্যের সাম্যবুদ্ধি, তাহাই নরক-গমনের বুদ্ধি। পূর্বদিক্ যেরূপ স্বতঃপ্রকাশ সূর্যের জননী নহে, সেইরূপ কোন কুল বা জাতি বিষ্ণু

ও বৈষ্ণবের উৎপত্তির কারণ নহে। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতিকে ক্ষত্রিয়, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ বা পশু মনে করিলে কিংবা শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল ভট্ট-রঘুনাথ গোস্বামী, শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম প্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দকে যথাক্রমে মুসলমান, কায়স্থ, লৌকিক ব্রাহ্মণ, সুবর্ণবণিক্, কায়স্থ ও সদ্‌গোপ মনে করিলে সূর্যকে পূর্বদিকের পুত্র বলিবার ন্যায় মূর্খতা এবং তৎসঙ্গে পাষণ্ডতা হয়। নগ্নমাতৃক ন্যায় জানা থাকিলে বৈষ্ণবকে ম্লেচ্ছ, শূদ্র বা কর্মমার্গীয় জন্মমরণশীল লৌকিক ব্রাহ্মণ বলিবার ধৃষ্টতা হয় না। কাহারও মাতা তাহার শৈশবাবস্থায় পিতৃগৃহে উলঙ্গ থাকিত, যখন সে কাপড় পরিতে শিখিয়াছে এবং তাহার বিবাহ ও পুত্র হইয়াছে, তখন যদি পুত্ররত্ন মাতৃদেবীর অতি শৈশবকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া নিজ মাতাকে উলঙ্গিনী বলে, তাহার বিচার যেরূপ সভ্য-সমাজে বিগর্হিত হয়, তদ্রূপ কোনও ব্যক্তিবিশেষের ভাগবতী-দীক্ষা-লাভের পূর্ব অবস্থার সহিত সমান মনে করে, তবে সেই ব্যক্তি নিজ মাতাকে উলঙ্গিনী বলিবার চেষ্টাশীল বালকের ন্যায় শিষ্ট সমাজে নিন্দিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে ভাগবত-বিরোধী মতবাদসমূহের খণ্ডন ও বিমল প্রেমধর্মের রশ্মি-প্রদর্শন

কুমার বাহাদুর। আপনিই বর্তমান যুগে সত্য-সত্য কর্মজড়-স্মার্তবাদ, মায়াবাদ প্রভৃতি ভাগবত-ধর্মবিরোধী মতবাদ নিরাস করিয়া শিক্ষিত-সমাজে মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম প্রচার করিতেছেন। আজ আমরা ধন্য। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের পদধূলি আমাদের দীনচেতা, বিষয়কর্মলিপ্ত গৃহীর ক্ষুদ্র কুটীরে পতিত। আজ গৃহ পবিত্র হইল—মহাতীর্থ হইল—আমরা ধন্য হইলাম। "I came to scoft but remained to pray."

শ্রীল প্রভুপাদ ও মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[স্থান---মহোমহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনের ত্রিতল-গৃহ।

কাল---রবিবার, দ্বাদশী; ২৮শে পৌষ, ১৩৩৬;

ইং ১২ই জানুয়ারী, ১৯৩০; বেলা- ১-৩০ ঘটিকা---৩-১৫ মিঃ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের শরীর তখন খুব অসুস্থ। তিনি লাঠি ভর বা অপরের সাহায্য ব্যতীত কোথায়ও নড়াচড়া করিতে পারেন না। সর্বদা ত্রিতল-গৃহেই অবস্থান করেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-পারমার্থিক প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। অহৈতুক-কৃপাময় সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে হরিকথা-কীর্তন-প্রবাহ প্রকটিত করিয়া জগতের কল্যাণ-বিধানের জন্য কৃপাপূর্বক তথায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন (পরবর্তিকালে শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ)।

শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া মঃ মঃ পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আরাম-কেদারা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে আচার্যোচিত সম্মানাদির সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

আলোচিত বিষয়সমূহ

শ্রীল প্রভুপাদে মহাভাগবতের লক্ষণ, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব-ধাম ঝামটপুর, কবিরাজ গোস্বামীর পূর্বাশ্রমের ভ্রাতা 'অর্ধ-কুক্কুটি'-ন্যায়াবলম্বী কেন, কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব-কাল, গোপালচম্পূ ও চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের রচনাকাল, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বৌদ্ধগণের বিচার প্রাকৃত, শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিনীতি অপ্রাকৃত এবং নির্গুণ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত; শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক-সম্বন্ধে আলোচনা, নিম্বার্ক ও নিমায়েৎ, পাণ্ডারপুর ও সালিমাবাদ, কেশবকাশ্মিরী, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরায় অষ্টোত্তর-শত ত্রিদণ্ডী, বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, শ্রীধরস্বামী, বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত, বল্লভভট্ট, বৌদ্ধধর্ম ও সনাতন ভাগবতধর্ম, বাদিরাজ স্বামীর 'যুক্তিমল্লিকা', শ্রীল প্রভুপাদকর্তৃক শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠস্থাপন, দাসকূট ও ব্যাসকূট, শ্রীমায়াপুর-প্রসঙ্গ, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী; ব্রাহ্মী, খরৌষ্টি, পুষ্করসাদি ও সান্‌কি-লিখনপ্রণালী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রসঙ্গ।]

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়

শাস্ত্রী মহাশয়। আসুন, আসুন; আপনি কষ্ট করিয়া কেন আসিয়াছেন? আমার পা ভাঙ্গা; পা সারিলে আমিই যাইতাম। যাহা হউক, আপনার দর্শনে বড় সুখী হইলাম।

শ্রীল প্রভুপাদ। বহুদিন ধ'রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, আপনাকে দেখ্‌তে আস্‌লাম।

শাস্ত্রী। "যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহাকে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।।" —এ ত' আপনার পুঁথিতেই লেখা আছে। আপনাকে দেখে, আজ বহুদিনের পূর্ব-স্মৃতিসব স্মরণ হচ্ছে। এক সাহেব আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—"কবিরাজ গোস্বামীর বাড়ী কি তোমাদের বাড়ীর নিকটে?" আমি বল্লাম—"হাঁ, প্রায় ষাট্ বছর পূর্বে আমি একবার ঝামট্‌পুরে গিয়েছিলাম।"

শ্রীল প্রভুপাদ। এখন যে "সালার" নামক রেল-ষ্টেশন হ'য়েছে, তা'রই খুব নিকটে ঝামট্‌পুর গ্রাম। কবিরাজ গোস্বামীর পূর্বাশ্রমের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তথায় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের একটি সেবা আছে। এখন কবিরাজ গোস্বামীর পূর্বাশ্রমের কোনও আত্মীয়-স্বজনের অধস্তন কেহ আর ঝামট্‌পুরে বাস ক'রে কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কোন পরিচয় প্রদান কর্‌ছেন না। কবিরাজ গোস্বামীর পূর্বাশ্রমের ভ্রাতা মহাপ্রভুর প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধান্বিত থাক্‌লেও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি সেরূপ অপ্রাকৃত-বিচার-বিশিষ্ট ছিলেন না। এজন্য কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার পূর্বাশ্রমের ভ্রাতাকে "অর্ধকুক্কুট-ন্যায়াবলম্বী" ব'লেছিলেন এবং ঝামট্‌পুর পরিত্যাগ ক'রে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বাস ক'রেছিলেন।

শাস্ত্রী। আপনি ত' নিশ্চয়ই কবিরাজ গোস্বামীর অভ্যুদয়কাল-সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছেন। তাঁর অভ্যুদয়কালটা ঠিক কোন্ সময়?

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি ত' জানেন যে, আমি জ্যোতিষশাস্ত্র কিছু কিছু আলোচনা ক'রেছি। কবিরাজ গোস্বামীর কালনির্ণয়-সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি ঘটনাকে অবলম্বন কর্‌তে পারি। কোনও কোনও চরিতামৃত-পুঁথির শেষভাগে ১৫৩৭ শকাতীতাব্দে চরিতামৃত-গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল-নির্ণয়মূলে একটি শ্লোকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—"শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।।" কেহ কেহ বলেন, এই শ্লোকটি লিপিকারের, গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামীর নয়। কবিরাজ গোস্বামী তাঁ'র গ্রন্থের মধ্যে যে-সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ ক'রেছেন, তা'র মধ্যে আমরা "গোপালচম্পূ"-গ্রন্থের নাম দেখ্‌তে পাই।

শাস্ত্রী। "গোপালচম্পূ" গ্রন্থ কা'র রচিত?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর।

শাস্ত্রী। আপনি কি বল্‌ছিলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। গোপালচম্পূ গ্রন্থ ১৫১২ শকাব্দে রচিত। সুতরাং ১৫১২ শকাব্দের পর কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থ-রচনা-কাল।

শাস্ত্রী। ''চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক'' গ্রন্থ কি গোপালচম্পূর পূর্বে রচিত?

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ, ১৪৯৮ শকাব্দে ''শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়''-নাটকের রচনা-কাল।

শাস্ত্রী। চৈতন্যচন্দ্রোদয় ত' কবিকর্ণপুরের?

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ; শ্রীল শিবানন্দ সেনাত্মজ শ্রীপরমানন্দ কবিকর্ণপূরের রচিত। শ্রীল শিবানন্দ হালিসহর-নিবাসী ছিলেন। পুরীদাস—কবিকর্ণপুর।

শাস্ত্রী। পরমানন্দ দাস ও কবিকর্ণপুর কি একই ব্যক্তি?

শ্রীল প্রভুপাদ। পরমানন্দ দাসকেই শ্রীচৈতন্যদেব 'পুরীদাস' ও 'কবিকর্ণপুর' পদবী দিয়েছিলেন। ১৪৯৮ শকাব্দ পর্যন্ত কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভু গ্রন্থাদি রচনা করেন। রাঢ়ীয় শ্রীনিবাসের ১৪৮৯ শকাব্দের পর এবং রাঘবানন্দের 'দিন-চন্দ্রিকা'র ১৫২১ শকাব্দের পূর্বে রচিত স্মার্ত রঘুনন্দনের 'একাদশী-তত্ত্ব', 'মলমাস-তত্ত্ব' প্রভৃতির উদ্ধৃত বাক্যসমূহের উল্লেখও কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ-মধ্যে দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ সকল গ্রন্থের পরবর্তিকালেই 'চরিতামৃত' লেখা হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁ'র 'দানচরিত'-গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নাম উল্লেখ করেছেন। কবিরাজ গোস্বামীর রচিত ''গোবিন্দলীলামৃত''-গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোকে বৃন্দাবনবাসী গোস্বামী শ্রীল গোপালভট্ট প্রভৃতির সমসাময়িকতা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সকল তথ্য ও অন্যান্য সমসাময়িক ব্যাপার হ'তে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর প্রকটকাল আনুমানিক ১৪৫২ হইতে ১৫৩৮ শকাব্দ পর্যন্ত অনুমান করা যেতে পারে।

শাস্ত্রী। বৃন্দাবনদাস ত' কবিরাজ গোস্বামীর আগে?

শ্রীল প্রভুপাদ। ১৪৩২ শকাব্দর পরে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাবকাল। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ ঠাকুর বৃন্দাবনের রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট-স্বরূপ। ১৪৩৫ শকাব্দের পূর্বে শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাবকাল। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ-রচনাকালে শ্রীজীব, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন--এই ছয় গোস্বামী বা শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি কেহই বর্তমান ছিলেন না। যদি তাঁ'দের তখন কেহ প্রকট থাক্‌তেন, তা' হ'লে তাঁ'দের নিকট গ্রন্থ-রচনার অনুমতি-গ্রহণাদির কথা কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ কর্‌তেন। তাঁ'র গ্রন্থ-রচনাকালে বৃন্দাবনবাসী সমসাময়িক ভক্তগণের একটা তালিকা তিনি দিয়েছেন।

শাস্ত্রী। এ সকল বিষয়ে আপনার যথেষ্ট আলোচনা আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি অনেক সাহিত্য, ঐতিহ্য প্রভৃতি জীবনভরা আলোচনা কর্‌লেন, এখন একটুকু অপ্রাকৃত সাহিত্য ও ঐতিহ্য আলোচনা করুন।

শাস্ত্রী। ইতিহাস-চর্চা ও বৌদ্ধধর্ম-সাহিত্য ঘেঁটে জীবন কাটালাম। এখন জীবনের সন্ধ্যা; কিন্তু এ ছেড়ে' রুচি ত' অন্যত্র হচ্ছে না।

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় মানুষ-মাত্রেরই রুচি হ'বে, যদি তাঁ'রা ঐ সকল কথা সত্যি সত্যি কান দিয়ে শোনে। তাঁ'র কথাগুলি কেবল শুন্‌তে হ'বে, আর কিছু কর্‌তে হ'বে না। তর্কপথে—মেপে নেওয়ার পথে বা বৌদ্ধগণের বিচার-ধারায় অধোক্ষজ সত্যের কথা শোনা যায় না।

শাস্ত্রী। বৌদ্ধগণের ভিতরে অনেক সুন্দর বিচার আছে, যা' আমি অন্যত্র পাই নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ। বৌদ্ধগণের বিচারে প্রাকৃত নীতির কথা থাক্‌তে পারে। জগতে দুর্নীতি-পরায়ণগণের সংখ্যাধিক্য, এজন্য দুর্নীতির নিকট প্রাকৃত সুনীতি বিস্ময়কারক। তা'তে মানবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি আছে; কিন্তু কোন নির্গুণ বিচার নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি-নীতি নির্গুণ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। আধ্যক্ষিকগণের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্মমতকে আধুনিক ও নবোদ্ভাবিত বল্‌বার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন; কিন্তু সকল শাস্ত্রই তারস্বরে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা ন্যূনাধিক বল্‌তে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব'লে উঠ্‌তে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তবসত্য-বিষয়ে যে-সকল কথা বলেছেন, সে-সকল কথাই তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করেছিলেন। ব্রহ্মা কালে-কালে ঐ সকল কথা প্রকাশ করেছিলেন, তা' কাল-প্রভাবে বিপন্ন হয়েছিল। ব্রহ্মার কথিত বাস্তবসত্য শ্রুতি-পরম্পরায় পরবর্তী ঋষি-সমাজে প্রকাশিত হ'লেও গুণত্রয়ের আক্রমণে শ্রৌতবাণী নানাপ্রকারে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্রহ্মার সাতটী ভিন্ন ভিন্ন জন্মে সেই বাস্তবসত্য পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়েছিল। ফেনপ, বৈখানস, সোম, রুদ্র, বালখিল্য, সুপর্ণ, বায়ু, মহোদধি, স্বারোচিষমনু প্রভৃতি প্রাগ্‌বন্ধযুগের আচার্যগণ একায়ন-শাখী ছিলেন। ফেনপ, বৈখানস, বালখিল্য ও পরবর্তিকালে ঔড়ম্বরগণ ব্রহ্মার প্রথম জন্মচতুষ্টয় হ'তে উদ্ভূত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অনুসরণে বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়েও বানপ্রস্থের শাখাবিশেষে পরিণত হয়েছিলেন। ব্রহ্মার পঞ্চম জন্মে নারায়ণ হ'তে সনৎকুমার, ষষ্ঠ জন্মে বর্হিষৎ প্রভৃতি ঐকান্তিকধর্মে দীক্ষিত হন। ব্রহ্মার ষষ্ঠ জন্মেই সর্বপ্রথমে সামবেদগানের ধ্বনি উদ্‌গীত হয়েছিল। ব্রহ্মার সপ্তম জন্মই পাদ্মজন্ম। এই সময় নারায়ণ হ'তে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হ'তে দক্ষ, বিবস্বন্ মনু প্রভৃতি ভাগবতধর্মে দীক্ষিত হন। শ্রী-সম্প্রদায় রত্নাকর হ'তে প্রকাশিত। রত্নাকর আবার প্রাচীন বিঘশাসি-সম্প্রদায় হ'তে উদ্ভূত হয়েছেন। ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ও রুদ্র-সম্প্রদায় ব্রহ্মার চাক্ষুষজন্মে শ্রীনারায়ণ হ'তে কৃপা লাভ করেন। তাঁ'দের অধস্তন বালখিল্যগণই ব্রহ্ম ও রুদ্র-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ করেন। সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসত্য পঞ্চম জন্মে শ্রীনারায়ণ হ'তে ত্রেতা-প্রারম্ভে ঐকান্তিক ধর্ম লাভ করেন। এইরূপে সাত্বতসম্প্রদায়-চতুষ্টয় জগতে প্রকাশিত হন। পাদ্মকল্পের ভগবদবতারাবলী—মৎস্য,

কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভার্গব-রাম, দাশরথি-রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশ মূর্তির কথা পুরাণ, মহাভারত-প্রমুখ গ্রন্থে সম্পূটিত দেখা যায়। যদিও ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত দেবভাষায় রচিত, তথাপি প্রাগ্‌বন্ধ-যুগে সাত্বতধর্মের কথা ইঙ্গিতে ও কিয়ৎপরিমাণে বর্ণনে আমাদের লক্ষিতব্য বিষয় হয়। যদিও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থকে সংহিতা-কালের ভাষাগত বৈষম্যে দেখা যায়, তথাপি বিষয়-বিচারে পুরাণ-বর্ণিত ভাবসমূহ বিচারযুগের পূর্বে সহজভাবে অপ্রাকৃত সত্যের সহজ আবাহনই প্রমাণিত করে। যে-কালের ঐতিহ্য শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ পুরাণাদিতে সন্নিবিষ্ট আছে, তা'রই একটা সামান্য নির্দেশ বৈদিক সংহিতাদি গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পুরাণের আকর গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত হয়েছে, সেই সকল বৈদিক গ্রন্থ কালবশে অনেকগুলি তিরোহিত হয়েছে। সেগুলি পুরাণ-রচনা-কালের পর লুপ্ত হওয়ায় পুরাণ-প্রতিপাদ্য-বিষয়গুলি যে আধুনিক, তা' নয়। শ্রীমন্মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ঋক্‌সংহিতা-প্রকাশ-কালেরও বহু পূর্বের কথা; সেজন্যই সংহিতাকালের পরবর্তিকালে লিখিত পুরাণাদি বৈদিক-কালের পূর্ববর্তি-আলোচনায় পরিপূর্ণ। এ সকল বিষয়ে আমাদের অনেক কথা বল্‌বার আছে। আমি 'পারমার্থিক ভারত' নামে একখানি বিরাট্ গ্রন্থ-সঙ্কলনের ইচ্ছা করেছি। তা'তে এই সকল কথা বিশদভাবে আলোচনা কর্‌ব।

শাস্ত্রী। এরূপ বিচার-ধারা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার। আপনার কাছে অনেক নূতন কথা শুন্‌লুম। রত্নাকর হ'তে যে শ্রী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব বল্লেন, সেই শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ত' রামানুজ।

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীরামানুজ ঠিক প্রবর্তক নন; শ্রী-সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তিকা—শ্রীলক্ষ্মী; শ্রীরামানুজাচার্য শ্রী-সম্প্রদায় স্বীকার করেছেন ও সংরক্ষণ করেছেন। শ্রীরামানুজাচার্যেরও পূর্বে শ্রীযামুনাচার্য, তৎপূর্বে বোধায়ন প্রভৃতি শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্য ছিলেন।

শাস্ত্রী। রামানুজ মধ্বের কত পূর্বের?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীমধ্বাচার্য ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে আবির্ভূত হন, আর শ্রীরামানুজাচার্যের ৯৩৯ শকাব্দে, মতান্তরে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১০৭৭ খৃঃ) বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাগ্‌ভাগে অভ্যুদয়কাল।

শাস্ত্রী। রামানুজ ও মধ্বের মধ্যে পার্থক্যটা কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীরামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনে পরতত্ত্ব—'ঈশ্বর', 'চিৎ' ও 'অচিৎ'—এই তিন প্রকার বিভাগে নিজ-শক্তি-দ্বারা নিত্যপ্রকাশমান ব'লে প্রচারিত হয়েছেন। বস্তুর অদ্বয়তার ব্যাঘাত না করে বস্তু-শক্তির বৈচিত্র্যে ভগবান্ তিন প্রকারে নিত্যকাল লীলাবিশিষ্ট। 'চিৎ' ও 'অচিৎ'—এই উভয়ের 'ঈশ্বর'—অখিলকল্যাণগুণৈক-নিলয় পুরুষোত্তম ভগবান্। তিনি অনন্ত নিত্য শক্তিমান্ সবিশেষ-বস্তু। স্বগত, স্বজাতীয়,

বিজাতীয় বিশেষ তাঁ'তে নিত্য বিরাজমান। আর শ্রীমধ্বাচার্যের শুদ্ধদ্বৈত-দর্শনে সর্বশক্তিমান্ রসময় ভগবান্ ও আশ্রয়রূপ ভক্ত—নিত্য-সেব্য-সেবক-সম্বন্ধবিশিষ্ট। আশ্রয়রূপ জড়বস্তু সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ-রহিত হ'য়ে তৃতীয়। বিষয় এক হ'লেও আশ্রয়ের বহুত্ব-নিবন্ধন ভক্ত অসংখ্য এবং জড়বস্তুও অসংখ্য। এইরূপে পাঁচপ্রকার নিত্যভেদসত্তা সর্বদা ভগবানে নিত্যবৈচিত্র্য প্রদর্শন কর্ছে।

শাস্ত্রী। নিম্বাদিত্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর দার্শনিক সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদের পোষকতাই ক'রে ব'লে মনে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ। বর্তমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অবৈধ আনুকরণিক সংস্করণরূপে যে-সকল মতবাদ নিম্বাদিত্য ও বিষ্ণুস্বামীর নাম ক'রে প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে, সেগুলি কেবলাদ্বৈতবাদের প্রচ্ছন্ন মিত্র। কিন্তু শুদ্ধদ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন বা শুদ্ধাদ্বৈতদর্শন কেবলাদ্বৈতবাদীর সহিত চিরদিনই অসহযোগনীতি অবলম্বন করেছে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদে প্রকৃতপ্রস্তাবে কেবলাদ্বৈতবাদের মূল উৎপাটিত হয়েছে।

শাস্ত্রী। দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনের মূল-প্রতিজ্ঞাগুলি কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শনে চিন্ময়রসবিগ্রহ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়গত সামগ্রীরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যেখানে নির্মল আশ্রয়গত চিৎসত্তা, সেখানে নিত্যসত্তায় ঘনানন্দের সম্বেতৃরূপে ভগবান্ লীলাময়। যেখানে নশ্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা, সেখানে ভগবানের লীলা কুণ্ঠদর্শনে সঙ্কুচিত—বৈকুণ্ঠ হ'লেও প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্যত্ব-মাত্র দৃষ্ট হয়।

শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনে ভগবত্তায় জড়ের হেয়তা ও ভেদ আরোপিত হয় না। ভগবদুন্মুখ হ'লেই চিদ্দর্শন জড়ের ভেদগত-সত্তা-দর্শনের সত্য-দর্শনে বাধা দেয় না, আবার চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের হন্তারকও হয় না। বিভুচৈতন্যের সঙ্গে অণুচৈতন্যের সেব্য-সেবক-ভাবে লীলা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক নহে। ভগবদ্‌বস্তুর অংশ—'জীব', বস্তুর শক্তি—'মায়া'; তজ্জন্য জীব, মায়া ও মায়িকজগৎ—সকলই 'বস্তু'-শব্দবাচ্য; উহারা 'বস্তু' হ'তে স্বতন্ত্র নয়। এরূপ সিদ্ধান্তই—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।

শাস্ত্রী। বড় জটিল-তত্ত্ব। যাঁ'দিগকে আপনি 'কেবলাদ্বৈতবাদী' বলেন, তাঁ'রাও ত' নিজেরা তাঁ'দিগকে ''শুদ্ধাদ্বৈতবাদী'' বলে থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। বিদ্ধ-সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'শুদ্ধ' বল্লেই ত' তাঁ'রা শুদ্ধ হ'বেন না। তাঁ'দের বিচারে বিদ্ধতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এজন্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীশ্রীধরস্বামী প্রভৃতি বিদ্ধাদ্বৈতবাদীর বিচারের অশুদ্ধতা-প্রদর্শনের জন্য ''শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'' স্থাপন করেছেন। কেবলাদ্বৈতবাদীর বিদ্ধবিচার শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর শুদ্ধবিচারের সহিত ভিন্ন। যাঁ'রা সুসূক্ষ্মরূপে ইহা অনুধাবন ও ইহাতে প্রবেশ কর্তে পারেন নাই, তাঁ'রা প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ

কেবলাদ্বৈতবাদী হ'য়ে যান। শুদ্ধাদ্বৈত ও কেবলাদ্বৈতের মধ্যে পার্থক্য ক্ষুরের ধারের ন্যায় সুসূক্ষ্ম। একটুকু অন্যমনস্ক হ'লেই কেবলাদ্বৈতবাদের কবলে আত্মহত্যা ক'রে ফেল্‌তে হয়। কেবলাদ্বৈতবাদী 'মায়া'কে—অবস্তু, 'বস্তু'কে—'নির্বিশেষ', 'জীব' ও 'ব্রহ্ম'—ত্রিবিধ-ভেদহীন 'অভেদ', জগৎ—'অসত্য'—জৈবজ্ঞানের বিবর্ত-জন্য তাৎকালিক অনুভূতিময়, জ্ঞান-প্রাকট্যে অনুভবকারী, অনুভবনীয়, অনুভবাভাব প্রভৃতি শুদ্ধাদ্বৈত-বিরোধি-বিচার-বিশিষ্ট। কেবলাদ্বৈতবাদী—বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনরহিত, তিনি শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনরহিত, তিনি শুদ্ধভেদ-দর্শন-রহিত, তিনি দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন-রহিত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 'শক্তিপরিণাম-বাদ'কেই 'তত্ত্ব' ব'লে গ্রহণ করেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—বিবর্তবাদী ন'ন। বিশিষ্টাদ্বৈতীর সহিত শুদ্ধাদৈতীর পার্থক্য—বস্তু-শক্তির পরিণাম ও বস্তু-পরিণামের বিচারের মধ্যে আবদ্ধ। কেবলাদ্বৈতীর অংশাংশি-বিচারাভাব, বস্তু এবং মায়া-বিচার, চিন্মাত্র-বিচার, জগন্মিথ্যাত্ব-বিচার প্রভৃতির অকর্মণ্যতা—শুদ্ধাদ্বৈতী ও বিশিষ্টা-দ্বৈতী ব'লে দেন।

শাস্ত্রী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর বিচারের সঙ্গে আপনাদের গৌড়ীয়-দার্শনিক মতের তফাৎ কোথায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্ত-প্রতিপাদ্য-নিরূপণে ব'লে থাকেন, যেরূপ সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহের দেহী জীব ত্রিবিধ অবস্থানে পরিদৃষ্ট হয়, সেরূপ ভগবৎ-স্বরূপ হ'তে স্বতন্ত্রভাবে চিৎ ও অচিৎ জগৎ—দ্বিবিধ অবস্থানে প্রকাশিত হ'য়ে তাঁ'রই অদ্বয় বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেছে। চিজ্জগৎ—ভগবৎ-পরিকরে পূর্ণ, আর অচিজ্জগৎ—ভগবদ্‌বিমুখ বদ্ধজীবের ভোগ্যভূমি। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি—পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কারণ; ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি—প্রাকৃত গুণজাত জগৎ সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃত জগৎ—ভগবানের স্থূলবাহ্যাঙ্গ; আর জীবজগৎ—ভগবানের সূক্ষ্মাঙ্গ। ভগবান্ এই উভয়বিধ অঙ্গের অঙ্গী। গৌড়ীয়-দর্শন স্বরূপশক্তিমৎ-তত্ত্বের সহিত, চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তি-পরিণত জগদ্দ্বয়ের যুগপৎ কারণকার্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্থাপন করেছে।

শাস্ত্রী। নিম্বাদিত্য ও নিমায়েৎ সম্প্রদায় কি এক?

শ্রীল প্রভুপাদ। নিম্বাদিত্য হ'তে নিমায়েৎ সম্প্রদায় প্রচলিত হয়েছিল; বর্তমান নিমানন্দিগণ সেই প্রাচীন নিম্বাদিত্য হ'তে ঠিক উদ্ভূত কি না, তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ ক'রে থাকেন। ডাঃ ভাণ্ডারকার প্রভৃতিও সর্বদর্শনকার সায়ন-মাধবের গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বের নাম এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তের ন্যায় শ্রীনিম্বাদিত্যের নাম বা সিদ্ধান্তের কোন উল্লেখ না পাওয়ায় আধুনিক নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়কে পরবর্তিকালে উদ্ভূত বলেই মনে করেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর গ্রন্থেও অন্যান্য আচার্যের নাম উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু নিম্বার্কের কোন নাম উল্লেখ নাই। এজন্য অনেকেই ধারণা করেন,

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও বৃন্দাবনীয় রাধাগোবিন্দের উপাসনার বিকৃত আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরে বর্তমান নিম্বার্কীয়গণের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্ত ও উপাসনাদির সহিত অনেকটা বিকৃত সাম্য হ'তে এবং অন্যান্য অনেক কারণ হ'তে অনেকে এই কথা মনে করে থাকেন।

শাস্ত্রী। তা' হ'লে কি নিমাই নামের অনুকরণ ক'রে নিমায়েৎ-সম্প্রদায় বা নিমানন্দ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। নিমানন্দ-সম্প্রদায় ও নিমায়েৎ-সম্প্রদায় এক নহে। অনেকে নিমানন্দি-সম্প্রদায়কে নিমায়েৎ-সম্প্রদায়ের নামান্তর মনে ক'রে গোলমাল ক'রে থাকেন। কিন্তু বিষয় তা' নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি নাম নিমাই। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য গোপালগুরু গোস্বামী মহাপ্রভুকে নিমানন্দ-আখ্যায় প্রচার করেছেন। আবার যাঁ'রা শ্রীমধ্বাচার্য হ'তে শ্রীঈশ্বরপুরী পর্যন্ত আম্নায় পরিত্যাগ ক'রে একটি নব্য সম্প্রদায় স্থির করেন, তাঁ'রা মহাপ্রভুর 'নিমানন্দ' নাম ল'য়ে নিমানন্দ-সম্প্রদায় ব'লে আপনাদিগকে পরিচয় দেন।

শাস্ত্রী। তা' হ'লে কি নিম্বাদিত্য ব'লে কেউ ছিলেন না?

শ্রীল প্রভুপাদ। প্রাচীন সাত্বত সম্প্রদায়ের আচার্য-চতুষ্টয়ের অন্যতম নিম্বার্ক অবশ্যই ছিলেন। তৈলঙ্গদেশের নিকট বৈদুর্যপত্তন নামে যে স্থান ছিল---বর্তমানে যা' মুঙ্গেরপত্তন বা মুঙ্গিপাটন, সে স্থানে আরুণি নিম্বাদিত্য বা নিয়মানন্দ আবির্ভূত হন। তিনি সনৎকুমারের শিষ্য নারদের নিকট উপদেশ লাভ ক'রে জগতে যে মত প্রচার করেছিলেন, সেই মতানুগত সম্প্রদায় বহুপূর্বে লুপ্ত হয়েছে; এজন্য সায়নমাধব 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি সকল আচার্যের মতের উল্লেখ ক'রেও নিম্বার্কের নামের উল্লেখ করেন নাই।

শাস্ত্রী। পাণ্ডারপুরে শুনেছি তাঁ'দের স্থান আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমি পাণ্ডারপুরেও গিয়েছিলাম, সলিমাবাদেও গিয়েছিলাম।

শাস্ত্রী। সলিমাবাদ কোথায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। কৃষ্ণগড় হ'তে সলিমাবাদ যাওয়া যায়। আমরা জয়পুর হ'তে কৃষ্ণগড় হ'য়ে টাঙ্গায় সলিমাবাদ যাই। পথ নিতান্ত দুর্গম। সলিমাবাদের অনুসন্ধান কর্‌তে আমাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। সলিমাবাদের সংবাদের জন্য আমাদের কোন লোককে আধুনিক নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত তারাকিশোর বাবুর (বর্তমান নাম সন্তদাস বাবাজী) নিকট পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তিনিও এ বিষয়ের কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই। লক্ষ্ণৌয়ের নওলকিশোর প্রেসের প্রকাশিত হিন্দি ভক্তমালের টীকায়ও সলিমাবাদের কোন সন্ধান নেই। কৃষ্ণগড়ের রাজা সলিমাবাদের গাদির মহান্তের নিকট হ'তে দীক্ষা-গ্রহণ না ক'রে শ্রীবল্লভাচার্য-সম্প্রদায় কাঁকরোলী শাখার গোঁসাইদের নিকট দীক্ষিত হয়েছে। কৃষ্ণগড়ে কাঁকরোলী গোস্বামীর অধীনে একটি বড় সেবা স্থাপিত আছে। জয়পুরের রাজা পরলোকগত

শৈব মহারাজ রামসিংহ যে-সময় বৈষ্ণবগণের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, সেই সময়ে মহান্ত গোপেশ্বর শরণ জয়পুর ত্যাগ করেন। এই ঘটনা ১৯২২ বিক্রম সম্বতের পূর্বে ঘটেছিল। শৈব মহারাজ রামসিংহের পুত্র মহারাজ মাধো সিংহ জয়পুরের সিংহাসন লাভ করার পর বৃন্দাবনের নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গোপাল ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষিত হন। সলিমাবাদের সৌষ্ঠব মাধো সিংহের দ্বারাই বিশেষভাবে সাধিত হয়েছে। সলিমাবাদের মন্দির রাজপ্রাসাদের তুলনায় কোন অংশে কম নহে, বরং একটা ছোটখাট দুর্গ-বিশেষ। সলিমাবাদের মঠের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে তথায় অন্ততঃ একসপ্তাহকাল থাক্‌বার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। সেখানকার গ্রন্থাগার দর্শন কর্‌লাম। গ্রন্থাগারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ রয়েছে। শুন্‌লাম, যোধপুর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের রাজাগণ এই সম্প্রদায়ের শিষ্য। সলিমাবাদের মহান্তকে তাঁ'দের ইতিহাসের বিষয় জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, তিনিও বিশেষ কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না। তাঁ'দের literature যা দেখ্‌লাম, প্রকৃত প্রস্তাবে তিন চারিখানা মাত্র।

শাস্ত্রী। তাঁ'দের যে বেদান্তের ভাষ্য, সেটা কি ঠিক প্রাচীন নিম্বাদিত্যের রচিত? ভাষা অনেকটা আধুনিক মনে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ। 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নাম দিয়ে তাঁ'দের যে ভাষ্য নিম্বার্কের নামে প্রচলিত আছে, কেহ কেহ মনে করেন, কেশব-কাশ্মীরী অনেকটা অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সহিত প্রতিযোগিতামূলে ঐরূপ করেছেন এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থও তিনি লিখে গিয়েছেন।

শাস্ত্রী। এই কেশব কাশ্মীরীই কি মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত?

শ্রীল প্রভুপাদ। কেহ কেহ বলেন যে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গাঙ্গল্য ভট্টের শিষ্য কেশবভট্ট বা কেশবকাশ্মীরী এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। এ বিষয় কালগত-বিচারে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ক্রমদীপিকা-লেখক কেশবভট্টের গ্রন্থ হ'তে অনেকগুলি প্রমাণ শ্রীমদ্ গোপালভট্ট প্রভুর সঙ্কলিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও তা'র দিগ্‌দর্শনী টীকায় উদ্ধৃত হয়েছে। পরবর্তিকালে এই কেশবভট্টকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালীর মধ্যে আচার্যরূপে নিবদ্ধ করা হয়েছে। ক্রমদীপিকা-গ্রন্থের লেখক কেশবভট্ট নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ধারার মধ্যে পরিগণিত হ'য়ে থাক্‌লে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের লেখক সে কথা উল্লেখ কর্‌তে পার্‌তেন। প্রবাদ এই, গাঙ্গল্য ভট্টের গুরু কেশবভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হ'য়ে মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁ'কে ছন্নাবতারী ব'লে জান্‌তে পারায় এবং সরস্বতী দ্বারা নিষিদ্ধ স্বপ্নের বিবরণ প্রকাশ করায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তজ্জন্য গাঙ্গল্য ভট্ট পুনরায় কাশ্মীর-দেশীয় কোন ব্রাহ্মণকে 'কেশব' নামে অভিহিত করেন। এই কিম্বদন্তী হ'তে স্পষ্টই জানা যায়, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব-কাশ্মীরী নন, কিন্তু তিনি কেশবভট্ট নামক কোন পণ্ডিত।

শাস্ত্রী। তাঁ'দের সম্প্রদায়ের আর কি কি পুঁথি আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। তাঁ'দের সাম্প্রদায়িক বর্ণনানুসারে শ্রীমাধব মুকুন্দের 'পরপক্ষ গিরিবজ্র', অনন্তরামের 'বেদান্তরত্ন মঞ্জুষা', পুরুষোত্তম প্রসাদের 'শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম' প্রভৃতি। সলিমাবাদে গোপেশ্বর শরণদেবের 'চৌষট্টি প্রশ্ন' নামে একটি পুস্তক আছে। উহাতে ১৯২২ সংবতে বিরুদ্ধবাদীরা বৈষ্ণব-ধর্মের বিরুদ্ধে যে চৌষট্টি প্রশ্ন করেছিলেন, তা'র জবাব আছে।

শাস্ত্রী। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ত' নিম্বার্কের কথা ঢের বলেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি ইতিহাসের কথা বেশী বলেন নাই। তিনি যে কিছু পেয়েছেন, সেই দশশ্লোকটি প্রকাশ করেছেন মাত্র। দশশ্লোকীতে রাধাগোবিন্দের কথা supported হ'চ্ছে মাত্র। কিন্তু সে literature হ'তে ইতিহাস ব'লে ত' কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

[পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার গ্রন্থাগারের আলমীরা হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিলেন এবং তাহা দেখিতে লাগিলেন।]

শ্রীল প্রভুপাদ। এ কি অফ্রেৎ সাহেবের catalogue?

শাস্ত্রী। এই বই-ই ত' দিনরাত্রি ঘাট্‌ছি। [ইহা বলিয়া তিনি উক্ত পুস্তক হইতে নিম্বার্কের নাম ও তাঁহার গ্রন্থ-তালিকা দেখিতে লাগিলেন। তাহা হইতে সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণটি পড়িয়াও শুনাইলেন। his successor was Srinibash Achariya- মাধ্ব-মত-মর্দন, বেদান্ততত্ত্ববোধ, নিগম-সিদ্ধান্ত-প্রদীপ, বেদান্তপারিজাত are the works of নিম্বার্ক।]

শাস্ত্রী। কেশবকাশ্মীরী ত' শুনেছি অনেক বই লিখেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ, অনেকে বলেন,—কেশবকাশ্মীরী ঐ বইগুলি নাকি নিম্বার্কের নামে ক'রে দিয়েছেন। আমরা তাঁ'দের গুরু-পরম্পরা পেয়েছি। ভক্তিরত্নাকরেও একটা গুরু-পরম্পরা দেওয়া হয়েছে।

শাস্ত্রী। ইংরেজী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আমি ভক্তিরত্নাকর পড়েছিলাম—৪০ বৎসর পূর্বে। তা'তে গাঙ্গল্য ভট্টের নাম ত' কিছু পাই নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ। সলিমাবাদে আমরা তাঁ'দের যে গুরু-পরম্পরা পেয়েছি, তা'তে গাঙ্গল্যভট্টের নাম আছে। গাঙ্গল্যভট্টের নাম নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে এখনও বেশ প্রচলিত। তা'তে কেশবভট্টের শিষ্য—গাঙ্গল্যভট্ট, গাঙ্গল্যভট্টের শিষ্য—কেশর-কাশ্মীরী, কেশব-কাশ্মীরীর শিষ্য—শ্রীভট্টের নাম আছে।

শাস্ত্রী। আমি নিম্বাদিত্যের কথা প্রথমে শুনেছিলাম ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট। তিনি আমাকে কয়েকবার সঙ্গে ক'রে পণ্ডিত ☆ ☆ ☆ ভট্টাচার্যের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ।" ☆ ☆ ☆ ভট্টাচার্য একদিন এসে

আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষাং আশাবাসো বসীমহি শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ।'' এখানে মহিগুলির অর্থ কি? আমি তাঁ'কে বল্‌লাম— কেন আপনার পুত্র ☆ ☆ ☆ ত' পণ্ডিত। তিনি বল্‌লেন, আমার ☆ ☆ ☆ মফঃস্বলে গিয়েছেন ☆ ☆ ☆ পুস্তকের ভূমিকায় 'শ্রুয়তাং' 'শ্রুয়তাং' স্থলে 'শৃণ্বতাং' 'শৃণ্বতাং' লিখেছিলেন।

শাস্ত্রী। আমাদের দেশের পাণ্ডিত্য অনেকটা এই রকম। আমরা লোকের মুখে পণ্ডিত হই। শুনেছি, বর্ধমানে কোথায় নিম্বার্কদলের স্থান রয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ, বর্ধমানে এঁদের একটি মঠ আছে। এঁরা বলেন, বর্ধমানের মঠই এঁদের সকল মঠের আদি মঠ। অণ্ডাল ষ্টেশনের পরের ষ্টেশন উখরায় এঁদের একটি মঠ আছে। আরংঘাটায় 'যুগল-কিশোর' নামে একটি মঠ আছে। কটকে এঁদের প্রসিদ্ধ গোপালজী মঠ। পুরীতে দুঃখী শ্যামবাবা নামে একজন নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের উদাসীন সাধু ছিলেন। আরুণি নিম্বাদিত্য অরুণ ঋষির আশ্রমে আবির্ভূত হন, এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ডাঃ রামগোপাল ভাণ্ডারকর বলেছেন, বেলেরি ডিষ্ট্রীক্টে নিম্বসারগ্রামে নিম্বাদিত্য আবির্ভূত হন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁ'র কোন খোঁজ পাই নাই।

শাস্ত্রী। আপনি সাম্প্রদায়িক তথ্যানুসন্ধানের জন্য অনেক স্থান ঘুরেছেন, আর প্রচারের জন্যও আপনাদের অজস্র ব্যয়। আমিও অনেক টাকা খরচ করেছি—নানা জায়গায় 'ইতিহাস' 'ইতিহাস' ক'রে ঘুরে; কিন্তু ডাঃ ভাণ্ডারকার ত' নিজের এক পয়সাও খরচ করেন নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ। সত্যকথা প্রচারোদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত চেষ্টা, চিত্ত ও বিত্ত সর্বদা উন্মুক্ত রাখ্‌বার জন্য আমরা আমাদের গুরুবর্গের দ্বারা আদিষ্ট হয়েছি। বাংলাদেশের লোক এতই সত্যবিমুখ যে, বিদেশে এই সকল কথা অনেকেই গ্রহণ কর্‌ছেন, কিন্তু বাংলাদেশ অন্যান্য কার্যে ভরপুর হ'য়ে রয়েছে।

শাস্ত্রী। একবার গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়ার হুকুম মত আমি রাজ-পুতনায় গিয়েছিলাম। 'বিংশভাস্কর' বই পড়্‌তে লাগ্‌লাম। খুব ভাল ক'রে পড়্‌লাম, ওতে অনেক ভুল আছে। সেখানকার একজন বিশেষ শিক্ষিত অধ্যাপকের কাছে এ কথা বল্‌লাম। তিনি বল্‌লেন —'কেয়া গলদ্ হ্যায়। তোম্ ত কুছ্ কাম নেই কিয়া পরন্তু উন্‌হে ত ভারি এক কাম্ কিয়া। যো কাম্ কর্‌তে হ্যায় ওস্‌কে গলদ্ হোতি হ্যায়। যো কাম্ নেই কর্‌তে হ্যায় ওস্‌কে কেয়া গলদ্ হুয়া।' গৌড়ীয় মঠ কত বড় কাজ কর্‌ছে। আর যা'রা কিছু কর্‌তে পারে নাই বা কোন কালে পার্‌বে না, তা'রা গলদ্ বা ছিদ্রানুসন্ধান কর্‌বে।

শ্রীল প্রভুপাদ। Mental speculationist-দের সব ওলট্-পালট্ হ'য়ে যায়। মনোধর্মী কি না?

শাস্ত্রী। অনেকে ব'লে থাকেন, মহাপ্রভু কোন তর্ক-বিতর্ক করেন নাই, কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি বহু লোকের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছিলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। মহাপ্রভু বন্ধ্যা বিতণ্ডা করেন নাই। তবে তিনি যথেষ্ট বিচার করেছেন। তা'র তালিকা চরিতামৃতে রয়েছে।

শাস্ত্রী। হ্যাঁ।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনার একজন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হ'ল কাশ্মীর শ্রীনগরে।

শাস্ত্রী। বোধ হয়, মধুসূদন কৌল।

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ। তিনি আপনার নৈহাটির বাড়ীতে এসেছিলেন। আপনার কথা বল্‌লেন।

শাস্ত্রী। সে কলাপ ব্যাকরণ পড়্‌ত। সেই কলাপ ব্যাকরণ বাংলাদেশের কলাপ ব্যাকরণ হ'তে পৃথক্। লক্ষ্ণৌতে একটি কাশ্মীরী মহল্লা আছে; সেখান হ'তে কাশ্মীরীরা এদিক্ ওদিক্ ছড়িয়ে পড়ে। আচ্ছা, বিষ্ণুস্বামীর কোন trace ত' পাওয়া যায় না। ইনি কোন্ সময়ের লোক?

শ্রীল প্রভুপাদ। কেন, সায়নমাধবও ত' বিষ্ণুস্বামীর মত উদ্ধার করেছেন। 'রসেশ্বর'-দর্শনে বিষ্ণুস্বামীর কথার উল্লেখ আছে। আদি বিষ্ণুস্বামী দেবতনু খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাণ্ড্যবিজয় রাজার রাজ্যকালে মাদুরা প্রদেশে দেবেশ্বর ভট্টদেশিকের পুত্ররূপে উদ্ভূত হন। তাঁ'র অধস্তনসূত্রে সাতশ' ত্রিদণ্ডি আচার্য আদিবিষ্ণুস্বামীর সর্বজ্ঞসূক্তানুযায়ী বিষ্ণু-উপাসনা প্রচার করেন। আমরা এই সাতশ' ত্রিদণ্ডির নাম এবং ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের অষ্টোত্তরশত নাম সংগ্রহ করেছি। এই সাতশ' ত্রিদণ্ডির শেষ আচার্যের নাম—শ্রীব্যাসেশ্বর। ব্যাসেশ্বর আচার্যের পরে আদি বিষ্ণুস্বামি-পর্যায়ের প্রচার একরূপ লুপ্ত হ'য়ে যায়।

শাস্ত্রী। আপনি এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন দেখ্‌ছি।

শ্রীল প্রভুপাদ। তারপর দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামি-পর্যায়ে বর্তমান সময় হ'তে প্রায় এগার শত বৎসর পূর্বে শ্রীরাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয় দেখ্‌তে পাই। এই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীই কাঞ্চিতে শ্রীবরদরাজ বা রাজগোপাল-বিগ্রহ স্থাপন ক'রে তথায় নিজ আসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই দ্বারকায় রঞ্ছোড়লাল-বিগ্রহ স্থাপন এবং সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীতে বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপন ক'রে পুনরায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদের ঔজ্জ্বল্য প্রচার করেন। বিল্বমঙ্গল বা শিহ্লনমিশ্র—এই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী বা দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর প্রশিষ্য ব'লে খ্যাত।

শাস্ত্রী। তা হ'লে James, I, II, III,-এর মত বিষ্ণুস্বামীরও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ। দেবতনু বিষ্ণুস্বামী—প্রথম বা আদি বিষ্ণুস্বামী, রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী

—দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী। সেই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর তৃতীয় অধস্তনের সময় প্রাচীন শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের পূর্বের ন্যায় একটা মস্ত বিবাদ উপস্থিত হয়। শিবস্বামিগণ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাশ্রয়ে রুদ্রকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ব'লে প্রচার করেন; কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বী বিষ্ণুস্বামিগণ শ্রীরুদ্রকে সর্বেশ্বর বিষ্ণু হ'তে অভিন্ন বা প্রিয়তম সখা-গুরু-জ্ঞানে দর্শন করেন।

শাস্ত্রী। শিবকে যদি বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলা হ'ল, তা' হ'লে আবার তাঁ'র সঙ্গে ভেদজ্ঞান কিরূপে হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ। তৎপ্রিয়তমত্ব-বিচার বা তদীয়-সর্বস্ব-বিচার—কেবল অভেদ-বাদীর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ হ'তে পৃথক। শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বীগণের তদীয়-সর্বস্ব-বিচার ও কেবলাদ্বৈতবাদীর নির্বিশেষ-বিচারের সুসূক্ষ্ম পার্থক্য অতাত্ত্বিকগণ বুঝ্‌তে না পারায় মায়াবাদের আপাত প্রলোভনে আকৃষ্ট হ'য়ে শিবস্বামি-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়েন। সেই সময় শুনা যায়, বিষ্ণুবিরোধী শিবস্বামিগণ বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়কে জগৎ হ'তে বিলুপ্ত কর্‌বার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছিল। এমন কি, সেই সময় শিবস্বামী লিঙ্গায়েৎগণ সর্বজ্ঞসূক্তের বিচার কিছু গোলমাল ক'রে দিয়ে উহাকে শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের ভাষ্যরূপে চালাবার জন্য চেষ্টা করেন। বর্তমান সময় যেমন কেবলাদ্বৈতবাদী এবং তা'দের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন পৃষ্ঠপোষক-সম্প্রদায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বিষ্ণুস্বামীর অধস্তন শ্রীধরস্বামিপাদকে কেবলাদ্বৈতবাদীরূপে স্থাপন কর্‌তে চান, সেরূপ অজ্ঞতা বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের প্রতি শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের বিবাদকালেও সাধারণ সমাজে লক্ষিত হচ্ছিল।

শাস্ত্রী। তা' হ'লে কি শ্রীধরস্বামীকে আপনি বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শিষ্য বল্‌তে চান? তিনি কি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের নন?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীধরস্বামী ও তাঁ'র গুরুভ্রাতা 'নামকৌমুদী'-গ্রন্থকার লক্ষ্মীধর উভয়েই বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ও আচার্য ছিলেন। শ্রীধরস্বামীপাদ সম্প্রদায়ানুরোধে পৌর্বাপর্যানুসরণ-পূর্বক বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ভাবার্থদীপিকা-টীকা রচনা করেন। মঙ্গলাচরণে নৃসিংহদেবের স্তবে মাধব এবং উমাধব (শ্রীরুদ্র) 'পরস্পরাত্মা' ও 'পরস্পর-নতিপ্রিয়' প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা প্রকাশ ক'রে আপনাকে শ্রীরুদ্রের আনুগত্যে নৃসিংহোপাসক ব'লে পরিচয় প্রদান করেছেন। শ্রুতিস্তবের টীকায়ও নৃসিংহোপাসনার কথা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর্‌তে পারি। বেদান্ত-ভাষ্য ভাগবতের টীকার প্রারম্ভেই শ্রীধরস্বামীপাদ 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' শব্দের ব্যাখ্যায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেছেন। সুতরাং তাঁ'কে কোনক্রমেই কেবলাদ্বৈতবাদী—মায়াবাদী বলা যেতে পারে না। তাঁ'কে কেবলাদ্বৈতবাদী বল্‌লে তাঁ'র 'প্রোজ্ঝিতকৈতব'-শব্দের টীকাটিকে কেটে' দিতে হয়। সাত্বত আচার্য-চতুষ্টয়ের অন্য কা'রও নাম না ক'রে স্বামিপাদ কেবল বিষ্ণুস্বামী আচার্যের

সর্বজ্ঞসূক্তের প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। তাঁ'র রচিত বিষ্ণুপুরাণের টীকায়ও কেবলাদ্বৈত-মতের খণ্ডন ও বিষ্ণুস্বামীর মতানুযায়ী শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার ফুটে' রয়েছে। কেবল শ্রীনামের সাধ্যত্ব এবং শ্রীনামের নিত্যত্ব-বিচার—শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব-বিচার কেবলাদ্বৈতবাদীর মতে নাই। ঐরূপ বিচার থাক্‌লে কেবলাদ্বৈতবাদ টিক্‌তে পারে না। কিন্তু শ্রীধরস্বামীতে ঐসকল বিচার পরিস্ফুটরূপে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এজন্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'পদ্যাবলী' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে শ্রীধরস্বামীর ঐ সকল বাক্য উদ্ধার করেছেন। শ্রীবল্লভভট্ট কোন কোন কারণে শ্রীধরস্বামীর শ্রীনামৈক-নিষ্ঠার কথা ধর্‌তে না পারায় শ্রীধরস্বামীর প্রতি যেরূপ বিচার করেছেন, তা' শ্রীগৌরসুন্দর অনুমোদন করেন নাই। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরস্বামীকে 'জগদ্‌গুরু' নামে অভিহিত করেছেন।

শাস্ত্রী। "স্বামী যে না মানে, তারে বেশ্যা-মধ্যে গণি।"

শ্রীল প্রভুপাদ। যদি শ্রীধরস্বামী কেবলাদ্বৈতবাদী হ'তেন, তা' হ'লে গৌরসুন্দর "শ্রীজগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি' মানি।" "শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম) প্রভৃতি না ব'লে "মায়াবাদী-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।" (চৈঃ চঃ মধ্য ষষ্ঠ) প্রভৃতি বল্‌তেন। মায়াবাদীর সঙ্গ, মায়াবাদীর গ্রন্থ-অধ্যয়ন, মায়াবাদীর মতানু-সরণ—শ্রীগৌরসুন্দর সর্বতোভাবে বর্জন কর্‌তে বলেছেন।

শাস্ত্রী। দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর পরেও কি আরও বিষ্ণুস্বামী হয়েছিলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ, দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর পরে যখন বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের নিতান্ত দুর্ভিক্ষ হ'ল, তখন আন্ধ্র বিষ্ণুস্বামী বা তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী উদ্ভূত হ'লেন। এই তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীরই গৃহস্থ-শিষ্যের পারম্পর্যে বালভট্ট, প্রেমাকর, লক্ষ্মণভট্ট প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্মণভট্টেরই পুত্র—শ্রীবল্লভভট্ট। এই বল্লভভট্টই 'বল্লভাচার্য' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

শাস্ত্রী। বল্লভাচার্য-সম্প্রদায় বিষ্ণুস্বামীর অনুগত ব'লে থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। তাঁ'দের সাম্প্রদায়িকমত আদি বিষ্ণুস্বামীর বিচার হ'তে অনেকটা পৃথক হয়েছে।

শাস্ত্রী। শ্রীবল্লভাচার্য কি সন্ন্যাসী ছিলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি পূর্বে গৃহস্থ ছিলেন। শেষ বয়সে অর্থাৎ তাঁ'র পরলোক-গমনের ঊনচল্লিশ দিবস পূর্বে তাঁ'র গুরুভ্রাতা মাধবাচার্যের নিকট হ'তে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শাস্ত্রী। এই মাধবাচার্য কে?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগী গোস্বামীকুলের মধ্যে গাদাধরী শাখার মূলপুরুষ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী; ইনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ডগ্রহণ করেছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের ত্রিহুতবাসী মাধব-উপাধ্যায় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। ইনি পরে পণ্ডিত গোস্বামীর

নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ ক'রে মাধবাচার্য নামে খ্যাত হন। এই মাধবাচার্যই বেদের পুরুষসূক্তের মঙ্গলভাষ্য রচনা করেছেন। যদুনন্দন মাধবাচার্যের রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, তা' ঐ পুরুষসূক্তের মঙ্গলভাষ্য-সম্বন্ধেই। বল্লভাচার্য গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগত হয়েছিলেন, এ'কথা আমরা শ্রীচরিতামৃতে পাই।

শাস্ত্রী। বল্লভাচার্য যে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগত ছিলেন এবং গদাধরের শিষ্য মাধবাচার্যের নিকট হ'তে সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন, এ'কথা বল্লভ-সম্প্রদায় স্বীকার করেন কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। যদুচন্দ্রের 'বল্লভ-দিগ্বিজয়ে' যে মাধ্বসাম্প্রদায়ী মাধবজ্যোতি ত্রিদণ্ডির নিকট হ'তে বিষ্ণুস্বামী-মতানুসারী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা বল্লভাচার্যের সম্বন্ধে লিখিত হয়েছে, তদ্দ্বারা গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য—মাধবাচার্যকেই বুঝায়, এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রী। বল্লভ-ভট্টের আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে আপনি কি স্থির করেছেন? বল্লভ-ভট্ট কি বয়সে মহাপ্রভুর বড়, না ছোট?

শ্রীল প্রভুপাদ। বল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সাত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ চৌদ্দশত শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৫২ শকাব্দে তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে পরলোকগমন করেন।

শাস্ত্রী। উইল্‌সন্ সাহেবের মতে 800 A.D. এর পূর্বে কোন পুরাণ ছিল না—আমরা ত' 1500 B.C. পর্যন্ত তুলেছি। তবে আমি মনে কর্‌ছি,—আমি যে theory ক'রে গেলাম, সব উল্টে যা'বে। যখন কেউ পুনরায় চর্চা কর্‌বেন, তখন তিনি বল্‌বেন,—'যো কাম্ করতা হ্যায় উন্‌কো গলদ্ ভি হোতা হ্যায়।'

শ্রীল প্রভুপাদ। Mental Speculationist-দের সিদ্ধান্ত, অনুমান—সকলই পরিবর্তনযোগ্য। পুরাণ—নিত্য, সনাতন বস্তু। অমলপুরাণ-সমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাব-মাত্র স্মৃতিশাস্ত্র কীর্তন করেছেন। যা'রা শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করে অশ্রৌত অনুমান ও আধ্যক্ষিক মতের উপর চালিত হচ্ছে, তা'রা নিত্য সনাতন ও পুরাতন সূর্যকে অদ্যকার দুই এক ঘণ্টার বা দুই তিন মিনিট পূর্বের সূর্য মনে ক'রে ভ্রান্ত হয়। ক্ষুদ্র গবাক্ষের ভিতর দিয়ে jockey-কে দৌড়ে যেতে দেখে তা'রা jockey-এর তন্মুহূর্তেই জন্ম ও মৃত্যু কল্পনা ক'রে থাকে। কিন্তু শ্রুতিশাস্ত্র এ'সকল নিরাস করেছেন। আনন্দতীর্থ, লক্ষ্মণদেশিক এবং শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণ বর্ধমান জ্ঞাতিপুত্রের প্রচারিত নিরীশ্বর নায়ক-পূজাবাদ এবং সিদ্ধার্থের আবিষ্কৃত নিরীশ্বর সেবারহিত তপোবাদের কুযুক্তি পর্যন্ত নিরাস করেছেন। জগতে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদের দূষিত বীজাণু নানাভাবে প্রবেশ ক'রে লোকের সমূহ অহিত সাধন করেছে।

শাস্ত্রী। জগতের সকল ধর্মই ন্যূনাধিক বৌদ্ধধর্ম হ'তে উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ। এটাই সহজিয়া-মত। কিন্তু আমরা দেখাচ্ছি যে, এক সনাতন ভাগবতধর্মের বিকৃত অবস্থায় জগতে বৌদ্ধাদি মতের সৃষ্টি হয়েছে। এটা আমরা সর্বতোভাবে প্রমাণ কর্‌তে পারি। বুদ্ধ-বিষ্ণুর বিপথগামী ব্যক্তিগণই অবৈদিক বৌদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল। যেমন শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার বিপথগামী সম্প্রদায় পরবর্তিকালে আউল, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি নামধারণ ক'রে শ্রীচৈতন্যের দোহাই দিয়েছে, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম বুদ্ধের বিপথগামী শিষ্যেরা অশ্রৌত বৌদ্ধ বা প্রাকৃত-সহজিয়া হয়েছে। আমরাও বুদ্ধের অবতারী শ্রীকৃষ্ণের দাসসূত্রে বৌদ্ধ। তবে আমরা বিদ্ধ বৌদ্ধ, অশ্রৌত বৌদ্ধ বা প্রাকৃত-সহজিয়া নহি। শ্রীমদ্ভাগবতের ঋষভদেবের দোহাই দিয়ে ভাগবত-ধর্মের সহিত পাল্লা দিবার জন্য বর্ধমান জ্ঞাতিপুত্রের দল জৈনধর্ম সৃষ্টি করেছিল। নিরীশ্বর নায়ক-পূজাবাদ বা য়্যাপোথিওসিস্ আশ্রয় ক'রে কৃত্রিম নিরীশ্বর নীতি যে সকল মতবাদকে পুষ্ট করেছে, তা'দের সহিত সনাতন ভাগবত-ধর্মের বা বৈষ্ণবধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীমধ্বের ষোড়যাধস্তন ও মধ্বাচার্যের দ্বিতীয়-স্বরূপ সোদেমঠস্বামী বাদিরাজতীর্থ সাধারণ যুক্তিবলে একদিন বৌদ্ধবাদের অকর্মণ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁ'র গ্রন্থ 'যুক্তিমল্লিকা' পাঁচটি সৌরভে এই সকল মতবাদ নিরাস ক'রে সনাতন-বৈষ্ণবধর্মের সৌগন্ধ বিস্তার করেছেন। আমরা সেই যুক্তিমল্লিকা গ্রন্থ প্রকাশ কর্‌ছি।

শাস্ত্রী। যুক্তিমল্লিকা গ্রন্থের নাম প্রথম শুন্‌লুম। গ্রন্থখানি কা'র রচিত বল্‌লেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। বাদিরাজ স্বামীর।

শাস্ত্রী। ইনি কতদিন পূর্বের লোক?

শ্রীল প্রভুপাদ। প্রায় সাড়ে তিন শত (৩৫০) বৎসর পূর্বে ইঁহার অভ্যুদয়কাল। কেহ কেহ বলেন, ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ইনি সোদেমঠস্থিত বাগীশতীর্থের নিকট দীক্ষিত হ'য়ে শ্রীমধ্ব-মতের অদ্বিতীয় প্রচারক হয়েছিলেন। ইনি শৈবসিদ্ধান্ত ও জৈন-মতের খণ্ডনে তাঁ'র যুক্তিমল্লিকায় যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তা'তে বৌদ্ধবাদাদি-মতসমূহ নিরস্ত হয়েছে।

[মঃ মঃ পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় বাদিরাজস্বামীর নাম শ্রবণ ক'রে অফ্রেৎ সাহেবের ক্যাটালগ অনুসন্ধান কর্‌তে লাগ্‌লেন। তা'তে বাদিরাজস্বীর নাম ও যুক্তিমল্লিকা গ্রন্থের নাম দেখ্‌তে পেলেন। "যুক্তিমল্লিকা" শব্দের অনুসন্ধানফলে দেখ্‌লেন, উক্ত শব্দের পার্শ্বে একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন রয়েছে। তা' হ'তে বুঝা যায়, যুক্তিমল্লিকা-সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ অফ্রেৎ সাহেব বোধ হয় পান নাই।]

শাস্ত্রী। আপনাদের প্রকাশিত যুক্তিমল্লিকা গ্রন্থখানা আমি অবশ্য চাই।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমি সেই গ্রন্থ আপনাকে পাঠিয়ে দিব।

শাস্ত্রী। আমি জান্‌তাম,—কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি বিচারযুক্তিপর গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু ভক্তিপ্রিয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এরূপ পরমত-খণ্ডন-বিষয়ক গ্রন্থ বাস্তবিকই অভিনব। আপনি এরূপ বিচারপর গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে সাহিত্য জগতের কল্যাণ সাধন করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। কেবলমাত্র বৈষ্ণবাচার্যগণেরই এত অধিক দার্শনিক গ্রন্থ আছে—যা' অন্য সাম্প্রদায়িকগণের নাই। ফয়জাবাদের লাইব্রেরীটি ছোট হ'লেও তা'তে ঐতিহ্য গ্রন্থ বেশ সংগৃহীত আছে। আমরা সেই লাইব্রেরীতে কয়েকদিন কিছু তথ্য সংগ্রহ কর্‌ছিলাম।

শাস্ত্রী। ফয়জাবাদের রামশরণদাস আমার ছাত্র ছিলেন। তাঁ'কে আমি এম. এ. পাশ করাই। তিনি লক্ষ্ণৌ ইউনিভারসিটিতে সংস্কৃতের অধ্যাপক। আচ্ছা, চৈতন্যদেব পাণ্ডরপুরে কোন্ সময়ে গিয়েছিলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। চৌদ্দশত চৌত্রিশ (১৪৩৪) শকাব্দে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপের অপ্রকট-স্থান পাণ্ডরপুর দর্শন কর্‌তে আমরা গিয়েছিলাম। আপনি বোধ হয় শুনে' থাক্‌বেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব ভারতের যে-সব স্থানে পদার্পণ করেছিলেন, সেই সকল স্থানে আমরা তাঁ'র পুণ্যস্মৃতির চিহ্ন-স্বরূপ পদাঙ্ক-স্থাপন এবং তথায় মহাপ্রভুর আগমনের তারিখগুলির নির্দ্দেশ ক'রে দিচ্ছি।

শাস্ত্রী। এতে আপনি ঐতিহাসিকগণেরও অনেক সুবিধা ক'রে দিচ্ছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। এখনও পাণ্ডরপুরের চৈতন্যপাদপীঠ স্থাপিত হয় নাই। এই স্থানে তুকারাম, নামদেব, ধ্যানেশ্বর বা জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি অভঙ্গরচয়িতা ভক্তগণ বাস করেছিলেন। ইঁহাদের ভজন-বেদীতে বিঠোবা বা বিঠ্‌ঠলদেবের কথা প্রচারিত রয়েছে। পুরন্দর দাস, জগন্নাথ দাস, কনক দাস, ব্যাসরায়, যুক্তিমল্লিকার বাদিরাজ প্রভৃতি পারমার্থিক কবিগণ কন্নড় ভাষায় বিঠোবা দেবের সম্বন্ধে অনেক গীতি রচনা করেছেন। মধ্বসম্প্রদায়ের আচার্যগণের মধ্যে যাঁ'রা ভজনানুরাগ প্রদর্শন ও ভজন-গীতি-রচনা-সূত্রে অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন, তাঁ'রা আপনাদিগকে "দাসকূট" শ্রেণীর অন্তর্গত ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। আর মধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁ'রা সংস্কৃত-শাস্ত্রকুশল ও বাদি-দমনে পরাক্রমশালী হ'য়ে আচার্যের কার্য করেছেন, তাঁ'রা আপনাদিগকে, "ব্যাসকূট" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব'লে পরিচয় দিয়েছেন।

শাস্ত্রী। আপনাদের সম্প্রদায়ের পদাবলী-কর্তা, মহাজন ও শাস্ত্রকর্তা গোস্বামী আচার্যগণের মত দাসকূট ও ব্যাসকূট কি মধ্বাচার্যের সময় হ'তে আরম্ভ হয়েছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। ভজনানন্দী ও তত্ত্ববিচার-ভেদে দাসকূট ও ব্যাসকূট শ্রেণীদ্বয়। প্রাকৃত সহজিয়াগণ যেরূপ ভজনানন্দী বল্‌তে তত্ত্বানভিজ্ঞ, মূর্খ, ব্যাভিচারী সহজিয়াগণকে বোঝেন,

সেরূপ নয়। মূর্খ, লম্পট সহজিয়া কখনও ভজনানন্দী নয়। ব্যাসতীর্থের সময় হ'তে মধ্ব-সম্প্রদায়ের দাসকূট ও ব্যাসকূট শ্রেণীদ্বয় প্রচারিত হ'য়েছে।

[মঃ মঃ পঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁ'র গ্রন্থাগার হ'তে Descriptive Catalogue of manuscripts of the Asiatic society Vol. IV বাহির ক'রে শ্রীবল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের শ্রীগদাধর নামক কোন ব্যক্তিকৃত 'সম্প্রদায়-প্রদীপ' নামক গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশের কিয়দংশ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পাঠ করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিম্বার্কের সম্বন্ধে কিছুকাল আলোচনা করিলেন।]

শাস্ত্রী। আমি একবার মায়াপুরে গিয়েছিলাম। একবেলা গোদ্রুমে থেকে তারপর মায়াপুরে যাই।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি শুনে থাক্‌বেন যে, শ্রীমায়াপুরে একটি ডাকঘর খোলা হয়েছে এবং সেখান থেকে একটি দৈনিক পারমার্থিক কাগজ নিয়মিতভাবে বেরোচ্ছে। একটি পরবিদ্যাপীঠও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শাস্ত্রী। প্রাচীন নবদ্বীপের শ্রীবৃদ্ধিসাধন যতটা হয়, ততটাই আমাদের গৌরবের কথা।

শ্রীল প্রভুপাদ। সম্প্রতি আমরা শ্রীমায়াপুরে প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন কর্‌বার ইচ্ছা করেছি। এখানে পারমার্থিক বিভিন্ন দ্রব্য ও তথ্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি প্রদর্শিত হ'বে। শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর একজন সভ্যরূপে আপনাকে পেলে আমরা আনন্দিত হ'ব।

শাস্ত্রী। আপনাদের কার্যে আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। তবে আমি নিতান্ত অক্ষম হ'য়ে পড়েছি। এ ভাঙ্গা পা নিয়ে আর কোথাও যা'বার সামর্থ নাই। আমাকে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর সভ্যরূপে গ্রহণ ক'রে যদি আপনারা আনন্দিত হন, তা' হ'লে আমি তা'তে আপত্তি কর্‌তে পারি না। এরূপ মহদুদ্দেশ্যে কোন প্রকারে যোগদান কর্‌লেও আমাকে ধন্য মনে কর্‌ব।

[মঃ মঃ পঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অতঃপর তাঁ'র সংগৃহীত কতিপয় হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর জন্য প্রদান কর্‌বেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তিনি যথাকালে সেই গ্রন্থগুলি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদান করেছিলেন।]

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি পুষ্করাসাদী অক্ষরের কোন বই দেখেছেন কি?

শাস্ত্রী। যা'কে খরৌষ্টি বলে?

শ্রীল প্রভুপাদ। না, খরৌষ্টি পুষ্করাসাদি হ'তে পৃথক্‌। ব্রাহ্মী, খরৌষ্টি, পুষ্করাসাদি ও সান্‌কি—এই চারিপ্রকার অক্ষরের কথা আমরা শুন্‌তে পাই।

শাস্ত্রী। পুষ্করাসাদি লিখ্‌বার প্রণালীটা কিরূপ?

শ্রীল প্রভুপাদ। পুষ্করাসাদি নীচে থেকে উপরে উঠেছে।

শাস্ত্রী। আমি ত' এরূপ লেখা কোন বই দেখি নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ। সান্‌কি অক্ষরের গতি—উপর থেকে নীচে নেমেছে। চীনদেশের লেখা যেমন। মার্সম্যানের পাঁজিত মত। জ্যোতিষেরা সান্‌কি অক্ষরের প্রণালী নিয়েছেন। টেবিলের form-এ লেখা।

শাস্ত্রী। পূর্বেকার তালপাতার পাঁজির লেখার অনুরূপ মনে হচ্ছে। ভূদেব বাবুর পিতা এরূপভাবে পাঁজি লিখ্‌তেন। আশি (৮০) বছর হ'ল শ্রীরামপুরের পাঁজি এরূপভাবে লেখা হ'ত। কোষ্ঠি-লেখাও এরূপ প্রণালীর।

শ্রীল প্রভুপাদ। খরৌষ্ঠি হ'ল—ডান দিক্ থেকে বাম দিকে।

শাস্ত্রী। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ।' তা' হ'লে এটাও খরৌষ্ঠি হ'য়ে যাচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ। বহুদিন ধ'রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। একবার বেঙ্গল অফিসে চল্লিশ বছর পূর্বে আপনার সহিত দেখা হয়েছিল।

শাস্ত্রী। আপনার এতদিনের কথা কি স্মরণ আছে? আমাদের সময়কার শাক্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়ার কথা মনে পড়ে। বৈষ্ণবেরা শাক্তগণকে বল্‌ত,—"তোরা পাঁঠা কেটে' মাতৃহত্যা কর্‌ছিস্।" আর শাক্তেরা বল্‌ত,—"আমরা কাঠগড়ায় পাঁঠার চৈতন্যকে কাট্‌ছি।"

শ্রীল প্রভুপাদ। ওটাই একটা বৌদ্ধ-সহজিয়া-মত। অচিৎ হ'তে চিৎ-এর উৎপত্তি এবং চিৎ-এর বিনাশ-চেষ্টা—বৌদ্ধমত ছাড়া আর কিছু নয়।

শাস্ত্রী। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত কত কাজ করেছি। কাজ আর কি কর্‌তাম—তিনি সর্বদাই বৈষ্ণবধর্মের কথাই আলাপ কর্‌তেন, নানাস্থানে নিয়ে যেতেন। তাঁ'র মত বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের অদম্য উৎসাহী ও নিষ্কপট আগ্রহযুক্ত ব্যক্তি আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। তাঁ'র অনেক গুণ ছিল। তাঁ'র কাছে শিখ্‌বারও অনেক ছিল। সত্য তাঁ'র প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি বল্‌তেন,—পৃথিবীর সকল দেশের লোক একত্র মিলিত হ'য়ে যেদিন শ্রীচৈতন্যদেবের নাম কর্‌বেন, সেদিন তাঁ'র মনস্কামনা পূর্ণ হ'বে। বৈষ্ণবধর্ম-সম্বন্ধে বিচার ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা তাঁ'তে আমরা আশ্চর্যরকমে লক্ষ্য করেছি। আপনি তাঁ'রই মনের অভিলাষগুলি পূর্ণ কর্‌ছেন দেখ্‌ছি। আপনার এখানে কষ্ট ক'রে আস্‌বার কি দরকার ছিল? আমার পা ভাঙ্গা। নতুবা আমি নিজেই যেতুম। যা' হোক্, আপনাকে দেখে আমি বিশেষ কৃতার্থ হ'লাম। বহুদিন পূর্বের স্মৃতি আজ হৃদয়ে জাগরূক হ'ল।

[ইহা বলিয়া মঃ মঃ পঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁ'র crutch ভর করেই উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছুস্থান প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে প্রভুপাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে অসুস্থ অবস্থায় চল্‌তে বারণ কর্‌লেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভবনের একটি ব্যক্তি এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ ও শাস্ত্রী মহাশয়ের পাশাপাশি উপবিষ্ট অবস্থার একটি আলোকচিত্র তুলে নিলেন।]

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃততত্ত্ব সম্বন্ধে হরিকথা।

[গত ১২ই শ্রাবণ (১৩৪৩), ২৮শে জুলাই (১৯৩৬) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলিকাতার স্বনামধন্য বর্ষীয়ান্ দার্শনিক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্.এ মহাশয় প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে কিছু ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণোদ্দেশে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। অধ্যাপক মহোদয়ের স্বরচিত "ইতিহাস ও অভিব্যক্তি" নামক গ্রন্থ তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভার নির্দেশক। তাঁহার প্রবন্ধ ও নিবন্ধাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। তাঁহার বিনয়-নম্র অমায়িক ব্যবহার বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীল প্রভুপাদকে আচার্যোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া অধ্যাপক মহোদয় কথা-প্রসঙ্গে "গতানুগতিক ন্যায়ে সৎশিক্ষা লাভ হয় না"—এইরূপ একটি কথা বলিলে প্রভুপাদ তৎপ্রসঙ্গে হরিকথা বলিতে আরম্ভ করেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল কথা হয়। অধ্যাপক মহোদয় তচ্ছ্রবণে বিশেষ প্রীত হন। তিনি শ্রীবিগ্রহদর্শনান্তে বিদায়-গ্রহণের সময় পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকেন—"আচার্যের মুখে শব্দব্রহ্মের কথা না শুনিলে জীবের কিছুতেই মঙ্গল হইতে পারে না। আধ্যক্ষিক জ্ঞান অতিকষ্টে 'তনুভা' পর্যন্ত দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ পর্যন্তই আধ্যক্ষিকের শেষগতি, তদুপরি বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই—অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃতের কথা কেহই বলিতে পারে না। আজ গুরুমহারাজের কথা-শ্রবণে আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম।"

প্রভুপাদ অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট যে-সকল মহামূল্য কথা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম আমরা আমাদের সুদুর্বলা লেখনী-দ্বারা ও স্মৃতি হইতে যতটুকু সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।]

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি।।"

(ভাঃ ১০।১৪।২২)

—(ব্রহ্মা ভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিতেছেন—হে ভগবন্!) এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী; অবিদ্যাপ্রভাবে লুপ্তজ্ঞান, সুতরাং অতিশয় দুঃখপ্রদ। আপনি নিত্য-সুখ-বোধ-তনু অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ অনন্ত—অধোক্ষজবস্তু; আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি মায়া হইতে ইহার উদ্ভব ও বিনাশ সাধিত হইলেও ইহা

সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। ইদংশব্দোদ্দিষ্ট এই জগৎ মায়িক—পরিচ্ছেদক; পরন্তু মধ্যমাকৃতিবিশিষ্ট হইয়াও ভগবানের বপুঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক—অপরিচ্ছিন্ন। জগৎ সার্বকালিক সত্তারহিত-স্বরূপ, অতএব স্বপ্নাভ—স্বপ্নাত্মজ্ঞানবৎ অল্পকালস্থায়ী; কিন্তু তাই বলিয়া স্বাপ্নিকবস্তুবৎ এই জগতের মিথ্যাত্বও বিচার্য নহে।

আমাদের জাগরকাল বা স্বপ্নকালের অনুভূতি—সকলই জড়বিশ্বের অন্তর্গত। জাগরকালের যে অনুভূতি, তাহা স্বপ্নকালে নাই আবার স্বপ্নকালে যাহা, তাহা জাগরকালে নাই। বিশ্বে দ্রষ্টার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের নিকট যে সকল বস্তু উপস্থিত হইতেছে, তাহা তাহাদের সার্বকালিক সত্তা সংরক্ষণ করিতে পারিতেছে না। আমাদের জাগর ও স্বপ্নকালের দর্শন যেমন পরিবর্তনশীল নিত্যসুখবোধতনু ভগবানে তাদৃশ পরিবর্তনশীলতা নাই। 'অনয়া মীয়তে' ইতি মায়া। 'মেপে নেওয়া' ধর্ম হইতে এই জগতের উদ্ভব, তথাপি ইহা সৎসদৃশ।

আগে ছিল না, পরে হইল, কিছুদিন থাকিয়া বিনষ্ট হইবে—এরূপ জন্মস্থিতি-ভঙ্গশীল বস্তু ভগবান্ নহেন। "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।"—"এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমি ছিলাম; সৎ, অসৎ এবং অনির্বচনীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথক্ রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এসমুদয়-স্বরূপে অন্তর্যামিরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।" জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি—আমাদের এই প্রাকৃত অবস্থাত্রয়ে দেহাত্মাভিমানের প্রাবল্যবশতঃ ভগবানের সার্বকালিক সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দানুভব-বিষয়ে বিমূঢ়াবস্থায় নিরন্তর ঘাতপ্রতিঘাতময় উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল জীবনস্রোতে ভাসমান হইতে হইতে একদিন আমরা চিরতরে বিরত হইব; কিন্তু ভগবান্ চিরদিনই জগতের পরিবর্তনশীল সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া সর্বোপরি তাঁহার স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম বিস্তার পূর্বক নিত্য নবনবায়মান ভাবে চিদ্‌বিলাসপর হইয়া বিরাজমান থাকিবেন।

কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।

আধ্যক্ষিক দ্রষ্টার দৃষ্ট ও অদৃষ্ট—উভয় বস্তুই নশ্বর। দৃষ্টটিকে স্থূল বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে বিচার্য হয়, অদৃষ্টটি সূক্ষ্ম (subtle) বলিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের উপলব্ধির বিষয় হয় না; বস্তুতঃ উভয়েই নিত্যত্বের অভাব। কোন সময়ে দৃষ্ট, কোন সময়ে অদৃষ্ট। যেমন কর্পূর আছে এখন দেখিতেছি, উৎক্ষিপ্ত হইলে আর দৃষ্ট হয় না। কর্তৃত্বাভিমানে যে স্থূল-সূক্ষ্ম কর্ম, তাহার বিকার-যোগ্যতা আছে বলিয়া বিরিঞ্চি-লোক-পর্যন্তও অমঙ্গলের সম্ভাবনা। 'বিরিঞ্চ্য' বলিতে বিরিঞ্চি-সৃষ্ট। পণ্ডিত ব্যক্তি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট—উভয়কেই সমান অচিরস্থায়ী বলিয়া জ্ঞান করেন। স্বপ্নকালে যাহা দৃষ্ট হইতেছে, জাগরকালে তাহার objective existence অনুভূতির বিষয় হইতেছে না।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ—এই তিনটি epistemological gradatory limit যে পর্যন্ত cross করিতে না পারিব, সে পর্যন্ত আধ্যক্ষিকতা বিদূরীত হইবে না, অধোক্ষজের রাজ্যে—তুরীয়মানে পৌঁছিতে পারিব না। আমাদের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বগিন্দ্রিয় স্থূল (concrete) বস্তুটি গ্রহণ করিতেছে, মনে তাহার সূক্ষ্ম-(abstract) ভাবটি নীত হইতেছে। যাহা আমাদের বাহ্য ভগবদ্‌বিমুখ ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্বাভিমানে গ্রাহ্য বিষয় হইতেছে, তাহাই প্রত্যক্ষ। অপরের প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞানে বিশ্বাসস্থাপনের নামই পরোক্ষজ্ঞান। যেমন আমি এখানে বসিয়া আছি, কোন দূরস্থিত জিনিষের বিষয় টেলিফোনে communicated হইয়া অপরের দ্বারা received হইয়া আমার নিকট Transmitted হইতেছে—এইটি পরোক্ষ, অপরের ইন্দ্রিয় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাতে আস্থাস্থাপন-মূলক। Direct evidence-এরই আদর, hearsay evidence নাও হইতে পারে। যিনি শুনিয়াছেন, বলিতেছেন, তাঁহারই কাণে ঢুকিল কি না, শুনা ঠিক হইল কি না, তাহা দেখা আবশ্যক। একজন deposition দিতেছে—সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ইহা ধরিয়া লইতে হইবে। যেমন Judge পণ্ডিত আছেন, ইহা মানিয়া লইতে হইবে—Universal decree; ডাক্তারের Certificate মানিয়া লইতে হইবে। ইনি বিচারক বা চিকিৎসক এইরূপ assumption-এর পর 'শ্রবণ' বলিয়া ব্যাপারটি আরম্ভ হইতেছে। কিন্তু যাঁহার নিকট শ্রবণ করিব, যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বলিতেছেন, তাঁহারই প্রত্যক্ষ করিবার বিচারে যদি গোলমাল থাকে, তাহা হইলে ত' সবই গোলমাল হইয়া গেল। আবার যে কোন লোক শুনিতেছে, তাহার কথাটি কাগজের সাহায্যে লিখিয়া লইলেই তাহা evidence হইতেছে না। এইরূপে স্বীয় ইন্দ্রিয়জজ্ঞান বা অপরের ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানে বিশ্বাস-স্থাপন—উভয়ই ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাকরণাপাটব-দোষদুষ্ট। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের মধ্যে নাই যে জিনিষটি, বিবর্ত যেখানে থাকা উচিত নহে, যেমন Tabula rasa—nondesignative plane, এইটিই অপরোক্ষ। যে বস্তু আমি নিজে দেখিয়াছি বা নিজে না দেখিয়া অপর লোকের দর্শনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মানিয়া লইয়াছি—এতদুভয়ই প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় হওয়ায় তত্ত্ববিচারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাতীত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাতীত বস্তু 'অপরোক্ষ' শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নিজের বা অন্যের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানগ্রাহ্য বিষয়ের নশ্বরত্বাদি-দর্শনে এই প্রাপঞ্চিক অস্মিতা হইতে উত্থিত প্রাকৃত নাম-রূপাদির পরিণাম-রহস্যবিৎ অভিজ্ঞব্যক্তি তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে 'অপরোক্ষ' শব্দ-দ্বারা বস্তুর অতীন্দ্রিয়ত্ব ঘোষণা করেন, বস্তুতঃ তাহাই বাস্তবজ্ঞানের পরিসমাপ্তি নহে। এজগতের অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্চিত জ্ঞানরাশি পরতত্ত্বজ্ঞানকে তাহারই বিচারের বিষয়ীভূত করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে আধ্যক্ষিকতা হইতে পরিত্রাণ না পাওয়ায় বস্তুর নির্বিশেষ-স্বরূপমাত্র দর্শনাভিনয়েই নিরস্ত হইতেছেন। প্রত্যক্ষ,

পরোক্ষ ও অপরোক্ষ—knower, knowledge এবং Knowable—এই তিনটি বিচার একত্র হইয়া Non-designative বলিয়া একটি বিচার আসিয়া পড়িতেছে। জ্ঞেয় পদার্থ অপরোক্ষের মধ্যে বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের মধ্যে থাকিলে মানব-মনীষার কতকটা ধরিবার বিষয় হয়; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বস্তুতত্ত্ব-নিরূপণে ঐ তিনটির একটিকেও স্পর্শ না করিয়া 'অধোক্ষজ' বলিয়া একটি অপূর্ব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। "অধঃকৃতং তিরস্কৃতম্ অক্ষজং জীবানাম্ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ"—অধোক্ষজঃ। Godhead is He who has reserved the right of not being measured by human senses. ভূতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু 'ভগবান্' নহেন।

অক্ষজ বিচারে Theistic thought কিছুই নাই; তাহাতে বাস্তববস্তুকেই বাদ দেওয়া হইয়া যায়। আমরা জ্ঞাতৃসূত্রে জ্ঞেয়পদার্থ-নির্ণয়ে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ —এই তিনটি অবস্থাকে accommodate করিতে পারি; কিন্তু উহার মধ্যে ভগবানের কোন কথা নাই। যদিও 'ভগবান্ বিশ্বামিত্র' প্রভৃতি স্থলে বা নিজের গুরুকে 'ভগবান্'-সম্বোধনে 'ভগবান্'-শব্দের প্রয়োগ আছে, তথাপি শ্রীমদ্ভাগবতোদ্দিষ্ট 'ভগবৎ'-শব্দ ঐরূপ নহে। ভাগবত ভগবানের বিশেষণে 'অধোক্ষজ'-শব্দই বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এই ভগবানকে বাদ দিয়া যে জিনিষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, তাহাতে অধোক্ষজের কথা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবৎ-পরিচয়ে 'অধোক্ষজ' শব্দটির প্রতিই বিশেষ জোর (stress) দিয়াছেন। আমরা আত্মার সম্যক্-প্রসন্নতা-লাভ-বিষয়ে পরীক্ষিতের প্রশ্নোত্তরে শ্রীশুকমুখ হইতে সর্বপ্রথমে এই শ্লোকটি পাই—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।" (ভাঃ ১।২।৬)

'ভক্তি'-শব্দ অধোক্ষজ-ব্যতীত অন্যবিচারে—যেমন রাজভক্তি, দেশভক্তি, প্রভুভক্তি প্রভৃতিরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচারেরই অন্তর্গত হইয়া বহির্জগতেরই ব্যবহার-বিশেষ হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তির কথা বলিতে গিয়া যখন তখন অধোক্ষজের কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন, কেননা একমাত্র তিনিই initiative লইতেছেন। কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, প্রভুত্ব প্রভৃতি আমার প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। অধোক্ষজে ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজন, উহাতেই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ চরম—পরম মঙ্গল লাভ হয়। ভাগবতের অন্যত্রও বলা হইয়াছে—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।।

(ভাঃ ১।৭।৪—৭)

'লোকস্যাজানতঃ'—লোকের অর্থাৎ চতুর্দশভুবনের অন্তর্গত যে জ্ঞেয় পদার্থ, তাহার জ্ঞাতার কথা হইতেছে না; যেহেতু 'আবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্'—বিরিঞ্চিসৃষ্টজগতের জ্ঞাতৃত্বাভিমানে জ্ঞেয়পদার্থ-নির্ণয়ে যে জ্ঞান-সংগ্রহ করা হইতেছে, তাহা সবই অনর্থ-পরিপূর্ণ। অধোক্ষজে ভক্তিযোগ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অনর্থের উপশান্তি নাই—শত শত অনর্থের ক্রীড়াকন্দুক হইয়া সুখ-দুঃখের—ভোগত্যাগের দ্বন্দ্ববহুল অতীব অশান্তিময় জীবন যাপন করিতে হইতেছে। অধোক্ষজ-বিচারে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-বিচার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময় থাকিবে। অধোক্ষজে ভক্তিযোগের উদয় হইলে বিশ্বকে তদিতর পদার্থ-বিশেষ-দর্শনে ভোগ বা ত্যাগের আত্মবিনাশকর বিচার-ভ্রান্তি উদিত হইবে না। প্রত্যক্ষাদি অধোক্ষজের কৃপাপেক্ষাযুক্ত হইলেই তাহাদের সব গোল মিটিয়া যায়।

অধোক্ষজ-বস্তু Phenomena বা Noumena-এর মধ্যে আবদ্ধ নহেন। তিনি কখনও আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের অক্ষজজ্ঞানের আসামী হইতে পারেন না। তিনি বলেন—I can keep myself quite aloof from the human senses. আমাদের visual বা mental range-এর অন্তর্ভাব্য বস্তু তিনি নহেন। তিনি তাঁহার স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম-দ্বারা আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। শ্রীজীবগোস্বামীপাদ 'অধোক্ষজ' শব্দ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন —"স্বনিয়ম্যত্বেন অধঃকৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং সামর্থ্যং যেন সঃ।" যে বস্তুটি আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অভিভাব্য হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহার পরমেশ্বরত্ব রক্ষিত হইতেছে কোথায়?

শ্রীমদ্ভাগবত 'ভক্তিযোগেন' বলিয়া পদটী ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের মনটা ততদিন পর্যন্ত কলুষিত থাকিবে যতদিন পর্যন্ত না আমরা অধোক্ষজসেবা বুঝিব। অধোক্ষজের সেবা না পাওয়া পর্যন্ত mental organs defective থাকিবেই থাকিবে। আমাদের জ্ঞান concrete হইতে abstructed হইতেছে। Benevolence, piety প্রভৃতি শব্দ যখন আমাদের brain-এর particular instance-এ আসে, তখন আমরা উহার কথা বলি। Elephant বলিয়া জিনিষটি দেখিলাম, তাহাকে আমাদের মাথার মধ্যে পুরিয়া ফেলিতে না পারিয়া film-এর মত concrete-এর

photo লইলাম। অধোক্ষজ বস্তু এই প্রকার gross বা subtle স্থূল বা সূক্ষ্ম ধারণার অন্তর্গত বিষয় নহেন। উহা আমাদের visual বা mental range-এর মধ্যে আসে না।

মলযুক্ত মনে অধোক্ষজের অখণ্ড—পরিপূর্ণ ধারণা হইতেছে না। খণ্ডিত four walls united হইয়া হয় concrete, না হয় abstract আকারে মনের ধারণার মধ্যে আসিতেছে, কিন্তু পূর্ণপুরুষকে আনিবার সাধ্য মনের সামর্থ্যের সম্পূর্ণ অতীত ব্যাপার। 'মেপে নেওয়া' ধর্মই মনের, উহাতে খণ্ডিতভাবেরই প্রাবল্য, সুতরাং পূর্ণ integer ধারণা তাহাতে কি করিয়া আসিতে পারে? "নিত্যভজনীয় সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত অণুসম্বিৎ নিত্যানন্দবস্তুর নিত্যসেবন-প্রথাই চঞ্চল মনের অনুপাদেয়তা মার্জিত করিয়া ভক্তিচিত্তে সমাধি আনয়ন করে। এই নিত্যসেবোন্মুখতা ইন্দ্রিয়জ ভোগ বা নিরিন্দ্রিয়ত্যাগের সাহায্য গ্রহণ না করায় নির্মল আত্মা নিত্যসেবাবৃত্তিক্রমেই তদীয় সুদর্শন-প্রভাবে পূর্ণপুরুষ দর্শন করেন। পূর্ণপুরুষ-শব্দে সর্বশক্তিমান ভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে। নিরাকার ব্রহ্ম বা ব্যাপক ভূমা পরমাত্মা পূর্ণপুরুষের আংশিক প্রকাশ বা অসম্যক্ আবির্ভাব-কান্তিমাত্র। পূর্ণপুরুষ ভগবানের পরমাত্ম-প্রতীতিতে মায়াশক্তিপ্রচুর শক্তিমত্তার অধিষ্ঠানের সহিত মায়াধীশত্ব বর্তমান। জড়নির্বিশেষরহিত ত্রিগুণাতীত নির্বিশেষ ব্রহ্ম ভগবত্তার অসম্যক্ প্রকাশবিশেষ কান্তি। সর্বশক্তিমান ভগবানের অসংখ্য প্রকাশমূর্তির সহিত স্বয়ংপ্রকাশ মূর্তি রাম; সেই মূর্তির মূলকারণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগদ্বারা দর্শন করিয়াছিলেন।" ব্যাসদেব 'অপশ্যং পুরুষং পূর্ণং চ (এবং) মায়াম্। —এই কথা বলিতে পূর্ণতার হানি করিয়া—deduct করিয়া যে, 'and' বলা হইল, তাহা নহে; মায়া পূর্ণপুরুষের অপশ্রিতা অর্থাৎ তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাবে নিন্দিতভাবে আশ্রিতা। যেমন shadow—বাধা—reflection-জাতীয় জিনিষ। উহা original জিনিষেরই একটি জিনিষ—বিম্বের প্রতিবিম্ব। মহাশক্তি অপাশ্রিতা, direct potency নহে, ইহা ভগবানের স্বরূপশক্তিরই ছায়াশক্তি। ভগবানের শক্তি ত্রিবিধা—স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি বা অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। "অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি জীবের ভোগময় ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে উপলব্ধ হইবার বিষয় নহেন। স্বরূপশক্তিরই বিপরীত বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। ইহা জীবের হরিসেবা-প্রবৃত্তিকে আবৃত করিয়া আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তি হইতে বিক্ষিপ্ত করে। যেখানে মায়াশক্তি স্বরূপে উদ্ভাসিতা, তথায় তিনি প্রকাশময়ী, আর যেখানে তিনি আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় পরিচালনা করেন, সেখানে তাঁহার রজস্তমোগুণদ্বয় সৃষ্ট হয়। গুণান্তর্গত অণুচেতন অর্থাৎ জীবনীশক্তি-বিশিষ্ট অণুচিদ্ বস্তুকে গুণাভিমান-রূপে পাইলেই তিনি জীবকে আবৃত করেন ও ভগবৎসেবাবিমুখ করিয়া বিক্ষিপ্ত করেন। এই কার্যদ্বয় ভগবানের প্রীতিপ্রদ না হইলেও মায়া বা ভগবদ্-বহিরঙ্গা

শক্তি এই সেবা করিয়া থাকেন। যে সকল জীবের হরিবিমুখতায় যোগ্যতা, মায়া তাহাদেরই ভোগ্যা হইয়া বহু মূর্তিতে প্রকাশিতা হন। মায়া বা বহিরঙ্গাশক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তিনি ভগবানেই আশ্রিতা, তবে সেবোন্মুখ জীব যেরূপ মুখ্যসেবানিরত হইয়া আদরের সহিত অবস্থিত, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি সেই প্রকার নহেন। ভগবানের প্রিয় জীবগণকে ভগবান্ হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া আবৃত করেন বলিয়া ভগবান্ বহিরঙ্গা শক্তিকে সর্বপ্রধানা শক্তিপদবীতে স্থান না দিয়া অপকৃষ্ট ভাবে আশ্রয় দিয়া থাকেন। ভগবদাশ্রয়-বিচ্যুতা হইবার যোগ্যতা তাঁহার নাই। এজন্য তাঁহাকে অপকৃষ্টভাবে আশ্রিতা থাকিতে হয়।"

"কৃষ্ণ ভুলি" সেই জীব—অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ।।

(চৈঃ চঃ ম ২০।১১৭)

যয়া মায়য়া সম্মোহিতঃ জীবঃ পরঃ অপি আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং মনুতে। জীব—জীবন আছে অথচ তাহা মায়াদ্বারা অভিভূত হইবার যোগ্য। চেতন আছে, কিন্তু পূর্ণ নহে—অপূর্ণ। নতুবা পূর্ণের বিপরীতভাবের preference সে দেয় কেন? মায়ার উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া বস্তুতঃ তাহার ভৃত্যত্বই করিতে হইতেছে।

'মায়াধীশ', 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।

মায়া-দ্বারা অভিভাব্য জীবের 'মেপে নেওয়া' ধর্ম currency লাভ করিলেই সে মায়াদ্বারা সম্যগ্‌রূপে মূঢ়তা লাভ করে। মায়া জীবের চেতনবৃত্তিকে cover করে। আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং মনুতে—আত্মাকে জন্মস্থিতিভঙ্গ—রজঃসত্ত্বতমোগুণের অধীন বলিয়া মনে করে। অবশ্য গুণগুলি preponderating—একটির উপর আর একটি প্রভুত্ব করে। আত্মা হইয়াও সেই গুণদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। 'পরোঽপি' অর্থাৎ মায়িক গুণত্রয়াতিরিক্ত হইয়াও প্রয়োজনসিদ্ধিতে unsuccessful হয়। 'তৎকৃতং অনর্থঞ্চ অভিপদ্যতে'—আত্মার ত্রিগুণত্বাভিমানকৃত অনর্থ অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্মুখ সংসার-ব্যসন লাভ করে।

মাপিয়া লওয়া ধর্মে frustrated (বিফল-মনোরথ) হইবার যোগ্যতা আছে। উহার অনুসরণে কখনও অনর্থের উপশান্তি সম্ভবপর হইবে না। মা যশোদা প্রথমে যখন ছাঁদন দড়ি দিয়া কৃষ্ণকে বাঁধিবার প্রয়াস করিলেন, তখন কৃষ্ণ "অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্";কিন্তু যখনই সেবার বিচার অর্থাৎ কৃষ্ণে আত্মনির্ভরতা আসে, অমনিই কৃষ্ণ মাটির মানুষ হইয়া যান—বন্ধন স্বীকার করিয়া লন। শ্রীকৃষ্ণের উদরে এই দামবন্ধনস্বীকার-লীলায় আধ্যক্ষিকগণের আরোহ-পন্থার প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়া অবরোহপন্থায় অধোক্ষজলীলা-পুরুষোত্তম স্বরাট্ স্বেচ্ছাময় সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পুরুষের স্বারাজ্য-সিংহাসন

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের ভক্তিবাধ্য; অন্য কোন উপায়ে কেহই তাঁহাকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারে না। ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিতেছেন—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।"

(ভাঃ ১০।২।৩২)

[হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাহারা অনেক কষ্টে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্মপর্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয়।]

একটি পা এখানে আছে, আর একটি পা তুলিয়া অন্যত্র দেওয়া হইল যেমন মনে করিতেছি, অমনিই অধঃপতন লাভ হইতেছে। আধ্যক্ষিক-জ্ঞানজনিত কৈতব কল্মষ-কষায়-দুষ্টমতি অভক্ত জ্ঞানিগণ "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ" বিচারে বিজ্ঞাভিমানী হইয়া ভগবদ্ভক্তিরাহিত্য-হেতু মুক্তি-পিশাচীকে বহুমানন করে, তৎফলে বহুজ্ঞান-বৈরাগ্যাভ্যাসবিধিসহ হয় ত' মোক্ষ-সন্নিহিত—মোক্ষপীঠের অব্যবহিত প্রদেশপর্যন্তও অধিরোহণ করিয়া ভগবৎপাদপদ্মের নিত্যসেবা-বিচারে অনাদর-হেতু অপরাধবশে কৃষ্ণকৃপা-রজ্জু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরমোচ্চ-জ্ঞানাখ্য পীঠপ্রান্ত হইতে অজ্ঞানান্ধকারে—সংসার-তমিস্রে নিমজ্জিত হয়। এজন্য ব্রহ্মা পরবর্তী ১৪শ অধ্যায়ে (ভাঃ ১০ম স্কন্ধে) 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য', 'শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য', 'অথাপি তে দেব' প্রভৃতি শ্লোকে বহির্মুখ-জ্ঞান-প্রয়াসকে সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণপূর্বক ভগবৎপাদপদ্মে সর্বতোভাবে সমর্পিতাত্ম-ভক্তের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

অধোক্ষজে ভক্তির বিচার আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই জীবের ঐসকল অনর্থ—প্রয়োজন-সিদ্ধির সকল অন্তরায় দূরীভূত হইয়া যায়। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণুবিরোধী পিতা হিরণ্যকশিপুকে লক্ষ্য করিয়া নির্ভীকভাবে বলিতেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

[যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।]

ভক্তির বৃত্তি—ভজনীয় বস্তুর ভজন করিব। ভজনকারী আমি, ভজনীয় বস্তু ও ভজন—এই তিনটিই অধোক্ষজ না হইলে জড় প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও জড়নির্বিশেষ অপরোক্ষের ভৃত্য হইয়া আধ্যক্ষিক হইয়া গেলাম। Gross বা subtle—স্থূল বা সূক্ষ্মের

Chemical Laboratory-তে, জমিতে, আসমানে, এরোপ্লেনে শত শত বর্ষ--যুগযুগান্তর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও সেই অধোক্ষজ বস্তুটির বিষয় জানা যাইবে না। কে জানিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে ভাগবত জানাইতেছেন----

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে।।
(ভাঃ ২।৭।৪৬)

[ভগবানের যাঁহারা একান্ত আশ্রিত ভক্ত, তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যাঁহারা শিক্ষা করেন, তাঁহারা স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর ইত্যাদি পাপজাতি হইলেও এবং তাঁহারা হংস, গজ, শুক-শারিকাদি তির্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াও ভগবানের মায়া জানিতে পারেন এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতেও সমর্থ হন। সুতরাং যে সকল মনুষ্য শ্রীগুরুপ্রমুখাৎ ভগবানের নামরূপাদি শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভগবানের মায়াকে অবগত হইয়া তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন, এবিষয়ে আর আশ্চর্য কি?]

অধোক্ষজে ভক্তিযোগ হইলেই যে, সকল অনর্থের হস্ত হইতে চিরনিষ্কৃতিলাভ হয়, ইহা মানুষ তাহার প্রাকৃতজ্ঞান-দ্বারা discover করিতে পারে নাই বলিয়াই অপ্রাকৃত জ্ঞানবান বিদ্বান শ্রীব্যাস সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, যে ভাগবতের শ্রবণপর হইল পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয় এবং যে ভক্তির আনুষঙ্গিকফলেই শোকমোহভয়াদির সম্যক্ অপগতি ঘটিয়া থাকে। অধোক্ষজের কথা শ্রবণ বা কীর্তন না করা কালেই দ্বিতীয়াভিনিবেশফলে ভয়শোকাদি বিশ্বের অন্তর্গত বিচারে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। শ্রবণ সুষ্ঠু হওয়া আবশ্যক। সদ্‌গুরুমুখে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের শ্রবণ-ব্যতীত শব্দীর সহিত শব্দের ভেদযুক্ত ইতরব্যোমের খণ্ডিত-বিচার হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই। পরব্যোমের শব্দ ও শব্দী অভেদ। ভেদযুক্ত শব্দ গ্রহণীয় হইলে অধোক্ষজ বস্তুর সাক্ষাৎকার হইবে না, চতুর্দশ ভুবনেই গতাগতি লাভ হইবে। শোক, মোহ ও ভয় আমাদের বর্তমান জগদ্-ধারণার সহিত অনুস্যূত, তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে ভক্ত-ভাগবতের শ্রীমুখে গ্রন্থ-ভাগবত হইতে অধোক্ষজ পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তির কথা শুশ্রূষু হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে। ভক্তের association-এ শোকমোহভয়াপহারিণী ভক্তির উদয় হইবে---ভজন-রহস্য উপলব্ধির বিষয় হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান পরমাত্ম-সান্নিধ্য ও ভগবদ্‌ভক্তি। 'ভক্তি' শব্দ কেবল ভগবানেই ব্যবহৃত।

শ্রীমদ্ভাগবত আর একটি শ্লোকে অধোক্ষজের কথা বলিতেছেন---

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে।।

যে সময়ে সতী দেবী বৈষ্ণবরাজ শম্ভুসমীপে পিতৃগৃহগমনের অনুমতি প্রার্থনা

করিতেছিলেন, তৎকালে অজ্ঞসাধারণের "শিব কেন তাঁহার শ্বশুর দক্ষকে অভিবাদনাদি-দ্বারা বাহ্য সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন না?" ইত্যাকার পূর্বপক্ষ নিরসন-কল্পে স্বয়ং শম্ভুই তাহার মীমাংসা করিয়া বলিতেছেন—বহির্মুখ দেহাভিমানীর দেহাভিমানকে কায়িক ব্যাপারযোগে অভিবাদনাদি-দ্বারা বহুমানিত না করিয়া বিজ্ঞজনগণ মনের দ্বারা তাঁহার হৃদয়শায়ী অন্তর্যামী পরমপুরুষ বাসুদেবেরই প্রতি নমস্কারাদি বিধান করিয়া থাকেন। "অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ হৃদয়ই বসুদেব-শব্দে অভিহিত। আবরণ-শূন্য অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তি-বৃত্তিভূত স্বপ্রকাশশক্তি-লক্ষণযুক্ত পুরুষ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব। তিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান্, অধোক্ষজ অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অতীত পুরুষোত্তম। তিনি বিশুদ্ধ সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত অন্তঃকরণে নিত্য প্রকাশমান। আমি সেই ভগবান্‌কে বিশেষরূপে নমস্কার বিধান করি।"

রজস্তমঃসত্ত্ব—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। বিশুদ্ধসত্ত্বে ঐরূপ প্রাকৃত গুণত্রয়ের কোন প্রকার সংমিশ্রণ নাই। এখানকার সত্ত্বে রজস্তমঃ—সংমিশ্রিত। বিশুদ্ধ সত্ত্ব—বৈকুণ্ঠ বস্তু—-অমলিন সত্ত্বা, তাহা বসুদেব। অপ্রাকৃত অন্তঃকরণ বা চিচ্ছক্তিবৃত্তিময় অপ্রাকৃত-সত্ত্বই ভগবজ্জনক বসুদেব। 'অপাবৃতঃ পুমান্ যদীয়তে'—স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত স্বপ্রকাশতা-শক্তিলক্ষণত্ব-হেতু আবরণ-শূন্য ভগবান্ পরমপুরুষ বাসুদেব সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবে প্রাকট্য লাভ করিয়াছেন। এই বাসুদেব—অধোক্ষজবস্তু; ভাগবত বাসুদেবাবির্ভাবের কথা বলিয়াই তাঁহার জন্মরহস্য যে প্রাকৃত ধারণার অন্তর্গত নহে, ইহা বলিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে 'অধোক্ষজ' শব্দ বলিয়া তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই শব্দটি প্রাকৃত মানব-মনীষার কল্পিত কোন শব্দ বিশেষ নহে। পাছে মায়া আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে কেবলাদ্বৈতবাদী যে ভগবানকে নিঃশক্তিক প্রমাণ করাইবার জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহার সেই ব্যস্ততাকে প্রবলবেগে আঘাত দিবার জন্যই ভাগবত বারম্বার এই 'অধোক্ষজ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবরাজ শম্ভু বলিতেছেন,—আমি সেই অধোক্ষজ ভগবান্‌কে নমস্কার বিধান করিতেছি যাঁহার imanation সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাঁহাকে নমস্কার করিলেই সকলের প্রতি সম্মান বিহিত হইয়া থাকে।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।

(ভাঃ ৪।৩১।১২)

[যেরূপ তরুর মূলে জল সেচন করিলে সেই তরুর স্কন্ধ, ভুজ, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তি লাভ করে এবং প্রাণের তৃপ্তিতেই যেরূপ সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই সমস্ত দেবতাদিগের পূজা হইয়া যায়।]

অচ্যুতের প্রতি নমস্কার বিধান না করিয়া অন্যকে স্বতন্ত্রভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতে গেলে অন্যের প্রতি বরং অসম্মানই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। শিব তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইবার আদর্শ প্রকট করিয়া সর্বক্ষণ অচ্যুত-পাদপদ্মে প্রণত; সুতরাং তিনি তাঁহার (জগদ্ব্যাপারে) পরমপূজ্য শ্বশুর-মহাশয়কে অসম্মান করিলেন, ইহা কখনও উত্তরপক্ষরূপে স্থাপিত হইতে পারে না। আলাদা আলাদা নমস্কার করিতে গেলে ঘাড় ব্যথা হইয়া যায়, একজনকে নমস্কার করিতে গিয়া বাদবাকী আর সকলকে নমস্কার না করার দরুণ তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। আবার তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া অন্যকে অসন্তুষ্ট করিতে হয়। অচ্যুত-চরণাশ্রয়ে ঐরূপ বিপত্তির আশঙ্কা নাই। তাঁহার তৃপ্তিতেই সকলের তৃপ্তি বিধান হইবে।

যিনি নিজেই তাঁহার personality প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহারই সেবা প্রয়োজন। Impersonal-কে accept করিলেও হয়, না করিলেও হয়। যিনি সেবা গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারই কথায় আমাদের প্রয়োজন, তাঁহার সেবা না করিলে punishable হইতে হইবে। প্রত্যক্ষাদি অক্ষজবাদী ভগবৎসেবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে না, অন্যান্য বিষয়-ভোগ বা ত্যাগের বিচারেই প্রমত্ত হইয়া পড়ে। আধ্যক্ষিকগণ যে সকলের স্তাবক হইয়া পড়ে, তাহা খণ্ডকালাধীন; কিন্তু অধোক্ষজবস্তু নিত্যকাল বিরাজিত থাকিবেন। তিনি অধোক্ষজ-সেবক ব্যতীত অন্যের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না, অন্যে তাঁহার মর্যাদা বুঝে না। 'অপ্রাকৃতবস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর'। তাহা কঠশ্রুতি বলিতেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।

[এই পরমাত্মবস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য-দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাজ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশতনু প্রকটিত করেন।]

যাজ্ঞিকবিপ্রগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ পত্নীগণের অলৌকিকী ভক্তি ও নিজেদের ভক্তিহীনতা-দর্শনে অনুতপ্ত হইয়া আত্মনিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।।

[যেহেতু—আমরা অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি বিমুখ হইয়াছি, অতএব আমাদের শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধ জন্ম, ব্রত, বহুশাস্ত্রজ্ঞান, কুলমর্যাদা ও ক্রিয়া-নৈপুণ্য—সকলকেই ধিক্।]

অধোক্ষজ-সেবা-হীন ব্যক্তি জগতের বিচারে যতই না কেন বড় বলিয়া বিচার্য হউন; তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠতার মূল্য অন্ধকপর্দকতুল্য। তিনি প্রকৃতিজন বলিয়া সর্বদা বিগর্হণযোগ্য।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবতের আরও ২০।৫০টি স্থানে 'অধোক্ষজ' শব্দের উল্লেখ আছে। এখন জিজ্ঞাস্য, এই অধোক্ষজের সহিত প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের কি সম্বন্ধ?

নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ—অপরোক্ষপর্যন্ত, আর সবিশেষ ব্রহ্মবাদের কথা যেমন শ্রীরূপপাদ জানাইতেছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।
মালী হঞা করে সেই বীজ-আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন।।
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি 'পরব্যোম' পায়।।
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে' করে আরোহণ।।"

ইহা একটি সুন্দর analogy। ব্রহ্মাণ্ডে ভক্তিলতার আশ্রয়স্থান নাই। ব্রহ্মাণ্ডের পর 'বিরজা'—কারণবারি, সেখানে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, তথায়ও আশ্রয় নাই। তৎপর নির্বিশেষ ব্রহ্মধাম, সেখানে কাহার অনুভূতি, অনুভব কি, অনুভবনীয় পদার্থই বা কি, তাহার স্থির নাই—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর বৈশিষ্ট্যাভাব, সেখানেও ভক্তিলতার আশ্রয় স্থান নাই। অতঃপর পরব্যোম, সেখানে ভূতাকাশের ন্যায় স্থূল-সূক্ষ্মের accommodation নাই, কেবল অবিমিশ্র চেতন, অচেতনের কোন নাম গন্ধ তথায় নাই। তাহাকেই বৈকুণ্ঠধাম বলে। সেখানে আড়াইটিরসে ষড়ৈশ্বর্যপতি নারায়ণ সেবিত হন। আড়াইটি বলিতে শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্ধ অর্থাৎ গৌরবসখ্য, Lower Hemisphere—গোলোকের নিম্নার্ধের কথা। এখান হইতে দেখিলে মর্যাদাপথে পূজ্য-বুদ্ধিতে নাভির উপরিস্থিত ইন্দ্রিয়কে পবিত্রজ্ঞানে with dignity সেখানে পৌঁছিতে পারি। Mental level-এ দণ্ডায়মান হইয়া গৌরববিচারে নিম্নার্ধ পর্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু উন্নতার্ধ—যেখানে বিশ্রম্ভ-বিচার বর্তমান, সেখানকার কিছুই দৃগ্‌গোচর হয় না। উন্নতার্ধে বিশ্রম্ভসখ্যবিচারে সখারা কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতেছেন, পদার্পণ পর্যন্ত করিতেছেন, বিশ্রম্ভবাৎসল্যে কৃষ্ণ পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, পিতা-মাতা from the very be-

ginning of offspring—পুত্রের জন্মের প্রারম্ভ হইতেই পুত্রের সর্বতোভাবে সেবা করিবার সুযোগ পাইতেছেন। পুত্রকে পাল্য-জ্ঞানে তাড়ন-ভর্ৎসন করিতেছেন। পূজ্যকে দিয়া সেবা করাইয়া লইতেছেন। আর Consorthood কান্তরস সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ধরণের কথা—সর্বোৎকৃষ্ট চমৎকারিতার বিচার।

যদি পূর্বপক্ষ হয়—আমরা দুর্ধর্ষ ও অবিবেচকের মত কি করিয়া চাই যে, তিনি আমার পুত্র বা স্বামী হইবেন? তখন বিচার—আমরা ত' কোন mental world-এর কথা বলিতেছি না। সুতরাং কোন Anthropomorphism, Zoomorphism বা Phytomorphism-এর বিচার আবাহন করা উচিৎ নহে। অথবা Apotheosis বা anthropomorphic idea লইয়া তথায় যাইবার প্রয়াস করিব না। ঐ সকল বিচার-পর নির্বোধগণ কখনও অধোক্ষজের সেবা বুঝিবে না। অপরোক্ষ, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ এজগতের ভূমিকা হইতে উত্থিত বিচার, অধোক্ষজের ভূমিকা অধোক্ষজ-বৈকুণ্ঠ, তিনি যখন কৃপা করিয়া অবতরণ করেন, দেখা দেন, তখন তাঁহাকে দেখা যায়। উপনিষদ্ যেমন "নেদম্ যদিদমুপাসতে" বলিয়াছেন, সেরূপ বিচারাবলম্বনে আরোহপন্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার প্রয়াস করিব না, তাঁহার কৃপাপেক্ষায় তাঁহাকে approach করিবার চেষ্টা করিব।

এই defective রাজ্যে সেই অধোক্ষজবস্তুটির সন্ধান মিলিবে না। তিনি transcend করিবার পর সুনির্মল অধোক্ষজ- সেবক সুনির্মল অধোক্ষজের সেবা লাভ করিতেছেন। অপরোক্ষ-বিচারে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—ত্রিপুটীর বৈশিষ্ট্য অস্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে সেবা বলিয়া কোন কথা নাই।

Fifth Stage—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষাতীত অধোক্ষজ বিচারেরও পরবর্তিবিচার,—অপ্রাকৃত বিচার। 'প্রাকৃত'—প্রকৃতি-জাত। প্রাকৃত নহে যে জিনিষটি অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী বহিরঙ্গা অপরাপ্রকৃতি মায়াশক্তির কোন ক্রিয়া নাই, যেখানে ভগবান্ তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সহিত পরমচমৎকারিতাময় চিদ্‌বিলাসপরায়ণ, সেখানেই 'অপ্রাকৃত'-বিচার পরিস্ফূট। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষবিচারে বিষ্ণুতত্ত্বকে অক্ষজ-দর্শনান্তর্গত প্রাকৃতবিচিত্রতা-বিশিষ্ট এবং অপরোক্ষে প্রাকৃত-বিচিত্রতাহীন নির্বিশেষ ধারণা। এই সকলকে অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজ আমাদের সর্বেন্দ্রিয়ের উপর তাঁহার স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম বিস্তার করিয়া সেব্যবিচারে প্রতিষ্ঠিত। অধোক্ষজ-ভক্তিই যখন অধিকতর চিদ্‌বিলাস-বিচিত্রতাযুক্ত হইয়া পরমচমৎকারিতাপূর্ণ, তখনই অপ্রাকৃত-ভক্তির বিচার। "অধোক্ষজ-বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বের অধিকতর চমৎকারিতা অনর্থমুক্ত হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়।"—(গৌড়ীয় ১৩শ খণ্ড ৪২শ সংখ্যায় 'অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

স্থূল বা সূক্ষ্মের বিচার লইয়া সেই অপ্রাকৃতরাজ্যে পৌঁছান যায় না। 'তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।।''—ইহাই অপ্রাকৃতবিচারে উদ্দিষ্ট।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।

সেই অপ্রাকৃত ভূমিকায় জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—অতি সুনির্মলভাবে বর্তমান। কোন deformity বা inadequecy তথায় নাই। ভোগ্য-ভোক্তৃভাব লইয়া সেখানে উপস্থিত হওয়া যায় না। আমি দ্রষ্টা হইয়া তাঁহাকে 'দৃশ্য' করিব, এরূপ বিচারের বিষয়ীভূত তিনি নহেন; আমি তাঁহার দৃশ্য কি করিয়া হইতে পারি, ইহাই তাঁহার দর্শনলাভের একমাত্র বিচার। শ্রীবিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, অধুনা বল্লভ-সম্প্রদায় তদুনগত বলিয়া বিচার করেন। Manifestive Transcendental aspect, for the time being আছে, শেষে কেবল অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, একথা শ্রীচৈতন্যের কথা নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা—কেবল অপ্রাকৃত-রাজ্যের কথা, যেখানে highest acme—সর্বোৎকৃষ্ট চিদ্‌বিলাসবিচিত্রতা বিদ্যমান। বল্লভের বিচারের সহিত মহাপ্রভুর বিচারে—এই স্থানেই পার্থক্য। সত্ত্ব উজ্জ্বল হইয়াছে সেখানে, অনুজ্জ্বল নাই। Sir N. N. Sarkar যেরূপ ভুল করিয়া বসিয়াছেন, সেরূপ ভুলের কথা সেখানে নাই। চমৎকারিতাপরিপূর্ণ ভূমিকায় রসটি আস্বাদিত হইতেছে। কাহার দ্বারা? কে আস্বাদন করিতেছে? তাহাতে বলা হইতেছে—

''যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতুহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।।''
''নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুক্তম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।''

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় বিলাতে গিয়া সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি নির্বিশেষবাদকেই চরম কথা বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। উহা আমাদিগের বিচার নহে। উহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের বিদ্বেষই সাধিত হয়। কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচার-পোষণে অভক্ত ও ভক্তিবিরোধী হওয়াই সাব্যস্ত হইয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত কেবলাদ্বৈতবাদকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের বিচার প্রদর্শনের জন্যই শ্রীধাম মায়াপুরে Thakur Bhakti Vinode Research Institute—অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিকূল কৃষ্ণ—নির্বিশিষ্ট কৃষ্ণ—limitation (সীমা)-যুক্ত কৃষ্ণের অনুশীলন প্রয়োজনীয় নহে। কৃষ্ণ নিত্য,

কৃষ্ণভক্তি নিত্য, কৃষ্ণভক্ত নিত্য—ইহারই research হউক। এই বিচার-ত্রয়ের কোথায় কি ভাবে কাহার কি পরিমাণে ভুল হইতেছে, তাহা সুসূক্ষ্মরূপে প্রদর্শন করাই এই Research Institute-এর কার্য।

আপনি আমাদের এসকল কথা শ্রবণ করিতে এতটা সময় দিতে পারিলেন, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। অনেক লোকের এসকল কথা বুঝিয়া উঠিতে বড়ই বিলম্ব হয়। অদ্বৈত স্কুলের চিন্তাস্রোত অন্যপ্রকার, তাঁহাদের ধারণা লইয়া এসকল কথা বিচার করিতে গেলে ফল বিপরীত হইবে।
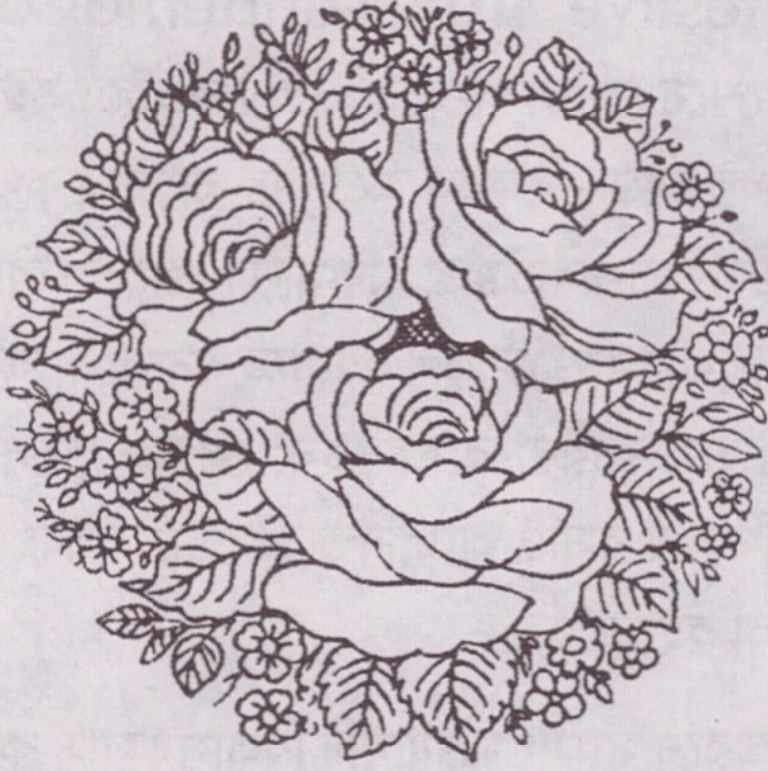
শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী

[১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, ১লা জুন ১৯২৯। সে সময় পুরীতে সমুদ্রের উপকূলে "পোড়াকুঠী" নামক সুবৃহৎ অট্টালিকায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সময় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। অপরাহ্ণ ৫।। ঘটিকার সময় কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম্-এ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়া প্রভুপাদকে অভিবাদন-পূর্বক নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। অধ্যাপক অধিকারী মহাশয়কে প্রভুপাদ সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত অধ্যাপক অধিকারী মহাশয়ের যে সকল আলাপ হইয়াছিল, নিম্নে তাহা যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইল।]

অধ্যাপক। কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আপনি মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, সেই সময় আপনার সহিত প্রথম দেখা। দ্বিতীয়বার আপনার সঙ্গে ট্রেনে দেখা হয়েছিল, তখন আপনার সহিত অমূল্য বাবু ছিলেন। আপনারা কাশীতেও একটি শাখামঠ খুলেছেন, দেখেছি।

শ্রীল প্রভুপাদ। কিন্তু সেখানে এখনও আমরা বিশেষভাবে প্রচার আরম্ভ করি নি।

অধ্যাপক। বর্তমান শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপযোগী করে না বললে এই সন্দিগ্ধ ও তর্কপ্রিয়যুগে কেউ সত্য কথা শুনতে চায় না। যদিও "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ"; তথাপি আধুনিক শিক্ষিত, তার্কিকসম্প্রদায়কে ঐ শাস্ত্রীয় কথা বুঝাতে হলে শিক্ষা দরকার। মহাপ্রভু ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন—সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গতি লাভ করে ঐ সকল ছেড়ে দিয়ে শেষে হরিনামেরই মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন; কিন্তু তিনি যদি নৈয়ায়িক ও দার্শনিক না হতেন, তা' হলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ন্যায় তার্কিক বা নবদ্বীপের অনেক তর্কপ্রিয় নৈয়ায়িক তাঁর কথা শুনতেন কি না সন্দেহ। আমি যখন দিল্লী কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম, তখন সেখানকার সংস্কৃতের পণ্ডিত মহাশয় ছেলেদিগকে সেকেলে ধরণের অনুরূপ শিক্ষা দিতেন এবং ছেলেদিগকে তর্ক-যুক্তি অপেক্ষা বিশ্বাসের উপর অনেকটা নির্ভর করতে বলতেন। আমি সেই পণ্ডিত মহাশয়কে বলতাম,—আপনি এক period ধরে যে 'বিশ্বাস' ভক্তির বক্তৃতা দেন, আমরা বাকী ছয় period-এ তা' নষ্ট করে দিই, ছেলেদিগকে যুক্তিতর্কবাদী হতে বলি। আপনি যে সকল কথা বলেন, তাতে আপনারই বিশ্বাস নেই বলে মনে হয়, আপনি কি করে অপরকে বিশ্বাস করাবেন? (প্রভুপাদের প্রতি) আপনি দয়া করে কাশীতে চলুন, সেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করুন, তা হলে যদি শিক্ষিত লোকের চোখ ফোটে।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমি নিষ্কর্মা; এখন বয়স হয়েছে, আমাদের আর কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নেই।

অধ্যাপক। আপনি সাংখ্যের পুরুষ হউন না? আপনার সান্নিধ্যই ত' যথেষ্ট। আপনার সান্নিধ্যমাত্রে সব হবে। আপনি সেখানে বসে থাকলেই আপনার যে সকল শিক্ষিত শিষ্য রয়েছেন, তাঁরাই সব করতে পারবেন। আমরাও বৈষ্ণব-গুরুবংশের। অনেক লোক আমার নিকট অনেক সময় শিষ্য হতে আসেন। আমি বলি,—"শিষ্য ত' লোক দুইটি কারণে করে থাকে,—এক ব্যবসায় বা অর্থের জন্য আর এক পরমার্থ দানের জন্য। আমি ত' অর্থ অন্যভাবেই সংগ্রহ করে থাকি, কাজেই অর্থের জন্য গুরুগিরি ব্যবসায় করার প্রয়োজনীয়তা দেখি না, আর পরমার্থও ত' এমন কিছু পুঁজি করি নি যে, তোমাদিগকে কিছু দান করতে পারি; আমি নিজেই এ বিষয়ে অন্ধ।" অনেক লোকই লৌকিক স্বার্থে শিষ্য হতে আসেন। গুরুগিরি কার্য বড় কঠিন কার্য। আমার বাবা যখন সন্ন্যাসী হয়ে কাশীতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর নিকট বহুলোক নানাপ্রকার জাগতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য চেলা হতে আসত।

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও খানিকটা এইরূপ ধরণের কথা বলতেন, কিন্তু পরমার্থ ত' সংগ্রহ করতেই হবে। প্রকৃত গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে এবং সেইকথা কীর্তন করতে করতে নিজেকেও গুরু হতে হবে। মৎলব করে চিরকাল লঘুই থাকব—এটা একটা আত্মবঞ্চনা। কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃতে এসকল কথার সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেছেন।

অধ্যাপক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-গ্রন্থ।

শ্রীল প্রভুপাদ। কেবল লীলাগ্রন্থ মাত্র নয়, একটি অত্যদ্ভুত মহা-দার্শনিক বিচার-গ্রন্থ। মহাপ্রভুর লীলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের ব্যাখ্যা। কৃষ্ণের দ্বিতীয়-লীলাই—শ্রীচৈতন্যলীলা বা শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয়-লীলাই কৃষ্ণলীলা। শ্রীমদ্ভাগবতের পথ অনুসরণ করে কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থ লিখিছেন। Deccan College-এর প্রফেসর মহামহোপাধ্যায় অভ্যঙ্কর সর্বদর্শনের ভূমিকায় বলেছেন রামানুজ এবং মধ্ব—প্রচ্ছন্ন তার্কিক অর্থাৎ তাঁরা শ্রৌতপন্থী নন—তর্কপন্থী।

অধ্যাপক। তর্ক-পন্থী কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। যাঁরা challenging mood নিয়ে Absolute Truth আক্রমণ করতে যান। তর্ক-পথ হচ্ছে—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' এই বিচারের বিরুদ্ধ পন্থা। একটা হচ্ছে বাস্তব-সত্য-কীর্তনকারী গুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ করব এবং তাঁর সম্মুখ হওয়ার চেষ্টা করব—এরূপ বিচার, আর একটা হচ্ছে আমার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানবলে অতীন্দ্রিয় বাস্তব সত্যকে 'বাজিয়ে নেব—মেপে নেব'—এরূপ বিচার।

শ্রীমধ্ব ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে এই শ্রৌতপথ ও তর্ক-পথের কথা বলেছেন। অন্বয় ভাবে যেটা গৃহীত হচ্ছে, সেটা শ্রৌত-পথ, আর ব্যতিরেকভাবে যেটা গ্রহণ করা যায়, সেটাই তর্কপথ; পাঁচটি দর্শনই তর্ক-পথে প্রতিষ্ঠিত, কেবলমাত্র বেদান্তদর্শন শ্রৌতপথ গ্রহণ করেছেন। আচার্য শঙ্কর লোক-মোহনের জন্য শ্রৌত-পথের নাম করে বেদান্ত-দর্শনে তর্ক-পথের পরিচালনা করেছেন। তথা-কথিত শিক্ষিত লোকেরাও 'বেদান্ত' বলতে এখন শ্রীশঙ্করাচার্যের তর্ক-পথের মতবাদকেই মনে করে থাকেন। আধ্যক্ষিক জ্ঞান বর্ধন করে তর্ক-পথ লাভ হয়। যে-স্থলে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান শ্রুতির বাহন, অর্থাৎ শ্রুতিকে approach করবার জন্য যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান অনুসরণ করা হচ্ছে, সেটা একটা জিনিষ; আর শ্রুতিকে বিপর্যস্ত করবার জন্য যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অসদ্‌ব্যবহার, সেটা আর একটা জিনিষ—তাহাই তর্ক-পন্থার সেনাদল। শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীশঙ্করাচার্যকে তর্কপন্থী বলেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও জানিয়েছেন যে, আমার নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য শ্রুতি-মন্ত্রের কয়েকটিকে 'মহাবাক্য' বলব ও বাদবাকীকে ইতরবাক্য বলব; এরূপ বলবার আমার কি অধিকার আছে? শ্রুতির আপাত অদ্বৈতপর মন্ত্রগুলিকে গ্রহণ করব ও দ্বৈতপর মন্ত্রগুলিকে পরিত্যাগ বা নিজের স্বকপোলকল্পিত মতে ব্যাখ্যা করব—এরূপ সঙ্কীর্ণতাকে শ্রুতি-বিরোধ বলা হয়েছে। যেরূপ গাভীর একদেশ রক্ষা করে আর একদেশ কর্তন করলে তাতে গোমাতার প্রতি অসম্মানই প্রদর্শিত হয়, তদ্রূপ গো বা শ্রুতির যে মন্ত্রগুলি আপাত আমার উদ্দেশ্য দোহন করে, সেই অংশকে রক্ষা করে অন্য অংশকে কর্তন করা শ্রুতিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা বই আর কি! এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু 'প্রণব'কে মহাবাক্য বলেছেন; প্রণব হতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হতে বেদবিস্তার। প্রণব সমস্ত বেদের আদি, মধ্যে ও অন্তে ব্যাপ্ত। বেদ ভগবত্তনু, তাঁর সর্বাঙ্গই সুন্দর; কতকটা যে ইতর, তা নয়। জগতের শ্রুতশব্দ কাণ ছাড়া আর চারটা ইন্দ্রিয় পরখ করে নিচ্ছে, this will hold good in reference to the phenomenal world; Transcendental phenomena-র পক্ষে তাহা নহে।

অধ্যাপক। শ্রুতিকেও ত' verify করে নিতে হবে তর্কের দ্বারা।

শ্রীল প্রভুপাদ। যাঁরা কর্ম ও জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি লভ্য হয় মনে করেন, তাঁদেরই এই বিচার।

অধ্যাপক। শঙ্কর বলেছেন—শ্রুতির অনুকূল স্মৃতি ও পুরাণই গ্রাহ্য।

শ্রীল প্রভুপাদ। আচার্য শঙ্কর একথা মুখে বলেছেন; কার্যে করেন নি—অন্ততঃ কার্যে করবার জন্য তিনি ইহজগতে প্রেরিত হন নি।

অধ্যাপক। শঙ্কর, মধ্ব, রামানুজ—যিনি যাহাই বলুন, সকলেই একদেশী, নিজের অনুকূল করে কথা বলেছেন, তাঁরা পুরাণের কথাই অধিকাংশ বলেছেন। একমাত্র শ্রুতিকে

মেনেছেন একজন—যাঁকে বেশীলোক জানে না—"ভাস্করাচার্য"।

শ্রীল প্রভুপাদ। ভাস্করাচার্যের পুঁথি কোন সময়ের, তা কি জানেন?

অধ্যাপক। শঙ্করের পরে, রামানুজের আগে।

শ্রীল প্রভুপাদ। তা নয়, বেদান্ত-সংগ্রহ যে ভাস্করের মত বলেছেন, তা এ ভাস্কর নহে; এটা আধুনিক আরোপিত পুঁথি। আমার নিকট এ পুঁথি আছে।

অধ্যাপক। এটা জালই হউক, আর ঠিকই হউক,—ইহাই বেদান্তের true interpretation.

শ্রীল প্রভুপাদ। ইহা আপনার taste অনুসারে হয়েছে বলে আপনি গ্রহণ করেছেন। ইহা ডাক্তার সিলভ্যাঁ লেভি ও গেটের মতবাদ মাত্র।

অধ্যাপক। ডাঃ সিলভ্যাঁ লেভির মত আমি জানি না।

শ্রীল প্রভুপাদ। গেটের গ্রন্থ আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন।

অধ্যাপক। না, আমি তাও সম্পূর্ণ দেখি নি।

শ্রীল প্রভুপাদ। শঙ্করের মতই যে বেদান্তের অনুসরণীয় মত, ইহা তাঁরা বলেছেন। ভাস্কর-ভাষ্যে মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যাপক। একমাত্র বিজ্ঞান-ভিক্ষু ভাস্কর-ভাষ্যের মত নিয়েছেন; তিনিও একজন ভক্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি কখনও ভক্ত নহেন।

অধ্যাপক। Intelligence ছাড়া, বিচার ছাড়া, knowledge ছাড়া কি 'ভক্তি' হতে পারে?

শ্রীল প্রভুপাদ। But the knowledge should be Absolute. এক একজন এক একটা stand point ও angle নিয়ে শ্রুতির Interpretation regulate করেছেন। যদি কারও কোন stand point না থাকে, তা হলে তাকে 'পাগল' বলা যাবে না কি?

অধ্যাপক। Stand point কোথা থেকে আসবে?

শ্রীল প্রভুপাদ। আম্নায়-পারম্পর্য থেকে একপ্রকার stand point আসে, আর একপ্রকার তর্ক-পথ থেকে আসে।

অধ্যাপক। সেটাও ত' শ্রুতি।

শ্রীল প্রভুপাদ। তাঁরা তর্ক-পথকেও 'শ্রুতি' বলেছেন, কিন্তু আমরা তাঁকে প্রচ্ছন্ন-শ্রৌত বা শ্রৌতব্রুবমাত্র বলব! শ্রীশঙ্করাচার্যের সহিত শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বের contention কোথায়? তাঁরা বলেন যে, শঙ্কর-মতাবলম্বিগণ আরোহবাদ; অবতারবাদ

মানেন না; যখন সাধু 'ঐ চোর ঐ চোর' বলে চোরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, তখন চোরও পালাবার ফন্দি নিয়ে সাধুকে 'ঐ চোর' দেখিয়ে দিচ্ছেন।

অধ্যাপক। হাঁ।

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রুতির মন্ত্রসমূহ পরস্পর বিবদমান মনে হয় বলে তার একটা System দেখাবার জন্য বাদরায়ণ-সূত্রের প্রাকট্য। আপনি যে রূপ দিল্লী-কলেজের পণ্ডিতের কথা বললেন, সেরূপ বিচারের কথা আমরা বলছি না, এটা হচ্ছে বদ্‌হজম, নিজের pedantic style দেখাবার জন্য গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা, তাকে 'বিপ্রলিপ্সা' বলা হয়। বিপ্রলিপ্সা হচ্ছে বঞ্চনেচ্ছা, শব্দের দ্বারা, ভাবের দ্বারা emotional temper দ্বারা, অত্যন্ত বিচার-ছলনা দ্বারা লোক ঠকান! নিরপেক্ষতা হচ্ছে! তুরীয় অবস্থার যে-সকল বাক্য, তা'দিগকে আমি কিনা তিন এর dimension-এর অন্তর্গত করছি। আমি দোতলায় যাই নি, কিন্তু দোতলায় আমার হাত পৌঁছাচ্ছে; সেখানকার জিনিষ ধরে ফেলেছি, মনে করছি! Present equipment সেখানকার জিনিষ মেপে নিতে পারে না, অথচ তার ভারটা যদি নিই, আর সেই ভার নিয়ে গোঁজামিল দিই, তা হলে বিপ্রলিপ্সা হল। বৈকুণ্ঠরাজ্য হতে যিনি না এসেছেন, তিনি যদি কথা বলেন, তা হলে তাতে ভ্রম প্রবেশ করবেই করবে। যেটাকে আমরা 'অভিজ্ঞতা' বলে মনে করছি, সেটা আমাদের রুচির অনুকূল-মত মাত্র।

অধ্যাপক। যারা জ্ঞানের দিকে যাচ্ছে, তাদের ত' সেইরূপ উপায়ই natural হবে। আমি যেটা feel করছি, সেটাই বলব, হতে পারে আমার তাতে ভুল রয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ। যাতে আপনার ভুল রয়েছে, এরূপ সংশয় আছে, তাকে আপনি কিরূপে বাস্তব-সত্যের ভিত্তি করবেন? আপনার defective organ দিয়ে যেটি বুঝছেন, তা কি প্রকারে ঠিক হচ্ছে? শঙ্করাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদ; তাঁর গুরু গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকার টীকাকার।

অধ্যাপক। শঙ্করাচার্যের গুরুর মত যে অনেক তফাৎ, তিনি ত' সাংখ্যবাদী নন।

শ্রীল প্রভুপাদ। শঙ্করাচার্যের টীকা থেকে বেশ করে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে, শঙ্করাচার্যের রচনায় প্রচ্ছন্নভাবে নিরীশ্বর সাংখ্যের মায়াবাদ রয়েছে।

অধ্যাপক। তা' হলে অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত ত' সত্যকথা কেউ বলতে পারবে না।

শ্রীল প্রভুপাদ। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট জীবের অনুভূতি হলে হবে না; বৈষ্ণবেরা যত কথা বলছেন, তা তাঁরা নিজেদের রচিত বা কল্পিত কথা বলছেন না; তাঁরা সমস্তই গুরুপাদপদ্মকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। গুরু দশটা পাঁচটা নয়।

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।।"

Absolute Truth requires no challenge from any body.

অধ্যাপক। সেই গুরুর ত' কোন সীমা হতে পারে না, সব ধর্মেই সেই গুরু হতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ। সব ধর্মটর্ম রেখে দিন। যেমন গুরুপাদপদ্ম অদ্বিতীয়, তেমনিও ধর্মও একটা; তার নাম—আত্মধর্ম। আর আত্মধর্ম না হলেই বাদ-বাকী সবই দেহ ও মনোধর্ম। জগতে দেহ ও মনোধর্মের নানামত ও নানা পথের কথা শুনতে পাওয়া যায়; কিন্তু আত্মধর্ম সম্বন্ধে সে সকল কথা নয়। আত্মধর্ম অদ্বিতীয়, কিন্তু তাতে বিচিত্রতার অভাব নেই, তা' একঘেয়ে ধর্ম নয়, যাবতীয় জাগতিক আবরণ বা গণ্ডিরহিত বিশুদ্ধ নির্মল আত্মার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ বৃত্তি। সেই আত্মধর্মের যেগুলি সোপান, সেই সকল ধর্ম কেবল কথঞ্চিৎ অনুকূলভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে; কিন্তু আত্মধর্মের যেগুলি বিকৃত প্রতিবিম্ব, সেগুলি কোনরূপেই গৃহীত হতে পারে না, তা কেবল হাজার হাজার পথ সৃষ্টি করে 'যত মত, তত পথে'র প্রহেলিকা প্রদর্শন করে। conduit pipe দিয়ে বাস্তব-সত্যের স্রোত প্রবাহিত হয়ে আসছে।

অধ্যাপক। Christianরাও বলছে conduit pipe আমাদের আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ। বেশ, সে pipe যদি বাস্তব সত্যের সঙ্গে লাগান থাকে, তা হলে তার মধ্যেও সত্য থাকতে পারে, কিন্তু যদি শতকরা শতভাগ সত্য সেই pipe দিয়ে না আসে, কোথায়ও আবৃত বা সঙ্কুচিত হয়, তা হলে হাজার হাজার দোকানদার তাদের নিজের নিজের দোকানের জিনিষকে একমাত্র খাঁটি বললেই সকলগুলিই একমাত্র খাঁটি হবে এবং সমন্বয়ের নামে সবই সমান বলতে হবে কিম্বা যখন সকলেই নিজের দোকানের জিনিষ একমাত্র ভাল বলছে, সুতরাং জগতে কোথায়ও একমাত্র নিখুঁত ভাল বস্তু নেই, বা সকল ধর্মই সমান,—এরূপ ভ্রান্ত-নাস্তিকতাপূর্ণ মত চালাতে হবে, তারই বা কি যুক্তি আছে?

অধ্যাপক। নিজের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও রুচির উপর লোকে ধর্ম বরণ করবে।

শ্রীল প্রভুপাদ। ইহা নাস্তিকের কথা। বহির্মুখের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও রুচি—সকলই বহির্মুখী। যারা আগেই বাস্তবসত্যকে নির্বিশেষ ঠিক করে নিয়েছে, তাদের ঐরূপ কথা। কিন্তু যাঁরা পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন, তাঁরা জানেন,—পরমেশ্বরের নির্বিশেষ ভাবটা একটা অসম্যক একঘেয়ে ভাব। পরমেশ্বর চিদ্‌বিলাসী। মানুষ বা প্রাণী তার বহির্মুখতার শ্রদ্ধা, রুচি, ভক্তি নিয়ে কখনও সত্য বরণ করতে পারে না। যখন বাস্তবসত্য কৃপা করে স্বয়ং অবতীর্ণ হন, তখন তিনি তাঁকে জানিয়ে দেন। কোন বস্তু বরণীয়, তা অকপট সেবোন্মুখকে চৈত্ত্যগুরু কৃপা করে জানিয়ে দেন।

অধ্যাপক। চৈত্ত্যগুরু কে?

শ্রীল প্রভুপাদ। যে ব্যষ্টি পরমেশ্বর Individual Godhead প্রত্যেক অণুচিৎ-

এর ভিতরে আছেন—যাঁর কথা ''দ্বা সুপর্ণা'' শ্রুতি-মন্ত্রে বলা হয়েছে।

অধ্যাপক। কঠের যে বাক্য বল্লেন, ইহা ত' Grace মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ। এই মন্ত্র হতে আমি Personality of Godhead বলতে চাই। তাঁর initiative নেবার faculty আছে, ইহাই বলছি। ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা আছে, তিনি জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি-পরিচালক পূর্ণ বিগ্রহ। Knowing, feeling ও willing আমাদের মধ্যে যা আছে, তা পূর্ণমাত্রায় তাতেই আছে। তিনি যে Fountain-head, ইহা ভুলে গেলেই কৃষ্ণমায়া আমাদিগকে আক্রমণ করবে—আমাদের বিচারে ভুল করাবে—আমাদিগকে, অসদ্‌বিবেককে বিবেক বলে ভ্রান্তি করাবে। সমস্তই কৃষ্ণপাদপদ্মের—কৃষ্ণের সমস্ত শক্তিই তাতে আছে। বিশুদ্ধ-সত্ত্বে তাঁর প্রাকট্য, উদয় বা আবির্ভাব। তিনি ঐতিহাসিক জীব-বিশেষ বা তৎ-শব্দবাচ্য নন। কৃষ্ণ যাঁকে দয়া করবেন, তারই হৃদয় বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল হবে। বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ের যে দর্শন, তাই প্রকৃত সুদর্শন ও প্রকৃত সচ্চিদানন্দ-অনুভূতি। রজস্তমো মিশ্র-সত্ত্ব-হৃদয়ের অনুভূতি কেবল 'ভাবনার পথ' মাত্র। এই ভাবনার পথ অতিক্রম না করা পর্যন্ত অপ্রাকৃত রসের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক। যাঁরা ভগবানের দেখা পান, তাঁরা কি প্রচার করতে পারেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। তাঁরাই ত' মূল-প্রচারক হবেন, অসংখ্য প্রচারক তাঁদেরই অনুগত হয়ে প্রচার করতে পারেন। শ্রীব্যাসদেব পূর্ণপুরুষের সাক্ষাৎকারের পরে শান্ত-মনাঃ হয়ে শ্রীভাগবত প্রচার করেছিলেন। আত্মারাম শুকদেব, নবযোগেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই পরিব্রাজকরূপে আত্মধর্মের কথা প্রচার করেছেন। বুঁদ হয়ে যাওয়ার নাম ভগবৎ-সাক্ষাৎকার নহে। হরিকথা-কীর্তনের এমনই গুণ যে, তা আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করে। পরমমুক্ত পুরুষগণই হরিকথা প্রচার করে বেড়ান। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণ সর্বত্র হরিকথা প্রচার করেছিলেন। হাজার হাজার question আসবে, এক হরি-কথা ভাল করে শুনলেই সব question-গুলিরই উত্তর পাওয়া যাবে, অধীর হলে হবে না।

অধ্যাপক। আপনার পূর্বের কথা বলুন।

শ্রীল প্রভুপাদ। পরমেশ্বর মায়া-দ্বারা আবৃত কোন বস্তু নন। যেমন সদানন্দযোগীন্দ্র বলেছেন—''এতদুপহিতং চৈতন্যং....ঈশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে।''—অর্থাৎ এই সমষ্টি অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্যই সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর সর্বনিয়ন্তা, সৎ, অসৎ, অব্যক্ত, অন্তর্যামী, জগৎকারণ এবং ঈশ্বর প্রভৃতি নাম-দ্বারা অভিহিত হন। — (বেদান্তসার)

অধ্যাপক। মায়াসংশ্লিষ্ট জ্ঞান হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। বিশুদ্ধ আম্নায়ের মধ্য দিয়েই বাস্তব-সত্য প্রবাহিত হয়। যেমন শ্রুতি বলেছেন—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভুব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।।

(মুণ্ডক ১।১।১)

সেই বিশুদ্ধ আম্নায়-পথের অনুসরণ করতে হবে।

অধ্যাপক। Old Testament-এ Jacob-এর কথায়ও এইরূপ আম্নায়-পারম্পর্যে ভগবৎকৃপা-প্রাপ্তির কথা আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমরা বাস্তব সত্য অনুসন্ধান করলে বাস্তব শ্রৌতপথ পাব—পূর্ণ শ্রৌত-পন্থীর আম্নায় পাব। আর আমাদের যতটা অন্যাভিলাষ থাকবে, ততটা অন্যাভিলাষযুক্ত আম্নায় পাব। শৌক্রপথ ও শ্রৌতপথ, চ্যুত-গোত্র ও অচ্যুত-গোত্র, আর্থিক-আম্নায় ও পারমর্থিক আম্নায়—পরস্পর পৃথক্। Mental speculationistদের কোন কথা গ্রহণ করতে আমরা প্রস্তুত নই। আমরা অধিরোহবাদের কোন কথা শুনতে চাই না, আমরা অবরোহ সিদ্ধান্তের কথা শুনতে চাই। সাক্ষাৎ সূর্য হতে অনাবৃতভাবে সূর্যরশ্মি আমাদের চক্ষে পতিত হচ্ছে; আমরা সেই রশ্মির সাহায্যে সূর্য ও যাবতীয় সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দেখ্ছি। Moist atmosphere-এ সূর্য-রশ্মি আসলে refraction হয়ে যাচ্ছে—mutilated হয়ে আসছে; তর্ক-পথের কোন কথা যদি না থাকে, তবে শব্দব্রহ্ম directly কর্ণপটাহে এসে উপস্থিত হয়। তার যদি আবার corroboration চাই, তা হ'লে সেই শব্দকে mundane horizon-এর মধ্যে locate করতে হয়।

অধ্যাপক। শব্দ শুনলাম, অর্থটির কি প্রকারে উপলব্ধি হবে?

শ্রীল প্রভুপাদ। শব্দই অর্থ প্রকাশ করবে, শব্দের দ্বিবিধ বৃত্তি—অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তি ও বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি; মহাপ্রভু যখন বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি প্রকাশের অভিনয় করছেন, তখন পড়ুয়া-গণকে ব্যাকরণ পড়াবার সময় সকলকেই কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করছেন—প্রাতিপদিক শব্দ, ধাতু, সূত্র,—সকলই কৃষ্ণ। আবার যখন নীলাচলের দিকে দৌড়াচ্ছেন, সাধারণ লোক যাকে বন, জঙ্গল, পাহাড়, গরু প্রভৃতি দেখছেন, মহাপ্রভুর সেখানে—

"বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মন হয় এই গোবর্ধন।।
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।।"

এখানে 'ভ্রম' বলতে মহাপ্রভুর কিছু ভুল হচ্ছে না, বস্তুতঃ লোকের যে বহির্মুখ সাধারণ-বিচার, তারই নিকট ভ্রম বলে প্রতিভাত হয়—এই কথা কবিরাজ গোস্বামী জানাচ্ছেন।

অধ্যাপক। বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি ত' তাঁর কাছ থেকেই আসবে।

শ্রীল প্রভুপাদ। শব্দেতেই আছে।

অধ্যাপক। আমার capacity কোথা হতে হবে?

শ্রীল প্রভুপাদ। শব্দব্রহ্ম হতেই হবে।

অধ্যাপক। আমারও ত প্রস্তুত হতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হতেই কৃপালাভ হয় এবং প্রস্তুত হওয়া যায়। (এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রী' সম্প্রদায়ের বরগলই ও তেঙ্কলই শাখার বিচার এবং বরবরমুনি কর্তৃক উভয়ের তর্কসমাধানের প্রসঙ্গ বলিলেন)।

অধ্যাপক। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—কেবল 'নাম' কর।

শ্রীল প্রভুপাদ। 'নাম করা' মানে—to stretch hand and to approach.

অধ্যাপক। তা হলে এই হচ্ছে—ভক্তি শ্রদ্ধা করে তাঁকে ডাকতে হবে, ডাকতে ডাকতে তিনি বিদ্বদ্রূঢ়ি জানিয়ে দিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি অন্তরে চৈত্ত্যগুরুরূপে, বাহিরেও মহান্ত গুরু-স্বরূপে বিরাজমান থাকেন। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। আমি নিষ্কপট হলে তিনিও আমাকে নিষ্কপট 'মহান্তগুরু' দেখিয়ে দিবেন। আমরা হাজার হাজার লোক দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত হতে পারি, কিন্তু মঞ্জুর করার মালিক তিনি। তিনি কেন মঞ্জুর করবেন না?—ইহা আমরা বলতে পারি না। তিনি ত' আমাদের বাগানের মালী নন। আমরা সহিষ্ণু হয়ে অপেক্ষা করব—অন্যাভিলাষ-শূন্য হয়ে তাঁতে সেবোন্মুখ হব।

অধ্যাপক। অতি সুন্দর কথা।

শ্রীল প্রভুপাদ। (রায় সাহেব প্রাণকৃষ্ণ সেনের প্রতি, অধ্যাপক অধিকারীকে দেখাইয়া) ইনি মহামনীষী, দর্শন-শাস্ত্রের অসামান্য অধ্যাপক, সংস্কৃতের ডি, লিট; আর আমি মহামূর্খ।

অধ্যাপক। আর লজ্জা দিবেন না, আপনার কাছে আমরা দাঁড়াতে পারি! আপনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত, অথচ তৃণাদপি সুনীচ, মহাবৈষ্ণব। আপনার অতুলনীয় পাণ্ডিত্যে আমি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়েছি। ভক্তির সঙ্গে এরূপ পাণ্ডিত্যের মণিকাঞ্চন-সংযোগ আর কোথাও দেখি নি, এখন তবে একটু ডাকুন, রস দিন, আর তর্কের আবশ্যকতা নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।

—ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪

"শরণাগতিই আমাদের লক্ষ্য।"—এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ঈশানদাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভুকে একটি কীর্তন করিতে বলিলে তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতি-গ্রন্থ হইতে

"মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর।।"

—এই সঙ্গীতটী কীর্তন করিলেন।
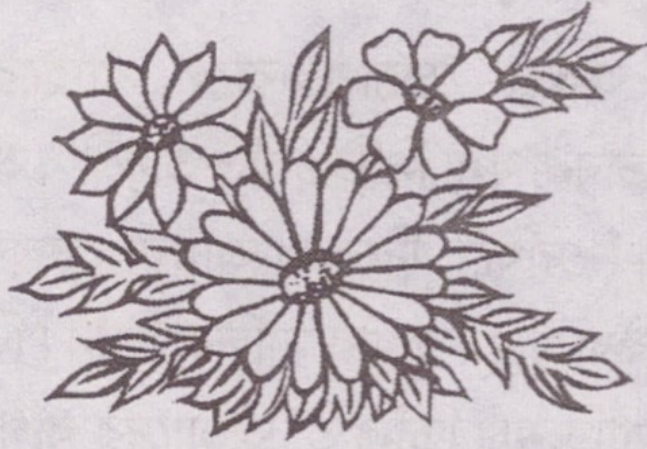
শ্রীল প্রভুপাদ ও অনারেবল রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার

[গত নভেম্বর (১৯৩১) মাসে সপার্যদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দিল্লি-গৌড়ীয়মঠে শুভাগমনপূর্বক দিল্লি-রাজধানীতে হরিকথার বন্যা প্রবাহিত করেন, তখন ৩নং হেলি রোডস্থ (নিউ-দিল্লি) প্রভুপাদের আবাসে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-গাথা শ্রবণার্থ আগমন করিতেন। গত ২৪শে নভেম্বর (১৯৩১) অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গম-মন্দিরের প্রধান ট্রাষ্টি দি অনারেবেল মেম্বর কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার এম. এল. এ. (যিনি পরলোক গমন করিয়াছেন); দি অনারেবল মেম্বর সর্দার শ্রীজগন্নাথ মহারাজ পণ্ডিত এম. এল. এ. (বোম্বাই); দি অনারেবল মেম্বর ইয়ারালা-গাড্ডা রঙ্গনায় কুলু নাইডু গাড়ু এম. এল. এ. (মাদ্রাজ) এবং দি অনারেবল মেম্বর মিঃ জগদীশচন্দ্র বানার্জি এম. এল. এ. (মুড়াপাড়া, ঢাকা) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ উক্ত ৩নং হেলি-রোডস্থ ভবনে আগমন করেন। পূর্বদিবস (২৩শে নভেম্বর, ১৯৩১) অপরাহ্ণে দি অনারেবল মেম্বর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বানার্জি এম. এল. এ. মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও বাণী সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। সুতরাং তিনিও অপর তিন জন অনারেবল মেম্বরগণের সহিত তৎপরদিবসও শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। অনারেবল রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার প্রথম দিবসে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করায় তৎপরেও শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রশ্নোত্তরে পরলোকগত আয়েঙ্গার মহোদয়ের যে-সকল উপদেশ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, আমরা তাহা যতদূর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল। কথোপকথন ইংরেজী ভাষায় হইয়াছিল, তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। নিম্নে কেবল প্রথম দিবসের কথোপকথনের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল।]

(দি অনারেবল কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার; দি অনারেবল সর্দার শ্রীজগন্নাথ মহারাজ পণ্ডিত; দি অনারেবল রঙ্গনায় কুলু নাইডু গাড়ু এবং দি অনারেবল শ্রীজগদীশচন্দ্র বানার্জি--- সকলেই একে একে আসিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে সপ্রণতি অভিবাদন জ্ঞাপন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রভুপাদের নিকট সকলকে পরিচিত করাইয়া দিলেন।)

আয়েঙ্গার—আমরা আজ আপনার শ্রীচরণ-দর্শন-লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইলাম। আজ আমাদের দিল্লী আসিবার প্রকৃত ফললাভ হইল।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমার শ্রীরঙ্গম-দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীরঙ্গমে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাপূর্বক শুভবিজয় করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সেই পদাঙ্কপূত মহাতীর্থ-দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইয়া আপনার নাম শ্রবণ করিয়াছিলাম। আপনি শ্রীরঙ্গম-মন্দিরের প্রধান ট্রাষ্টি।

আয়েঙ্গার—যদি আমি সেই সময় শ্রীরঙ্গমে থাকিতাম, তাহা হইলে আপনার সম্বর্ধনা করিবার সৌভাগ্য লাভ হইত।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমরা শ্রীভগবৎ-ক্ষেত্রে গমন করিয়াছি এবং সেই স্থান দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছি।

আয়েঙ্গার—এই ধর্মে-উদাসীন-রাজ্যে (রাজধানী দিল্লীতে) আপনি ধর্মপ্রচার করিতেছেন শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি।

শ্রীল প্রভুপাদ। পাঞ্জাব অধর্মের রাজ্য নহে। ইহা ঋগ-বেদের দেশ—মহা পুণ্যভূমি।

আয়েঙ্গার। তথাপি বর্তমান কলি-কলুষ প্রবিষ্ট হওয়ায় এখানে ভগবানের কথার আলোচনা বা ভগবদ্‌বিষয়ে কোন অনুষ্ঠান নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ। পৃথিবীর সর্বত্রই ভগবদ্‌বহির্মুখতার প্রকোপ ও হরিকীর্তনের দুর্ভিক্ষ। শ্রীচৈতন্যদেবের "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই বাণী আচরণশীল পুরুষগণের দ্বারা সর্বত্র বিঘোষিত হইলেই ঐ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের শান্তি হইতে পারে। আমরা এইজন্য শ্রীরঙ্গমের শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভবিজয়ের পবিত্রতম স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ অভিলাষী হইয়া লোকের শ্রীচৈতন্য-জিজ্ঞাসার উদ্রেক করাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আয়েঙ্গার। আমি আপনার বিনীত সেবক; আমাকে আদেশ করুন। (I am your humble servant, Order me).

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি শ্রীচৈতন্যদেবের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। তাঁহার বাণীর বৈশিষ্ট্য শ্রবণের বিষয়।

আয়েঙ্গার। হাঁ, আমি নবদ্বীপের নাম শুনিয়াছি। আমরা এক সময় আমাদের স্থানে একটি সংস্কৃত সাহিত্য সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। তাহাতে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ আহূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু একমাত্র মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যোগদান করেন। তিনি কি বৈষ্ণব?

শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি স্মার্ত।

আয়েঙ্গার। তাঁহার নাম কি 'হরিপ্রসাদ' নহে?

শ্রীল প্রভুপাদ। মঃ মঃ পণ্ডিত 'হরপ্রসাদ'।

আয়েঙ্গার। আমি তাঁহার 'হরিপ্রসাদ' নাম মনে করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব মনে করিয়াছিলাম।

শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি বৌদ্ধগবেষণায় অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব-বিচারকেও তিনি বুদ্ধ বিষ্ণুর আনুগত্য হইতে স্বতন্ত্র বৌদ্ধগণের বিচারে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাগবত-সাহিত্য ও নাস্তিক-সাহিত্যের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহাই বৈষ্ণবাচার্যগণ, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় পরিষ্কাররূপে ও নির্ভীকভাবে দেখাইয়াছেন।

আয়েঙ্গার। আপনাদের বঙ্গদেশের কাশীমবাজারের মহারাজা মাননীয় মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহিত আমি একবার গঙ্গাসাগরে গিয়াছিলাম।

শ্রীল প্রভুপাদ। তাঁহার বৈষ্ণবধর্মের আলোচনায় উৎসাহ ছিল; তিনি খুব সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। এজন্য অনেক সময় বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা তাঁহার লক্ষীভূত বিষয় হইত না। বৈষ্ণবব্রুব ব্যক্তিগণ মহারাজের সরলতার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করিয়া অনেক সময় অবৈষ্ণব-বিচারকেই 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া ধারণা করাইবার চেষ্টা করিতেন। নিরন্তর একান্ত সত্যকথা-শ্রবণের অভাব হইলেই আমাদের সারল্য অনেক সময় বিপথগামী হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদাসানুদাসগণের নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তন-ব্যতীত গঙ্গাসাগরাদি তীর্থে স্নান, প্রয়াগে কল্পবাস প্রভৃতি কর্মাগ্রহিতার আগ্রহ নাই। শ্রীরামানুজাচার্যের পূর্ববর্তী কেরল-সম্রাট মহাত্মা কুলশেখর বলিয়াছিলেন,—

নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈবকামোপভোগে
যদ্ যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপম্।
এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
তৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।।

আয়েঙ্গার। শ্রীরামানুজাচার্য কোন সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামানুজ আবির্ভূত হন। আপনি শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আধস্তনিক বলিয়া আমরা শুনিয়াছি।

আয়েঙ্গার। সেরূপ পরিচয়-মাত্রই দেই, কিন্তু সেরূপ আচার-ব্যবহার কোথায়? আমার বন্ধু অনারেবল মিঃ নাইডু গাড়ু সাম্প্রদায়িক আচারে বিশেষ নিষ্ঠাযুক্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ। বঙ্গদেশে শ্রীরামানুজাচার্যের আলোচনা একেবারে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা শ্রীরামানুজাচার্যের কথা ও দার্শনিক বিচার সর্বপ্রথমে বঙ্গদেশে

সাধারণ্যে প্রচারে যত্নবান হই। আলবন্দারুকৃত "স্তোত্র"রত্নের আদর শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামীবর্গও করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থের নানাস্থানে ঐ স্তোত্রের উদ্ধার করিয়াছেন।

আয়েঙ্গার। আমি কি বঙ্গদেশে রামানুজীয় পণ্ডিত প্রেরণ করিতে পারি?

শ্রীল প্রভুপাদ। কয়েক বৎসর পূর্বে উডুপী হইতে শ্রীমাধ্ব-দর্শনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অদমার বিঠ্‌ঠলাচার্যজী শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অনেক কথা শুনিবার অবসর পাইয়াছিলেন।

আয়েঙ্গার। বঙ্গদেশে কি শ্রীভাষ্যের কোনও প্রচার আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শ্রীভাষ্যের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে শ্রীভাষ্যের প্রকৃত তাৎপর্য কতদূর সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা বিচার্য। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের সকল কথা সম্পূর্ণভাবে আচারে, অনুষ্ঠানে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত কেবল ব্যাকরণ বা তর্কের পাণ্ডিত্য-দ্বারা ঐরূপ সুদার্শনিক সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ কেহই বুঝিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ অপর অসৎ সম্প্রদায়ের চিন্তা-স্রোতে কর্ণ ও হৃদয় ভরপুর থাকিলে, সুদার্শনিক সিদ্ধান্তকেও অসৎ-মতবাদের ছাঁচে ঢালিয়া বিকৃত ও বিপর্যস্ত করিবার অজ্ঞাত ও জ্ঞাত নানাপ্রকার পিপাসা ও প্রেরণা উদিত হইবে।

আয়েঙ্গার। বঙ্গদেশ হইতে যে শ্রীভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্পাদক কি বৈষ্ণব?

শ্রীল প্রভুপাদ। সম্পাদক একজন স্মার্তপণ্ডিত।

আয়েঙ্গার। তাহা কি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত?

শ্রীল প্রভুপাদ। বঙ্গাক্ষরে।

আয়েঙ্গার। আমি আপনাকে শ্রীভাষ্যের একটি সুন্দর সংস্করণ প্রেরণ করিব। তাহা মাদ্রাজ কুম্ভকোণমবাসী দেওয়ান বাহাদুর মিঃ ভি. কে. রামানুজাচারীর দ্বারা সম্পাদিত।

শ্রীল প্রভুপাদ। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী স্ব-সম্পাদিত "শ্রুতপ্রকাশিকা" টীকার সহিত বহুদিবস পূর্বে আমাকে একখানা শ্রীভাষ্যের সংস্করণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আয়েঙ্গার। আমি আপনার সম্পাদিত 'Harmonist' নামক পারমার্থক-পত্র দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীল গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যের অনুগত।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমরা শ্রীচৈতন্যের দাসবর্গের জুতাবরদার—আমরা "কর্মাবলম্বক" বা "জ্ঞানাবলম্বক" নহি, কিংবা অন্যপ্রকার ঐশ্বর্য-বিচারেও আকৃষ্ট হইতে পারি নাই। শ্রীরামানুজাচার্যের শক্তি-বিচার আমরা স্বীকার করি। আমরা শক্তিপরিণামবাদী; বিবর্তবাদী নহি। নির্বিশেষবাদিগণ ভগবানের নিত্যসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও স্বরূপ স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবগণ

ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা স্বীকার করেন। শ্রীভাষ্যের বিচারে নির্বিশেষবাদ সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়াছে। নির্বিশেষবাদ ও জড়সগুণবাদ নিবারণের জন্য শ্রীভাষ্য শতসহস্র যুক্তিজালের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা মানবজ্ঞানে বা জীবজ্ঞানে ভগবানের কোনও কাল্পনিকতার অভ্যুদয় স্বীকার করি না। ভগবানের নিত্য বাস্তব অপ্রাকৃত রূপ কখনও বিকৃত, পরিবর্তিত বা বিধস্ত হইতে পারে না। কাল্পনিক-রূপবাদী পৌত্তলিকগণ নির্বশেষবাদের আশ্রয়ে আপনাদিগকে সংরক্ষণ করিবার যে বৃথা চেষ্টা করে, তাহা শ্রীরামানুজাচার্যের বিচারে ধরা পড়িয়াছে। স্বভাবতঃ নিরস্ত-নিখিলদোষ অনবধিক অতিশয় অসংখ্য কল্যাণগুণ-গ্রামযুক্ত পুরুষোত্তমই 'ব্রহ্ম'-শব্দের বাচ্য। শ্রীরামানুজাচার্য শক্তির বিচার অবতারণা করিয়াছেন। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে মায়ার সহিত মিশ্রিত করিবার যে চেষ্টা দেখাইয়াছেন, আচার্য শ্রীরামানুজ তাহা শ্রীভাষ্যে প্রবল বিচারের দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য মায়াবাদমত্তহস্তিগণের আক্রমণ হইতে আস্তিকতা-সংরক্ষণের প্রধান দিকপাল। তাঁহার অঙ্কুশে মায়াবাদমত্তহস্তীর মত্ততার আস্ফালন হ্রাস হইয়াছে। ভগবদ্রামানুজাচার্যকে আমরা জ্যেষ্ঠ 'গুরু' বলিয়া বিচার করি।

রঙ্গস্বামী। শ্রীরামানুজাচার্যের পূর্বেও শ্রীবোধায়নাচার্য বেদান্ত বিচার করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমি বোধায়ন-বৃত্তির অনুসন্ধানার্থ কাশ্মীর গিয়াছিলাম এবং স্থানীয় পণ্ডিতগণের সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলাম।

রঙ্গস্বামী। বোধায়নের পূর্বেও "টঙ্কসূত্র" প্রচারিত ছিল। এখন বোধায়নসূত্র লুপ্ত।

নাইডু। বোধায়নবৃত্তি পঞ্চরাত্রের সমর্থক; পঞ্চরাত্র ত' পরবর্তিকালের।

শ্রীল প্রভুপাদ। বর্তমান বেদপ্রকাশের পূর্বেও পঞ্চরাত্র বিদ্যমান ছিল। সাত্বত পঞ্চরাত্রের বক্তা—স্বয়ং নারায়ণ। অসুরমোহনাবতার শঙ্করাচার্য ও মায়াবাদিগণ দুরভিসন্ধিক্রমে সাত্বত পঞ্চরাত্রের আনুকরণিক সংস্করণ রাজস-তামস পঞ্চরাত্রের ছল দেখাইয়া সাত্বত পঞ্চরাত্রকেও পরবর্তী ও বেদবহির্ভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের ধূয়া ধরিয়া আধ্যক্ষিক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণও পঞ্চরাত্রকে পরবর্তী করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছেন। মহাভারত-গ্রন্থ পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য ও সুপ্রাচীনতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে কীর্তন করিয়াছেন।

আয়েঙ্গার। তাহা কি 'অর্থবাদ' নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ। নিশ্চয়ই নহে—নিশ্চয়ই নহে। মায়াবাদি-সম্প্রদায় 'অর্থবাদে'র ছল উঠাইয়া প্রকৃত সত্য-তথ্য-নির্ণয়ে লোকের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য এই সকল মতবাদ সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়াছেন। আচার্য শ্রীরামানুজের পূর্বে "আগম প্রামাণ্যে" শ্রীযামুনাচার্যপাদ ইহা বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। গৃহ্য ও শ্রৌত-সূত্র পঞ্চরাত্র-প্রকাশের সমসাময়িক। কর্মকাণ্ডীয় স্মার্তগণের হস্তে গৃহ্যসূত্রাদি যেরূপ বিংশতি

ধর্মশাস্ত্ররূপে পর্যবসিত হয়, সেই প্রকার সূত্র-গ্রন্থাদিও পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত শাস্ত্রে সংস্কৃত ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। সাত্বতসূত্র-সমূহ রাজস ও তামস-সূত্র হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ভাগবত, বৈষ্ণব, বৈখানস, নৈষ্কর্ম্য, পাঞ্চরাত্রিক প্রভৃতি বিচার-প্রণালী প্রাগ্‌বৈদিক যুগে প্রবল ছিল।

আয়েঙ্গার। 'পঞ্চরাত্র' কি করিয়া বেদ হইতেও প্রাচীন হয়? কারণ, পঞ্চরাত্রের সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিবর্তিকালের বলিয়াই প্রমাণিত হয়; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চরাত্রে বৈদিক মন্ত্রের, বৈদিক হোমাদির বিধির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ। পঞ্চরাত্রের আকর গ্রন্থ-সমূহ যে ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, সেই সকল বৈদিক গ্রন্থ কালবশে অনেকগুলিই তিরোহিত হইয়াছেন। সেই সমস্ত গ্রন্থ পুরাণাদি-রচনা-কালের পরিবর্তিকালে অনাদৃত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের আকরগ্রন্থ-সমূহ সম্প্রতি সুদুর্লভ হইয়াছে বলিয়াই যে পঞ্চরাত্র বা পুরাণ-প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ আধুনিক, তাহা নহে। শ্রীমন্মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পঞ্চরাত্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ ঋক্-সংহিতা প্রকাশ-কালের বহুপূর্বের কথা, তজ্জন্যই সংহিতা-কালের পরবর্তিকালে লিখিত পঞ্চরাত্রাদি বৈদিক কালের পূর্ববর্তি-বিষয়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ।

বর্তমানে যে আকারে বেদের প্রকাশ প্রচারিত রহিয়াছে, তাহার প্রকাশের সুপ্রাচীনতা অবশ্য স্বীকার্য। বেদের মন্ত্র-ব্যাখ্যা পরবর্তিকালে প্রকাশিত পঞ্চরাত্রে স্থান লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ বেদ ও পঞ্চরাত্র অভিন্ন। পঞ্চরাত্র বেদেরই বিস্তার ও বিবৃতি—পঞ্চরাত্র বেদেরই দ্বিতীয় কলেবর।

আয়েঙ্গার। উত্তর ও পূর্বমীমাংসার মধ্যেও নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। পূর্বমীমাংসা কতকগুলি অনুষ্ঠানের অনুমোদন করিলেন, উত্তরমীমাংসা তাহা গর্হণ করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। কারণ, একটি 'পূর্ব'পক্ষ আর একটি 'উত্তর'পক্ষ। পূর্বপক্ষ—মনোধর্মী; আর উত্তরপক্ষ—শ্রৌতসিদ্ধান্ত-কীর্তনকারী। পূর্বপক্ষে—পঞ্চোপাসনার ক্ষণভঙ্গুর গৃহের ভিত্তি আর উত্তরপক্ষে—আস্তিকতার সুদৃঢ় মন্দির-চূড়ার ভিত্তি—বেদান্ত ভাগবত-সিদ্ধান্তেরই সূত্র।

আয়েঙ্গার। সমগ্র বেদই ত' পূর্বমীমাংসা।

শ্রীল প্রভুপাদ। কেবল কর্মকাণ্ড-প্রতিপাদক সংহিতা-অংশ পূর্বমীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয়। বেদশীর্ষ উপনিষদাংশ—পূর্বমীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে।

আয়েঙ্গার। বুঝিলাম, কেবল কর্মকাণ্ড—পূর্বমীমাংসার বিষয়, আর ভক্তিকাণ্ড—বেদান্তের বিষয়।

শ্রীল প্রভুপাদ। 'কর্ম'কাণ্ডের ন্যায় 'ভক্তি' একটি 'কাণ্ড' নহে, তাহাই মূল। ভক্তিই একমাত্র মূলবস্তু, অন্যান্য কাণ্ডগুলি ভক্তিমূলের সেবা করিলেই তাহাদের জীবন, আর উহারা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া চলিলে নানাপ্রকার জগন্নাশকর কাণ্ড ঘটাইয়া ফেলিতে উদ্যত। 'ভক্তি'দেবী—সম্রাজ্ঞী—নিরপেক্ষা—স্বতন্ত্রেচ্ছাময়ী; কর্ম-জ্ঞানাদি—ভক্তির কিঙ্করসূত্রে জীবের শুভকারক; নতুবা উহারা অনর্থজনক। বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত (৬।৩।২৫) বলেন,——

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধে আমরা দেখিতে পাই,—বেদব্যাসের মহাভারত-রচনা ও ব্রহ্মসূত্রাদির বিচার-সত্ত্বেও শ্রীনারদ গোস্বামী বেদব্যাসকে অকৃতার্থের ন্যায় শোক করিতে দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীব্যাস আত্মপ্রসাদ ও তাহার অভাবের কারণ-নির্ণয়ে স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া অন্তর্যামী পরব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুদেব শ্রীনারদের নিকটই পুনরায় উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীনারদ কহিলেন,—"হে ব্যাস, তুমি শ্রীহরির নির্মলা, নিত্যা লীলা সুষ্ঠুরূপে কীর্তন কর নাই। তুমি চতুর্বর্গের বিষয় যত অধিক কীর্তন করিয়াছ, ভগবান্ বাসুদেবের মহিমা তদ্রূপ কীর্তন কর নাই। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুত-ভক্তি-বিবর্জিত হইলে এবং সর্বত্র দুঃখপ্রদ কর্ম নিষ্কাম হইলেও পরমেশ্বর বিষ্ণুতে সমর্পিত না হওয়ায় উভয়ই নিষ্ফল। অতএব তুমি ভক্তি-সমাহিতচিত্তে শ্রীহরির চরিত কীর্তন কর। সকাম কর্মে স্বাভাবিক অনুরক্ত জনগণকে হরিকথা-কীর্তন-ত্যাগে চতুর্বর্গধর্মানুষ্ঠানের কথা উপদেশ করিয়াছ, তাহা কেবল তুচ্ছ নহে, পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ এবং তাহা তোমার পক্ষে মহা অন্যায় হইয়াছে; কেননা, তোমার বাক্যে চতুর্বর্গাদি সকাম ধর্মকেই 'শ্রেষ্ঠ' ধর্ম বিশ্বাস করিয়া ধর্মের বিষয়ে অন্য কোন তত্ত্ববিৎ আচার্যের নিষেধ আর তাহারা গ্রাহ্য করিবে না।" তখনই ব্যাস শ্রীনারদের উপদেশানুসারে—(ভাঃ ১।৭।৪)

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।

স্বভাবতঃ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জৈমিনী-সাহিত্য পাঠ করিয়া আরও অজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। তাহারা তুরীয়ের কোনও কথা শ্রবণ না করার দরুণ, অধোক্ষজ তত্ত্ব-বস্তুর জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অপ্রাকৃত ও অন্তর্যামি-তত্ত্বে তাঁহাদের কোনও বাস্তব জ্ঞানই উদিত হয় নাই।

আয়েঙ্গার। জৈমিনী-বাদ কি এতই খারাপ যে, তাহা মানুষকে অজ্ঞতা হতে আরও অজ্ঞতার রাজ্যে লইয়া যায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রুতি বলেন,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।

যে সকল কর্মী অবিদ্যার মধ্যে বর্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে কর্মপরায়ণ বিবেকী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তি-দ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে।

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া-জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি।।

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী) ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেননা, ঐ সকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশপুরুষোক্ত কর্ম-সমূহ ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে-সকল অবিবেকী ব্যক্তি উহাকেই চরম কল্যাণ-লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যু লাভ করে।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে।।

অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি',—এইরূপ অভিমান করে; যেহেতু তাহারা কর্মী, কর্মে অনুরাগ বশতঃ প্রকৃত-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্মফলে যে স্বর্গাদি-লোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয়।

আয়েঙ্গার। তাহা হইলে শাস্ত্রে কর্মকাণ্ডের প্রশংসা দেখা যায় কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। উহা অসৎকর্ম হইতে জীবগণকে কথঞ্চিৎ সৎকর্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য। গীতা বলিয়াছেন,—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোযয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ মুক্তঃ সমাচরন্।।

সৎকর্মও যদি হরির সুখতাৎপর্যে কৃত না হয়, তাহা হইলে তাহাও বৃথা।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্কক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।।

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভবিতম্।।
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্।।
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে।।
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্।।

(ভাঃ ১।২।৮, ৫।৩২-৩৫)

মানবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি ভগবদ্ ও ভাগবত-মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তিরূপা রুচির উদয় না করায়, তবে তাহা নিশ্চয়ই বৃথা শ্রম-মাত্র। সর্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের সুখৈক-তাৎপর্যে যে কর্ম সমর্পিত হয়, তাদৃশ কর্মই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপ-নিবর্তক বা উপশম-কারক। যে যে দ্রব্য ভোজনে প্রাণিগণের যে যে রোগ জন্মে, কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না, কিন্তু ঐ সব ঘৃতাদি রোগজনক দ্রব্য অন্যদ্রব্য বা ঔষধের সহিত রসায়নযোগে মিশ্রিত হইলে তৎসেবনফলেই সেই রোগ-নিবৃত্তি হয়। অনর্থের দ্বারা অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। কর্মরূপ অনর্থ হইতেই সংসার, সেই কর্ম-দ্বারা কখনও সংসার-নিবৃত্তি হইতে পারে না। তবে যদি সেই কর্মের কর্মফল ভক্তিরসায়ন-যোগে বিদূরিত হয় অর্থাৎ তাহা কৃষ্ণসুখতাৎপর্যে পর্যবসিত হয়, তবেই তদ্দ্বারা মঙ্গল-লাভ হয়, তখন আর উহাকে কর্ম বলা যায় না, তাহা তখন ভক্তিস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের সন্তোষের নিমিত্ত যে-যে কর্ম এই সংসারে অনুষ্ঠিত হয়, শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ ভক্তিযুক্ত যে ভাগবত জ্ঞান, সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই সেই ভগবৎ-সন্তোষজনক কর্মের অব্যভিচারী ফল।

কুর্বাণা যত্র কর্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াঽসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি।।

(ভাঃ ১।৫।৩৬)

যে-কালে মানবগণ (হে অর্জুন, যাহা কিছু কর, সমস্তই আমাকে অর্পণ কর ইত্যাদি) ভগবৎ-শিক্ষানুসারে কর্মসমূহ করিতে উদ্যত হন, সেইকালে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণের গুণ ও নামসমূহ কীর্তন করেন এবং চিন্তা করেন। সুতরাং ভগবন্নাম-কীর্তনের উদ্দেশক না হইল কর্ম জগন্নাশকর।

আয়েঙ্গার। শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত অতি অপূর্ব; এই নাম-কীর্তন কি প্রকার?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীনাম অপ্রাকৃত বস্তু। জড়জগতের বস্তুর নাম—নামী বস্তু হইতে যেরূপ পৃথক, অপ্রাকৃত নাম সেরূপ নহে। অপ্রাকৃত নামই স্বয়ংবস্তু—নামী। ইহ-জগতের কোনও শব্দ ও নামকে আমরা কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীতও চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাজাইয়া লইতে পারি, কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু একমাত্র সেবোন্মুখ কর্ণেন্দ্রিয় ব্যতীত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা বা ত্বকের দ্বারা 'নাগাল' না পাওয়ায় ঐ সকল ইন্দ্রিয়-দ্বারা বৈকুণ্ঠ শব্দকে 'পরখ' করিয়া লওয়া যায় না। শ্রুতিমূলেই ঐ শব্দ-বিজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

আয়েঙ্গার। কিরূপে ঐ শব্দ অপরের কর্ণগোচর হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ। যিনি শ্রীনামতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রীনাম-দীক্ষার সর্বাত্মস্নপন লাভ করিয়াছেন, তিনিই অপর ব্যক্তির কর্ণে অপ্রাকৃত শ্রীনামের সঞ্চার করিতে পারেন। অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম আম্নায় বা গুরু-পারম্পর্যক্রমে শিষ্যপারম্পর্যে অবতীর্ণ হন। যেমন শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস শব্দবিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

আয়েঙ্গার। সেটী কিরূপ?

শ্রীল প্রভুপাদ। আমরা "ভক্তিযোগন মনসি" শ্লোকে পূর্বে যে কথার অবতারণা করিয়াছিলাম, শ্রীনারদের শিষ্য ব্যাস শ্রীগুরুসেবা-প্রভাবে সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া পাঁচটী তত্ত্ব দর্শন করিলেন—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম। এই পঞ্চতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্থাৎ অর্থপঞ্চক জ্ঞান সুষ্ঠুভাবে লাভ করিলেন। পাঞ্চরাত্রিক শ্রীনারদের কৃপায় শ্রীব্যাসদেবের আর অর্থপঞ্চক-জ্ঞানের অভাব রহিল না। তখন শ্রীব্যাস ভগবানের শব্দাবতার কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

আয়েঙ্গার। 'অপ্রাকৃত' শব্দের কথা-সম্বন্ধেই কি উপনিষদে শ্রোতব্য; মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য বলিয়াছেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ, "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

আয়েঙ্গার। এই কর্ণেই দ্বারাই কি আত্মার কথা শুনা যায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। কর্ণের মল সমূহ নিরাকৃত হইলে—প্রকৃত কর্ণবেধ-সংস্কার হইলে সেবোন্মুখ কর্ণে আত্মার কথা শ্রবণ করা যায়।

আয়েঙ্গার। 'আত্মা'-শব্দে এখানে কি বুঝায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। 'পরমাত্মা' ও 'জীবাত্মা'—উভয়ই 'আত্মা'-শব্দবাচ্য। জীবাত্মা পরমাত্মারই বিভিন্নাংশ ও পরমাত্মার ক্রোড়ীভূত। আত্মা 'পরম' ও 'অবম' ভেদে দ্বিবিধ। পরম আত্মাই 'ব্রহ্ম' শব্দ-বাচ্য ও 'অবম' আত্মা—'জীব'-শব্দবাচ্য।

আয়েঙ্গার। 'আত্মা' বলিতে নিশ্চয়ই এখানে 'জীবাত্মা' বুঝায় না।

শ্রীল প্রভুপাদ। 'আত্মা' বলিতে 'পরমাত্মা' ও 'জীবাত্মা' উভয়েই বুঝায়। 'জীবাত্মা' বলিতে 'বদ্ধজীব' বুঝায় না। পরমাত্মার স্বরূপ ও জীবাত্মার স্বরূপ এবং তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধ—উভয়ই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিষয়। বিষয় ও আশ্রয়ের জ্ঞান না হইলে জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না। আশ্রয়-ব্যতীত 'বিষয়' বা 'বিষয়'-ব্যতীত আশ্রয়ের জ্ঞান—অসম্যক ও আংশিক জ্ঞান। মুক্ত জীবাত্মা—বৈষ্ণব; পরমাত্মা—বিষ্ণু।

আয়েঙ্গার। "ন তস্য রোগো ন জরা মৃত্যুঃ"—বাক্যে কস্য মৃত্যুঃ?

শ্রীল প্রভুপাদ। "জীবাত্মনঃ।" যথা গীতায়াম্—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

আয়েঙ্গার। "ন তস্য রোগো ন জরা মৃত্যুঃ"—এখানে আমার বিচারে আত্মা ও দেহ-মিশ্রিত বস্তুর সম্বন্ধেই উক্ত বাক্য বলা হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ। আচার্য শ্রীরামানুজের বিচার ঠিক এইরূপ নয়।

আয়েঙ্গার। আমি শ্রীরামানুজের সিদ্ধান্ত বলিতেছি না, আমি একটি নূতন মত বলিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদ। সিদ্ধান্ত শ্রৌত-প্রণালী অনুযায়ী হওয়া চাই। কেবল যুক্তিবাদের দ্বারা সিদ্ধান্তকে পেষণ করিলে তাহা অনেক সময় নাস্তিকতার সমান হইয়া পড়ে।

আয়েঙ্গার। রোগ, মৃত্যু ও জরা ত' কেবল শুদ্ধ আত্মার সম্বন্ধে হইতে পারে না, শুদ্ধ দেহের সম্বন্ধেও হইতে পারে না। কিন্তু যখন আত্মার সহিত শরীরের সংযোগ বা মিশ্রণ হয়, তখনই তাহা রোগ, মৃত্যু বা জরার বিষয় হইয়া থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদ। এইরূপ মতের ভিত্তি আধ্যক্ষিকতা মাত্র। বিশুদ্ধ আত্মার রোগ, মৃত্যু ও জরা নাই। জড়ের সহিতও চেতনের সংমিশ্রণ হয় না। জড় চেতনাভাসে বিভাবিত হইলে, তাহাতেই রোগ, মৃত্যু, জরা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। সেখানে চেতন সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট। যেমন জলের উপর চন্দ্রকিরণ পতিত হইলে কিরণোজ্জ্বল জলরাশিতে যে তরঙ্গ দৃষ্ট হয়, সেই তরঙ্গায়িত ধর্মের সহিত চন্দ্রের কোনই সংস্পর্শ নাই। তরঙ্গায়িত ধর্ম জলের, —চন্দ্রের নহে। চন্দ্রের প্রতিবিম্বের দ্বারা তরঙ্গায়িত ধর্মের প্রকাশ লোকলোচনে সমুজ্জ্বল হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রতিবিম্বের বিম্ব অর্থাৎ মূল বস্তু ঐরূপ ধর্মের সহিত

সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট।*

আয়েঙ্গার। আমি আচার্যবর্যের চরণে আর একটি নিবেদন করিতেছি। কৃপা-পূর্বক আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র হনুমান ও বিভীষণকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীরাম কোন বস্তুর অমরত্ব দিয়াছিলেন, হনুমান ও বিভীষণের দেহের, না আত্মার?

শ্রীল প্রভুপাদ। হনুমান ও বিভীষণ রামচন্দ্রের নিত্যপার্ষদ। তাঁহাদের দেহ প্রাকৃত নহে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যে সনাতন গোস্বামী তাঁহার পূর্বাশ্রমের অভিনয়ে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেই সনাতন গোস্বামীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

---

* ভূতানি তৈস্তৈর্নিজযোনিকর্মভির্ভবন্তি কালে ন ভবন্তি সর্বশঃ।
ন তত্র হাত্মা প্রকৃতাবপি স্থিতস্তস্যা গুণৈরন্যতমো হি বধ্যতে।।

যথানলো দারুষু ভিন্ন ঈয়তে যথানিলো দেহগতঃ পৃথক্ স্থিতঃ।
যথা নভঃ সর্বগতং ন সজ্জতে তথা পুমান্ সর্বগুণাশ্রয়ঃ পয়ঃ।।
(ভাঃ ৭।২।৪১, ৪৩)

ভূতসকল স্ব-স্ব কর্মানুরূপ দেহ প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম সমাপ্ত হইলে বিনষ্ট হয়। 'আত্মা' ঐ সকল স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহে অবস্থিত হইয়াও জন্ম-গ্রহণাদি দেহ-ধর্মে যুক্ত হন না। কারণ, আত্মা—দেহ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন।

অগ্নি যেমন কাষ্ঠে অবস্থিত হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়, বায়ু যেমন দেহাভ্যন্তরে থাকিয়াও মুখ-নাসিকাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, সর্বগত হইয়াও আকাশ যেমন কাহারও সঙ্গ-লাভ করে না, তদ্রূপ পুরুষও দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের আশ্রয় হইয়া তাহা হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন।

জন্মাদ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ।
ফলানামিব বৃক্ষস্য কালেনেশ্বরমূর্তিনা।। (ভাঃ ৭।৭।১৮)

বিকার-হেতু বৃক্ষফলের যেপ্রকার কালবশতঃ জন্মাদি ছয়টী বিকার দেখা যায়, সেই প্রকার এই দেহেরও জন্মাদি ছয়টী বিকার কালক্রমে দৃষ্ট হয়। কিন্তু আত্মার ঐ প্রকার অবস্থা হয় না।

ষড়বিকারাঃ শরীরস্য ন বিষ্ণোস্তদ্গতস্য চ।
তদধীনং শরীরঞ্চ জ্ঞাত্বা তন্মমতাং ত্যজেৎ।।
(শ্রীভাগবত তাৎপর্য ৭।৭।১৮)

—বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নহে।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।।
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়।।

(চৈঃ চঃ অ ৪।১৯১-১৯৩)

শ্রীমদ্ভাগবতও (১১।২৯।৩২) এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।।

হনুমান ও বিভীষণ—সম্পূর্ণ নিবেদিতাত্মা। তাঁহাদের নিত্যদেহকে ভগবান্ চিদানন্দময়-রূপে প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের দেহ-দেহী ভেদ নাই। তাহা অমর। 'অমরত্ব প্রদান করিলেন' অর্থে—চিদানন্দময়রূপে প্রকাশ করিলেন।

আয়েঙ্গার। তাঁহাদের আত্মা ত' স্বভাবতঃই 'অমর', তবে কাহাকে অমরত্ব দিলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি আমার কথা শুনিতে মনে হয় অন্যমনস্ক ছিলেন। আমি এতক্ষণ এই কথারই উত্তর দিতেছিলাম। হনুমান ও বিভীষণ রামচন্দ্রের শরণাগত ভক্ত; তাঁহারা পূর্ণ দীক্ষিত, নিবেদিতাত্মা; তাই ভক্তের নিত্য অমরত্ব ভগবানের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল।

আয়েঙ্গার। হনুমান ও বিভীষণ কেন, রাবণের আত্মাও ত' নিত্য অমর।

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীরামচন্দ্রের নিজের নিত্যবৈকুণ্ঠ বিরাজমান। সেই বৈকুণ্ঠে নিত্য রামচন্দ্র-পার্ষদগণ বিরাজিত। ভগবৎপার্ষদগণের দিব্য শরীর বর্তমান। বিভীষণ ও হনুমানেরও সেই নিত্য দিব্য শরীর আছে। কর্ম-প্রভাবে জীবের যেরূপ বাহ্যশরীর পরিবর্তিত হয়, যেমন গীতায় দেখিতে পাই,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।

—নিত্যপার্ষদগণের নিত্য দিব্যদেহের সেইরূপ প্রাকৃত দেহবৎ পরিবর্তন নাই। রাবণের দেহ নিত্য নহে—তাহার অমরত্ব নাই, তাহা ধ্বংসশীল। রাবণের দেহ তাহার আত্মা হইতে ভিন্ন। কিন্তু হনুমান ও বিভীষণের দেহ ও দেহীতে ভেদ না থাকায় তাহা নিত্য অমর। যখন শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে রাবণের প্রভাব বর্ণন করিতে বলিয়াছিলেন, তখন বিভীষণ বলিলেন,—

অবধ্যঃ সর্বভূতানাং গন্ধর্বোরগপক্ষিণাম্।
রাজপুত্র দশগ্রীবো বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।।

অর্থাৎ ব্রহ্মার বর-প্রভাবে দশানন রাবণ গন্ধর্ব, উরগ, পক্ষী প্রভৃতি সকল ভূতেরই অবধ্য হেতু অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

কিন্তু তাহা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বলিলেন,—

রসাতলং বা প্রবিশেৎ পাতালং বাপি রাবণঃ
অহং হত্বা দশগ্রীবং সপ্রহস্তং সহাত্মজম্।
রাজানং ত্বাং করিষ্যামি সতামেতচ্ছৃণোতু মে।।

রাবণ রসাতল বা পাতালেই প্রবেশ করুক, আমি প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের সহিত রাবণকে নিহত করিয়া তোমাকে রাজা করিব।

হিরণ্যকশিপুও ব্রহ্ম-বর (ভাঃ ৭।৪।১) পাইয়া আপনাকে 'অমর' মনে করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব তাহার সেই আপেক্ষিক অমরত্বের বাহাদুরী হরণ করিলেন। হনুমান ও বিভীষণাদি নিত্য ভগবৎপার্ষদগণের অমরত্ব এইরূপ ব্রহ্মা বা জীবাদির প্রদত্ত আপেক্ষিক অমরত্ব নহে। ভগবৎপার্ষদগণ শরণাগত দাস, তাঁহাদের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, তাঁহারা সর্বতোভাবে ভগবৎ-কৃপা-প্রভাবে নিত্য অমর। রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির আত্মার অমরত্ব বিচিত্রতাহীন; কিন্তু ভগবৎপার্ষদগণের অমরত্ব নিত্য নব-নবায়মান বিচিত্রতাযুক্ত ও সেবা-প্রগতিময়। নিথর স্থাবর দেহের ন্যায় আত্মার বিচিত্রতার বিনাশকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগণের অমরত্ব—নপুংসকতা-ভাবযুক্ত। শ্রীরামচন্দ্র—কালের অধীন নহেন; তাঁহা হইতেই কাল নির্গত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের পার্ষদগণও কালের অধীন নহেন। তাঁহারা নিত্য স্ব-স্বরূপে বিরাজিত বলিয়া অমর।

আয়েঙ্গার। বেদ বলেন যে, দেবগণও 'অমৃত' লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি সর্বদাই জাগতিক ভূমিকার সহিত বৈকুণ্ঠ ভূমিকার গোলমাল করিয়া ফেলিবেন না। দেবতাগণের ভূমিকা ও ভগবৎপার্ষদগণের ভূমিকা—এক নহে। দেবতাগণের অমরত্ব—আপেক্ষিক। মনোধর্মের বিচারে এইরূপ চিজ্জড়-সমন্বয়ের অভ্যাস-আবর্ত উপস্থিত হয়।

আয়েঙ্গার। সম্প্রতি কেবলমাত্র 'মন'; আমরা 'মন' দিয়াই বিচার করিয়া থাকি।

শ্রীল প্রভুপাদ। মনোনিগ্রহের নামই সাধন—

"সর্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ"।।

নাইডু—মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছেন; ইন্দ্র ও মহাবলী পরস্পর যুদ্ধ করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনারা আধ্যক্ষিক জগতের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং নির্বিশেষবাদীর

সঙ্গ করিয়া অনেক অনাবশ্যক দ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছেন। ঐ সকল সম্পূর্ণভাবে নিরাকৃতি হওয়া আবশ্যক। আমরা কর্ম্মের দ্বারা বাহ্যশরীর-মাত্র লাভ করি। কর্মফল-ভোগার্থ আমরা নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকি।

আয়েঙ্গার। হাঁ, এইজন্যই আমাদের জন্ম-জন্মান্তর আবশ্যক হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ। বাসনা-চরিতার্থতার জন্য।

আয়েঙ্গার। আমরা বাসনা-বিনাশের জন্য 'তপস্যা' ও 'ভক্তি'-যাজন করিব।

শ্রীল প্রভুপাদ। 'তপস্যা' ও 'ভক্তি' পরিভাষাদ্বয়ের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'তপস্যা' জিনিষটা—অভক্তি। ভক্তির সঙ্গে তাহার মিশ্রণ নাই। আরোহবাদমূলে যে নাস্তিকতা, তাহা হইতেই তপস্যার পিপাসা। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল, দন্তবক্র, বিরোচন প্রভৃতি ভগবদ্-বিদ্বেষী অসুরগণেরও 'তপস্যা' দেখা যায়। তপস্যার স্পৃহা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত ভক্তির আরম্ভই হয় না।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।

(নারদপঞ্চরাত্র)

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা।।
ব্রতানি যজ্ঞছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্।।☆

(ভাগবত)

☆ গজেন্দ্র বানর গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি তারা মোরে কি তপে পাইল।।
অসুরেও তপ করে কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ নহিলে নাহি পার।।
প্রভু বলে তপঃ করি না করিহ বল।
বিষ্ণু ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল।।

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ অঃ)

আয়েঙ্গার। কেবল ভক্তির দ্বারা কি সাধন-কার্য সম্পন্ন হইতে পারে? তাহার সহিত 'তপস্যা'র সংযোগও ত' আবশ্যক?

শ্রীল প্রভুপাদ। তাহা হইলে আপনার ভক্তির স্বরূপই শ্রবণ হয় নাই। ভক্তি-দ্বারাই সাধন ও সিদ্ধি সম্পূর্ণ হয়। ভক্তি নিরপেক্ষা ও পরম সবলা। পায়সান্নের সহিত কতকগুলি সুড়কী চূণ মিশ্রিত করিয়া পায়সান্নের পরিমাণ বর্ধনপূর্বক ভোজে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পরিতোষ-সম্পাদনের বুদ্ধি যেরূপ মূর্খতা, ভক্তির সহিত 'ব্রত', তপস্যা, কর্ম, জ্ঞান, যোগ বা কোনও প্রকার অন্যাভিলাষ মিশ্রিত করিয়া ভক্তিকে সবল করিবার দুর্বুদ্ধি ও তদ্দ্বারা আত্মাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টাও সেইরূপ। ভক্তির আভাস-মধ্যেই সমস্ত ব্রত, সমস্ত তপস্যা, সমস্ত জ্ঞান, যোগ আনুষঙ্গিকভাবে অনুস্যূত আছে। ব্রত-তপস্যা, কর্ম-জ্ঞানাদি—ভক্তির অঙ্গ বা পরিপোষক নহে। অভক্তির দ্বারা কখনও ভক্তিকে পরিপূরণ করা যায় না। মানুষের যেকাল পর্যন্ত কর্মাদিতে স্পৃহা থাকে, সেকাল পর্যন্ত হরিকথা-শ্রবণেই যে সমস্ত মঙ্গল নিহিত, এবিষয়ে কিছুতেই শ্রদ্ধার উদয় হয় না—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।
নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।

(ভাগবত)

আয়েঙ্গার। তবে কেন বেদাদি শাস্ত্রে কর্মের এত প্রশংসা ও ফলশ্রুতি দেখা যায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি এক কথাই পুনঃ পুনঃ উদ্গীরণ করিতেছেন। আধ্যক্ষিক জগতের কর্মবাদে আপনার আকণ্ঠ পরিপূর্ণ। আপনি কিছুকাল ভক্তির কথা শ্রবণ করুন। নিঃশ্রেয়সের বক্তা কখনও কর্মের উপদেশ দেন না—

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ।।

(ভাঃ ৬।৯।৫০)

রোগী ইচ্ছা করিলেও সদ্‌বৈদ্য যেমন তাহাকে কখনও কুপথ্যের ব্যবস্থা প্রদান করেন না, বিদ্বান ব্যক্তিও তেমন স্বয়ং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ চরম কল্যাণ অবগত হইয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনও কর্মমার্গের উপদেশ প্রদান করেন না।

শাস্ত্রে কর্মকে নিরাস করিবার জন্যই কর্মোপদেশের ছলনা আছে। তাহাতে দেবতাগণের, এমন কি, জৈমিন্যাদি ঋষিগণের পর্যন্ত মোহ উপস্থিত হইয়াছে।

কর্মাকর্ম-বিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ।।
পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।।
বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোহপিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।।
(ভাঃ ১১।৩।৪৫, ৪৭)

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়, তাহাও বেদবাদ। বেদ—স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং পণ্ডিতাভিমানী সূরিগণও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। প্রকৃত অর্থকে সংগোপন করিবার জন্য উহাকে অন্যপ্রকার বর্ণন করার নাম—'পরোক্ষবাদ'। বেদ—স্বয়ং 'পরোক্ষবাদ' এবং অজ্ঞ, অশান্ত বালস্বভাব-তুল্য জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্যের জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম-নিবৃত্তির উদ্দেশেই কর্ম-বিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্মমূঢ় জীবসকলকে কর্মে প্রবৃত্ত করেন।

কর্মি-সম্প্রদায় ভাগবতের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলে কর্মবাদের অকিঞ্চিৎকরতা ও ভাগবত-জীবন-যাপনের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জগতে শ্রীমদ্ভাগবতের সুষ্ঠু প্রচার নাই—মহাভাগবতের মুখে ভাগবতের কথা প্রচারের বড়ই দুর্ভিক্ষ। অন্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় যে বিবিধ অন্যাভিলাষের সহিত 'ভাগবত' পাঠের ছলনা দেখায়, তাহাতে ভাগবতবিরুদ্ধ মতবাদই 'ভাগবতের সিদ্ধান্ত' বলিয়া জগতে প্রচারিত রহিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য একবার আমার সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি ভাগবত পাঠ করেন বলিয়া খ্যাত আছেন। কিন্তু ভাগবতের তাৎপর্য তিনি কর্মবাদের চশমায় দেখিতে গিয়া ভাগবত-সিদ্ধান্তের সুদর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। ভাগবত-পাঠীর ভাগবতজীবন হওয়া আবশ্যক। আমাদের শ্রীচৈতন্যের একজন পরমাত্মীয় শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর মুখে শ্রীচৈতন্যদেব বলাইয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

অন্যাভিলাষ, নির্ভেদজ্ঞানাভিলাষ, কর্মাভিলাষ, যোগাভিলাষ, ব্রত-তপস্যাভিলাষ হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন না করিলে তাহা আত্মার স্বাভাবিক, অহৈতুকী নিত্যাবৃত্তি 'ভক্তি' পদ-বাচ্য হইবে না। জগতে শ্রীচৈতন্য-দাসানুদাসগণের—

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর অনুগ ভৃত্যগণের শ্রীচরণাশ্রয় না করা পর্যন্ত কিছুতেই অকৈতব ভক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। ভক্তির কথা জগতে নাই—ভক্তির কথা নৃলোকে সুদুর্ল্লভ—অভক্তির কথাগুলি ভক্তির কথা বলিয়া এই জগতে প্রচারিত রহিয়াছে।

আয়েঙ্গার। আমরা আচার্যবর্যের শ্রীমুখ হইতে অন্য দিন আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিব।

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনিলে দেখিবেন, মানবজাতি যাহাকে 'ধর্ম' বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছে, তাহা ঠিক বিপরীত। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সাধারণের ধর্ম-ধারণা, সত্যের ধারণা, আচার-প্রচারের ধারণায় একটা বিপ্লব আনিয়া দেয়—যত কিছু মনোধর্মের সমিধ্ ও ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন মানবজাতি সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়—তাহা হনুমান কর্তৃক রাবণের রাজপুরী লঙ্কাদহনের ন্যায়—ইহা সমস্ত অন্যাভিলাষ সমূলে দগ্ধ করিয়া সেখানে আত্মধর্মের বৈকুণ্ঠপুরী রচনা করে। সাধারণ লোক বা মনোধর্মি-সম্প্রদায় যাহাকে ভাগবত-ধর্ম বলিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এক শ্রীমদ্ভাগবতই নির্ভীকভাবে যাবতীয় মনোধর্মি-সম্প্রদায়ের—কর্মি-সম্প্রদায়ের অন্ধকপর্দকতুল্য মূল্যের কথা তারস্বরে বলিতে পারিয়াছেন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ।।

(ভাঃ ৬।৩।২৫)

যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র প্রণেতৃদিগের মতি দৈবীমায়ায় অত্যন্ত বিমোহিত হওয়ায়, তাঁহারা এই নাম-সংকীর্তনরূপ পরমভাগবতধর্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থাবাদাদিদ্বারা মনোহর বাক্যেই জড়ীভূত ছিল; তাই তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিস্তৃত, বহুকষ্টসাধ্য, দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি কর্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও সুখসাধ্য নাম-কীর্তনাদিতে রত হন নাই। অর্থাৎ 'একমাত্র শ্রীহরিনাম আশ্রয়েই সর্বসিদ্ধ হয়'—এই বাক্যকে স্তুতিবাদ অনুমান করিয়া তাঁহারা নামে নিষ্ঠাযুক্ত হন নাই; পরন্তু বহু আড়ম্বরযুক্ত কর্মকাণ্ডে নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আয়েঙ্গার। ভক্তি কতপ্রকার?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।

(ভাঃ ৭।৫।১৮)

ভক্তি—নববিধ। কর্মী ও নির্ভেদজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের প্রতীক হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদকে "তুমি কি উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছ?"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে কর্মবাদের বা জ্ঞানবাদের কোনও প্রশংসা না পাইয়া 'নববিধ ভক্তিই সকলের পক্ষে উত্তম অধ্যয়ন'—এই উত্তর পাইয়াছিলেন। নববিধ ভক্তির মধ্যে নাম-সংকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু কর্মি-সম্প্রদায় এই নাম-সংকীর্তনের স্বরূপ জানেন না—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।

(ভাঃ ৭।৫।৩১)

আয়েঙ্গার। আপনার মুখে ভাগবত-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। শ্রীরামানুজাচার্য ও আপনাদের শ্রীচৈতন্যদেবের মতে পার্থক্য কিছু নাই। আমরা যাঁহাকে 'রঙ্গনাথ' বলি, আপনারা তাঁহাকেই 'কৃষ্ণ' বলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। তাহা নহে, আমরা যাহাকে 'কৃষ্ণ' বলি, তাঁহাকে আপনারা 'রঙ্গনাথ' বলেন, কৃষ্ণে রঙ্গনাথ-দর্শন—সঙ্কুচিত দর্শন—কৃষ্ণ দর্শনই পূর্ণতম দর্শন। যদিও রঙ্গনাথে ও কৃষ্ণে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণে রসের উৎকর্ষ বিদ্যমান—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।।

(ভঃ রঃ সিন্ধু)

রঙ্গনাথ-দর্শনে নিম্ন হইতে, গোলোকার্ধ-দর্শন বা আড়াই প্রকার রস-উপলব্ধি-মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণ-দর্শনে গোলোকের উচ্চভূমিকা হইতে পঞ্চবিধ রস কিম্বা সমগ্র রসাস্বাদন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া।।
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।

শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণদেশে-ভ্রমণকালে পয়স্বিনী তীরে আদি-কেশব মন্দিরে যে সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ পাইয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।

নাইডু—আমরা পুনঃরায় আচার্য মহারাজের নিকট অনারেবল আয়েঙ্গারের সহিত আগমন করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করিব ও শ্রবণ করিব।

অতঃপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনারেবল মেম্বর কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার এম. এল. এ. মহোদয়ের সহিত শ্রীরঙ্গমের মন্দির ও তথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যপদাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব-সম্বন্ধে কিছুকাল আলোচনা করিলেন। আয়েঙ্গার মহোদয় শ্রীরঙ্গমে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিলেন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি প্রণতি-অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত স্ব-স্থানে গমন করিলেন।
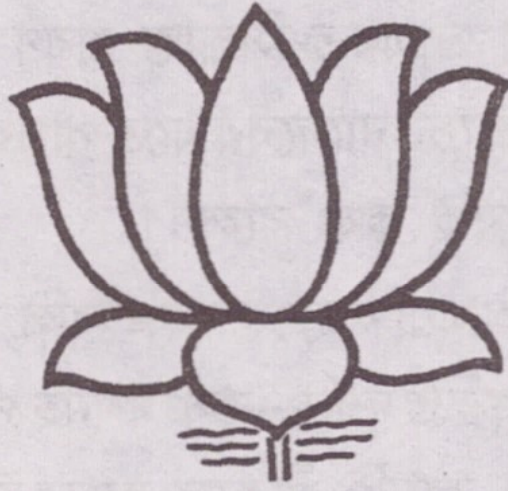
শ্রীল প্রভুপাদ ও মাননীয় বিচারপতি চেট্টিয়ার

[গত ১৪ই জানুয়ারী (১৯৩২) অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর সুন্দরম্ চেট্টিয়ার মহোদয় আগমন করিয়াছিলেন। মাননীয় বিচারপতি মহোদয় শ্রীসম্প্রদায়ের অনুগত একজন বৈষ্ণব এবং ধর্মপ্রাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিচারপতি মহোদয় যখন শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আগমন করেন, তৎকালে শ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজদেশবাসী কতিপয় ভদ্রলোকের নিকট শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনের অসমোর্ধ্ব বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্তন করিতেছিলেন। বিচারপতি মহোদয় উক্ত প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া শ্রীনাম-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রশ্নোত্তর-মুখে যে-সকল কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহারই মর্ম প্রদত্ত হইল। প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই ইংরাজী ভাষায় হইয়াছিল। পাঠকবর্গের জন্য আমরা যথাসাধ্য তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া দিলাম। এই প্রসঙ্গের সময় মাদ্রাজের আরও কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনকারী ভক্তবৃন্দও সেই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অবস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কতিপয়ের নাম লিখিত হইল।

রাওসাহেব টি. রত্ন মুদালিয়ার বোর্ড অব রেভিনিউর অবসরপ্রাপ্ত সহকারী সেক্রেটারী; মিঃ এস. এম্. বেঙ্কটাচলম্ নিম্ন জর্জকোর্টের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট; টি. পি. রামস্বামী পিল্লাই; মাদ্রাজ কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত মুনিস্বামী নাইডু, জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর; 'আন্ধ্র' পত্রিকার সম্পাদক ইত্যাদি।]

বিচারপতি—অপ্রাকৃত (transcendent) কাহাকে বলে?

শ্রীল প্রভুপাদ। যাহা প্রপঞ্চাতীত (beyond physical), তাহাই অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত বস্তু চতুর্বিধ ব্যক্তিত্বের সহিত নিত্য বর্তমান। তাহা নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ এবং মুক্ত। প্রাকৃত বিশেষে যে-সকল নাম-রূপ-গুণাদি আছে, তাহাদের নিত্যত্ব নাই, তাহারা অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, অশুদ্ধ, খণ্ডিত ও বদ্ধ আপেক্ষিকতাযুক্ত। কিন্তু অপ্রাকৃত নামের উপাসনা নিত্য। তাহা সর্ববিধ মায়িক বন্ধনের হেয়তা হইতে পরিমুক্ত। অপ্রাকৃত শ্রীনাম-—পরিপূর্ণ বস্তু। তাহাতে সকল শক্তি নিহিত। অর্থাৎ অপ্রাকৃত নামই স্বয়ং নামী, অপ্রাকৃত নামই রূপী, অপ্রাকৃত নামই গুণী, অপ্রাকৃত নামই লীলাময়, অপ্রাকৃত নামই পরিকরবান; অপ্রাকৃত নামই রূপ, অপ্রাকৃত নামই গুণ, অপ্রাকৃত নামই পরিকরবৈশিষ্ট্য, অপ্রাকৃত নামই লীলা। এই চারি প্রকার বৈশিষ্ট্য অপ্রাকৃত বস্তুতেই নিত্য বর্তমান।

বিচারপতি। আমাদের পক্ষে সেই অপ্রাকৃত শব্দ ধারণা করিবার উপায় কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। অপ্রাকৃত বস্তু যখন কৃপাপূর্বক শ্রীনামাচার্যের শ্রীমুখ হইতে আমাদের সেবোন্মুখ কর্ণে অবতীর্ণ হন, তখনই আমরা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারি, নতুবা প্রাকৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অপ্রাকৃতের ধারণা কখনই সম্ভব নহে। প্রত্যেক প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় নিত্য ইন্দ্রিয়সমূহ আবৃত থাকায় বহির্জগতের আবরণমুক্ত-দর্শনে যে সেবোন্মুখতা আছে, তাহারই ধারণা গৃহীত হয়।

বিচারপতি। আমরা প্রাকৃত লোক, আমাদের প্রাকৃত মিশ্র ভাব কিরূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীনামাচার্যের কৃপায় শ্রীনামই আমাদের কর্ণকে নিয়মিত করিয়া আমাদের যাবতীয় প্রাকৃত ভোগানুকূল ভাবগুলিকে নিরাস করিয়া থাকে।

বিচারপতি। যদি নামকে অপ্রাকৃত (transcendent) বলা হয়, তাহা হইলে তাহা 'নাম'-শব্দে কিরূপে অভিহিত হইতে পারে? অপ্রাকৃতকে নামের গণ্ডীতে আনয়ন করিলে তাহা কি জড়জগতের অনিত্য বস্তুর অন্যতমরূপে পরিণত হয় না? নাম-রূপাদিও প্রপঞ্চের অভিধান মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি এই সকল কথাগুলি নির্বিশেষবাদিগণের অনুমান ও কল্পনাজাত মতবাদ হইতে আহরণ করিয়া বলিতেছেন, আপনি তাহাদের নিকট হইতে ইহাই শুনিয়াছেন যে, ক্লীবত্বই অপ্রাকৃত বা নির্গুণের লক্ষণ। নিত্য পরা শান্তির রাজ্যে সবিশেষত্ব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। সেখানে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের গতি, যাবতীয় নাম-রূপ-গুণ স্তব্ধ হইয়াছে।

বিচারপতি। হাঁ, সেখানে সকলই শূন্য ও নির্বিশেষ।

শ্রীল প্রভুপাদ। কিন্তু এইরূপ অভিজ্ঞতা ও অনুমান কোথা হইতে উত্থিত হইয়াছে? ইহা প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতাকে অপ্রাকৃত জগতে বহন করিবার দুর্বুদ্ধি হইতে উদিত। কোন একটি মাঝি নৌকার গুণ টানিবার সময় নদীর তীরে কাঁকড়, কাঁটা প্রভৃতির দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্ষত-বিক্ষত-পদ হইয়া কল্পনায় ভাবিতেছিল যে, যদি সে কোন সময় লক্ষ মুদ্রা উপার্জন করিতে পারে, তাহা হইলে সমস্ত নদীর তীরে লেপ বিছাইয়া গুণ টানিলে তাহাকে আর ক্লেশের অনুভূতি লাভ করিতে হইবে না। মূর্খ মাঝি তাহার দরিদ্রতার অনুভূতি ধনবান হইবার পরও বহন করিতে ইচ্ছা করিতেছিল। নির্বিশেষবাদিগণের বিচারও তদ্রূপ। তাহারা প্রপঞ্চের অভিজ্ঞতাকে প্রপঞ্চাতীত রাজ্যে চালনা করিয়াছে। তাহারা এই প্রপঞ্চের নাম-রূপ-গুণ-লীলার হেয়ত্ব ও অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হইতে অনুমান করিতেছে যে, প্রপঞ্চাতীত রাজ্যেও যদি নাম-রূপ-গুণ-লীলার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রাকৃত জগতেরই ন্যায় অনিত্য ও হেয় হইয়া

পড়িবে। সুতরাং নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি প্রপঞ্চের ব্যাপার, তাহাদের প্রপঞ্চাতীত অস্তিত্ব নাই। নাম-রূপ-গুণ-লীলার অস্তিত্ব-রাহিত্যই প্রপঞ্চাতীতের লক্ষণ! এইরূপ বিচারে অভিজ্ঞতাবাদোত্থ অনুমান এবং ব্যতিরেক একদেশী বিচারের অবাস্তবতা রহিয়াছে। ইহাতে বাস্তব জগতের যে অবতারের বিচার বা শ্রৌতপন্থা, তাহা সম্পূর্ণরূপে অনাদৃত হইয়াছে। নির্বিশেষবাদীর অনুমান এইরূপ—তেতলার উপরে ব্যাঘ্র নাই। কেন না , যেখানে যেখানে ব্যাঘ্র, সেখানে সেখানে মনুষ্যের অবস্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু অবতারবাদী তেতলা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিতেছেন—তেতলায় ব্যাঘ্র আছে। কিন্তু সেই ব্যাঘ্রের হিংস্র স্বভাব নাই। অবতারবাদীর শ্রৌত উক্ত—তেতলায় যে বাস্তব বিষয় রহিয়াছে, তাহা অভ্রান্ত ও অটুটভাবে জগতে প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। আর আরোহবাদীর নেতি বিচার কেবলমাত্র প্রপঞ্চের অনুমান ও অভিজ্ঞতা হইতে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতি উত্থিত হইয়া প্রপঞ্চের অভিজ্ঞতা-প্রতারিত ব্যক্তিগণের বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছে মাত্র। সুতরাং যেখানে 'নাম', সেখানেই হেয়তা, এরূপ অনুমান প্রপঞ্চের অভিজ্ঞতাকে প্রপঞ্চাতীত অধোক্ষজ রাজ্যে চালিত করারূপ মূর্খতা মাত্র। বৈষ্ণবগণ—অবতারবাদী, শ্রৌতপন্থী। তাঁহারা আরোহবাদী, তর্কপন্থী নহেন। শ্রীনাম নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন (can take initiative)।

বিচারপতি। Initiative (স্বতঃপ্রবৃত্তি) কাহাকে কহে?

শ্রীল প্রভুপাদ। যাহা নিজেই প্রেরণা দিতে পারে, যাহা সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ এবং স্বতঃপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট।

বিচারপতি। জড়ীয় নাম কি অপ্রাকৃত হইতে প্রবৃত্তি লাভ করে?

শ্রীল প্রভুপাদ। জড়ীয় নাম অপ্রাকৃত নামের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। অপ্রাকৃতের অবিকৃত অবতার—জড়তা নহে। অপ্রাকৃতের স্বরূপ-প্রতিবন্ধক প্রতিবিম্বিত নামই প্রাকৃত নাম-সমূহ। আমরা বর্তমানে তৃতীয় মানের রাজ্যে অবস্থিত। তুরীয়মানে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। অপ্রাকৃতের অসম্পূর্ণ দর্শন মধ্যস্থিত আবরণ হইতেই উৎপত্তি লাভ করে। উহাই প্রাকৃত দর্শন-মাত্র।

বিচারপতি। হাঁ, যেমন আমরা রঙ্গিন কাচের মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মির প্রকৃত রঙ দর্শন করিতে পারি না, যদি আমরা সবুজ কাচের গৃহে আবদ্ধ থাকি, তাহা হইলে আমরা সূর্যের শুভ্র আলোক দেখিতে পাই না, সবুজ আলোকই দেখি।

শ্রীল প্রভুপাদ। অপ্রাকৃত শুভ্রতার বাধক প্রাকৃত সবুজ আবরণকে নিরাকৃত করিয়া স্বয়ংই স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন, ইহাই অপ্রাকৃতের যোগ্যতা। প্রাকৃতের সেই যোগ্যতা নাই।

[এই সময়ে রাও সাহেব টি. রত্ন মুদালিয়ার মহাশয় বিচারপতি মহাশয়ের দিকে

তাকাইয়া বলিলেন যে, নাম-সংকীর্তন ব্যতীত অন্যান্য সাধনের প্রণালীও ত' দেখিতে পাওয়া যায়।]

বিচারপতি। উপায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক।

শ্রীল প্রভুপাদ। যদি আপনারা শ্রৌত বিষয় শ্রবণে সহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে এইরূপ অশ্রৌত মতবাদসমূহই আপনাদের হৃদয় অধিকার করিবে এবং আপনারা সত্য কথা শ্রবণ হইতে চিরকালের তরে বিক্ষিপ্ত থাকিবেন। শ্রৌতপ্রণালী ও সাধারণ্যে প্রচলিত গণগড্ডলিকার মতবাদ—দুইটী ভিন্ন বস্তু। শ্রৌতবিষয় শ্রবণে সহিষ্ণুতা ও শ্রবণোন্মুখতা আবশ্যক। শ্রবণোন্মুখতার অভাবেই জগতে ঐরূপ নানা অশ্রৌত মতবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে।

বিচারপতি। নাম-সংকীর্তনই কি সর্বাপেক্ষা সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। নাম-সংকীর্তনই একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অধোক্ষজ রাজ্যে প্রবেশের অন্য কোন উপায়ই নাই।

বিচারপতি। নাম-সংকীর্তনই কি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়?

শ্রীল প্রভুপাদ। নাম-সংকীর্তনই একমাত্র লক্ষ্যের একমাত্র উপায়। নাম-সংকীর্তন ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই।

আর নাম-সংকীর্তনে যে প্রেমা লভ্য হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন পরম লক্ষ্যও নাই। এজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

অন্য কোন উপায় নাই, নাই, নাই। তিনবার নিষেধ করা হইয়াছে।

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলম্।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।

বিচারপতি। যদি ভক্তিভরে অবিরাম ভগবানের নাম গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কি যাবতীয় প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইবে?

শ্রীল প্রভুপাদ। কিন্তু শুদ্ধ নাম গ্রহণ করা চাই। জড়মিশ্র অক্ষর বা শব্দ গ্রহণ করিলে নাম গ্রহণ হইল না। যদি আমরা নামের সহিত ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক বা রূপক কোন প্রকার সম্বন্ধ সংযুক্ত করি, তাহা হইলে নামের স্বরূপ বুঝিতে পারিব না। নারিকেলের বহিস্তক্ ছোবড়া, কঠিন আবরণ অস্থি প্রভৃতি বাহ্যাবরণকে নারিকেলের শস্য, জলাদি মনে করিয়া উহা চর্বণ করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিলেও—দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও শস্য ভক্ষণ হইবে না।

বিচারপতি। কেবলমাত্র নাম-উচ্চারণ, অথবা মানসিক কোন প্রকার ধারণা বা মনঃসংযোগ আবশ্যক কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনার চিত্ত বা মন জড়জগতের মলিনতা ও আবর্জনা হইতে নির্মুক্ত না হইলে আপনি কি করিয়া নাম গ্রহণ করিবেন? নাম গ্রহণ কোন প্রকার মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়াবিশেষ নহে। নাম-গ্রহণের জন্য আপনার অন্য কোন প্রকার কৃত্রিম উপায়ের আবশ্যকতা নাই। যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা শ্রীনাম-কীর্তনই সাধন করিবেন অর্থাৎ নাম-কীর্তনই সকল অপ্রাকৃত অনুভূতি আবাহন করিবেন ও তৎসহ বাহ্য অসম্পূর্ণ ধারণামুক্ত করাইবেন।

বিচারপতি। তাহা হইলে কি কেবলমাত্র উচ্চারণের দ্বারাই সকল সিদ্ধ হইবে?

শ্রীল প্রভুপাদ। নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম—এই তিন প্রকার বিচার আছে। যখন আমরা আমাদিগকে কর্মী (elevationist) মনে করিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম লাভের জন্য নাম-গ্রহণের ছলনা করি, তখন আমাদের নামাশ্রয়ের পরিবর্তে নামাপরাধই হয় ও জড়বিচারের মঙ্গল লব্ধ হয় মাত্র। যখন আমরা আমাদিগকে মোক্ষকামী (Salvationist) মনে করি, তখন নামাভাসের চেষ্টা প্রদর্শিত হইলেও 'নামাভাস' মোক্ষাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া উদিত হয় না, তৎফলে স্বাভাবিক বদ্ধবিচার ভোগ হইতে মুক্তি হয়। মোক্ষাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া নাম-গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে যখন অনর্থের নিবৃত্তি হয়, তখনই 'নামাভাস' উদিত হইয়া থাকে।

বিচারপতি। হাঁ, এইরূপ বিচারের সহিত নাম-গ্রহণেই মঙ্গলের সম্ভাবনা।

শ্রীল প্রভুপাদ। নামাপরাধ আমাদিগকে পাপ-পুণ্যের পথে লইয়া যায়। অধর্ম, অনর্থ ও কামের অপূরণ অথবা ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই সকল নামাপরাধের ফল। কিন্তু ইহা শুদ্ধ নামোচ্চারণের প্রতিবন্ধক। সুতরাং আমরা নামাপরাধ হইতে সর্বদা সাবধান থাকিব।

বিচারপতি। হাঁ, নামভজনকালে আমাদিগের হৃদয়ে কোনপ্রকার অপবিত্র চিন্তা আনিতে হইবে না।

শ্রীল প্রভুপাদ। শুধু 'অপবিত্র' নহে। পবিত্র, অপবিত্র, পুণ্য, পাপ সমস্তই জড়জগতের পরিভাষা ও বিচার। পবিত্রতা ও পুণ্যবুদ্ধিও অপ্রাকৃত শ্রীনাম-গ্রহণের প্রতিবন্ধক। ধর্মকামনা, পুণ্য-কামনা, পবিত্রতা-কামনা বা অধর্ম-কামনা, পাপ-কামনা ও অপবিত্রতাকামনা—সমস্তই অনর্থ ও নামোচ্চারণের প্রতিবন্ধক। আমরা ধর্ম-অর্থ-কাম লাভের জন্য সমাজনীতি পালন করি; বর্ণাশ্রমধর্ম আমাদিগকে পবিত্রতা ও সাধুতা প্রদান করে। কিন্তু এই সকল বিধি—আত্মধর্ম নহে। ঐরূপ বুদ্ধিতে আবদ্ধ থাকিলে শুদ্ধনামোচ্চারণ হয় না। নামাভাসে আমাদের অনর্থমুক্তি হয়। নামাভাস—নামোদয়ের প্রাগাবস্থা, নামসূর্যের অরুণোদয়স্বরূপ। নামাভাসের পরে আমরা নামের উদয় লক্ষ্য করি। আমরা এখন

নামাপরাধে পতিত। কেননা, আমরা নামের সহিত প্রপঞ্চের সম্বন্ধ-সমূহ সংযোজিত করিবার চেষ্টা করিতেছি, আমরা ফলাকাঙ্ক্ষী। যখন আমরা নামের নিকট ধর্ম-অর্থ-কামের প্রার্থী হই, তখন নামাপরাধ উদিত হয়। যখন আমরা কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার ভূমিকায় দণ্ডায়মান হইয়া নামগ্রহণের চেষ্টা দেখাই, তখন তাহা নামাপরাধ হয়। নামোচ্চারণ-প্রণালীকে একমাত্র প্রণালী বিচার না করিয়া বহুবিধ প্রণালীর অন্যতম মনে করা—'নামাপরাধ'। নাম-গ্রহণ প্রণালীতে লোককে আকর্ষণ করিবার জন্যই ঐরূপ নামের অর্থবাদ কল্পিত হইয়াছে, এইরূপ বিচার—নামাপরাধ। নামাচার্য গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি, নামকে অনিত্য-জ্ঞান, নাম-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক শাস্ত্রকে অন্যান্য রাজস-তামস শাস্ত্রের সহিত সমজ্ঞান, নামকে ভগবানের স্বরূপ-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা হইতে ভিন্ন জ্ঞান, দেহে আত্মবুদ্ধির সহিত নামোচ্চারণের চেষ্টা প্রদর্শন, নামবলে পাপবুদ্ধি প্রভৃতি—নামাপরাধ। নামাভাসের পরে আমরা অপ্রাকৃত নামের বিচার দেখিতে পাই। অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম—চিন্তামণি, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত বস্তু। অপ্রাকৃত নাম ও নামী অভিন্ন। অপ্রাকৃত নামের দেহ ও অপ্রাকৃত নামের দেহীতে কোন ভেদ নাই।

বিচারপতি। Subject and object-কে কি এক বিচার করিতে হইবে?

শ্রীল প্রভুপাদ। ইহা Subject and object-এর কথা নহে। ইহা প্রকৃত সত্য অধিষ্ঠানের (entity) কথা, বাচ্য ও বাচকের কথা। বাচক বস্তু নাম—বাচ্য বস্তু নামী হইতে অভিন্ন। বাচক নামই—বাচ্য নামী। আমাদিগের নিকট বাচ্য হইতেও বাচকস্বরূপের অধিকতর উপযোগিতা। কিন্তু বাচকের নিকট কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকামনা আমাদিগকে বাচকের স্বরূপবিজ্ঞান হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। ভুক্তিকামনা ও মুক্তিকামনা—ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা। আমার মুক্তিতে আমার স্বার্থপরতা থাকিতে পারে, আপনার তাহাতে কি স্বার্থ আছে? যেখানে কৃষ্ণের পরিপূর্ণ সুখের অনুসন্ধান হয়, কৃষ্ণের কাম-চরিতার্থ হয়, সেখানে শুদ্ধ নামের উদয়। সেরূপ নামের উদয়ে আনুষঙ্গিকভাবে আমার যাবতীয় প্রকৃত স্বার্থপরতা এবং অন্যান্য জীবেরও শুদ্ধ স্বার্থপরতার যুগপৎ সিদ্ধি হয়। কৃষ্ণের কামের চরিতার্থতা যেখানে নাই, তাহা অভক্তি; নামাশ্রিত ব্যক্তিগণের সেরূপ অভক্তির জন্য লালায়িত নহেন। আমরা ভুক্তি বা মুক্তির কাঙ্গাল নহি। ভক্তি আমাদের আত্মার নিত্যা বৃত্তি। আমাদের স্বরূপ-নির্ণয় আমাদিগকে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন ইতর সাধন বা সাধ্যে উপনীত করে না। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।।

আমি কার্ষ্ণ—আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস, আমি আমাকে ব্রাহ্মণকুলজাত, ক্ষত্রিয়-কুলজাত, বৈশ্যকুলসম্ভূত বা শূদ্র, অন্ত্যজ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম প্রভৃতি কোন কুলজাত মনে করি না। আমি আমাকে কামস্কাট্‌কা, আমেরিকা, ইউরোপ বা ভারতবর্ষের অধিবাসীও মনে করি না। আমি আমাকে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ—কোন আশ্রমীও জ্ঞান করি না। এগুলি সকলই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতামাত্র। আমি—আত্মা, চেতন; আমি বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসানুদাস। পূর্বোক্ত পরিচয়গুলি মায়িক পরিচয় মাত্র। মায়িক পরিচয় আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলে আমার মুখে শ্রীনাম প্রকাশিত হইতে পারেন না। কোন প্রকার জড়ীয় অনুষঙ্গ যেন আমাদিগের অপ্রাকৃত অভিসারে বাধা প্রদান না করে। আমরা যেন জড়-সম্বন্ধের যূপকাষ্ঠে মস্তক প্রদান না করি।

বিচারপতি। নাম স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উচ্চারিত হইতে পারে কি না?

শ্রীল প্রভুপাদ। আমরা এই কথার উত্তরই ত' এতক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিতেছি। স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা নামের উচ্চারণ হয় না; কিন্তু কেবল চেতন আত্মার সেই চেষ্টার উদয়েই অর্থাৎ ভগবৎসেবার উন্মেষণ হইতে মনের দ্বারা চালিত হইয়া বহির্জগতে নাম-সেবা সম্ভবপর হয়।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণরসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। জীব যখন সেবোন্মুখ হন, তখন সেই সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে সর্বশক্তিমান্ স্বয়ং প্রকাশ নাম স্ফূর্তি লাভ করেন। বর্তমানে আমাদের আত্মা নিদ্রিত, আত্মার প্রতিভূ বা কর্মাধ্যক্ষ মন সুপ্ত প্রভুকে প্রতিমুহূর্তেই বঞ্চনা করিতে চাহিতেছে। সুতরাং মন যাহা কিছু করিবে, তাহা আত্মার স্বার্থে নহে,—নিজের অপস্বার্থে। মন যদি নাম-গ্রহণের ছলনা দেখায়, কিম্বা মনের আজ্ঞাবাহক স্থূলকার্যসাধক শরীর যদি নামোচ্চারণের ব্যায়াম প্রদর্শন করে, তাহা হইলে উহা তাহাদের কোনও না কোন অভিসন্ধিমূলক ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র হইবে। আত্মা তাহার কোন ফল লাভ করিবে না। কিন্তু যখন শ্রীনামাচার্য শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আত্মার উন্মুখতাবৃত্তি উদিত হয়, তখন আত্মাকে জাগরিত দেখিয়া আত্মার প্রতিভূ ও কর্মকর্তা মন এবং স্থূল দেহ—তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি ও বিমুখতা সংরক্ষণ করিতে পারে না। তাহারাও পরমাত্মার সেবোন্মুখ আত্মার আনুগত্যে যে-সকল কার্য করিয়া থাকে, তাহা আত্মা বা পরমাত্মারই নিজ-সুখ-সাধক হইয়া থাকে। শ্রীনামাচার্য শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে এই সকল কথা জানাইয়াছেন। আমরা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীনামাচার্যের উপদেশ গ্রহণ করিলেই মঙ্গল লাভ করিতে পারি। যিনি অনুক্ষণ শতকরা শত পরিমাণ কৃষ্ণসেবায়—কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্যে নিখিল চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব।

উৎকৃষ্ট জাগতিক আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য, কিম্বা ঐশ্বর্য—শ্রীগুরুদেবের গুরুত্বের লক্ষণ নহে।

মহা-কুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।।

অবৈষ্ণব কখনই 'গুরু' হইতে পারে না।

বিচারপতি। হাঁ, নিশ্চয়ই।

শ্রীল প্রভুপাদ। 'বৈষ্ণব' বলিতে—যিনি শতকরা শত পরিমাণ বিষ্ণুর সেবা করেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বিষ্ণুমায়া হইতে প্রসূত। এই অচিৎসর্গের কোন বস্তু, ব্যাপার বা চিন্তা মুহূর্তের জন্য যাঁহাকে বিষ্ণুর পরিপূর্ণ সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তিনিই বৈষ্ণব বা গুরুদেব। বিষ্ণু অধোক্ষজ বস্তু। 'অধোক্ষজ' শব্দের অর্থ—"অধঃকৃতং অক্ষজং বদ্ধজীবানাং ইন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন সঃ।" যদি কেহ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানজাত বস্তুকে বিষ্ণু মনে করিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'বৈষ্ণব' বা 'গুরু' বলা যাইতে পারে না। বিষ্ণু কখনও আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন না। যদি তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের নিকট কখনও আত্মসমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই প্রপঞ্চের অন্যতম বস্তু জ্ঞানে আমরা তাদৃশ প্রভুরই প্রভু বলিয়া নিজত্বের বিচার করিতাম। বিষ্ণুর শ্রীমূর্তি স্বয়ং বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে অভিন্ন। অর্চাবতারকে 'কাঠ', 'পাথর' ইত্যাদি মনে করা, কিম্বা কোন কুম্ভকার, সূত্রধর, ভাস্কর প্রভৃতির সৃষ্টবস্তু ধারণা করা—বিষ্ণুমায়ার দর্শনে ভোগীর ভোগ-পিপাসামাত্র। যাঁহারা বিষ্ণুমায়ার কুদর্শনের কবল হইতে উদ্ধৃত হইয়া সুদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীঅর্চাবতারকে—শ্রীনামকে প্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করেন না। তাঁহারা নায়কপূজা বা পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন না। বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়ায় কবলিত ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর বা গুরুরূপে কল্পনা করা বিচারকে ইংরাজী পরিভাষায় anthropomorphism বলা হয়। আমরা কখনই বিষ্ণুমায়ার কবলে কবলিত জাগতিক ব্যক্তিবিশেষকে গুরু বা ঈশ্বর মনে করিয়া anthropomorphism-এর আবাহন করিব না। পরব্যোম বা পরাকাশের বিচার গ্রহণ করিতে গেলে এখানকার অণু-পরমাণুসমূহ আমাদিগের অপ্রাকৃত রাজ্যে অভিযানের পথে বাধা প্রদান করে। সুতরাং আমরা বস্তুর বাহ্য স্থূল দর্শন ও সূক্ষ্ম দর্শন উভয়কেই নিরাকৃত করিয়া আত্মদর্শনের রাজ্যে অগ্রসর হইব। নির্বিশেষবাদীর ত্রিপুটী বিনাশ—জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই ত্রিবিধ ব্যাপারের বিনাশ-চেষ্টা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। অপ্রাকৃত জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই তিনই নিত্য।

বিচারপতি। নির্বিশেষবাদিগণ জড়জগতের নশ্বর ভাবোত্থ ত্রিপুটী বিনাশকে তাঁহাদের সিদ্ধি মনে করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। ইহা তাঁহাদের জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতার ধারণা হইতে গৃহীত। তাঁহারা কল্পিত শান্তির স্বপ্ন দেখিয়া জড়-বৈচিত্র্যের বিপরীত বা প্রতিযোগী অবস্থাকেই শান্তিধাম কল্পনা করেন। জড়জগতে সবিশেষধর্ম অত্যন্ত অশান্তি ও ক্লেশ প্রদান করিতেছে। সুতরাং নির্বিশেষতার কোন কাল্পনিক ভাব তাহাদিগকে ক্লেশের দাবানল হইতে রক্ষা করিবে—এইরূপ কল্পনায়ই তাহাদের বিচিত্রতা বিনাশের চেষ্টা বা নির্বিশেষবাদ সৃষ্ট করে। যেমন জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, জাগতিক দুঃখ-কষ্টে অত্যন্ত মর্মাহত ও জর্জরিত হইলে কেহ কেহ তিক্ত বিচিত্রতার অনুভূতিযুক্ত জীবনকে বিনাশ করিয়া অর্থাৎ আত্মহত্যাদি করিয়া শান্তির আশা করিয়া থাকে। মায়াবাদিগণের বিচারও তাহাই। তাহারা জন্ম-জন্মান্তর প্রাকৃত বিচিত্রতাপূর্ণ—সুখদুঃখপূর্ণ জগতে প্রবৃত্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া এতদূর তিক্ত অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছে যে, বিচিত্রতা-বিনাশ বা আত্মহত্যাই তাহাদের চরমপ্রাপ্য বলিয়া ধারণার বিষয় হইয়াছে। তাহাদের 'ঘটাকাশ' ও 'পটাকাশে'র বিচার ঐরূপ অজ্ঞতাবিজৃম্ভিত। ঘটাকাশ বা পটাকাশ কখনই মহাকাশের সহিত একীভূত হইতে পারে না, সমজাতীয়তা লাভ করিয়াও নিজ বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে; তবে সেই অপহৃত বৈশিষ্ট্য আমাদের বোধগম্য হয় না। স্থূলতার বিচার তাহা বিশ্লেষণ করিতে না পারিলেও সুসূক্ষ্ম বিচারকগণ তাহা ধরিতে পারেন। অংশ কখনই অংশী বা সমগ্র বস্তু নহে। তিন হাত পরিমিত অবকাশ বা আকাশ কখনই অনন্ত অবকাশ বা আকাশে পরিণত হইতে পারে না। 'ভূতাকাশ' ও 'মহাকাশে'র বাগ্‌বৈখরী আমাদিগের বিমুখ বুদ্ধিমত্তাকে অধিকতর বিপথগামী করিয়া থাকে।

বিচারপতি। যতক্ষণ পর্যন্ত নাম, ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুটী। ত্রিপুটী বিনষ্ট হইলে নামের আর অস্তিত্ব থাকে না—ইহাই মায়াবাদিগণের বিচার।

শ্রীল প্রভুপাদ। এই বিচারে শ্রৌত বা অবতার-পথ স্বীকৃত হয় নাই। অনুমান ও শ্রুতির বিকৃত অর্থ হইতে এরূপ তর্কপথের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা শ্রৌতপথে কেবলমাত্র ব্যতিরেকী বিচারই পাই না, অন্বয় বিচারও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। শ্রীনামের অনুশীলনের মধ্যে আমরা উপাদেয়তা এবং নবনবায়মান চমৎকারিতার অন্বয়মুখী বাস্তব বিচার দেখিতে পাই।

বিচারপতি। হাঁ, আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র ব্যতিরেক বিচারে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। অন্বয়বিচারের বাস্তবতা বরণ করিতে চাহে।

শ্রীল প্রভুপাদ। ব্রহ্মের বিচার কেবলমাত্র ব্যতিরেকী বা নেতি-নেতি বিচারের ভাববিশেষ। কিন্তু বিষ্ণুর বিচারে অন্বয়ব্যতিরেকমুখে বেদ্যবাস্তব বস্তুর বিচিত্রতা ও চমৎকারিতার অনুসন্ধান নিহিত।

বিচারপতি। তাহা হইলে নাম-সংকীর্তনই কি উপায় এবং উপেয়, উভয়ই?

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ, নাম-সংকীর্তনই সাধন এবং সাধ্য, উপায় এবং উপেয়। যাঁহারা নামসাধন ব্যতীত ইতরসাধন-প্রণালী গ্রহণ করেন, তাঁহাদের উপেয় হইতে উপায় পৃথক্। নির্বিশেষ অনুভূতি বা আত্মহত্যাই উপেয় এবং অন্যান্য যে-কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর কল্পিত মত বা পথ তাহাদের উপায়।

রাওসাহেব মুদালিয়ার—লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার পর আমাদের কৃত্য কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীরামানুজাচার্যের বিচারে আড়াই প্রকার রসে বিষ্ণুর সেবা মুক্ত পুরুষগণের কৃত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। শান্ত, দাস্য এবং গৌরব সখ্যরসে তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন। বিশ্রম্ভ সখ্য শ্রীরামানুজের সখ্যরসের বিচারে স্থান পায় নাই বলিয়া তদীয় সখ্যরসবিচারকে অর্দ্ধবিচার-মাত্র বলা যায়।

বিচারপতি। সূরিগণ কি নিত্যই ঐ সকল রসে উপাসনা করেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। দিব্যসূরিগণ মুক্ত হইয়াও নিত্যকাল বিষ্ণুর ঐরূপ উপাসনা করিয়া থাকেন। আমরা শ্রীধাম-মায়াপুর ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে গোলোক-নিম্নার্দ্ধের আড়াই প্রকার রস এবং গোলোক-পরার্দ্ধের পঞ্চরস-পরিপূর্ণতার কথা আদর্শের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। নিম্ন হইতে সম্ভ্রম-যুক্ত সেবা ব্যতীত উপরার্দ্ধস্থিত দিক্‌টা দৃষ্টির বিষয় হয় না। কিন্তু পরার্দ্ধে আরোহণ করিলে বিশ্রম্ভপূর্ণ সেবার দিক্‌টা দর্শনের বিষয় হয়। সখাগণ কিরূপে পরাৎপর ভগবানের স্কন্ধের উপর পদস্থাপন করিয়া উচ্চ তালবৃক্ষ হইতে তালফল সংগ্রহ করেন এবং সেই তালফল ক্রমে-ক্রমে নিজেরা আস্বাদন করিতে করিতে সর্বশেষ উচ্ছিষ্ট পরম প্রীতিভরে কৃষ্ণকে প্রদান করিতে পারেন, তাহা সম্ভ্রমযুক্ত সখ্যরসের রসিকগণের নিকট অপরিজ্ঞাত। বালকৃষ্ণের উপাসনায় মাতা-পিতা—কৃষ্ণকে তাঁহার আবির্ভাবের সূত্র হইতেই পূর্ণ প্রীতি-ভরে সেবা করেন। কিন্তু দাস্য বা সখ্যরসে সেই ভাব পরিদর্শনের যোগ্যতার সম্ভাবনা নাই।

বিচারপতি। সকলগুলিই প্রেমের বিচিত্রতা-মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ। তথাপি তটস্থ বিচারে ইহাদের তারতম্য আছে। আমাদের কোন পূর্বাচার্য বলিয়াছেন,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্ত ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।।

সংসার-ভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ কেহ বেদকে, কেহ ধর্ম-শাস্ত্রকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করেন—করুন। আমি কিন্তু বৃন্দাবনে একমাত্র নন্দের ভজনা করি—যাঁহার বারান্দায় স্বয়ং পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হামাগুড়ি প্রদান করিয়া থাকেন। বালকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা কিশোর কৃষ্ণের উপাসনায় ব্রজবধূগণের যে প্রীতিপরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাহার কথা সাধারণ ধার্মিক ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না। এই জন্য আমাদের পূর্বাচার্য আরও বলিয়াছেন,—

কস্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম।।

এই কথা কাহাকেই বা বলিতে পারি, আর ইহাতে কাহারই বা প্রত্যয় হইবে যে, কালিন্দী-তটকুঞ্জে গোপবধূলম্পট পরব্রহ্ম লীলা করিয়া থাকেন। এই সকল কথা সম্ভ্রম-সেবায় আসক্ত বুদ্ধির নিকট রুদ্ধ রহিয়াছে।

মুদালিয়ার—তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে যখন কেহ লক্ষ্য বস্তুর নিকট উপনীত হন, তখন বিষ্ণুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে? অর্থাৎ এক একজন বিষ্ণু কি এক এক প্রকার লীলা করিবার জন্য উপস্থিত হন?

শ্রীল প্রভুপাদ। ভগবান্ একজন, বহু নহেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিবলে লীলাবৈচিত্র্য প্রকট করিয়া থাকেন। Personality of Vishnu is Krishna বিষ্ণুর স্বয়ংরূপ অধিষ্ঠানেই কৃষ্ণ।

মুদালিয়ার—মুক্ত হওয়ার পরেও কি 'ভক্তি' থাকে?

শ্রীল প্রভুপাদ। আমরা এতক্ষণ ধরিয়া এই প্রশ্নের উত্তরই ত' আলোচনা করিতেছিলাম। মুক্তপুরুষগণই অবিমিশ্রা ভক্তি যাজন করিতে পারেন। অমুক্ত ব্যক্তিগণের চেষ্টা অভক্তি বা মিশ্র ব্যাপার।

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।' মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবানকে ভজনা করিয়া থাকেন। ভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তির নববিধ অঙ্গ প্রথমে সাধনভক্তিতেই ক্রিয়মান হয়। শ্রদ্ধা-পূর্বক শ্রবণ-কীর্তনাদি করিতে করিতে অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও 'স্থায়ী ভাব রতি' নামে পরিচিত হয়। শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুশীলনে সেই রতি যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই প্রেমাদি নাম ধারণ করে। ক্রমশঃ প্রেম বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্যন্ত উন্নত হয়। যেমন ইক্ষুরস যতই গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুড়ত্ব, পরে খণ্ডসারত্ব, শর্করাত্ব, সিতোপলত্ব ও উত্তম সিতাবস্থা লাভ করে। এই স্থায়ীভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী ভাব মিলিত হইলে রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তিব্যাপারে স্থায়ীভাবে ঐ সকল সামগ্রীযুক্ত কৃষ্ণভক্তিরস হয়। স্থায়ীভাবই রসোদ্দীপনকার্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটী সামগ্রী সংযুক্ত হয়। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত—বিষয় ও আশ্রয়। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই আশ্রয়—কৃষ্ণই বিষয় এবং কৃষ্ণের গুণসমূহই উদ্দীপন। Predominating aspect বিষয় এবং predominated aspect-ই আশ্রয়। Predominated aspect অর্থাৎ আশ্রয় ব্যতীত বিষয়ের অর্থাৎ Predominating aspect-এর

Specification থাকিতে পারে না। নির্বিশেষবাদিগণ পরাৎপরতত্ত্বকে ক্লীবত্বে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চিন্ময় বিলাস-বৈচিত্র্যের অবতারণা ব্যতীত বিচারের সুষ্ঠুতা কেবল ক্লীবধারণা-মাত্রে সাধিত হইতে পারে না। Old Testament-এ Jew-দিগের It-God-এর ধারণা, কিংবা মায়াবাদিগণের ক্লীবব্রহ্মের ধারণা অথবা ভাণ্ডারকার প্রভৃতি একল বাসুদেবের বিচার—জাগতিক সম্বন্ধ (reference) ও অনুমানমূলে কল্পিত অপসাম্প্রদায়িক মতবাদ-মাত্র। ইহাপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে শ্রীরামানুজাচার্যের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা সর্বোতোভাবে শ্রেষ্ঠ। বিষয়বিগ্রহ নারায়ণ আশ্রয়বিগ্রহ মহালক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল সম্ভ্রমরসের সেবকগণের দ্বারা সেবিত। আমরা মহালক্ষ্মীকে কখনই জীবকোটির অন্তর্গত করিবার চেষ্টা করিব না। আস্তিকমাত্রকেই সর্বতোভাবে নির্বিশেষবাদকে পরিহার করিতে হইবে। নির্বিশেষবাদের গন্ধ থাকা পর্যন্ত কেহ আস্তিক পদবাচ্য হইতে পারেন না। যাঁহারা বিষ্ণুর নিত্য সবিশেষবিগ্রহত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে আমরা আস্তিক সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে পারি না। বৈকুণ্ঠে শতসহস্র মহালক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর সেবায় নিয়ত রহিয়াছেন। বৈকুণ্ঠধাম—নিত্য, বৈকুণ্ঠের সেবকগণ—নিত্য, বৈকুণ্ঠপতি এবং বৈকুণ্ঠপতির সেবকগণের নাম-রূপ-স্বরূপ-গুণ-ক্রিয়া—সকলই নিত্য।

মদ্যালিয়ার—বৈকুণ্ঠে কি সহস্র সহস্র লক্ষ্মী রহিয়াছেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। লক্ষ্মীশতসহস্রসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।
ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।

পরাৎপরতত্ত্ব—নিঃশক্তিক নহেন। তিনি সর্বশক্তিমান্, তিনি চিদচিৎশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর। শ্রীরামানুজাচার্যের দর্শনে এইরূপ ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনে চিৎশক্তিকে আরও সুসূক্ষ্ম বিচারে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যস্থ তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে।

বিচারপতি। এই cult—

শ্রীল প্রভুপাদ। cult শব্দটীতেই আমার প্রথম আপত্তি। ইহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত। বৈষ্ণবধর্ম 'cult' শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। তাহা কোন মানব-কল্পিত সাম্প্রদায়িক মতবাদে আবদ্ধ নহে।

বিচারপতি। হাঁ, বৈষ্ণবধর্ম অসাম্প্রদয়িক। Absolute itself is vaishnavism.

শ্রীল প্রভুপাদ। Itself নহে—Himself 'অসাম্প্রদায়িক' বলিতে কুসাম্প্রদায়িকগণ যে অসাম্প্রদায়িকতার ধারণা পোষণ করেন, 'বৈষ্ণবধর্ম', তাদৃশ অসাম্প্রদায়িক নহে। বৈষ্ণবধর্ম উচ্ছৃঙ্খল অশ্রৌত মনোধর্ম নহে। শ্রৌত আন্নায়-প্রণালীতে বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম সৎসাম্প্রদায়িক।

বিচারপতি। অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মত-সম্বন্ধে প্রচলিত লোক-মত অন্যরূপ। তাঁহারা অদ্বৈত বিচারেই নির্গুণ এবং দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বিচারে সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব মনে করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। প্রচলিত লোক-মতও শ্রৌত সিদ্ধান্ত নহে, তাহা অজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত। 'নির্গুণ' অর্থে চিদ্‌গুণরহিত নহে, পরন্তু মায়িক হেয় গুণ-রহিত নিখিল সদ্‌গুণ বা চিদ্‌গুণের আধার—ইহাই বুঝায়।

মুদালিয়ার—নাম-সংকীর্তনই যদি একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা কেন ত্রিবিধ উপায়ের কথা বলিলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা একমাত্র ভগবদ্ভক্তিকেই নিরপেক্ষ উপায় ও উপেয় বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি উপায়ের নিরপেক্ষতা গীতা-শাস্ত্র কীর্তন করেন নাই। বদ্ধদশায় কবলিত ব্যক্তিগণের কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি বদ্ধচেষ্টাকে ভক্তির কৈঙ্কর্যের উদ্দেশ্যে-চালিত করিয়া চরমে নির্মল করিবার জন্যই প্রথম মুখে সেই কর্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে গৌণভাবে স্বীকার করিয়া উহাদিগের ভক্তিসঙ্গপক্ষত্বই সর্বথা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্তি ব্যতীত ঐ সকল চেষ্টার কোন সার্থকতাই নাই। আমি সমগ্র গীতা হইতে দেখাইব যে, শ্রীগীতা একমাত্র ভগবদ্ভক্তিরই মুখ্যতা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিকেই একমাত্র পরম উপায় বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।

মুদালিয়ার—ভক্তিকে গীতার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় বলা হইয়াছে মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ। কেবল সর্বাপেক্ষা সহজ নহে—একমাত্র নিরপেক্ষ উপায় বলা হইয়াছে। গীতা কর্মবাদের নিরাস করিয়া বলিতেছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।।
ময়ি সর্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।।
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।

যোগের স্বতন্ত্রতা নিরাস করিয়া বলিতেছেন,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন।।
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।।
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।

জ্ঞানের স্বতন্ত্রতা নিরাস-পূর্বক বলিতেছেন,—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।

ভগবদ্ভক্তির নিরপেক্ষতা, গুহ্যতমতা এবং সর্ব সাধন নিরাস-পূর্বক সর্বতোভাবে আশ্রয়নীয়তা গীতা-শাস্ত্র তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন,—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।।
মচ্চিত্তা মদ্‌গতাপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।

মুদালিয়ার—তাহা হইলে কি নাম-সংকীর্তনের মধ্যেই কর্ম-জ্ঞান-যোগধ্যান-ধারণা-ধৃতি-সংযম—সকলই অনুস্যূত রহিয়াছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। ঐ সকল অতি আনুষঙ্গিকভাবে নামসংকীর্তনকারী পূর্ব পূর্ব জন্মেই অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যাঁহার জিহ্বাগ্রে নাম অর্থাৎ নামাভাস-মাত্র উদিত হইয়াছে, তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে বহু যজ্ঞ, কর্ম, বহু দান, ব্রত, তপস্যা, বহু জ্ঞানাভ্যাস, বহু তীর্থে স্নান, বহু বেদাধ্যয়ন, বহু যোগাভ্যাস, বহু সংযম—সমস্ত সাধনাই সম্পন্ন করিয়াছেন।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।

যাহার জিহ্বায় নাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে সাধারণ জাতি-সামান্যে দর্শন করিতে হইবে না। তিনি দৈন্যভরে আপনাকে নীচকুলে আবির্ভূত করাইয়া নীচকুলজাত ব্যক্তিদিগকে হরিনাম-গ্রহণের যোগ্যতার ভরসা প্রদানের জন্য তাঁহার মহাবদান্যতা বিস্তার করিতে পারেন। তিনি যে-কোন কুলে আবির্ভূত হউন না কেন, সকল মহাগুণ তাঁহার করতলগত—তাঁহার সেবার জন্য অপেক্ষাযুক্ত।

বিচারপতি। আমরা আজ আপনার বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

শ্রীনামতত্ত্ব-সম্বন্ধে এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিবার পর মাননীয় বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর সুন্দরম্ চেট্টিয়ার মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আচার্যোচিত শ্রদ্ধা ও অভিবাদনাদি প্রদর্শন-পূর্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় যানে আরোহণ করিবার কালে মাননীয় বিচারপতি মহোদয় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যাত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্তের সার্বজনীনতা, পূর্ণতমতা এবং ব্যাপকতার

বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন,—আজ শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের শ্রীমুখে উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার এই প্রতীতি হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তে আচার্য শ্রীরামানুজ, আচার্য শ্রীমধ্ব ও অন্যান্য আচার্যগণের সিদ্ধান্তের সৌন্দর্য আনুষঙ্গিকভাবে সম্পূটিত থাকিয়াও অধিকতর বৈশিষ্ট্য, পরিশিষ্ট ও সুন্দর সমন্বয় অনুস্যূত রহিয়াছে। আচার্য শঙ্করের ব্যতিরেক বিচারেরও অপূর্ব সমন্বয় এবং শ্রীরামানুজাচার্যের শক্তি-বিচার, শ্রীমধ্বের পঞ্চভেদ-বিচার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচারে অধিকতর পল্লবিত ও বিকশিত হইয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্যের প্রপত্তি ও ভগবান্ হইতেও ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠতাবিচার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের রস ও রসিকগণের সুসূক্ষ্ম সুবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যে অধিকতর ব্যাপকতা ও উন্নতভাব প্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক কে পঞ্চেপাগসন্

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৯), ইং ২৩শে মে (১৯৩২) সোমবার দিবস মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শুভবিজয় করিয়া মদ্রদেশবাসিগণকে অনুক্ষণ হরিকথা-মন্দাকিনী বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব (তত্ত্ববাদী) ও শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পণ্ডিত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের প্রচারিত অনর্পিতচরী কৃষ্ণপ্রেমার অসমোর্দ্ধ্ব বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া পরমার্থ-রাজ্যের নূতন আলোক পাইয়াছিলেন। সুকৃতিবান ব্যক্তিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৯), ২৫শে মে (১৯৩২) বুধবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পুড়ুকোট রাজ্যের মহারাজার কলেজের সংস্কৃত ও অঙ্ক-শাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ কে পঞ্চেপাগসন্ এম. এ. এল. টি. মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠে আগমন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক পঞ্চেপাগসন্ দক্ষিণদেশীয় স্মার্ত ব্রাহ্মণ; সংস্কৃত ও অঙ্কশাস্ত্রে কুশল। তিনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের; সূত্রভাষ্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থও তিনি পাঠ করিয়াছেন বলিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তিকে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভুপাদ আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীল প্রভুপাদের ইংরেজী ভাষায় যে-সকল কথা হইয়াছিল, নিম্নে তাহারই অনুবাদ প্রদত্ত হইল।]

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন ব্যক্তির নিকট আসিয়াছেন, ইহা আপনার দয়া ও মহত্ত্বের নিদর্শন।

অধ্যাপক। আপনি কি বলিতেছেন! আজ আমার মহা সৌভাগ্য এবং সত্য সত্য শুভদিন যে, আপনার ন্যায় মহাপুরুষের শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম।

ভক্তিসুধাকর প্রভু—ইনি সংস্কৃত ও অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক।

অধ্যাপক। আমরা অনেক বিষয় profess করি, কিন্তু কার্যতঃ অন্যরূপ করিয়া থাকি।

শ্রীল প্রভুপাদ। "মহদ্‌বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্"।

অধ্যাপক। আমরা দীনচেতা গৃহী, আপনি মহৎ।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি মহৎ ও উদারচিত্ত; তাহা না হইলে আপনি আমাদের নিকট আসিবেন কেন?

অধ্যাপক। মহদ্‌ব্যক্তির এইরূপই উক্তি।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমরা মহৎ হইলে ত' আপনার নিকটই যাইতাম।

অধ্যাপক। আপনার দৈন্য আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিতেছে। আমরা অভিমানী, আপনাদের দৈন্য সেই অভিমানের লগুড়-সদৃশ। শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত কোন সূত্রভাষ্য আছে কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই অকৃত্রিম সূত্রভাষ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি নিজে আটটী শ্লোক রচনা করিয়াছেন; তাহা 'শ্রীশিক্ষাষ্টক' নামে অভিহিত।

অধ্যাপক। "চেতোদর্পণমার্জনম্" ইত্যাদি শ্লোক?

শ্রীল প্রভুপাদ। হাঁ, এতদ্ব্যতীত তাঁহার শ্রীমুখোদ্গীর্ণ আরও কয়েকটী শ্লোক ও বাক্য আছে, যেমন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ।।"

অধ্যাপক। অহো, অতীব সুন্দর!

শ্রীল প্রভুপাদ। প্রত্যেক জীবাত্মাই—বৈষ্ণব। স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটী আবরণ তাঁহার স্বরূপ-দর্শনে ব্যাঘাত করিতেছে। নির্মল জীবাত্মার স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেবা-ব্যতীত অন্য কোন কার্য নাই। আমরা বাহ্য-আবরণে আবৃত বলিয়া ত্রিতাপে তপ্ত। আমাদের বাহ্য-আবরণ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বহু নৈমিত্তিক ও সাময়িক কর্তব্য-বোধ উদিত হইয়াছে, আমাদের বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে; কিন্তু ঐ সকল অত্যন্ত ক্ষণ-ভঙ্গুর। আমাদের মূল কর্তব্য ও একমাত্র কর্তব্য—ভগবৎসেবা। এজন্য আমরা আমাদের স্বরূপনির্ণয়ে অত্যন্ত মনোযোগী হইব। স্বরূপনির্ণয় সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। নতুবা আমরা বিপথে চালিত হইব।

অধ্যাপক। স্বরূপ-বোধ আবশ্যক।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি কি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন?

অধ্যাপক। হাঁ, আমি সময় সময় ভাগবত পাঠ করি।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া থাকিবেন,—

লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুঃ যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।।

আমরা বর্তমানে মনুষ্যের পোষাকে পরিহিত হইয়াছি। মানুষের যাহা যাহা দরকার, তাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যজগৎ ভোগের কারণ হইয়াছে।

ভোগবুদ্ধি কখনও বা আমাদিগকে ছোট হাতের 'g'-যুক্ত 'god'-এর অভিমানে প্রমত্ত করিতেছে। কখনও বা ভোগের অনিত্যতা ও অকিঞ্চিৎকরতা-দর্শনে তৎপ্রতি আমাদিগকে ক্রোধান্বিত করাইয়া ব্রহ্মের পদবীগ্রহণ-চেষ্টাযুক্ত অধিকতর প্রচ্ছন্ন ভোগী হইবার লালসায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু জগতের দুঃখ-কষ্ট আমাদের চেষ্টার ক্ষণভঙ্গুরতা ও আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য সময় সময় সুযোগ দিতেছে। আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে—'ভোগ' বা 'ত্যাগ' আমাদের ধর্ম নহে, আমরা জড়বস্তু বা বৃহৎ চেতন বস্তু—এই উভয় পদার্থই নহি, আমরা অণুচেতন, মায়াবশ্য; মায়াবশ্য হইলেও মায়ামুক্ত হইয়া স্বরূপবৃত্তি পরিচালনা করিবার যোগ্যতা আমাদিগের মধ্যে রহিয়াছে। আমরা—জীবাত্মা; আমাদিগকে নিঃশ্রেয়স অনুসন্ধান করিতে হইবে। নিঃশ্রেয়ো-লাভের প্রকৃষ্ট অবসর এই মনুষ্য-জন্মেই আছে। এই জন্ম—'অর্থদ', 'অর্থ'—স্বরাট পুরুষোত্তম। এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্মেই একমাত্র সেই শ্রীপুরুষোত্তম-সেবা-লাভের সর্ব সুযোগ আছে। সুতরাং আমাদের প্রকৃত স্বার্থ-অর্জনের জন্য এই জন্মেই চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। অতি অল্প ও অনিশ্চিত সময়ের জন্য আমরা এই জন্ম পাইয়াছি। এই জন্মের পর আমরা কোথায় নীত হইব, জানি না। এই জন্মে আমাদের নিত্যস্বার্থের জন্য চেষ্টা না করিলে আমাদের অতি বহির্মুখ নীচযোনি লাভ হইবে। তাহাতে আমাদের প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ বিনষ্ট হইবে এবং আমাদের মঙ্গলোদয় আরও দূরে পড়িয়া যাইবে। আমরা সকলেই নিত্য-বিশ্রাম চাই। কিন্তু সেই নিত্যবিশ্রাম সেবাগতিময় না হইলে হয় আমাদিগকে পুনরায় ক্লেশাগারে পাতিত করিবে, না হয় আমাদিগকে আত্মঘাতী করাইবে। আমরা অণুসচ্চিদানন্দ, বৃহৎসচ্চিদানন্দের নিত্যসেবাই আমাদের নিত্যকৃত্য। আমরা "মনুষ্যজীবনে জীবের প্রধানতম কর্তব্য কি?"—এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নটির সমাধান করিতে পারি। এই প্রশ্নের সমাধানে আমরা দেখিতে পাই,—ভগবৎসেবা-ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পথ কালক্ষেপণ এবং জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশরাজ্যে পরিভ্রমণের সেতু। অতএব আমরা আমাদের শেষ নিশ্বাস-পর্যন্ত মানবজীবনের সর্বোত্তম বা একমাত্র প্রয়োজনীয় স্বার্থের—ভগবৎ-সেবার অনুসন্ধান করিব। প্রত্যেক জন্মেই আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অবকাশ হইবে। কিন্তু অন্য জন্মে ভগবৎ-সেবার এরূপ সুযোগ হইবে না। আমরা হরিসেবা-ব্যতীত অন্য কোনও কার্যে এক মুহূর্তও নষ্ট করিব না। আমাদের নিকট শতসহস্র দোকানদার নানাপ্রকার প্রলোভনময় বাক্য লইয়া নিজের নিজের দোকানের জিনিষ কাট্‌তি করিবার জন্য উপস্থিত হইবে। আমরা ঐ সকল অপস্বার্থপর হিংসক ব্যক্তিগণের কথায় মুগ্ধ না হইয়া যেখানে স্বরাট্ পুরুষোত্তমের পূর্ণ ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা, সেখানেই আমাদের আত্মবিক্রয় করিব। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা ব্যতীত অন্য কথা যে-সকল দোকানে বিক্রয় হয়, সেই সকল দোকানদারগণ বঞ্চিত ও বঞ্চক। আমরা সকলেই এ জগতে কোনও না কোনও বস্তুর

কাঙ্গাল। নির্বিশেষ-বস্তু আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে না। কল্পিত সগুণ বা সবিশেষ বস্তু আমাদের খাজাঞ্চি হইয়া আমাদিগকে কল্পিত বঞ্চনা ব্যতীত কোনও বাস্তব বস্তু প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু স্বরাট্ বস্তুর সেবায় আনুষঙ্গিকভাবে সকল বস্তুই লাভ হয়, তজ্জন্য পৃথক্ করিয়া যত্ন করিতে হয় না। কৃষ্ণপ্রেমাই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু। অধোক্ষজ সবিশেষ পরমেশ্বরই আমাদের সর্ব আকাঙ্ক্ষার অবধি।

এখানে আমরা ব্রাহ্মী, খরৌষ্ঠি, পুষ্করসাদি, সান্‌কী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্য হইতে অনেক আধ্যক্ষিক বিষয় সংগ্রহ করি। অপ্রাকৃত শব্দ আমাদিগকে সেই সকল আধ্যক্ষিক জ্ঞানার্জনের অকিঞ্চিৎকরতা ও ক্লেশ হইতে রক্ষা করেন। "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"। বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণে আমাদের জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হয়।

জাগতিক সমস্ত শব্দই শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু হইতে পৃথক, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-শব্দ তাদৃশ নহে। যাহা হইতে কুণ্ঠধর্ম অর্থাৎ শব্দ ও শব্দীতে যে ব্যবধানরূপ কুণ্ঠতা আছে, তাহা বিগত হইয়াছে, সেই শব্দই বৈকুণ্ঠ-শব্দ। কুণ্ঠশব্দ শ্রুত হইবা-মাত্রই চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় তাহার সত্যতা পরীক্ষার জন্য চেষ্টান্বিত হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-শব্দ অন্যান্য ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয়কে নিয়মিত করে। বৈকুণ্ঠ-শব্দকে ইন্দ্রিয়-গ্রাম মাপিয়া লইতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাম কুণ্ঠধর্মে আবদ্ধ এবং ভ্রমাদিসঙ্কুল। বৈকুণ্ঠ-শব্দে নিয়ামকত্বে শক্তি অনুস্যূত। জাগতিক শব্দ সর্বদাই প্রতিবাদ-যোগ্য, তাহার বিপরীত পক্ষ সর্বদাই প্রতিবাদের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

বৈকুণ্ঠ-শব্দ—স্বরাট্ অপরিবর্তনশীল, বৈকুণ্ঠ-শব্দই—পরমেশ্বর। বৈকুণ্ঠ-শব্দ তাঁহার বৃত্তি প্রকাশ করিয়া জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়মিত করিয়া থাকেন। অতএব তর্কপন্থার পরিবর্তে শ্রৌতপন্থাই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়। তর্কপন্থায় কেবল সময় নষ্ট হয়।

আমাদিগকে বৈকুণ্ঠ-শব্দের সম্মুখীন হইতে হইবে, বৈকুণ্ঠ-শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে হইবে না। যখন স্বরাট্ বস্তু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন, তখনই আমরা বৈকুণ্ঠ-শব্দ শ্রবণ করিতে পারি—বৈকুণ্ঠ শব্দের প্রতি সেবোন্মুখ হইতে পারি। বিষ্ণু-বস্তুতে সর্বাগ্রে আত্মসমর্পণ না হইলে বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, কীর্তনাদি হয় না।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেধীতমুত্তমম্।। (ভাঃ ৭।৫।১৮)

শ্রীনারদ পূর্বজন্মে দাসী-পুত্ররূপে প্রকটিত হইলেও বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট সেবনফলে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়মিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বৈকুণ্ঠনাম শ্রবণের সুকৃতির উদয় হইয়াছিল। তিনি আমাদের শ্রীগুরুপদবীতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাদরায়ণকে

শিষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে বৈকুণ্ঠ-শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠনাম শ্রীনারদকে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীনারদ সেই বৈকুণ্ঠশব্দ বেদব্যাসের সেবোন্মুখ কর্ণে প্রদান করেন, বেদব্যাস আবার সেই শ্রৌত বৈকুণ্ঠ-শব্দ শ্রীমধ্বের কর্ণে প্রদান করিয়াছিলেন,—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মা-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্।।

সেই অধোক্ষজ জ্ঞান এই আম্নায়ের মধ্য দিয়া জগতে প্রবাহিত হইয়াছে। মানুষ যদি ভিন্ন ভিন্ন দোকানে না গিয়া কিংবা মক্ষিকার মত ঘুরিয়া না বেড়াইয়া ধৈর্যসহকারে এই আম্নায়াগত শ্রৌতপথে বিচরণ করে, নিরন্তর শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বৈকুণ্ঠ-কীর্তন সেবোন্মুখকর্ণে শ্রবণ করে, তাহা হইলেই সর্বতোভাবে মঙ্গল-লাভ করিতে পারে। মানবজাতি এ-দোকান ও-দোকান ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাস্তবসত্য-লাভের জন্য শ্রৌতপথ অবলম্বন করুন, তবেই মঙ্গল হইবে।

ঋষিগণ আমাদিগকে বর্ণাশ্রমধর্মে নিষ্ঠাযুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালনের উপযেগিতা আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়াছেন, বর্ণাশ্রমধর্ম-পালনের উপযোগিতা কতক্ষণের জন্য ? বর্ণাশ্রমধর্ম আমাদের নিত্যধর্ম নহে—তাহা আত্মার স্বরূপ-বৃত্তি নহে অর্থাৎ আমাদের স্বরূপের ধর্ম নহে। বিরূপে থাকা-কালে কথঞ্চিৎ স্বরূপের দিকে অভিযানের জন্য কোন বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ অবস্থানে অবস্থিত হইয়া বিষ্ণু-পূজার চেষ্টামাত্র। তাহা অহৈতুকী অপ্রতিহতা নির্মলা কৃষ্ণসেবা নহে। বর্ণাশ্রমধর্মে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণসেবা হয় না; কথঞ্চিৎ বিষ্ণুর পূজা-চেষ্টা হয়। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, —"তুমি কে ?" আগে নির্ণয় কর। তুমি কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র ? তুমি কি সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা ব্রহ্মচারী ? এই সকলই তোমার বদ্ধদশার সাময়িক পরিচয়, ঐ সকল তোমার স্বরূপের নিত্যপরিচয় নহে। জীবের স্বরূপের পরিচয় বা নিত্য পরিচয় জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পঞ্চপ্রকার রসের পূর্ণতমা অভিব্যক্তির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাকৃত রসশাস্ত্রকার ভরতমুনি, বিশ্বনাথ প্রভৃতি যাহা জানেন না, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব রসের সেই পূর্ণতমা পরাকাষ্ঠার কথা জানাইয়াছেন। শ্রুতিতে আমরা পাই,—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।"

সুতরাং 'রস'ই প্রধান বস্তু। প্রত্যেকেই রসের কাঙ্গাল—আমরা রসের ক্রীতদাস। 'রস' ইহজগতের সম্বন্ধে যুক্ত হইলেই তাহা বিরস বা কুরস। কিন্তু যখন রস স্ব-স্বরূপে বর্তমান, তখনই তাহা 'রস', তাহাই সেই অধোক্ষজ সবিশেষ বস্তু—'সঃ'-পদের উদ্দিষ্ট। নির্বিশেষবাদিগণ এই 'রস'কেই বাদ দিতে চাহেন! যেহেতু এই জগতের বিরস তাহাদিগের তিক্ত অভিজ্ঞতা উৎপাদন করিয়াছে, সুতরাং 'রস' বলিলেই সেখানে হেয়তা সংশ্লিষ্ট থাকিবে,—এই আশ্রৌত অনুমান নির্বিশেষবাদিগণকে গ্রাস করিয়াছে। তাহারা বলেন, পরাৎপর-তত্ত্ব সবিশেষ বস্তু হইলে—রসময় হইলে তাহাতে হেয়তা সংশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে। শ্রুতির মন্ত্র স্বীকার করিলে সেই পরাৎপরবস্তুকে রসময় বলিতে হইবে। রসময় বস্তু কখনও নির্বিশেষ হইতে পারেন না। রসের আস্বাদক, রসের আস্বাদন ও রসের অবস্থান নিত্য থাকিবে। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চতুর্বিধ সামগ্রীর সম্মেলনে রসোৎপত্তি হয়। বিষয়-আলম্বন-বিভাব, আশ্রয়-আলম্বন-বিভাব, উদ্দীপন-বিভাব প্রভৃতি বাদ দিলে 'রসে'র অস্তিত্বই স্বীকার করা যায় না। সুতরাং নির্বিশেষবাদিগণ শ্রুতিবিরোধী—প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক।।

নির্বিশেষবাদীর প্রণালী—ডাক্তারকে ডাকিয়া রোগ ও রোগীকে একেবারে বিনষ্ট করিব। কোনও ব্যক্তির ফোঁড়া হইয়াছ; ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, তিনি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না যে, অস্ত্রোপচারের পরেও আবার রোগীর শরীরে ফোঁড়ার উৎপত্তি হইবে কি না; কারণ, শরীর থাকিলেই ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং যদি রোগী আত্মহত্যা করেন, তাহা হইলে রোগীর আর রোগোৎপত্তির পুনঃ সম্ভাবনা নাই। নির্বিশেষবাদিগণ বলেন,—ত্রিপুটী থাকিলেই নানা অসুবিধায় পতিত হইবার সম্ভাবনা; যদি চিরতরে ত্রিপুটী বিনাশ করা যায়—আত্মার বৃত্তিকে চিরতরে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর বিপদের সম্ভাবনা নাই। আত্মহত্যার পন্থাই তাহাদের মতে সমীচীন পন্থা। কিন্তু আমরা—শ্রীচৈতন্যদাসানুদাসগণ আমাদিগকে এইরূপভাবে বিনষ্ট করি না; আমরা রোগের নিদানের চিকিৎসা করিয়া মূল রোগের প্রতিকার করিতে চাহি—কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃতি, কৃষ্ণদাস-বিস্মৃতি-রোগের বিনাশ করিয়া কৃষ্ণসেবা-স্মৃতি-স্বাস্থ্যের পুনরুদ্বোধন করিতে চাহি। আমরা অভিমান চাহি না—'খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা' চাহি না। আত্মহত্যার প্রণালীকে আমরা মোটেই অভ্যর্থনা করিতে পারি না। আমাদের নিজত্বকে—স্বরূপকে বিনষ্ট করিবার ভীষণ অপরাধ কখনই বরণ করিতে পারি না। সুতরাং অচিন্মাত্রবাদ বা চিন্মাত্রবাদ আমাদের

কোনও প্রয়োজনে আসে না। একমাত্র চিদ্‌বিলাসবাদই আমাদের প্রয়োজনীয়। স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত ব্রহ্মবিচারের হেয়তা শ্রীমধ্ব-রামানুজাদি আচার্যগণ এবং শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রকৃতিলয়বাদ, শাক্যসিংহের অচিন্মাত্রবাদ, শঙ্করের চিন্মাত্রবাদ বাহিরে পরস্পর আপাত বিরোধের পোষাক পরিহিত থাকিলেও অন্তরে উহারা সকলেই এক।

আমরা চিন্মাত্রবাদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু চিন্মাত্রবাদের সঙ্কুচিত অবস্থা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। চেতনের বৃত্তি—চেতনের বিলাস অস্বীকৃত হইলে চেতনের চেতনতা কোথায়? চেতন—রসময়, চেতনে বিলাস আছে।

চিন্মাত্রবাদীর ঘটাকাশ, পটাকাশ ও মহাকাশের দৃষ্টান্ত—বালচাপল্য-মাত্র। ঘটাকাশ কখনও মহাকাশ হইতে পারে না। ঘটাকাশ—পরিচ্ছিন্ন, মহাকাশ—অপরিচ্ছিন্ন; ঘটভঙ্গেও ঘটাকাশের নিজত্ব ভঙ্গ হয় না। যদিও স্থূলদৃষ্টিতে সেই ভেদ লক্ষীভূত-বিষয় হয় না, তথাপি ঘটাকাশত্ব কখনই মহাকাশত্বে পরিণত হয় না।

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরিজীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব?
মায়াবাদম তান্ধকারমুষিত প্রজ্ঞোহসি যস্মাদহং
ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্বদসি রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ।।
ঐশ্বর্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্বজ্ঞতা কুত্র তে।
তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ।। (তত্ত্বমুক্তাবলী)

তরঙ্গ—পরিচ্ছিন্ন, পরিমেয় বস্তু; আর সমুদ্র—অপরিমেয় বস্তু। মায়াবাদিগণের সমুদ্র ও তরঙ্গের উপমা হাস্যাস্পদ। তাহাদের লম্বা লম্বা শব্দ শুনিয়া অনেকে প্রলুব্ধ হয় এবং অনূচানমানিতাপূর্ণ-পথে ধাবিত হয়। আচার্য শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব ইহাতে বাধা দিয়াছেন। মায়াবাদী বা নির্বিশেষবাদিগণের যুক্তির কোনও সঙ্গতিই নাই—তাঁহারা যে ডালে বসিয়াছেন, সেই ডালই কাটিতে উদ্যত হইয়াছেন। নির্বিশেষবাদী যদি বলেন যে, তিনি নির্বিশেষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রোতা, শ্রোতব্য, বক্তা বলিয়া কোনও বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্বই থাকে না। কে কাহাকে বলিবেন? কি বলিবেন? তাহাকে কিছু বলিতে গেলেই ভেদ-জ্ঞানে আসিতে হয়। আর অমুক্তাবস্থায় অর্থাৎ চিন্মাত্রোপলব্ধির (?) পূর্বে তাহার বদ্ধাবস্থার বদ্ধভাব-যুক্ত উক্তির কোনও মূল্য নাই। তাহারা কোনও শাস্ত্র-প্রমাণের বিষয়ও উল্লেখ করিতে পারিবেন না। কারণ, তাহাদের মতে,—সকলই মিথ্যা। শ্রৌত-বাণী বা শাস্ত্র—সকলই তাহাদের মতে মিথ্যা হইয়া যায়। শাস্ত্রের পারমার্থিক সত্যতা না থাকিলে সেরূপ শাস্ত্র-দ্বারা পারমার্থিক বাস্তব-সত্য লাভ করা যায় না বা নির্দিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের মতে,—শাস্ত্র নিত্য পারমার্থিক

সত্য—শ্রুতি, শ্রৌতবাণী নিত্য সত্য—সেই শাস্ত্রের দ্বারাই তত্ত্ববস্তু বেদ্য,—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদশ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।"

আচার্য শ্রীমধ্ব নিজের স্কন্ধে কোনও প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই—তিনি স্বকপোল-কল্পিত কোন কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটবযুক্ত মনুষ্য পরমেশ্বরতত্ত্ব-সম্বন্ধে নিজবুদ্ধিতে যে কথা বলিবে, তাহাতেই ভুল করিবে, কিন্তু সেই পরাৎপরবস্তু—অখিলাম্নায়-বেদ্য। বিষ্ণুকে আমাদের আধ্যক্ষিক যুক্তি-দ্বারা মাপিয়া লইতে পারা যায় না,—বিকৃত করা যায় না।

এই সকল কারণেই আমরা তথা-কথিত চিন্মাত্রবাদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

আমাদের চিন্মাত্রবাদের সহিত সেই জায়গায়ই সহানুভূতি আছে, যে জায়গায় উহা অচিন্মাত্রবাদ নিরাস করিয়াছে। কারণ, আমরাও কোন ক্রমেই অচিন্মাত্রবাদ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু অচিন্মাত্রবাদ নিরাস করিতে গিয়া চিন্মাত্রবাদিব্রুবগণ যেখানে চেতনধর্মকে পর্যন্ত নিরাস করিতে বসিয়াছে অর্থাৎ যেখানে রাবণের মত চিদ্‌বিলাস-লক্ষ্মীকেও আক্রমণ করিতে বসিয়াছে, সেখানে চিন্মাত্রের সহিত আমাদের কোনও প্রকার সহানুভূতি নাই।

'বিলাস' ও 'বিরাগ'—এই দুইটী কথা আছে। এই কুণ্ঠজগতে 'বিলাস'টা খারাপ ও 'বিরাগ'টা ভাল। এই জগতের 'বিলাসে'—অশান্ত রস, কুরস, বিরস; 'বিরাগে'—শান্তরস, নিরপেক্ষ রস। কিন্তু বৈকুণ্ঠের 'বিলাসে'—রসের পরম উপাদেয়তা ও চমৎকারিতা, গোলোকধাম—বিলাসে পরিপূর্ণ; তথায় কেবল বিরাগ বা শান্তরস-মাত্রের অবস্থান নহে, 'বিরাগ' সেখানে অতি নিম্ন রস; বিলাসে—সকল রসের পরিপূর্ণতা। আবার সেখানে 'বিলাস' ও 'বিরাগ'—এক-তাৎপর্যপর। বিশেষরূপে 'লাস্য' ও বিশেষরূপে 'রাগ'—এই অর্থে 'বিলাস' ও 'বিরাগ' উভয়ই এক-তাৎপর্যপর।

অচিৎ করণ ও চিৎ করণ; অচিৎ করণের দ্বারা 'বিলাস' উপলব্ধির বিষয় হয় না; চিৎ করণ বলিতে 'অন্তকরণ'-মাত্র নহে। সূক্ষ্মকরণ—চিৎকরণ নহে। চিৎকরণের দ্বারাই চিদ্‌বস্তু গ্রাহ্য।

চিদ্বিলাস-বিচার-রহিত মায়াবাদিগণ অচিৎ করণের দ্বারা চিৎকরণগ্রাহ্য অপ্রাকৃত বিষয় ও অতীন্দ্রিয় বস্তুর পরিমাপ করিতে চাহেন। "ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" শ্রুতিকে তাঁহারা স্থূল-বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সেই পরম বস্তুর প্রাকৃত করণ নাই, পরন্তু চিৎকরণ আছে, ইহা বুঝিতে পারেন না। তাহারা ন্যূনাধিক Anthropomorphism-এর আশ্রয়গ্রহণকারী। এই জগতের বিচার চিজ্জগতে আরোপ করিতে হইবে না। রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকদ্বারা সূর্য দর্শন হইবে না। আমরা নিউক্যাসলে নূতন করিয়া কয়লা লইয়া যাইব না। সেখানেই কয়লা নিসর্গতঃই প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।

আমরা কোনও কল্পিত-রাজ্য বা শূন্য-রাজ্যের কথা বলিতেছি না। আমরা বাস্তব নিত্য-ধামের কথা বলিতেছি। সেই অপ্রাকৃত ধাম প্রাকৃত ভূলোকের দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছে।

এ জগতে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও বিকৃত। আমরা একবারেই ৪টি quadrant (পাদ) দেখিতে পারি না। যখন আমরা দাঁড়াইয়া থাকি, তখন sphere-এর এক চতুর্থাংশ দেখি। যখন আমরা সমুদ্রের ধারে যাই, তখন horizon-এর অর্ধেকটা দেখিতে পাই, যখন আমরা মুখ ফিরাই, তখন বাকী অর্ধেকটা দেখিতে পাই। যখন আমরা উপরের দিকে তাকাইয়া শুইয়া থাকি, তখন গোলোকের অর্ধেকটা দেখিতে পাই, অবশিষ্ট অর্ধেক আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত হয় না।

আমাদের আধ্যক্ষিক যুক্তিগুলি আপেক্ষিকতা-যুক্ত। এখানে মাত্র এক চতুর্থাংশ দৃষ্টিগোচর হয়, কখনও বা তাহাও বিকৃত ও আবৃত হইয়া দৃষ্টিপথে পতিত হয়, আর বাকী চারি ভাগের তিন ভাগ আবৃত থাকে। এখানে মাত্র একপাদ বিভূতির দর্শন, ত্রিপাদ বিভূতি আবৃত।

একপাদ দর্শন বা এক চতুর্থাংশ আবৃত-দর্শনে শ্রীশঙ্করের অনুগত টীকাকার আনন্দগিরি, অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি চতুর্ব্যূহ-তত্ত্বকে উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন,—চতুর্ব্যূহ-তত্ত্ব স্বীকার করিলে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বিচার টিকিতে পারে না! সুতরাং শ্রুতি অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। তাহাদের এই বিচার অত্যন্ত আধ্যক্ষিক ও স্থূল। ব্রহ্ম যেন ভগ্ন-প্রবণ দ্রব্য-বিশেষ! তাহা চারিভাগে ভগ্ন হইয়া যাইবে! অধোক্ষজ-বস্তুর নিজের আত্মরক্ষার পর্যন্ত সামর্থ্য নাই! "আগম-প্রামাণ্যের" শ্রীযামুনাচার্য, "শ্রীভাষ্যে" শ্রীরামানুজাচার্য এবং সাত্বত আচার্যগণ ইহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

অধ্যাপক। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত সম্প্রদায় বাসুদেব বিষ্ণুর উপাসক, না কৃষ্ণের উপাসক?

শ্রীল প্রভুপাদ। মর্যাদাদৃষ্ট 'বাসুদেব' হইতে সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বৈভবাবতারগণ সকলেই কৃষ্ণের অংশ বা অংশাংশ। কৃষ্ণই মূল বস্তু—অংশী,—স্বয়ংরূপ। গোলোকার্ধের অর্ধেক দৃষ্টিগোচর হইতেছে, নিম্নার্ধ দর্শন হইতেছে, উপরার্ধ দৃষ্ট হইতেছে না,—এইরূপ অবস্থায় শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্ধ—এই আড়াই রস।

অধ্যাপক। শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্ধ কিরূপ?

শ্রীল প্রভুপাদ। সম্ভ্রম-বিচারে আমরা গোলোকের নিম্নার্ধ দর্শন করি, উত্তরার্ধ দর্শন হয় না। যেহেতু বিষ্ণু সর্বশক্তিমান, সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণ পরমেশ্বর, আমাদের সর্বশক্তিমত্তা ও ঈশিতা নাই; সেই হেতু আমরা বিষ্ণুর নিকট কৃপা-ভিখারী। এখানে পরমেশ্বরের স্বরূপ অপেক্ষা তাঁহার ঐশ্বর্যই বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির পরিচালক। বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও

মধুর রসে অখিল-রসামৃত-মূর্তির স্বরূপই উপাসককে আকর্ষণ করে, সেখানে স্বাভাবিকী অহৈতুকী প্রীতি বর্তমান। শ্রীরামানুজের বিচারে এই অসম্পূর্ণতা আছে—তথায় গোলোকের উত্তরার্ধের রসবিচার নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণ—অখিলরসামৃতমূর্তি; তাঁহাকে কেবল আড়াই প্রকার রসের বিষয় করিয়া অপর আড়াই প্রকার রস মানবের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দিলে তাহাতে অপর রসগুলির ব্যভিচার উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দক্ষিণদেশের সাহিত্যে প্রচুর দান করিয়াছেন।

অধ্যাপক। আমাদের এখানে সাধারণ ধারণা এই যে, নারায়ণই মূল বস্তু, কৃষ্ণ তাঁহার অবতার।

শ্রীল প্রভুপাদ। 'নারায়ণ'—বৈভবাবতার, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—বৈভবাবতার নহেন। কৃষ্ণ—সর্বকারণ-কারণ, নারায়ণেরও কারণ শ্রীকৃষ্ণ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্।।

কৃষ্ণ ইতিহাসের বিষয়মাত্র নহেন, তিনি নিত্য স্বরাট্, বাস্তববেদ্য পরম সত্য, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। যখনই জ্ঞেয় কোন কার্য, কারণ বস্তুরূপে উপস্থিত হয়, তাঁহারও মূলকারণরূপে কৃষ্ণ সেখানে বর্তমান। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত সকল অবতারের কথা বলিয়া সর্বশেষে নিরবকাশা শ্রুতিরূপে বলিয়াছেন,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।
নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া।।
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ।।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।।

শ্রীকৃষ্ণ—পরমাত্মার কারণ, ব্রহ্মেরও কারণ।

অধ্যাপক। আপনি কি ভাবে "তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়য়া" ব্যাখ্যা করিবেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। 'মায়য়া' পাঠ নহে; 'মায়া' পাঠ হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং শ্রীধরস্বামিপাদ 'মায়া' পাঠ বলিয়াছেন।

অধ্যাপক। ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা কিরূপ?

শ্রীল প্রভুপাদ। হে অধীশ—পুরুষাবতারত্রয়াদধিকৈশ্বর্যসম্পন্ন, ত্বং নারায়ণঃ—নারস্য

অয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ সঃ; সর্বদেহিনাং—সর্বপ্রাণিনাম্; আত্মা অপি ত্বং নারায়ণঃ—নারং জীবসমূহঃ অয়নং আশ্রয়ো যস্য সঃ তৃতীয়পুরুষাবতারঃ ক্ষীরোদকস্থঃ; ত্বং অসি—ভবসি; ন হি কিম্? অখিললোকসাক্ষী—সমষ্ট্যন্তর্যামী; ত্বং নারায়ণঃ—নারং অয়সে জানাসি দ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ গর্ভোদকস্থঃ। নরভূজলায়নাৎ—নরাৎ পরমাত্মনঃ উদ্ভূতাঃ যে অর্থা চতুর্বিংশতি-তত্ত্বানি তথা নরাৎ জাতং যৎ জলং তদয়নাৎ যঃ প্রসিদ্ধঃ আদিপুরুষাবতারঃ কারণোদকস্থঃ নারায়ণঃ সঃ অপি তব অঙ্গং অংশ তচ্চ অপি সত্যম্ এব, ন তু মায়া—ন মায়িকবদনিত্যম্। অবতারেঽপি ত্বয়ি তব চিন্ময়কলেবরস্য স্পর্শনে মায়া অসমর্থা। হে কৃষ্ণ, ত্বং মূল-নারায়ণঃ পুরুষাদ্যবতারান্তে অংশাত্বমেব অংশীতি। তেঽবতারা অঙ্গাঃ ত্বমেবাঙ্গীতি মে মতিঃ।

মধুসূদন রাও—বিজয়ধ্বজ এই শ্লোকটি একবারেই বাদ দিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। আমরা ইহাকে বাদ দেই নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অধ্যাপক। অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব হ্যতৎ ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ সন্তং.গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ।।
(ভাঃ ১০।১৪।২৮)

—এই শ্লোকে ভাগবত কেবলাদ্বৈবাদকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। নিশ্চয়ই নহে।

অধ্যাপক। শ্রীধরস্বামী এখানে কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীধরের ব্যাখা দেখুন; শ্রীধর কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

"বিবেকিনস্তু প্রত্যক্স্বরূপে এব পরমাত্মানং বিচিন্বতীত্যাহ অন্তর্ভব ইতি। ভবতীতি ভবশ্চিজ্জড়াত্মকং শরীরং তন্মধ্য এব ত্বাং মৃগয়ন্তি। অতৎ জড়ং ত্যজন্তোঽপবদন্তঃ। ননু সতো জ্ঞানেনালং কিমসতোঽপবাদেনেত্যাশঙ্ক্য অধ্যস্তাপবাদং বিনা অধিষ্ঠানতত্ত্বং ন জ্ঞায়ত ইতি সতাং ব্যবহারেণাহ অসন্তমিতি। অন্তি সমীপে অসন্তমপ্যহিমন্তরেণ তন্নিষেধং বিনেত্যর্থঃ। সন্তং গুণং রজ্জুং সন্তঃ কিমু যন্তি জানন্তি। অন্তি সন্তমপি গুণমিতি বা। ন জানন্তীত্যর্থঃ। তস্মাদাত্মাত্মতয়ৈব জ্ঞানান্মুক্তিরিতি ভাবঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত অব্যবহিত পরবর্তি শ্লোকগুলিতে এই শ্লোকটীর তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানু গৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো নচান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাঽহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্।।
অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা যৎতৃপ্তয়েঽদ্যাপি নচালমধ্বরাঃ।।
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্।।
এষাস্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তামেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ শর্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যদজমধ্বমৃতাসবং তে।।
তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি রজোভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব।।
এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎ প্রিয়াত্মতনয় প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে।।
তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ।।
প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো।।
জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।।
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্বং ত্বং বেৎসি সর্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্।।

(ভাঃ ১০।১৪।২৯-৩৯)

শ্রীধর স্বামীপাদের টীকা দেখুন—নন্বেবং জ্ঞানৈকসাধ্যে মোক্ষে কিমিতি ভক্তিরুদ্বোধিতা অত আহ অথাপীতি। যদ্যপি হস্তপ্রাপ্যমিব জ্ঞানমুক্তং তথাপি হে দেব! তব পাদাম্বুজদ্বয়মধ্যে একদেশস্যাপি যঃ প্রসাদলেশোঽপি তেনানুগৃহীত এব ভগবতস্তব মহিম্নস্তত্ত্বং জানাতি। হে ভগবন্! তে মহিম্নস্তত্ত্বমিতি বা। একোঽপি কশ্চিদপি চিরমপি বিচিন্বন্নপি অতদংশাপবাদেন বিচারয়ন্নপীত্যর্থঃ।।

মধুসূদন রাও। শ্রীধর ভক্ত কিন্তু অদ্বৈতবাদী।

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীধরস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ও বৈষ্ণবোত্তম কেবলাদ্বৈতবাদী বা বিদ্ধাদ্বৈতবাদী নহেন। কেবলাদ্বৈতবাদী "ভক্ত" হইতে পারেন না। কেবলাদ্বৈতবাদী "ভক্তি", 'ভগবান্ ও "ভক্তের" নিত্যতা স্বীকার করেন না। সকল সাত্বতাচার্যই সমস্বরে কেবলাদ্বৈতবাদীকে 'অভক্ত' বলিয়াছেন। মৌখিক ভক্তি স্বীকার করিয়া চরমে নির্বিশেষ বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান অধিকতর কপটতা ও ভক্তিবিরোধের শেষ সীমা ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ শ্লোক ব্যাখ্যা কালে শ্রীধরস্বামী ও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"প্র" শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ, কেবলমীশ্বরাধনলক্ষণো ধর্মো নিরূপ্যতে।

মধুসূদন রাও। শ্রীধর স্বামীকে কিছুতেই অদ্বৈতবাদী ব্যতীত অন্য কিছু ভাবা যায় না।

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীধরস্বামী অদ্বৈতবাদী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি শ্রীমদ্ভাগবত কথিত অদ্বয়জ্ঞানবাদী বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধরস্বামীকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য আমরা স্বামিপাদকে এমন কি শুদ্ধভক্তি তারতম্য বিচারে শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব হইতেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া জানি। অর্চনমাত্রাধিকারী আচার্যগণাপেক্ষা শ্রীধরস্বামী নামভজনকারী সত্য সত্য শুদ্ধবৈষ্ণব। শ্রীধর কখনই মায়াবাদী অভক্ত নহেন। শ্রীধরের শত শত লেখনী হইতে ইহা প্রমাণ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতাফল, অর্থবাদ, উপপত্তি হইতে নির্ণয় করা যায় যে শ্রীধরস্বামী ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোনও রূপেই মায়াবাদ স্বীকার করেন নাই। শ্রীধরস্বামী অতীব তীব্রভাবে কেবলাদ্বৈতবাদকে গর্হণ ও খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্ত-বিচার বুঝিতে না পারিয়া নির্বিশেষবাদী শ্রীধরকে নিজ-দলে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে। বঙ্গদেশের প্রাকৃত সহজিয়া নামক এক অপসম্প্রদায় 'রায় রামানন্দকে" তাহাদের দলে টানিয়া আনিবার চেষ্টা দেখাইয়াছে। "বাউল" নামক এক অপসম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যদেবের বিশুদ্ধ ভক্তগণকে বাউল মতাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

অধ্যাপক। কিন্তু শ্রীধর যে দার্শনিক বিচার অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মতের অনুকরণ।

শ্রীল প্রভুপাদ। কখনই না। শ্রীশঙ্করাচার্যের অধস্তনগণ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিপাদের বিচার ও সিদ্ধান্তের পরিবর্তিকালে বিকৃত অনুকরণ করিয়াছেন। তাহারা মৌখিক ভক্তির লোক দেখান প্রাথমিক আবাহন করিয়া চরমে ভক্তিকে বিসর্জন দিবার আন্তরিক কুমতলব উদ্ভাবন করিয়াছেন। যাহারা ভক্তিকে আদৌ স্বীকার না করিয়া বরাবর স্পষ্ট নাস্তিক বা

কেবলাদ্বৈতবাদী হইয়াছেন, তাহারা একরূপ ভাল; কারণ তাহাদের ভক্তিবিরোধ স্পষ্টভাবে ধরা যায়, আর যাহারা আপাত ভক্তিস্বীকার করিবার ছলনা দেখাইয়া চরমে নির্বিশেষকেই তাহাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছেন, ভক্তির সেই সকল প্রচ্ছন্ন শত্রু ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকগণের অধিকতর প্রচ্ছন্ন অসদভিসন্ধি সাধারণ লোকে ধরিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়-নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক।।"

বৌদ্ধগণ প্রথম মুখেই স্পষ্টভাবে বেদ মানেন না। আর মায়াবাদিগণ মুখে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া কার্যকালে শ্রৌতপথ লঙ্ঘন করে, শ্রুতিতে যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিয়া একদেশী কেবলাদ্বৈত সিদ্ধান্ত কল্পনা করে। সুতরাং মায়াবাদিগণ স্পষ্ট বৌদ্ধ অপেক্ষাও অধিকতর নাস্তিক। যে সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নির্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী স্পষ্টই 'ভক্তি'কে অস্বীকার করেন, তাহাদের দুঃসঙ্গ হইতে সাধারণ লোক সাবধান হইতে পারে, কিন্তু যাহারা মৌখিক আপাত ভক্তি স্বীকারের ছলনা দেখায় সেই সকল বিষকুম্ভ পয়োমুখতুল্য অথবা তৃণাচ্ছাদিত কুপতুল্য কপট বা অধিকতর প্রচ্ছন্ন কেবলাদ্বৈতবাদীর স্বরূপ সাধারণে বুঝিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে 'ভক্ত' বলিয়াই মনে করে এবং তাহাদের দুঃসঙ্গে পতিত হইয়া নিত্য ভগবদ্ভজনবৃত্তি, জীবাত্মা-স্বরূপের নিত্যবৃত্তিকে নাস্তিক্যতার যূপকাষ্ঠে বলি প্রদান পূর্বক আত্মহত্যা করিয়া থাকে। এই সকল প্রচ্ছন্ন আত্মহত্যাকারীর দল ভয়াবহ। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীধরস্বামীপাদ, শ্রীচৈতন্যদেব এই সকল কপট ব্যক্তিগণ হইতে সাবধান হইতে বলিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিবার পূর্বেই অকৈতব বাস্তব সত্য প্রিয়, ভাগবতধর্ম প্রিয় ব্যক্তিগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, পাছে তাঁহাকে বিদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদিগণের দুষ্ট অভিসন্ধি-মূলক প্ররোচনায় লোকে কেবলাদ্বৈতবাদী মনে করিয়া মৌখিক আপাত ভক্তির ছলনা ও চরমে নির্বিশেষবাদকেই ভাগবত-ধর্ম বা স্বামিপাদের সিদ্ধান্ত মনে করিয়া ভ্রান্ত হন সেজন্য তিনি ভাগবত টীকার প্রথম মুখেই তাঁহার শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্তের সূত্র ব্যাখ্যা মুখে জীবের নিত্যতা, জগতের সত্যতা, ভক্তির নিত্যতা, ভক্তের নিত্যতা, শাস্ত্রের নিত্যতা প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড হইতে আত্মবৃত্তি ভক্তির শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্মো নিরূপ্যতে ইতি। পরমত্বে হেতুঃ— প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতঃ কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণোঃ ধর্মো নিরূপ্যতে ইতি অধিকারিতোঽপি ধর্মস্য পরমত্বাহ। নির্মৎসরাণাং পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাম্। এবং কর্মকাণ্ড বিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তম্। জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—

বেদ্যমিত। বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং নতু বৈশেষিকাণামিব দ্রব্য গুণাদিরূপম্। যদ্বা বাস্তব শব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তিমায়া চ বস্তুনঃ কার্যং জগচ্চতৎসর্বং বস্তেব ন ততঃ পৃথগিভি বেদ্যম্।

রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি শ্রুতেঃ। অতঃ হে রসিকাঃ রসজ্ঞাঃ তত্রাপি ভাবুকাঃ হে রস বিশেষ ভাবনাচতুরাঃ অহো ভূবি গলিতমিত্যলভ্যলাভোক্তিঃ। ইদং ভাগবতং নাম ফলং মুহুঃ পিবত।

ন চ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষোঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ—আলয়ং, লয়ো মোক্ষঃ অভিবিধাবাকারঃ লয়মভিব্যাপ্য, নহীদং স্বর্গাদিসুকবন্মুক্তেরুপলক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যত এব। বক্ষ্যতে হি—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভুতগুণোহরিঃ।।
"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"

প্রভৃতি বাক্য শঙ্কর সম্প্রদায়ের কেহ বলিতে পারেন কি?

অধ্যাপক। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা" বাক্য আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন।

শ্রী........সাধারণের এইরূপ ভ্রমাত্মক বিশ্বাস যে উহা আচার্য শঙ্করের উদ্ধৃত বাক্য। আপনি শ্রীশঙ্করাচার্যের কোন ভাষ্য হইতে ইহা দেখাইতে পারেন কি?

অধ্যাপক। আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল, ইহা আচার্য শঙ্করের ভাষ্যে আছে।

শ্রী........আপনি শ্রীশঙ্কর ভাষ্য হইতে দেখান। জগতে এইরূপ অনেক ভ্রমাত্মক বিশ্বাস চলিয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদ শঙ্কর মতাবলম্বী এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণাও ঐরূপ।

অধ্যাপক। আপনি কি শ্রীধরের ভাষ্য হইতে দেখাইতে পারেন যে স্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন?

শ্রী........আমি আপনাকে সহস্র সহস্র উদাহরণ ও প্রমাণ দেখাইতে পারি। ইহা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীস্বামিটীকা হইতে কয়েকটী স্থান বাহির করিয়া দেখাইলেন—শ্রীধর স্বামিপাদ কখনই কেবলাদ্বৈতবাদীর ন্যায় জীব ও ঈশ্বরের স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ-রাহিত্য স্বীকার করেন নাই। স্বামিপাদ বলিতেছেন,—

ভূতাদের্দ্রষ্টা তেভ্যঃ পৃথক্ তস্মাদপি জীবসজ্ঞিতাৎ ব্রহ্মাসজ্ঞিতঃ পৃথক্ তথা প্রধানাদপি তৎপ্রবর্তকো ভগবান্ পৃথক্। (ভাঃ ৩।২৮।৪১)

স্বাংশস্য জীবস্য বন্ধহেতুং দৈবীং দেবস্য বিষ্ণোঃ শক্তিং পরাভাব্য তৎপ্রসাদেনৈব জিত্বা স্বরূপেণ ব্রহ্মত্বেনাবতিষ্ঠতে (ভাঃ ৩।২৮।৪৪)

শ্রীস্বামিপাদ জীবস্বরূপের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন—পরমাত্মনো জীবা জায়ন্তে ইতি নিয়ন্তৃ নিয়ম্যভাব উচ্যতে তথা সতি জীবানামনিত্যত্বপ্রসঙ্গেন প্রতিদিনং কৃতনাশা কৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। কিঞ্চ তদা মোক্ষো নাম জীবস্য স্বরূপহানিরেব স্যাৎ ন চৈতদ্‌যুক্তম্। সপ্রকাশ নিন্দাত্মনোঽবিদ্যাকৃতানর্থ নিবৃত্তিমাত্রস্য মোক্ষত্বাভ্যুপগমাদিত্যাশঙ্ক্য উপাধিজন্মনৈব জীবানাং জন্মোচ্যতে ন স্বতঃ অঘটনাদিত্যাহ ন ঘটতে।

এই বাক্যে মোক্ষ অর্থে জীবের স্বরূপহানি নহে, অবিদ্যাকৃত অনর্থমাত্র নিবৃত্তিপ্রতিপাদন করিলেন।

স্বামিপাদ জীবসমূহের নিত্যত্ব প্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন,—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা। ব্যুচ্চ্যরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি সর্ব এবাত্মনো ব্যুচ্চ্যরন্তীত্যাদি-শ্রুতিষু চেতনাচেতনপ্রপঞ্চস্য পরমাত্মোপাদানত্বশ্রবণাৎ। ন চ বিকারিত্বম্ পরণামানঙ্গীকারাৎ (ভাঃ ১০।৮৭।৩১)

জীবেশ্বরয়োর্বৈলক্ষণ্যমাহ বিরুদ্ধ ধর্মিনোরিতি সার্ধদ্বয়েন। শোকানন্দ-ধর্মবতোরেকস্মিন ধর্মিণি শরীরে নিয়ম্যনিয়ন্তৃত্বেন স্থিতয়োঃ।

সুপর্ণৌ বৃক্ষাৎ পক্ষিণাবিব দেহাৎ পৃথগ্‌ভূতৌ। সদৃশৌ চিদ্রূপত্বাৎ। সখায়ৌ অবিয়োগা-দৈকমত্যাচ্চ। তয়োর্মধ্যে একোজীবঃ পিপ্পলান্নং পিপ্পলোঽশ্বত্থো দেহস্তস্মিন্মদনীয়ং কর্মফলমিত্যর্থঃ। খাদতি ভক্ষয়তি। অন্য ঈশ্বরো নিরন্নোঽভোক্তাপি নিজানন্দতৃপ্তো বলেন জ্ঞানাদিশক্ত্যা ভূয়ান্ অধিকঃ। শ্রুতিশ্চ।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্যোঽভিচাকশীতি।।

(ভাঃ ১১।১১।৬)

শ্রীস্বামিপাদ নির্ভেদমুক্তিকে গর্হণ ও শ্রবণ কীর্তন লক্ষণা কেবল ভক্তির নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন,—

অপবর্গমপি কেচিন্ন পরিলষন্তি নেচ্ছন্তি কুতোঽন্যাদিন্দ্রপদাদি।
কেচিদিতি এবম্ভুতা ভক্তিরসিকা বিরলা ইতি দর্শয়ন্তি।

ন কেবল মন্যন্নেচ্ছন্তি কিন্তু তেনৈব সুখেন পূর্ণাঃ সন্তঃ পূর্বসিদ্ধং গৃহাদিসুখমপ্যপেক্ষন্ত ইত্যাহ তে চরণ-সরো জহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহা ইতি। তব চরণসরোজে হংসা ইব রমমানা যে ভক্তাস্তেষাং কুলং তেন সঙ্গস্তেন বিসৃষ্টা গৃহা যৈস্তে তথা। অনেন শ্রবণ কীর্তনে দর্শিতে। শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিকং ভক্তের্দর্শয়তি। যথাহ, যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্ত ইতি। (ভাঃ ১০।৮৭।২১)

অধ্যাপক। স্বামিপাদ ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন বলিয়া অনুকূল সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত মত যে ঐরূপ ছিল এবং তিনি নির্ভেদমুক্তিকে ঘৃণা করিতেন তাহার প্রমাণ কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। এইরূপ ভক্তি হাস্যাস্পদ। স্বামিপাদ ভাড়াটিয়া যাত্রার দলের লোক নহেন যে তিনি "সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" হইবেন। তিনি অকৃত্রিম সূত্রভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বসম্প্রদায়ের মতপোষক বলিয়াই সেই গ্রন্থের টীকা রচনা প্রসঙ্গে স্বসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। আজকালকার দ্বিজিহ্ব ব্যক্তিগণের ন্যায় জগদ্গুরু আচার্য স্বামিপাদকে কপট কল্পনা করা দুরভিসন্ধির তাণ্ডব মাত্র। স্বামিপাদ দ্বিজিহ্ব ছিলেন না, তিনি অন্তরে একভাব পোষণ করিতেন আর বাহিরে অন্যরূপ বলিতেন, এরূপ কল্পনা করাও অপরাধ। দুরভিসন্ধিযুক্ত নির্বিশেষবাদিগণ যুক্তি, বিচার ও প্রমাণের দ্বারা পরাজিত হইলেও এইরূপ একটি গোঁয়ার্ত্তমী দ্বারা আপনাদিগকে বাঁচাইতে চাহে। কিন্তু শ্রীধর স্বামিপাদের যে সকল নিজবাক্য পদ্যাবলী গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু স্বামিপাদের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বামিপাদ শ্রীনামের নিত্যত্ব ও সাধ্যত্ব কীর্তন করিয়াছেন।

শ্রী........(অধ্যাপকের প্রতি) শ্রীধর স্বামিপাদের নিজ কৃত শ্লোক দেখুন—

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌবিহরন্তঃ মহামুদ।
কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপম্।।

শঙ্কর সম্প্রদায়ের অনুগত নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু এরূপ কথা কি বলিতে পারিবেন? হে ভগবন্, তোমার কথামৃতরূপ পয়োধি অর্থাৎ সমুদ্রে মহানন্দেবিহরণশীল সুদুর্লভ কৃতিপুরুষগণ চতুর্বর্গকে তৃণবৎ করিয়া থাকেন।

স্বামিপাদের রচিত এরূপ সহস্র সহস্র স্বমুখোক্তি আছে। স্বামিপাদ স্বরচিত শ্লোকে বলিতেছেন—

ক্বাহং বুদ্ধ্যাদি সংরুদ্ধ ক্ব চ ভূমন্ মহস্তব।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরে দিশ।।

কোথায় মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদি দ্বারা আচ্ছন্ন আমি ক্ষুদ্র জীব আর কোথায় তুমি বৃহৎ ও মহৎ! হে নৃহরে, (শ্রীনৃসিংহ বিষ্ণুস্বামীসম্প্রদায়স্থ শ্রীধরস্বামিপাদের ইষ্টদেব—রুদ্র সম্প্রদায়ের শ্রীবিষ্ণুস্বামীপাদ নৃপঞ্চাস্যের উপাসক) হে দীনবন্ধো, দয়াসিন্ধো, আমাকে ভক্তি প্রদান কর। জীবেশ্বরৈক্যবাদী মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের মুখে এরূপ কথা নির্গত হইতে পারে না।

মায়াবাদীর মিথ্যা তর্ক, বাদান্ধকার ও নির্বিশেষ বা নাস্তিক্য বিচার পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণব নাম কীর্তনপর মুক্তদশাই শ্রীস্বামিপাদ নিজ রচিত শ্লোকে কীর্তন করিয়াছেন,—

মিথ্যাতর্কসুকর্কশেরিত মহাবাদান্ধকারান্তরে ভ্রাম্যন্মন্দমতেরমন্দমহিমং ত্বজ্জ্ঞান-বর্ত্মাস্ফুটম্ শ্রীমন্মাধব বামন ত্রিনয়ন শ্রীশঙ্কর শ্রীপতে গোবিন্দেতি মুদা বদন্ মধুপতে মুক্ত কদাস্যামহম্। এখানে "শ্রীশঙ্কর" "ত্রিনয়ন" বা রুদ্র শব্দের দ্বারা স্বামিপাদ যে রুদ্র সম্প্রদায়ের তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। গুরু ও ভগবানের নাম কীর্তন-তৎপরতাই জীবন্মুক্তাবস্থা।

শ্রীধরস্বামিপাদ নিজকৃত শ্লোকে ভগবানকে নিখিল সদ্‌গুণাদির আধার নিত্য অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন,—

সকলবেদগণেরিতসদ্‌গুণ ত্বমিতি সর্বমনীষিজনা রতাঃ।
ত্বয়ি সুভদ্রগুণ শ্রবণাদিভি স্তব পদ স্মরণেন গতক্লমাঃ।।
নরবপুঃ প্রতিপাদ্য যদিত্বয়ি শ্রবণ বর্ণন সংস্মরণাদিভিঃ।
নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ।।

এইরূপ সহস্র সহস্র বাক্য প্রদর্শিত হইতে পারে।

অধ্যাপক। আমি খুব গভীর ভাবে শ্রীধরস্বামীর কথা আলোচনা করি নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ। গভীর ভাবে আলোচনা না করিয়া এবং শ্রৌত প্রণালীকে অবগত না হইয়া কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করা বা সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করিতে যাওয়া আজকালকার একটা অবৈধ চেষ্টা হইয়াছে।

অধ্যাপক। আচার্য শঙ্করের মত বুঝা কঠিন ব্যাপার। এমন কি তৎসম্প্রদায়ের অনেক মনীষিগণও আচার্যের প্রকৃত মত ধরিতে পারেন নাই। আচার্য সূত্রভাষ্যে চিদ্‌বিলাসবাদ ও চিন্মাত্রবাদ উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। চিদ্‌বিলাস ও চিন্মাত্রবাদ উভয় কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? চিদ্‌বিলাসবাদ স্বীকারে কেবল চিন্মাত্রবাদ উভয়ৈক্য বিচার টিকিতে পারে না, আর কেবল চিন্মাত্রবাদ স্বীকারে চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যবাদ স্বীকৃত হইয়াছে বলা যায় না। সত্য ও অসত্যের যুগপৎ অবস্থিতি আধ্যক্ষিক জড় বিচারে স্থান পাইতে পারে না। চিদ্‌বিলাসে লীলা নিত্য। কেবল চিন্মাত্রবাদে লীলার নিত্যত্ব অস্বীকৃত। আপনাদের মতে কি লীলা নিত্য?

অধ্যাপক। লীলা 'অনির্বচনীয়'।

শ্রীল প্রভুপাদ। ইহা ত' উত্তর এড়াইবার জন্য শব্দাড়ম্বর মাত্র। ইহার সরল উত্তর হওয়া আবশ্যক—'হাঁ' কি "না"। যেখানে নির্বিশেষবাদী ঠেকিয়াছেন সেখানেই 'অনির্বচনীয়' শব্দের আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাই নাস্তিকতা, অনির্বচনীয় অজ্ঞান সমষ্টির নাম মায়াবাদীর মতে 'ঈশ্বর'। মায়া অনির্বচনীয়া। প্রত্যেক বৈষ্ণবসম্প্রদায় স্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন। পরমেশ্বর, জীব, মায়া, ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব সরল ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন।

অধ্যাপক। ভক্তির চরম ফল ত' মুক্তি, ভাগবতও এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। ''শ্রীমদ্ভাগবত'' কখনও এইরূপ অভক্তির লক্ষণকে 'ভক্তি'র ফল বলেন নাই। ভক্তির ফল—ভক্তি, প্রেমভক্তি। ভক্তির ফল কখনও 'অভক্তি' হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত সর্বাগ্রেই বলিয়াছেন যে, ভাগবতে মোক্ষাভিসন্ধিযুক্ত ধর্ম-পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে অন্যথারূপ পরিত্যাগ-পূর্বক স্বরূপে অবস্থিতির নামই—''মুক্তি''। (ভাঃ ৬।১৭।২৮)

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।।

[নারায়ণপর ভক্তসকল কিছুতেই ভীত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরককে একই পর্যায়ের মনে করেন। মোক্ষ-লাভ নরক-প্রাপ্তিরই সমান।]

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-সেবানুরক্তমনসামভবোহপি ফলগুঃ।।

(ভাঃ ৫।১৪।৪৪)

[অপরিত্যাজ্য সম্পত্তি, পুত্র, স্বজন, অর্থ ও পত্নী এবং প্রধান প্রধান দেবতাদিগের প্রার্থনীয়া সদয়দৃষ্টিযুক্তা রাজ্যশ্রীকেও ভরত মহারাজা যে অভিলাষ করেন নাই, তাহা তাহার পক্ষে উচিতই হইয়াছ। যেহেতু তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণসেবানুরক্তমনা সাধুদিগের পক্ষে যখন নির্বাণ-মুক্তিও তুচ্ছ, তখন পার্থিব সুখের ত' কথাই নাই।]

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।

(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা।।
নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যোহন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষানি।।

(ভাঃ ৩।২৫।৩২-৩৪)

শ্রীধরস্বামী 'মুক্তিকে' 'প্রাসঙ্গিকী' অর্থাৎ আনুসঙ্গিকী বলিয়াছেন, তাহা চরমফল নহে—''মুক্তিশ্চ প্রাসঙ্গিকী ভবত্যেবেত্যাহ। যা ভক্তিঃ কোশং লিঙ্গশরীরং জরয়তি ক্ষপয়তি। স্বপ্রযত্নং বিনৈব সিদ্ধৌ দৃষ্টান্তঃ—নিগীর্ণং ভুক্তমন্নম্ অনলো জাঠরো যথা জরয়তীতি। ভক্তের্গরিষ্ঠত্বমেবোপপাদয়তি নৈকাত্মতামিতি পঞ্চভিঃ। একাত্মতাং সাযুজ্য-মোক্ষম্।''

[অতঃপর প্রভুপাদ ব্রহ্মসূত্রের "গোবিন্দ ভাষ্য" হইতে উক্ত অধ্যাপকের নিকট কয়েকটি স্থান পাঠ করিয়া শুনাইলেন।]

অধ্যাপক। এইটী কোন ভাষ্য?

শ্রীল প্রভুপাদ। সূত্রের গোবিন্দভাষ্য।

অধ্যাপক। ইহাতে কি ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ। ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত নহে—"অচিন্ত্য"-ভেদাভেদ।

অধ্যাপক। 'অচিন্ত্য' অর্থেও অনির্বচনীয়।

শ্রীল প্রভুপাদ। 'অচিন্ত্য' ও 'অনির্বচনীয়' এক কথা নহে। 'অনির্বচনীয়' শব্দটী—সন্দেহবাদীর পরিভাষা, আর 'অচিন্ত্য' শব্দ—চিদ্‌বাস্তব-সিদ্ধান্তকারিগণের পরিভাষা। 'অনির্বচনীয়' শব্দে বাস্তবতার সম্বন্ধ নাই, সন্দেহের ও অবাস্তবতার অবকাশ আছে; আর 'অচিন্ত্য' শব্দটী পরিপূর্ণ বাস্তবতারই সূচক; কিন্তু সেই বাস্তবতা প্রাকৃত না হওয়ায় প্রাকৃত অভিজ্ঞানে 'অচিন্ত্য'। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।"

অধ্যাপক। 'ভক্তি' ত' চিন্ত্য ব্যাপার, তাহাকে 'অচিন্ত্য' বলিবার কারণ কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনারা 'অভক্তি'কে 'ভক্তি' বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। 'ভক্তি' মানসিক বৃত্তিবিশেষ নহে; তাহা আত্মবৃত্তি—মুক্ত চেতনের স্বাভাবিকী অহৈতুকী বৃত্তি—"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।" (ভাঃ ১।২।৬), "সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা। অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধেগরীয়সী।।" (ভাঃ ৩।২৫।৩২) মায়াবাদিগণই ভক্তি, ভক্ত, ভগবান্‌কে 'চিন্ত্য'-ব্যাপার—অনিত্য ব্যাপার কল্পনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত তাহা সম্পূর্ণভাবে নিরাস করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ মায়াবাদী বা কেবলাদ্বৈতবাদী নহেন বলিয়াই ভক্তিকে নিত্য, মুক্তপুরুষগণের কৃত্য বলিয়াছেন। এজন্য তিনি "ভক্ত্যেকরক্ষক।"

শ্রীমধুসূদন রাও। শ্রীধরস্বামী 'ভক্ত' বটেন; কিন্তু তিনি সগুণ-ভক্তি পর্যন্ত 'ভক্তি'র মহিমা স্বীকার করিয়াছেন। নির্গুণাবস্থায় অভেদই তাঁহার সিদ্ধান্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ। ইহা কি আপনার মন-কল্পিত সিদ্ধান্ত? 'হরি' নির্গুণ বস্তু, তাঁহার ভজন নির্গুণ, 'ভক্তি' নির্গুণ ব্যাপার—অপ্রাকৃত আত্মবৃত্তি।

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ।।"

[শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ; তিনি সর্বদৃক্ এবং সকলের উপদ্রষ্টা; তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নির্গুণ হয়।]

অহৈতুকী ফলানুসন্ধান-রহিতা; অব্যবহিতস্বরূপ-সিদ্ধত্বেন সাক্ষাদ্রূপা, ন ত্বারোপাদিসিদ্ধত্বেন ব্যবধানাত্মিকা। তাদৃশী যা ভক্তিঃ শ্রোত্রাদিনা সেবনমাত্রং, সা চ তস্য স্বরূপম্। 'মাত্র' পদেনাবিচ্ছিন্নেত্যনেন চ মনোগতেরহৈতুকীত্বাদিসিদ্ধেঃ পৃথগ্‌যোজনার্হত্বাৎ "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী" ইত্যাদিষু (ভাঃ ১১।২৫।২৬), "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ" ইত্যাদিভিস্তদাশ্রয়ক্রিয়াদীনাং নির্গুণত্বস্থাপনাৎ। (ভাঃ ১১।১৩।৪০)

"মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে নিগুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ।।"

☆ ☆ ☆ ☆

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।।"
"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।"

(ভাঃ ১।৭।৪-৭, ১০)

শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন,—"ননু মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেতি সর্বাক্ষেপ-পরিহারার্থমাহ ইত্থম্ভূতগুণো হরিরিতি।"

অধ্যাপক। শ্রুতিতে যে নির্বিশেষবাদই স্বীকৃত হইয়াছে, আপনি কি শ্রুতি অমান্য করিবেন?

শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রুতির প্রকৃত অর্থ শ্রীমদ্ভাগবত ও সাত্বত পঞ্চরাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। স্বকপোল-কল্পনা বা অশ্রৌতপথে শ্রুতির অর্থ-কল্পনায় শ্রুতির প্রতি অনাদরই করা হয়, তাহাই নাস্তিকতা। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—শ্রীভাগবত ও পঞ্চরাত্র শ্রুতির যে অর্থ প্রকাশ করেন, সেরূপ ভাবেই তাহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে।

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ষষ্ঠ পঃ)

শ্রীমন্মধ্বাচার্যপাদ এইজন্য সূত্রভাষ্য কেবল শ্রৌতপ্রমাণের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই অকৃত্রিম সূত্রভাষ্য বলিয়াছেন। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বলেন,—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।

[যে যে শ্রুতি তত্ত্ব-বস্তুকে প্রথমে 'নির্বিশেষ' বলিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য, ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষ-তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্বিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।]

পঃ মধুসূদন। আচ্ছা, শ্রীধরস্বামী যদি মায়াবাদীই না হইবেন, তবে তিনি যে 'অদ্বৈতবাদী', এইরূপ সাধারণ ধারণা ও বিশ্বাস কোথা হইতে উৎপত্তি হইল?

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনি একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। এত কথা শুনিলেন, আবার কুকুরের লেজের মত সেই একই কথার অবতারণা। আমরা ত' বলিতেছি যে, শ্রীধরস্বামী অদ্বৈতবাদী, তিনি শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী, কেবলাদ্বৈতবাদী নহেন। অসৎ-সম্প্রদায়ের লোক 'ভক্ত্যেকরক্ষক' শ্রীধরস্বামীর সর্বজন-প্রিয়তা-দর্শনে তাঁহাকে নিজ-দলে ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। বাহ্য-দর্শনে শ্রীধরস্বামীকে 'মায়াবাদী' বলিয়া মনে হয়, তাহা স্বামিপাদের মায়াবাদিগণের প্রতি বঞ্চনা-মাত্র।

পঃ মধুসূদন। আপনারা যে শ্রীধরস্বামীকে নিজের দলে আনিবার চেষ্টা না করিতেছেন এবং শ্রীধর যে আপনাদিগকে বঞ্চনা করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি?

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনার কোন যুক্তি নাই, উহা কেবল হেত্বাভাস মাত্র (Fallacy)। যিনি নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন, তিনি মায়াবাদী বা কেবলাদ্বৈতবাদী হইতে পারেন না। শ্রীধরস্বামী অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন,—এইরূপ সহস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তিনি বৈষ্ণব। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন; তিনি ভক্তির নির্গুণত্ব—নিত্যত্ব—ভগবদ্‌বিগ্রহের নিত্যত্ব—জীবের নিত্যত্ব—জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

অধ্যাপক। হইতে পারে শ্রীধরস্বামী সগুণ ও নির্গুণ উভয় রূপের প্রতিই ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। আপনাদের মতে যাহা 'নির্গুণ' অর্থাৎ নাম-রূপাদির অতীত, তাহার প্রতি ত' ভক্তি হইতেই পারে না। সুতরাং শ্রীধরস্বামী নাম-রূপাদি-শূন্য চিন্মাত্রভাব-

সমষ্টিতে আর কিরূপে 'ভক্তি' প্রদর্শন করিবেন ? আপনাদের মতে ত' যাহাতে 'ভক্তি' প্রদর্শিত হয়, তাহাই সগুণের গণ্ডিতে আসিয়া পড়ে।

পঃ মধুসূদন। এরূপ হইতে পারে, অপ্যয়দীক্ষিত শৈব ও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, আর শ্রীধর 'বৈষ্ণব' হইয়া অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। অপ্যয়দীক্ষিত শঙ্করানুগত; কিন্তু শ্রীধরের সিদ্ধান্ত—শঙ্কর-মতবাদের বিরুদ্ধ। 'প্র'—শব্দেন মোক্ষাভি-সন্ধিরপি নিরস্তঃ।' মায়াবাদী বা কেবলাদ্বৈতবাসী কখনও এইরূপ জোরের সহিত মোক্ষাভিসন্ধিকে নিরাস করিতে পারে না। শ্রীধরে শঙ্করমতবাদের আভাস থাকিলেও মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামীকে 'ভক্তৈকরক্ষক' বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে শ্রীমধ্বাচার্যের সহিত নিজ গুরু-পরম্পরা ও সম্প্রদায়যোগ করিয়াছেন, সেই মধ্বাচার্যের স্থান উডুপীতে গিয়া তত্ত্ববাদিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "তোমরা কাহাকে সাধ্য ও সাধনরূপে নির্ণয় কর ?" তত্ত্ববাদিগণ বলিলেন—"আমরা কর্মকে সাধন এবং মুক্তিকে সাধ্য জ্ঞান করি।" তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—যে মুক্তি ও কর্মকে ভক্তগণ ত্যাগ করেন, তোমরা তাহাকেই যখন সাধ্য ও সাধনরূপে নির্ণয় করিয়াছ তখন তোমাদের বৈষ্ণবতা নাই। তোমরা মধ্বাচার্যের প্রকৃত মত হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ। ভগবদ্ভক্তের বিচারে একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্তনই সর্বোত্তম সাধন ও সাধ্য। শ্রীধরস্বামিপাদ এই নাম-সংকীর্তনলক্ষণা নিত্যা অহৈতুকী ভক্তির বিচার দৃষ্ট হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।

প্রেমা পুমর্থো মহান্—মুক্তি পুরুষার্থ নহে। শ্রীচৈতন্যদেব এই জন্যই শ্রীধরস্বামীকে "জগদ্‌গুরু", "ভক্ত্যেকরক্ষক" বলিয়াছেন, যেহেতু শ্রীধর 'প্র'-শব্দের দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও নিরাস করিয়াছেন। আধ্যক্ষিক-মাত্রই ভুক্তিমুক্তিকামী; কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য ইহারা কেহ ভুক্তিকামী, কেহ বা মুক্তিকামী, সুতরাং তাহারা আধ্যক্ষিক। তাঁহারা শ্রৌতপন্থী নহেন। বৈষ্ণবগণ—শ্রৌতপন্থী। শ্রীমদ্ভাগবত ভোগী বা ত্যাগীর মতপোষক গ্রন্থ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত নিগমকল্পতরুর প্রপক্ক ফল। আমরা কেবলাদ্বৈতবাদীর দুরভিসন্ধি লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীধরের বাক্যগুলিকে বিকৃত করিবার চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীধর উপক্রমেই 'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিনিরস্তঃ' বাক্যে তাহা নিরাস করিয়া রাখিয়াছেন—"শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল পরমেশ্বরারাধনা-লক্ষণ শুদ্ধভক্তিধর্ম ব্যতীত

অন্য কিছু আলোচিত হয় নাই”—ইহা বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের নিকট মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন।

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।।

শ্রীকুলশেখর বলিয়াছেন,—

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্ধহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রমা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।।
নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
তৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।। (মুকুন্দমালা-স্তোত্র)

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা-প্রাপ্ত শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।। (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

ভুক্তি-মুক্তিকামিগণ কখনও ‘ভক্ত’ পদ-বাচ্য নহে। শ্রীধর ‘ভক্ত্যেকরক্ষক’; তিনি ভুক্তি-মুক্তি-কামনাকে নিরাস করিয়াছেন। যেখানে “সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত” প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত সাযুজ্য-মুক্তিকে নিরাস করিয়াছেন, সেখানে শ্রীধরস্বামী মহাবাগ্মী। যেখানে ‘ভক্তি’ আক্রান্ত, সেখানে বৈষ্ণব প্রবল-পরাক্রমে সুদর্শন-অস্ত্রধারী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক আচার্যের লীলাভিনয়কারী। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি যে বেদান্তব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে পরমত-খণ্ডনের অংশই বেশী; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তব সিদ্ধান্তের কথা পরিপূর্ণতমরূপে কীর্তন করিয়াছন। আমরা

পঞ্চরসের নিত্যসেবক, আড়াইটী রস মাত্রের উপাসক নহি। শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—"যাহ ভাগবত বড় বৈষ্ণবের স্থানে।" ভাগবতের নিকটেই ভাগবত পড়িতে হইবে।

অধ্যাপক। 'ভক্ত-ভাগবতের নিকট গ্রন্থভাগবত' পড়িতে গেলে ভক্ত-ভাগবত ত' তাঁহাদের দলের কথার দ্বারাই আমার স্বাধীন-চিন্তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া দিবেন, ভাগবতের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমি আর অনুধাবন করিতে পারিব না।'

শ্রীল প্রভুপাদ। বালক যদি মনে করে যে অধ্যাপকের নিকট কোন বিষয় বুঝিতে গেলেই তাহার স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত হইবে এবং বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাইবে না, আর নিজের অজ্ঞতার দ্বারা ভুল বুঝিলেই তাহা অসাম্প্রদায়িক হইবে এবং প্রকৃত বুঝা হইবে, তাহা হইলে ঐ বালক কখনই কোন বিষয় শিক্ষা করিতে পারে না। যাহার মাত্র বর্ণপরিচয় বা সংখ্যা-মালার পরিচয় মাত্র হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি 'Post-Graduate' class-এর পুস্তক বা অঙ্ক 'অক্ষরমাত্র পরিচয় হইয়াছে' জানিয়াই তাহার বুদ্ধির দুরধিগম্য বিষয় স্বাধীনভাবে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলেই কি তাহার বস্তুবিষয়ে প্রবেশাধিকার হইবে? বিশেষতঃ অপ্রাকৃত বিষয় প্রাকৃত বিষয়ের ন্যায় নহে; প্রাকৃত বিষয়ে বালকেরও উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে নূন্যাধিক অভিজ্ঞান বা প্রতিভাবলে প্রবেশাধিকারের সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু অপ্রাকৃত বিষয় কোন ক্রমেই প্রাকৃত জ্ঞান-বুদ্ধি বিচারের নিকট আত্মসমর্পণ করেন না। অপ্রাকৃত বিষয়ের নিকট যাহারা সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত-তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, একমাত্র তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেই অপ্রাকৃত-তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।।"
"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।"

যাঁহারা ন্যূনাধিক প্রচ্ছন্ন-গুরু-বিরোধী, তাঁহারাই গুরু বা বৈষ্ণবের নিকটে শাস্ত্রার্থ বুঝিতে গেলে তাহা সাম্প্রদায়িক হইয়া যাইবে, মনে করেন, অথচ তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সায় উচ্ছৃঙ্খলবিচার-দ্বারা যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন, তাহাকেই অসাম্প্রদায়িক বলিয়া থাকেন। এইরূপ ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা শ্রৌতবিচার ও শ্রৌতপ্রণালীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সৎ-সাম্প্রদায়িকতাকে অসৎসঙ্কীর্ণতার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে না। কিংবা মূর্খতামূলে উচ্ছৃঙ্খলতাকে উদারতা মনে করিয়া সৎসাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে সঙ্কীর্ণ মনে করিতে হইবে না, সৎসাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তই অকৈতব পরমসত্য। জগতের উচ্ছৃঙ্খল লোকের সংখ্যাধিক্য যদি উহাকে তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের বিঘ্নকারক মনে করিয়া 'সঙ্কীর্ণ'

সাম্প্রদায়িক মনে করে, তাহা হইলে যাহারা ঐরূপ মনে করিল, তাহারাই ঠকিল; বাস্তব অকৈতব সত্যের সুরক্ষিত সম্পূট তাহাতে উচ্ছৃঙ্খল অসৎপ্রকৃতির নিকট হইতে সংরক্ষিতই থাকিল।

"প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে।।"

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিঘ্নকারী কোন ব্যক্তিরই কৃষ্ণরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। আমরা আমাদের উপর কাহাকেও টেক্কা দিতে দিব না। কাহাকেও আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে দিব না; একমাত্র বিষ্ণু ও তাঁহার ভৃত্যবর্গ বৈষ্ণবগণই আমাদের উপর তাঁহাদের সর্বাধিক অধিপত্য বিস্তার করিবেন। তাঁহারাই আমাদের উপর সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, বিরাট্, নিরঙ্কুশ, স্বেচ্ছাময় হইয়া যথেচ্ছ বিহার করিবেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ব্যতীত অপরকে যদি আমরা 'উদারতার' নাম করিয়া আমাদের উপর চেক্কা দিতে দিই, কিংবা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত অপরের সমন্বয় করি, তবে নিশ্চয়ই 'মায়া' আমাদের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে, জানিতে হইবে। আমরা তথাকথিত নির্ভেদমুক্তিকে পদাঘাতে দূরে রাখিব। সাযুজ্য মুক্তি অপরাধের পরাকাষ্ঠা; মায়াবাদী—অপরাধী। মায়াবাদী কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহার উচ্চারিত কৃষ্ণনামাক্ষরের অভিনয় কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র বিদ্ধ করে। আমরা কুতর্ককেই আমাদের গন্তব্য বিচার করিব না। তর্কের দ্বারা আমাদের বাক্যের উপসংহার করিব না। তর্কের দ্বারা কখনও তর্কাতীত বস্তুর উপলব্ধি হয় না। 'মুধরেণ সমাপয়েৎ'।

মধুসূদন রাও। মধ্বাচার্যও কর্মের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ। মধ্বাচার্য ঠিকই আছেন, তত্ত্ববাদিগণ শ্রীমধ্বের বিচার হইতে অনেকটা বিচলিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রৌতবিচার হইতে বলিয়াছেন,—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভভিঃ পরা ভবেৎ।।
লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।
ইহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।

আমরা সর্বদা সর্বাবস্থায় সর্বেন্দ্রিয়ে হরির দাস্যে নিযুক্ত থাকিব। আমরা আধ্যক্ষিক হইব না।

যাঁহারা 'অক্ষ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; যাঁহারা জাগতিক বা

ইন্দ্রিয়জ বিচার দ্বারা ভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়াও অনূচানমানিতা ও আত্ম-শ্লাঘার পতাকা উত্তোলন করেন—যাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপরতার ভূমিকায় যুক্তিজাল বয়ন করেন—যাঁহারা প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের ধারণা করিতে যান, তাঁহারাই আধ্যক্ষিক। আরোহ-প্রণালীই আধ্যক্ষিকতা।

সূর্য হইতে আগত রশ্মি যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয়, তখন আমরা সেই সূর্যরশ্মির সাহায্যে সূর্যকে দর্শন করি,—ইহাই অবরোহ-প্রণালীতে সূর্য-দর্শন, আর যখন সূর্যরশ্মির সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে আমাদের নিজেদের প্রজ্বলিত কৃত্রিম আলোকের দ্বারা সূর্য দর্শন করিবার চেষ্টা করি, তাহাতে সূর্য-দর্শন হয় না, এই শেষোক্ত প্রণালীই আধ্যক্ষিকতা বা আরোহবাদ। আধ্যক্ষিকতাই রাবণের অভিনন্দিত প্রণালী। আধ্যক্ষিকতায় বহির্মুখ লোকদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও সমর্থন আছে। প্রহ্লাদের পিতৃরূপে আত্মপরিচয়-প্রদানকারী দৈত্যরাজ সর্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে আধ্যক্ষিকতার দ্বারা উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু একজন বড় Sophist ছিলেন এবং তিনি তাঁহার আখেরের পাকা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু নৃসিংহদেব তাঁহার যাবতীয় আধ্যক্ষিকতার বিনাশকারী মূর্তিতে প্রকটিত হইলেন। প্রহ্লাদে অধোক্ষজ সেবা-বৃত্তি ও কশিপুতে আধ্যক্ষিকতার উপমান দৃষ্ট হয়। অনেক মনোধর্মী ও বঞ্চক আমাদিগকে আপাত-প্রলোভনের পথে বিপথগামী করিতে পারে, অনেক পূতনার বন্ধু, সখা নানাপ্রকার মুখোস পরিধান করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে আসিতে পারে, কিন্তু আধ্যক্ষিকতা পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নির্ব্যলীকভাবে শরণ গ্রহণ করিলেই আমরা বঞ্চনার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারি। আধ্যক্ষিকগণ হেতুবাদী ও প্রচ্ছন্নতার্কিক। চোর যেমন সাধুকে 'চোর' বলিয়া দেখাইয়া আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করে, তদ্রূপ প্রচ্ছন্ন-তার্কিক নির্বিশেষবাদীও বৈষ্ণবগণকে 'প্রচ্ছন্নতার্কিক' বলিয়া আত্মরক্ষার দুষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। নির্বিশেষবাদিগণ যেরূপ প্রণালীতেই আপনাদিগকে শ্রুতির অনুগত বলিয়া পরিচয় দেন এবং বৈষ্ণবগণকে শ্রুতির লঙ্ঘনকারী বলিয়া অনভিজ্ঞ লোকের নিকট প্রচার করেন; কিন্তু একমাত্র বৈষ্ণবাচার্যগণই নির্বিশেষবাদীর এই দুরভিসন্ধি সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিকট ধরাইয়া দিয়াছেন। মায়াবাদীর শ্রুতির একদেশ আধ্যক্ষিকতার দ্বারা বিকৃতভাবে স্বীকারের অভিনয় করে। কিন্তু বৈষ্ণবগণ শ্রুতির অর্থ আধ্যক্ষিকতার দ্বারা গ্রহণ না করিয়া শ্রুতির অনুগত পুরাণ, পঞ্চরাত্র স্মৃতি প্রভৃতি ব্যাসপ্রণীত সাত্বতশাস্ত্র শ্রুতির সার্বদেশিক বিচার যেরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই প্রণালীতেই বরণ করেন। শ্রুতির আধ্যক্ষিক, স্বতন্ত্র ও স্বকপোল-কল্পিত বিকৃত ব্যাখ্যার বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বেদ বিভাগকর্তা ভগবান্ বেদব্যাস অমলপুরাণাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্যপাদ এই প্রণালীতেই শ্রৌতানুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

মধুসূদন রাও। "মায়াবাদী" শব্দটি কেন বলা হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ। নির্বিশেষবাদী প্রকৃত প্রস্তাবে 'ব্রহ্মবাদী' নহেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে মায়ার অভিভাব্য করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য তাঁহারা 'মায়াবাদী' আখ্যা প্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।

অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্‌ই অসম্যক্‌প্রতীতিতে 'ব্রহ্ম' শব্দে অভিহিত হন। ভগবৎপ্রতীতিই পূর্ণ প্রতীতি।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ 'ভক্ত' ও 'অভক্তে'র পার্থক্য নির্ণয়ের কষ্টিপাথর। আধ্যক্ষিকতার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র বা শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বুঝা যায় না। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১ম ও ২য় অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব নির্ণয়ে ব্যয়িত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ্ব আসন। তাঁহার সহিত অন্য কোনও গ্রন্থের বা শাস্ত্রের তুলনাই হয় না। যে গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের যতটী আনুগত্য ও অনুকীর্তন করেন, সেই গ্রন্থ ততটী অকপটভাবে অকৈতব ধর্মের কথা কীর্তন করেন।

----সমাপ্ত----